তরঙ্গ রোধিবে কে?

দিলীপকুমার

প্রথম খণ্ড

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উপহার

এই বইখানি

.......................কে

উপহার দিলাম

তারিখ

স্থান···

Aldous Huxley :

Life's so ordinary that literature has to deal with the exceptional. Exceptional talent, power, social position, wealth···············People who are completely conditioned by circumstances—one can be desperately sorry for them : but one can't find their lives very dramatic. Drama begins where there's freedom of choice.

Eyeless in Gaza

জীবন সচরাচর এতই সামান্য ছন্দে চলে যে সাহিত্যকে হ'তেই হ'ল অসামান্য : অসামান্য প্রতিভা, শক্তি, প্রতিষ্ঠা, ধনসম্পদ··· যারা তাদের পরিবেশের একান্ত অধীন আমরা তাদের জন্যে গভীর অনুকম্পা বোধ করতে পারি, কিন্তু তাদের জীবনে পাই না কোনো নাট্যৈশ্বর্য। নাট্যৈশ্বর্যের সুরু হ'ল যখন আমরা আর কর্মাধীন না থেকে হলাম কর্মকর্তা।

ভূমিকা

শিল্পের উৎস জীবন।

জীবনের ছন্দ বহুধা: শিল্পের ছন্দও তাই। জীবন থেকে সবাই এক শ্রেণীর রস বা সার্থকতা চান না: শিল্প থেকেও না।

অনেকে জীবন থেকে চান উত্তেজনা, কেউ কেউ রোমান্স, কেউ কেউ বা ঘটনাবৈচিত্র্য: শিল্প থেকেও তাঁরা এই-ই চান।

আবার অনেকে জীবনকে গ্রহণ করেন অলক্ষ্য পরমার্থের তীর্থযাত্রা হিসেবে, আর এ-পথচলায় চান অন্তর্মুখিতার আলো: বলাই বেশি এঁরা শিল্প থেকেও তাই চান।

আমাদের মতন অনেকের রুচি ও প্রবণতা এই দিকেই। সুতরাং গল্পে শিল্পে কাব্যে সঙ্গীতে এই শ্রেণীর রসই আমরা বেশি চাই। এজন্যে তাঁরা রাগ করেন যাঁরা এসব থেকে অন্য ধরণের রস চান। কথাসাহিত্যের বেলায় তাঁরা চান গল্পকে হ'তেই হবে নিছক গল্প।

মানুষের রুচি তো একরকমের নয়।

তাই এ নিয়ে তর্ক নিষ্ফল, কারণ এসব বিষয়ে কোনো কোড বা ডগমা বা বিধিবিধান একজন দিলেও ভিন্নরুচির লোক তা মানতে বাধ্য নন।

গল্প, শিল্প, কাব্য, সঙ্গীত এদের গভীরতম উৎস হ'ল আন্তর অনুভব আবেগ, কিন্তু যুগে যুগে এ অন্তরাকুতি নিজেকে রঙিয়ে তোলে জাগিয়ে তোলে ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোয়, চালচিত্রে। এককথায়, একই ধরণের প্রেরণা স্বতন্ত্র রূপকল্পে নিজেকে ফলিয়ে তোলে।

আমাদের অনেকের কাছে গল্পে গল্পই বড় নয়, বড় তার আন্তর সম্পদ, আত্মার আকুতি, মনের প্রাণের স্বপ্নের ঘাতপ্রতিঘাত। এ-শ্রেণীর রসে যাঁরা বর্ণাঢ্যতা পান না তাঁদেরকে বলবার আমাদের কিছুই নেই শুধু এইটুকু ছাড়া যে এসবে যাঁরা রস পান তাঁদের জন্যেই এ-শ্রেণীর উপন্যাস।

এ তর্ক নয়, শুধু রুচিভেদের বিনীত নিবেদন : বিখ্যাত যুক্তিবিৎ লোয়েস ডিকিন্সনের কথাটি গভীর যে, "Nothing that is important can be proved."

একটি দৃষ্টান্ত দেই : সম্প্রতি এক বন্ধু আমাকে বললেন—অপরের নির্দেশ উদ্ধৃতি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা অন্যায। কিন্তু আমরা একথায় সায় দেব কী ক'রে যখন দেখি এতে ক'রে আঁধারপথে যথেষ্ট আলো পাওয়া যায়, এ হ'ল বহু তীর্থযাত্রীর অনুভবের এজাহার ?

জীবন থেকে নানা পথে নানা যাত্রী নানা সত্যের পরশ পায়—সেসবের প্রভাব আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি। তাই নানা মত উদ্ধৃত করা যে নিন্দনীয় এমন কথা মনে করতে পারি না। ভালোর ছোঁয়াচ লাগা তো ভালোই।

বন্ধু কিন্তু অপরের মতামত ও নির্দেশ উদ্ধৃত করার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দিলেন, সেসব আমার কানের ভিতরে গিয়েছিল কিন্তু মরমে পশেনি। তিনি মনে করেন মানুষ নিজে যা বোঝে তা-ই ঠিক্, আমরা মনে করি আমরা কেউ সর্ববিচ্ছিন্ন নই—তাই অপরের অনেক অনুভবেই আমাদের বোধশক্তির উদ্বোধন হয়।

বন্ধুবর এ-ধারণা ভ্রান্ত মনে করেন। আমাদের তাতে দুঃখ নেই, কারণ বহু শ্রদ্ধেয় মানুষের অনুভব থেকে চিন্তা থেকে তপস্যা থেকেই

আমরা যে প্রত্যক্ষ আলো পেয়েছি সে-আলো এ-অস্বীকারে আমাদের কাছে নামঞ্জুর হ'তে পারে না।

তবে কে ভ্রান্ত কে অভ্রান্ত এ নিয়ে বচসা কেনই বা? জীবনের চরম সার্থকতা সরল অন্বেষণে, অকৃত্রিম নিষ্ঠায়—জটিল বাদবিতণ্ডায় না, চোখধাঁধানো জাঁকজমকে না।

এ বইটির প্রুফ দেখে দিয়েছেন সুহৃৎ শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ও মুদ্রণ কার্যে কম আনুকূল্য করেন নি।

ইতি ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৮

কান্দনার দুর্গ থেকে সমাজের দৃশ্য

রোপণ
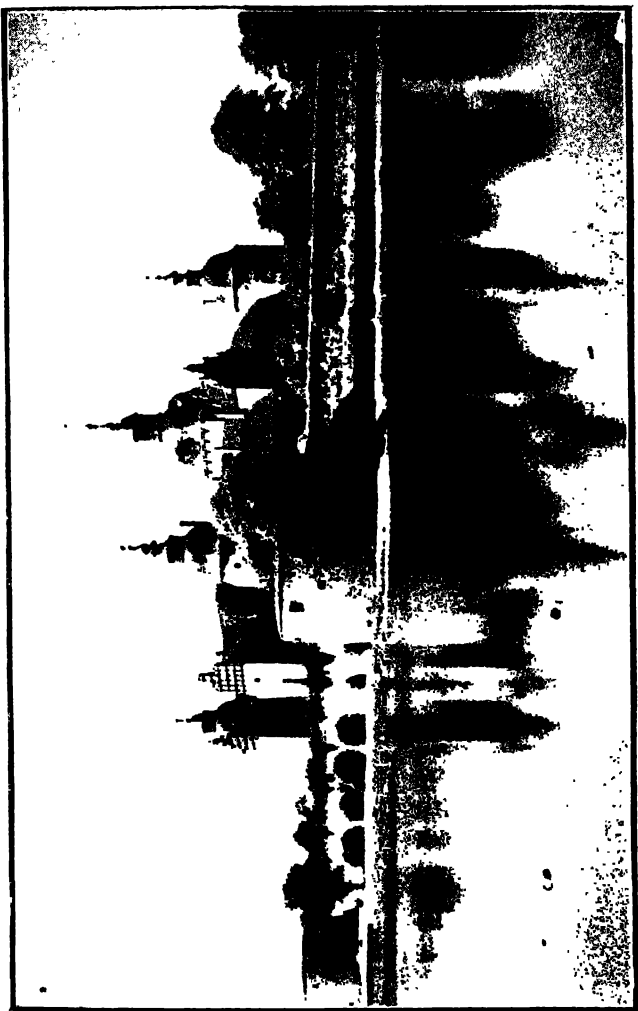
উৎসর্গ

তকুমামা ও মন্দামামিমা !

ঢেলেছ যত উছল স্নেহ
যুগলে সযতনে…
গৃহহারারে দিয়েছ গেহ…
কত যে পড়ে মনে !

নববর্ষ, ১৯৩৮

১

মলয়ের দোষ ছিল অগুন্তি—বলত সবাই একবাক্যে। কিন্তু সেরা দোষটা যে কী সে নিয়ে মতভেদ ছিল। কেউ বলত ও মধুকর, কেউ বলত—প্রজাপতি, কেউ বলত—বিলেতে পড়াশুনো করতে এসে কাব্য-রোমান্টিক হলেন আড্ডাধারী ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হেলেনা বলত—ওর সব চেয়ে বড় দোষ ও সবাইকে থ ক'রে দিতে চায় উদ্ভট কথা ব'লে। এ-বিদ্যেটি ও শিখেছিল ম্যাকার্থির কাছে যে প্রায়ই বলত মুচকি হেসে: "রয়াল বেঙ্গল টাইগার! ছুৎ—ব্রেজিলিয়ান ক্যাট দেখেছ?—তারই একটু বাড়ন্ত সংস্করণ।" আলডুস লিখলেন: "তাজমহল! ধেৎ!"

নিখুঁতের মধ্যে খুঁৎ বের করা, যাতে সবাই থ, তাতে একটু বাঁকা হেসে আড়চোখে তাকানো—হাঁ—"সা চাতুরী চাতুরী।"

মলয়ের মন সায় দিত এ-চাতুরীতে। বলত: "সুইজর্লণ্ড? হুঁ—ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যে একেবারে চলে না এমন নয়—কিন্তু প্রাণের গুলবাগানে ফুল ফোটায় না। ও কেমন? যেমন জয়দেবের শ্রুতিমধুর বীণায় সস্তা অনুপ্রাসের ঝঙ্কার:

শ্যামলমৃদুলকলেবরমণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলম্:
নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িতমূলম্।

শ্যামলে মৃদুলে গৌর দুকূলে সাজিল সে-নিরুপম:
পীতপরিমল রঙ-ঝলমল নীলিম কমল সম।"

হয়েছে কি, বলত ও, এখানে ভাবকে কানের কাছে এত বেশি মাশুল দিতে হ'ল যে, শ্রুতির দেউড়ি পেরিয়ে অন্তরের অন্দরমহলে পৌছতে পৌছতে সে প্রায় দেউলে। কিন্তু চিত্তাকাশে স্ফুরৎবিদ্যুদ্দামের রাগে মেঘ-মন্দ্রের তাল দেয় কে ? না, ভবভূতি :

> অয়ং শিশুরেককঃ সমরভারভূরিস্ফুরৎ
> করালকরকন্দলীকলিতশস্ত্রজালৈর্বলৈঃ
> ক্বণৎকনককিংকিণীঝণঝণায়িতস্যন্দনৈ
> রমন্দমদদুর্দিনদ্বিরদবারিদৈরাবৃতঃ।

> ক্বণিয়া অর্বুদ কনক-ঝনঝনা গর্জি' স্যন্দনে বাহিনী ধায়,
> ক্রুদ্ধ কুঞ্জর জলদ-সন্নিভ মত্ত বৃংহিতে গগন ছায়,
> শস্ত্র খরসান ঝলকি' অনীকিনী করাল সংহার-সমর চায় :
> বেষ্টি' অসহায় শিশুরে হুঙ্কারে—ধনু সে টঙ্কারি' একা দাঁড়ায়।

প্রতিপক্ষরা ছিল 'রসবোদ্ধা'—বলত : "ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো নঃ, কী জীমূতমন্দ্র—বাপ্‌রে !—আমাদের রসের আঙিনায় জয়দেবের দোয়েল-পাপিয়াই ভালো, তোমার 'কিম্ভূত' ভবভূতির খুরে দণ্ডবৎ—থাকুন তিনি তাঁর বৃংহিতলোকেই।"

মলয় প্রতিবাদে উঠত রুখে। জয়দেব যে তার মিষ্ট লাগত তা-ও তখন স্রেফ্‌ ভুলে গিয়ে বলত : "তথাস্তু—পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তোমরা ফুলের ঘায়েই মূর্ছা গিয়ে রসিক নাম কিনে খুষমেজাদে বাহালতবিয়তে কুহুধ্বনি করো—আমরা চাই জীবনের সিম্‌ফনি—তাতে শুধু সুস্বরই নয় —সুস্বর বিস্বরে মিলে স্বরসঙ্গতি—হার্মনি। যাতে সবাই অতি সহজেই মজল তাতেই মহতী বিনষ্টিঃ। আমরা চাইব পুষ্পরঙিন কুঞ্জে লাস্যময়ী

ঝর্ণার কুলুকুলুধ্বনি না : ছুটব ব্যাদিতব্যাদান দংষ্ট্রাকরাল ধারালো গুহা-গহ্বর ডিঙিয়ে পৌছতে—যেখানে জ্বলছে ছায়ালেশহীন নির্মেঘগগনচুম্বী তুষারমৌলি।"

এ হেন স্থান কোথায় ভো দুশ্চর তপস্বী?—বলত প্রতিপক্ষরা টিটকিরি দিয়ে।

"সুইডেন"—বলত মলয় উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে।

সদ্য বিলাতাগতারা চোখ কপালে তুলে বলতেন : "সুইজর্লণ্ড, টিরল, ইতালি ছেড়ে—"

"দেখতে না দেখতে যে ফুরিয়ে যায় ওরা!"—বলত মলয় যথাযথ শিষ্ট তাচ্ছিল্যের ঢঙে।

—"কোথায় গেলে তবে—?"

—"যান সোজা—নরওয়ের ফিয়োর্ডে, সুইডেনের স্কেরিতে, লাপলাণ্ডে রাত বারটায় মার্তণ্ডদেবের তাণ্ডব কাণ্ড-কারখানা দেখতে—কবি নিকাণ্ডারের নিদাঘ বর্ণনা জানেন তো ওদেশের :

High up in the North
There blooms among rocks
The most glorious summer
That is found on God's earth!
How much I should praise
Thy sun if I stood
On Lappio's mountains
By Tengla's stream!

—জানেন না তো ডাণ্ড্রার শিখর থেকে বরফের-ধবধবে-ওড়না-ঢাকা সেই বিস্তীর্ণ মেরু-সমুদ্রের জাজ্বল্যমান দৃশ্য!—উঃ!"

ললনারা চম্‌কে উঠে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতেন—মুখের হাসি তাঁদের উবে যেত মলয়ের বাগ্মিতায়, কিন্তু প্রবীণরা মানতেন না, নিজেদের মধ্যে ফিশফিশিয়ে বলাবলি করতেন—"চালিয়াৎ কি আর গাছে ফলে হে !"

কিন্তু এ-হেন দোষের-আধারেরো একটি গুণ ছিল যা প্রায় কারুরই চোখে পড়ত না: ও যখন বলত কাউকে বা কোনো-কিছুকে ভালোবেসেছে, তখন সত্যিই ওর হৃদয় অঙ্গীকার করত, প্রাণ সই করত, মন মজত। ভ্রমণকে, ভুবনকে ও এম্‌নিই সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসত, আর এ-ভ্রমণের সূত্রে সুইডেনকে ও সত্যি মালা দিয়েছিল শুভদৃষ্টির প্রথম শিহরণেই। মার্লোর উচ্ছ্বাসে ওর মন সাড়া দিত। ও সকালে বিকেলে আবৃত্তি করত :

"Who ever loved that loved not at first sight ?"

সত্যিই সুইডেন ছিল য়ুরোপে ওর প্রথম যৌবনের প্রথম বল্লভ—তার কী না ভালো ?

আর এত ভালো লাগত সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহল্‌ম্‌কে !—তিলোত্তমাদেরও অগ্রগণ্যা !

—"ভেনিসের চেযেও ?"

—"নিশ্চয়।"

—"কেন ? ভেনিস কি—?"

—"কিন্তু গাযে যে দুর্বাস !—ষ্টকহল্‌ম্‌ সৌরভময়ী—পরিচ্ছন্ন, ভেনিসের ম'ত মতিচ্ছন্ন তো হয় নি ওর। আর সুন্দরীর অঙ্গেই না দুর্বাস সবচেয়ে দুঃসহ—কেন না অঙ্গশ্রী জাগায় যে গন্ধশ্রীর প্রত্যাশা। ষ্টকহল্‌মের বাঁকে বাঁকে ভেনিসের আবর্জনা জ'মে নেই। ওর বীচিমালা দিনে নৃত্যময়ী কিরণচঞ্চলা—রাতে আকাশের তারকশিখার দীপাধার। ..

—"তার পর?"

—"গ্রাণ্ডহোটেলের সাম্‌নের মঞ্চ থেকে যখন সল্‌টস্‌জোবাড্‌নে নৌকো ক'রে পাড়ি দেওয়া যায়···মালের হ্রদের মোহানায় বাল্টিক-সমুদ্রের সঙ্গম-দৃশ্য যখন চর্মচক্ষে উপভোগ করা যায়···সময় পেলে রাজধানীর বিরাট চিত্রগৃহে ঢুঁ মেরে রাশি রাশি ছবির মিছিলে যখন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়া যায় ·· যেখানে সেখানে নীরবক্ষে কাফেতে কফি-সেবনে মানবজীবনের বনেদি পানীয়-তৃষ্ণা যখন মিটে আসে—"

ব'লে মলয় প্রায়ই থেমে যেত—বাকিটুকু আঙুলের ইঙ্গিতে জাপানি ভঙ্গিতে এঁকে দেখিয়ে। তাতে প্রবীণরা হাসতেন আরো ফুলফোটানো হাসি, কিন্তু সদ্য-ভক্তরা ধ'রে পড়ত—"আগে কহ আর।" না চম্‌কে তারা করে কী? শাকান্নপ্রিয় বাঙালি দুর্ধর্ষ সুইড ভাষা শিখেছে!—যদিও সুইডভাষায় ওর দৌড় যে কতদূর তা মলয় যক্ষের ধনের ম'তই গোপন রাখত। প্রতি ছ'মাস অন্তর ধাওয়া করে কিনা ঐ বরফ-রোহণে—যদিও একবার কোমরে দড়ি বেঁধে উঠে ঠোঁটে 'তুষার-দংশন' নিয়ে ফিরে অবধি বরফ-রোহণকে ও দূর থেকেই করত দণ্ডবৎ! আরো কত অসাধ্য-সাধনেরই গল্প সে!

—"কেবল—" বলত ঐ প্রতিপক্ষদের কেউ কেউ তেরছ চাহনি হেনে—"অত ঠাণ্ডা বরফে কবোষ্ণ ঝর্ণারাণীকে মিলল কোথায় হে সন্ধানী? শুধু বাহ্য ব্যাখ্যানেই আমাদের ভুলিয়ে রাখলে ভায়া, 'আগে কইলে' না কিছুতেই!"

কেবল ঐ এক বাণে মলয় জখম হ'ত। কারণ ছিল।

২

কিন্তু চালিয়াৎ ব'লে মলয়ের সুখ্যাতি কুখ্যাতি দুই সমান বেগে রটলেও সুইডেনের প্রতি ওর ভালোবাসা ছিল রোমান্টিক : শুভদৃষ্টির নব্যরাগ—উপাসকের নিষ্প্রশ্ন স্তবমুগ্ধ অর্চনা। এ-অনুরাগে ওর ফাঁকি ছিল না। জাহাজ সেই যেদিন ষ্টকহল্‌মে মন্দ মন্দ প্রবেশ করল—ওর মনের পাখি উঠল গান গেয়ে। কতরঙা ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের মধ্যে ছবির ম'ত সব ভিলা, পাইন বার্চ ফার গাছের অপর্যাপ্তি, হ্রদ থেকে বেরিয়েছে নদী, নদী থেকে লহরী, লহরী থেকে গতির লাস্যলীলা · আর কত যে সেতু! সেতুর মিছিল বসেছে সুইডেনে। ছোট বড় সোজা বাঁকা হাজারো সুন্দর স্থলপথ জলবক্ষে!...

তারপরেই ষ্টকহল্‌মের অপূর্ব হর্ম্যরাজি, প্রাসাদ, পার্ক, ষ্ট্র্যাণ্ড, রাস্তা-ঘাটের নিখুঁৎ পরিচ্ছন্নতা; বিজলি-বাতির সহস্রদ্যুতি। সবই একযোগে ওকে ডাক দিল। তারা বলল : দদামি—ও বলল : গৃহ্ণামি। তার পর থেকে যখনই নাগরিক জীবনে ওর এতটুকু বিতৃষ্ণা আসত ও যেত ছুটে ওর চিত্তহরা নরলাণ্ডে, লাপলাণ্ডে, পল্লি-সমাজে, স্বাস্থ্যময়ী গোলাপরাণী উইসবিতে। প্রাসাদদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগত কাল্‌মারের প্রাসাদ—ওলাণ্ড দ্বীপের সাম্‌নেই : যেখানে বিখ্যাত ঐতিহাসিক সন্ধিতে নরওয়ে সুইডেন ও ডেনমার্কের মধ্যে কিছুদিনের জন্যে আপোষ হয়। এ প্রাসাদটি ওর আরও ভালো লাগত এর চারদিকে রোমান্সের ঘেরাটোপটির জন্যে। সুইডেনের সম্রাট চতুর্দশ এরিক এক পল্লিবালাকে বিবাহ করার দরুণ এই প্রাসাদে বন্দীম'ত হ'য়ে ছিলেন অনেক দিন। তিনিই রেনেসাঁসের

সৌন্দর্য-স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সলিল-সৌধটি এত সুন্দর ক'রে গড়েছিলেন, প্রাসাদের ছাদ, প্যানেল প্রভৃতিতে তিনিই আল্পনা আঁকিয়েছিলেন নিপুণ জর্মন শিল্পী ডেকে।

এখানে এসে মাঝে মাঝেই কাটত ওর ভাববিলাসে—কল্পনাচারণে। এ প্রাসাদটি থেকে চারধারের অপরূপ দিগন্তবিতত সাগরমেলা দেখে চোখ কি ওর কোনোদিনও ক্লান্ত হ'ল ?

এই প্রাসাদেই হঠাৎ ওর দেখা হেলেনা হাইবার্গের সঙ্গে।

৩

সেদিনও মলয় এম্‌নিই ঘুরে ফিরে দেখছে এধার ওধার। ওর এক ইংরেজ বন্ধু ওকে নিয়ে গিয়েছিল কালমারের দেশলাই ফ্যাক্টরি দেখাতে। কী খারাপ যে লেগেছিল! বন্ধুটি ঐ ফ্যাক্টরিতেই কাজ করত। তাকে দেশলাইয়ের গন্ধক ডিপোর জিম্মায় রেখে মলয় হোটেলে গিয়ে স্নানশুচি হ'য়ে ঝটিতি এল বালটিক সমুদ্রের দৃশ্য দেখতে। প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল :

যতদূর চায় আঁখি···শিহরায় অরুণ-আবীর রাঙা জল···
মাটির বাঁধন টুটেছে···জীবন বাজায় মাদল সমুছল···
কার উদ্দেশে ধায় দেশে দেশে জানে না পরাণ—তবু ধায়!
প্রতি ঊর্মিল সম্ভাষে বর মেলে কার—হিয়া ছাড়া পায়?

সত্যি!·· এ-জগতে কেন মানুষ রচেছে এত শত কারখানা, চুল্লী, চিম্‌নি!···প্রকৃতির শোভার সঙ্গে মানুষের অভাবের এ কী অহি-নকুল সম্বন্ধ!···অথচ এইমাত্র দেখে এল যে অগ্নিকুণ্ড—তাকে নৈলেই বা চলে কই?

সেদিন জুলাই মাস। ওদেশের ঋতুরাজ···ভরা নিদাঘ। গাছে গাছে রঙের রাস। সূর্যের ছেলেমানুষি দেখে মেঘের সে যে কত ঢঙেরই লুকোচুরি! সন্ধ্যা—না, বিকেল আটটা বলাই ভালো। ল্যাণ্ড অফ দি মিডনাইট সান্-এর আভাষ এখানেই মেলে বৈ কি। মেঘ দীর্ণ ক'রে এক ফালি আলো সমুদ্রবক্ষে দুরন্তপনা ক'রে বেড়ায়। যেখানে যেখানে তার চরণধ্বনি উঠছে বেজে—আশে পাশে পড়ছে ছায়ার নৈঃশব্দ্য।

আলোর প্রপাত ঝরঝরিয়ে লাগল এসে কালমারের চূড়ার 'পরে। তার পরেই সামনের বীথিকায়। তারপরেই ঐ যে—বালটিক সাগর-বক্ষে। কী সুন্দর! মলয় দেখে মুগ্ধ নেত্রে।

হঠাৎ চোখে পড়ে একটি মেয়ে···অদূরে। এ কী! স্নান করছে? এ সময়ে বড় কেউ স্নান করে না তো! একটু এগিয়ে গেল। দুর্গের পাদমূলেই:

মেয়েটির মাথায় লাল্‌চে রবারের টুপি।

হঠাৎ কেমন ক'রে টুপিটি গেল ভেসে। মেয়েটি অস্ফুটস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল।

স্রোত মলয়ের দিকেই টুপিটিকে আনল টেনে। ছুটে গিয়ে হাতের ছড়িটা বাড়াতেই নাগাল পেল।—যেই ছড়ির সোনা-বাঁধানো মুখটা দিয়ে টুপিটা কায়দা ক'রে ধরেছে অমনি পা ফসকে বেটক্করে প'ড়ে গেল হাঁটু-জলে।

মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু হেসেও ফেলল সঙ্গে সঙ্গে।

* * * * *

মলয়ের হাতের রিষ্ট ওয়াচ গেছে ভেঙে—প্রায় আ-কটি সিক্ত, কপালটা ঈষৎ জ্বলছে যেন!

মেয়েটি লজ্জিত হ'য়ে হাসি চেপে বলল সুইডীশ ভাষায়: "কী সর্বনাশ—একেবারে নেয়ে উঠলেন!"

মলয় বীরোচিত হেসে তার হাতে পলাতককে ফিরিয়ে দিয়ে দুর্গা ব'লে ওদেরই ভাষায় কোনোমতে বলল: "কিছুই না—এক্ষুণি শুকিয়ে যাবে।"

—"তা কখনো হয়? চলুন আমাদের ওখানে—বাবা আছেন,

তাঁর পোষাকে এক রকম ক'রে কাজ চালিয়ে নিন ঘণ্টাখানেক—বিজলি-চুল্লীতে ততক্ষণে আপনার কাপড়-চোপড় শুকিয়ে খটখটে হ'য়ে উঠবে।"

—"না না"—

—"না না কেন ? আমার এমন রাগ হচ্ছে আমার দুষ্টু টুপিটার উপর।"

—"আমার কিন্তু হচ্ছে না।"

—"আপনার মেজাজ বুঝি মাখন ?"

—"না টোস্টের চেয়েও খিটখিটে হ'তে পারি—কিন্তু ভেবে দেখুন আপনার সঙ্গে এই সব কথার বিনিময় হচ্ছে যার কল্যাণে তার উপর রাগ আসে ?"

—"ধন্যবাদ," ও বলে প্রীতকণ্ঠে, "কিন্তু আমার সঙ্গে দুটো কথার জন্যে এতখানি উৎফুল্লতা ?—যে-জগতে কথার জ্বালায় সবাই অস্থির !"

—"তবু কথা না বললেও তো মন ওঠে পোড়াকাঠের ম'ত শুকিয়ে।"

মেয়েটি ফিক্ ক'রে হাসে, বলে: "বাক্যবাগীশ কাউকে আনলেন না কেন সঙ্গে ক'রে ?"

—"এনেছিলাম—এক বন্ধুকে। কিন্তু এখানে এসেই তিনি ডুব দিলেন কর্মিষ্ঠতার অথই জলে !"

—"বনে না ?"

—"বেবনতির অন্য কারণও আছে।"

—"যথা ?"

মলয় একটু ইতস্তত ক'রে বলে: "আমি ভারতবাসী, তিনি ইংরেজ—খাদ্য ও খাদক।"

তরুণী হাততালি দিয়ে বলে : "ভারতবর্ষ থেকে আসছেন আপনি ? চলুন চলুন। বাবা যে ভারতীয় দর্শনে হাবুডুবু খাচ্ছেন আজ বিশ বছর।"

মলয়ের হাসি পেল...মুগ্ধও হ'ল ওর সরলতা দেখে : "বটে ? আমিও যে দর্শনের ছাত্র—অন্তত বার্লিনে বছরখানেক ক্যাণ্ট হেগেল প্লেটোর লেকচার শুনেছি একথা হলফ ক'রে বলতে পারি।"

"বেশ হয়েছে," ও বলে আরো খুসি হয়ে, "বাবার সঙ্গে যা বনবে। চলুন না। কাছেই।"

—"আপনারা এখানকারই বাসিন্দা বুঝি ?"

—"না। বাবা উপ্সালার প্রফেসর। ওঁর নাম শুনে থাকবেন হয়ত : এরিক হাইবার্গ। এখানে তাঁর পৈতৃক ভিলা আছে। কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন—তাই গ্রীষ্মটা আমরা এখানেই কাটাই। আপনাকে দেখলে তিনি এত খুসি হবেন—"

—"কেন ?"

—"বললাম না বাবা একজন ওরিয়েণ্টালিস্ট বললেই হয়। আপনাদের দর্শনের 'পরে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। আসবেন না ?"

—"বিলক্ষণ ! আসব না ?" বলল মলয় পুলকিত কণ্ঠে, "কেবল—কি জানেন—এ ভিজে কাপড়ে সুভদ্রগৃহে চড়াও হই কী ক'রে বলুন দেখি ? আচ্ছা, হোটেল থেকে কাপড় ছেড়ে এলে হয় না ?"

—"হয়," ও বলে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে, "কেবল—"

—"কী ?"

—"আসবেন তো ঠিক ?"

—"গরজটা কার শুনি ?"

—"ধন্যবাদ। আপনি তো খাসা ভদ্র।"

—"আপনিই বা কম কি ?—কিন্তু কথা-কাটাকাটি রেখে আগে বলুন দেখি আপনাদের ঠিকানাটা"—মলয় পকেটবই বের করে।

—"ঠিকানার দরকার নেই—ওই দেখুন, ও—ই—দেখতে পাচ্ছেন ? ওই লাল টালি ?"

মলয় বাড়িটি চকিতে চিনে নিল কিন্তু দেখতে লাগল লাল টালিকে নয়।

রাঙা রবির আদর এলিয়ে পড়েছে ওর বেগ্‌নি রঙের সাঁতারু প্রচ্ছদের উপর। ঢেউখেলানো ভিজে সোনালি চুল। ছবি তো এরই নাম! বলিষ্ঠ গড়ন, অথচ রেখায় রেখায় কোমলতা—'পর্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকাবনম্রা'—

হঠাৎ চোখোচোখি। ওর গাল দুটি লাল হ'য়ে উঠল: "আমাকে দেখবার সুযোগ ফুরিয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু বাড়িটি ভালো ক'রে দেখে না রাখলে স—ব যাবে ভেস্তে।"

—"ও বাড়ির নক্সা এঁকে দিতে পারি, জানেন ?" বলে মলয় ওর লজ্জা সত্ত্বেও সপ্রতিভ ভাবে আশ্বস্ত হ'য়ে।

—"তাহ'লে এখন বিদায়—সন্ধ্যায় বাকি কথাবার্তা হবে—"

—"ধন্যবাদ, কেবল" মলয় কুণ্ঠা বোধ করে, "কেবল, অর্থাৎ ইয়ে—কথাবার্তা হওয়ার পথে ঈষৎ কাঁটা আছে।"

—"কী ?" বলে ও বিস্মিত ভাবে।

—"আপনাদের সুইডিশ ভাষায় আমার দৌড়—"

—"কোনো একটা সভ্য ভাষা জানেন তো ? বাবার মুখে তে—র, না, বারটা ভাষায় খই ফোটে"—জনক-গর্বে জানকীর মুখ ওঠে দীপ্ত হয়ে।

—"আপনার ?"

—"ইংরাজি বুঝতে পারি, ফরাসিতে মান না বাঁচলেও কাজ চালাতে পারি, তবে জর্মনে বোধ হয় টাল সামলাতে পারি। আপনার ?"

—"ইংরাজিতে বক্তৃতা দিতে পারি, ফরাসিতে উপদেশ, জর্মনে বড় জোর ত্রুটো বিশ্রম্ভালাপের বেশি না।"

—"আমরা তাহ'লে জর্মন ভাষায়ই কথা কইব"—মেয়েটি বলে উজ্জ্বল কণ্ঠে—"অবিশ্যি উপদেশ বা বক্তৃতা দেবার ইচ্ছা হ'লে প্রাণের মায়া ছেড়ে ফরাসি বা ইংরাজিতে ফুলঝুরি কাটবেন, আমি খুব মন দিয়েই শুনব।"

মলয় খুব হাসে : "ধন্যবাদ ফ্রয়লাইন—"*

—"হেলেনা—হেলেনা হাইবার্গ। আপনার ? হের্ †—?"

—"মলয়—মলয় সুর।"

—"কী ? সুর ?"

—"অক্ষরে অক্ষরে।"

—"সু--র। বাঃ বেশ শ্রুতিমধুর তো ?"

—"এতে যেন একটু আশ্চর্য হচ্ছেন ব'লে সন্দেহ হচ্ছে ?"

—"সন্দেহটা অমূলক নয়।"

—"মূলটি কী—জানতে পারি ?"

—"পারেন। আপনাদের দেশ থেকে এক কী দারুণ নামওয়ালা ভদ্রলোক এসেছিলেন ষ্টকহল্মে—কী নাম যেন—শট্ শট্টা পাপাধ্যা—ঐ দেখুন ভুলে গেছি।"

—"আমারও ঐ অবস্থা ফ্রয়লাইন, আপনাদের কে এক দার্শনিকের

* Fraulein—কুমারী, † Herr—শ্রীযুত।

নাম শুনেছিলাম—এম্যান্থয়েল স্থথেন না সোয়েডেন—ঐ দেখুন মনে কি থাকে ?”

হেলেনা খিল খিল ক’রে হেসে ওঠে: “এক হাত নিলেন বটে—কিন্তু মিথ্যে ক’রে—”

—“মিথ্যে ?”

—“দার্শনিক মিসটিক সোয়েডেনবর্গের নাম মনে নেই আপনার বলতে চান না কি ? দর্শনের মল্লভূমি থেকে আসছেন যিনি ?”

মলয় হাসল হো হো ক’রে: “হার মানছি ফ্রয়লাইন। কিন্তু পালটা জবাবের আর্ট হিসেবে—”

হেলেনা পাদপূরণ করল: “উৎরেছে মানছি। কিন্তু আমি আপনার নাম নিয়ে ঠাট্টা করি নি তো আর। বরং ভালোই তো বললাম—তারিফ করলাম—কী স্থন্দর নাম !—তাতেও মন পেলাম না ?”

—“মাফ চাইছি ফ্রয়লাইন—তবে আমরা জাতে দার্শনিক—সামাজিক তো নই।”

—“দার্শনিকের এত স্থন্দর নাম ?”

মলয় হেসে ফেলল: “সান্ত্বনা উপাদেয় বৈ কি। বিশেষ—নম্রভাবেই বলছি কিন্তু—যখন ওটা ভুয়ো নয়।”

—“মানে ?”

—“মানে, নামের মানেটা এত স্থন্দর যে বললে অন্তত আমি আপনার মন পাবই।”

হেলেনার কণ্ঠে রূপালি হাসির বাণ ডেকে গেল, বলল: “নম্র বটে—মানছি। কিন্তু শুনি মানেটা এবার।”

—“মলয় মানে, গেটের Mignon কবিতা পড়েছেন তো ?”.

—"মুখস্থ—ওটা যে বিখ্যাত গান, জানেন না ?"

—"জানি—কত শুনেছি এমন কি আমি বিদেশী হ'য়েও।"

—"ও গানে আপনার নামের মানে রয়েছে ?"

—"অবিকল : ঐ কি লাইন যেন ?—Ein sanfter wind—ঐ দেখুন—"

হেলেনা তৎক্ষণাৎ পাদপূরণ করল : "vom blauen Himmel weht ?"

—"সাবাস স্মৃতিশক্তি।" ব'লে মলয় হাততালি দিল।

—"থামুন, হাততালি দেবার কথা আমার—" ব'লে কথাবৎ কার্য ক'রে বলল "সত্যি হাততালি দেবার ম'তই নাম বৈকি।"—কিন্তু অন্য নামটা ?"

—"সেটা আরো সরেস—সুর, মলয়, সুর।"

—"সুর ?"

—"অবিকল। এবং ওর মানেও অমনি তাজা : Melodie"

—"কী কাণ্ড ? দুটো নামেরই এমন—"

—"যোগাযোগ প্রায় হয় না—না ?"

—"কই হয় ? এই বেচারি আমাকেই দেখুন না। বাবা কত ভেবেচিন্তে শেষটা ট্রয় থেকে এমন জগদ্বিখ্যাত অপরূপ নাম যদি বা রাখলেন—কিন্তু হাইবার্গের সঙ্গে মিলল কই ?"

মলয় ভারি কৌতুক বোধ করে সত্যিই : সুইড মেয়েরা আতিথেয় এ-ই সে জানত, কিন্তু সেই সঙ্গে যে এ জন অকুণ্ঠিতা গল্পিনীও, জানত কে ? বলল : "বদ্‌লে নিলেই পারেন হাইবার্গকে।"

মুহূর্তে গম্ভীর হ'য়ে গেল ওর মুখ। বলল : "সে কি হয় ? বনেদি

নাম। যে রাজা এরিক ছিলেন এই কালমারের দুর্গে বন্দী না ? জানেন তো ? তাঁর বাবার মন্ত্রী ছিলেন আমার বাবার প্র-প্র-প্র-প্র পিতামহ—ক'টা প্র হ'ল ?"

—"সাতাত্তরটা" মলয় বলল হেসে, "অতএব বোঝা যাচ্ছে দারুণ কুলজী আপনাদের। উঃ!"

—"ঠাট্টা ?" ওর মুখে মেঘের পূর্বচ্ছায়া। মলয় ঝটিতি বলে : "না না ঠাট্টা হ'তে যাবে কেন ?"

মেঘ ফের স্বচ্ছ হ'য়ে আসে, হেলেনা হেসে বলল : "আমাদের বংশ-গৌরব বড্ড বেশি, না ?"

—"কুলীনদের অমন হয়ই—"

—"ঐ দেখুন ভুলেই গেছি কথা কইতে কইতে : আপনার ভিজে কাপড়েই দিয়েছি গল্প জুড়ে—"

—"তাতে কি ? আপনারই কি শুকন কাপড় ?"

ও ফের হাসে : "আমি যে স্নান করছিলাম বা রে।"

—"আমিও তো বীরপণা করছিলাম—কম কি ?"

—"বীরপণা ?"

—"কুমারীর শিরস্ত্রাণ-উদ্ধার! বলেন কি ? এ নিয়ে সাগা লেখা চলত না কি আপনাদের দেশে ?"

ও খুসিভরা সুরে বলে : "আপনি বেশ কথা বলেন তো ?"

—"আপনিই বুঝি কেও-কেটা ?"

—"ও কি ? রগ বেয়ে রক্ত পড়ছে না ? দেখি নি তো এতক্ষণ !"

—"না না—"

মেয়েটি কুপিত সুরে বলল : "না না মানে ? স্পষ্ট দেখছি. লাল

রক্ত! এসব বীরপণা নিয়ে সাগা লেখা গেলেও নামঞ্জুর। চলুন আমাদের ভিলায়—অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে পটি—"

—"না না—"

কে শোনে?

* * * * *

প্রফেসর ওকে পরতে দিলেন নিজের জুতো মোজা পেন্টলুন—মলয়ের হোটেল ছিল কি না অনেকটা দূরে।

৪

এক একটা সময়ে মন হ'য়ে দাঁড়ায় সেই শ্রেণীর তালা যাতে চাবি লাগাতে না লাগাতে খোলে। এ বিদেশে নিরালায় ওদের মনের আগল খুলতে দেরি হ'ল না। অধ্যাপককেও ওর ভারি ভালো লেগে গেল—রোজই রঙবেরঙের আলোচনা—প্রায়ই একত্র খাওয়া দাওয়া—এখানে ওখানে পিকনিক, ভ্রমণ—তার উপর চারিদিকের আবহাওয়ার আনুকূল্য। মনে হ'ল ওর যেন একটি হারানো সুর বেজে উঠেছে যথা-পর্দায়।

পালটি যখন ঠিক তোলা হয় নৌকো এগোয় এম্‌নিই তর্‌ তর্‌ ক'রে।

সপ্তাহ দুই পরেই ও উঠে এল ওঁদের সুন্দর ভিলাটিতে। ওরা পীড়াপীড়ি করল ব'লেও বটে মলয়ের আতিথ্যে অরুচি ছিল না ব'লেও বটে। প্রফেসরের সঙ্গে হ'ত দর্শনের আলোচনা, হেলেনা তাতে যোগ দিত প্রায়ই। আবার হেলেনার সঙ্গেও হ'ত কত যে কথা! প্রফেসর তাতে যোগ দিতেন না বটে কিন্তু সায় থাকত সর্বদাই। অন্যমনস্ক মানুষটি কিন্তু অন্তরটি দরদে ভরা। কন্যা-অন্ত প্রাণ। বন্ধুও সে, সাথীও সে, শিষ্যাও সে, সখীও সে। পিতা পুত্রীর মধ্যে এমন মধুর সৌহার্দ মলয় কখনো দেখে নি এর আগে।

ওরা মাত্র তিনজন এ-পরিবারে। পিতা পুত্রী ও নোরা—প্রফেসরের পালিতা কন্যা। ঘরের কাজকর্ম করে কিন্তু পরিচারিকা নয়—যদিও ঠিক সমান পদবীর মেয়েও না। তবু আদরের তার ত্রুটি ছিল না। অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে হ'লেও হেলেনার থাকারও যে ধরণ—তারও তাই। ওঁদের পরিবেষণ ক'রে সে-ও বসত ওঁদেরই টেবিলে।

প্রফেসর উপ্‌সালাতে পড়াতেন সোয়েডেনবর্গ, ক্যাণ্ট, হেরাক্লিটাস, প্লেটো ও ভারতীয় দর্শন। লাওৎসে, কনফ্যুশিয়াস পড়াতেন আর একজন অধ্যাপক। কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন। তবু হেমন্তকাল শীতকালটা কাটাতেন ঐ উপ্‌সালাতেই। মাঝে মাঝে এখনও সৌখিন ক্লাস নিতেন—দর্শনের প্রাইভেট গবেষণা করে যে সব ছাত্ররা শুধু তাদের জন্যে। অবসর নিয়ে অবধি য়ুরোপীয় দর্শন ছেড়ে ঝুঁকে ছিলেন ভারতীয় দর্শনের দিকেই বেশি। বিশেষ ক'রে কালমারে অবস্থানের সময় থাকতেন ভারতীয় দর্শনাদির পুঁথি-পত্রেরই অগাধ জলে মীনের ম'ত আনন্দে।

মলয় তাঁর কাছে একটু একটু ক'রে সোয়েডেনবর্গ পড়তে আরম্ভ করল। সোয়েডেনবর্গের সিম্‌বলিসম্‌ তার ভারি ভালো লাগত। য়ুরোপে দার্শনিকদের মধ্যে যে এ ধরণের অতীন্দ্রিয়বাদী ছিল এ সে জানত না। "এ বহির্জগৎ যে এক অদৃশ্য জগতের প্রতীক" একথা এমন অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জোর দিয়ে আর কোনো আধুনিক য়ুরোপীয় দার্শনিকই বলেন নি। অন্তত সে কাউকে বলতে শোনে নি। তাছাড়া এমন তীক্ষ্ণ অথচ পাকা বুদ্ধি!

শুধু পাকা নয়—বিরাট্‌। এত বড় বৈজ্ঞানিক মনের সঙ্গে এত বড় মিসটিক মনের যোগাযোগ বোধ হয় আর হয় নি কোনো দেশে। এ সমন্বয়ও বুঝি এক সুইডেনেই সম্ভব—প্রফেসর বলতেন সংযত উচ্ছ্বাসে। কত যে শুনত শিখত সে তাঁর কাছে। আর সোয়েডেনবর্গের মাধ্যস্থ্যে সে যেন প্রফেসরের পরিচয়ও পেল আরো বেশি। সত্যি : শ্রদ্ধার্হ মানুষ বটে। বৈদগ্ধ্যের প্রতিমূর্তি। খাওয়া দাওয়া বেশভূষা প্রভৃতি ছিল তাঁর কাছে সত্যিই গৌণ। হেলেনাকে নইলে এ অন্যমনস্ক ভাবে-ভোলা মানুষটির জীবনযাত্রা প্রায় অচল হ'ত। ও তাঁকে তিরস্কারও করত ঠিক

যেমন মা করে শিশুকে। বেমিল জুতো—টাই ও পিরানের অহিনকুল সহযোগ, এক কোটের সঙ্গে আরেক পেণ্ট্‌লুন—সাজসজ্জার হরেক রকম রোমাঞ্চকর লজ্জা তাকেই করতে হ'ত নিবারণ। আরো মুস্কিল এই যে, মেয়ের হাতে নিত্য শাসিত হ'য়েও বাপের চৈতন্য হ'ত না। রোগী যদি রোগকে রসিয়ে রসিয়ে ভোগ করে তবে রোগও সারতে চায় না। মেয়ের শাসন যেন ছিল তাঁর চিত্তবিনোদন। সুতরাং তাতে শায়েস্তা হবে কে ? ভুল ক'রে এত প্রাণখোলা হাসি হাসতেও মলয় কাউকে দেখে নি এ দেশে—বিশেষ এমন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ যে এমন শিশুর ম'ত হেসে কুটিপাটি হ'তে পারে তা না দেখলে বিশ্বাসই হয় না।

মলয় শুনত তাঁর কথা বেশি হেলেনার কাছে—তাঁর বিদ্যা মনীষা দার্শনিক তন্ময়তার কথা। বহুবর্ষব্যাপী দার্শনিক সাধনা ক'রে যে মানুষের ব্যবহারিক চেতনারও রূপান্তর ঘটে একথা সে কানে শুনেছিল বটে কিন্তু চোখে দেখে নি। এই প্রথম চাক্ষুষ করল। বৃদ্ধ নিজের জগৎ করেছিলেন রচনা। ঠিক ধ্যানের জগৎ বললে একটু বেশি বলা হবে : কিন্তু শুদ্ধ চিন্তার জগত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ সে-জগতে আত্মবিরোধ ছিল না। সে-স্তরে আসীন হ'য়ে যখন তিনি কথা বলতেন—যখন কোন্ কোন্ চিন্তাধারা থেকে কোন্ কোন্ ভাবধারা নিষ্যন্দিত হ'য়ে এসেছে ব্যাখ্যা করতেন—যখন এক একটা অনুভব থেকে এক একটা দর্শন গ'ড়ে ওঠার ইতিহাস তাঁর উৎসাহকম্প্র কণ্ঠে বিবৃত করতেন—তখন সত্যিই মনে হ'ত যে, বৃদ্ধের চেতনার ভারকেন্দ্র এ বস্তু-জগতের কোথাও ন্যস্ত নেই। মনে হ'ত লৌকিক আচারের জগৎ সামাজিকতার জগৎ কলধ্বনির জগৎ থেকে বহু দূরে আসীন তাঁর প্রাণসম্বিতের অভিনিবেশ। ও মুগ্ধ হ'তে হ'ত সত্যই তাঁর চেতনার এ ক্রমারোহণে। সম্ভ্রম আসত

মনে : কী পরিমাণ জীবনব্যাপী চিন্তাচর্চার ফলে তাঁকে এ আরোহণীর পৈঠাগুলি একের পর এক গড়তে হয়েছে !

হেলেনাও শুনত মুগ্ধ হ'য়ে। মলয় তখন দেখত তার আর এক রূপ। আশ্চর্য—ঐ গল্পিনী মেয়ের চটুলতা প্রগল্‌ভতা সামাজিকতা সব যেন সে-সময়ে যেত লুপ্ত হ'য়ে! তন্ময় হ'য়ে শুনত সে দেহের স্তর থেকে মানুষ কত যুগের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় ধাপে ধাপে উঠেছে প্রাণের স্তরে মনের স্তরে শুদ্ধ বুদ্ধির স্তরে। পিতার কথা শুনতে শুনতে ওর দৃষ্টি যেত বদ্‌লে, স্বর যেত বদ্‌লে, এমন কি হাসিও যেত বদ্‌লে। কটাক্ষে আর বিদ্যুৎ ঝরত না সে সময়ে—ফুটে উঠত স্তিমিত উন্মগ্ন দৃষ্টি। মুখে শান্ত সংহতি।

কত সময়েই এ সব মলয় লক্ষ্য করেছে! য়ুরোপে কোনো মেয়ের মধ্যে এ দ্বৈরূপ্য এত স্পষ্ট ফুটতে এর আগে সে দেখে নি কখনো। কারণ হেলেনার প্রগল্‌ভতার মেলামেশার মেজাজ যখন প্রকট হ'ত তখন কে বলবে—এ-মেয়ে বিশুদ্ধ দর্শনে এমন তন্ময় হ'তে পারে—চিন্তার শুষ্ক ব্যবচ্ছেদে এমন গভীর রস পেতে পারে? পুরুষের মধ্যে এ-ধরণের অসঙ্গতি দেখা যায় অনেক সময়েই—কিন্তু নারীর মধ্যে এ-ধরণের দ্বৈরূপ্য যে এত স্পষ্ট হ'য়ে পরস্পরকে প্রকাশ করতে পারে, এক পরিবেশের মধ্যে তার যে-রূপ ফুটে ওঠে অন্য পরিবেশের মধ্যে সে-রূপ যে অকল্পনীয় হ'য়ে উঠতে পারে এ মলয় কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। পুরুষ বেশি ক'রে দেখায় ব্যক্তিকে, নারী—তার নারীত্বকে : এ-ই সে জানত মোটামুটি সত্য ব'লে। কিন্তু হেলেনাকে দেখে তার মনে হ'ল শিক্ষায় নারীর যৌন সংস্কারও যেতে পারে বদ্‌লে। তার মনের প্রাণের স্বধর্মও হয়ত পারে—কে বলবে?

কিন্তু হেলেনার মধ্যে ঠিক এ-বদল হ'য়েছিল বলা যায় না। মলয় স্পষ্ট

দেখত দুটো মানুষ থাকে ওর মধ্যে। একটা ডাকে সাড়া দেয় যে-রূপসত্তাটি, অন্য ডাক তার কানেও পৌঁছয় না। ওরা পাশাপাশি ঘর করে—যখন এ ওপরে ওঠে তখন ও গা-ঢাকা দেয়, যখন ও জেগে ওঠে তখন এ পড়ে ঘুমিয়ে।

হেলেনার এ-দুই রূপই তাকে টানত। একজন টানত তার প্রাণকে, আর একজন মনকে : না, হয়ত অন্তরকেও। কারণ হেলেনার সঙ্গে প্রফেসরের এখানে একটু প্রভেদ ছিল : দর্শনের অগাধ জলে তাঁর মনই শুধু হ'ত ডুবুরি, কিন্তু হেলেনার ডুব দিত যেন সমগ্র অন্তর, ব্যক্তিসত্তা। শুধু বুদ্ধির ঝাঁপ-দেওয়া নয়—অনুভবও হ'ত মজ্জনানন্দের সরিক—বিস্ময়ের অংশীদার। এটা বার বার লক্ষ্য ক'রে মলয়ের মনে হ'ত : এদের মধ্যে বেশি মিসটিক বুঝি পিতা নয়—কন্যা। দুজন দর্শনের কাছে চাইত আলাদা পুষ্টি, আলাদা প্রেরণা, আলাদা দিশা। তাই কি ?

ওদের সংস্পর্শে কী তৃপ্তিতেই যে মলয়ের দিন কাটে !

৫

প্রফেসরের সময় এল উপ্‌সালায় ফেরার। তিনি মলয়কে বললেন: "চলো না কেন মলয়, কয়েক মাস থাকবে আমাদের ওখানে—উপ্‌সালায়।"

হয়ত না বললেও চলবে যে মলয়কে বেশি পীড়াপীড়ি করতে হয়নি। ওদের ছাড়তে হবে ভাবতেও তার মন কেমন করছিল। শুধু প্রফেসর ও হেলেনাকে নয়, নোরাকেও তার মনে হ'ত এত আপনার জন! বিদেশে আত্মীয় স্পর্শ—ভালো না লাগে কার? বিশেষ ভালো লাগত ওর নোরার কাছে হেলেনার কথা শুনতে। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে: সহজেই বলত মনের কথা। বলত হেলেনার বাল্য-জীবনের কথা—তার কত দয়ামায়া, কত পিতৃভক্তি, আরো কত মিষ্টি স্মৃতিচারণ! ওর কাছেই মলয় প্রথম শোনে হেলেনার মা-র কথা: ল্যাপ্‌ মেয়ে রক্তে যাঁর বইত তরল আগুন। হেলেনা মা-র কাছ থেকে পেয়েছে উচ্ছল প্রাণশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সামাজিকতা: বাপের কাছ থেকে—অন্তর্মুখিতা, সংযত চাপা বিষাদ, নৈঃশব্দ্য। নোরা তার গ্রাম্য ভাষায় কত খবর যে দিত পিতাপুত্রীর মনের! কত আবছা রহস্য তার অনর্গল কথায় হ'য়ে উঠত স্বচ্ছ। কেবল সে সাবধান ক'রে দিত ওকে যেন হেলেনাকে না বলে এ সব ও ফাঁস ক'রে দিয়েছে। বলার বাধা কী শুধালে বলত: দিদি বড় চাপা মেয়ে—বিশেষত পারিবারিক প্রসঙ্গে, তাই এসব ঘরোয়া কথা নোরা ওর কাছে গল্প করেছে জানলে খুসি হবে না। মলয় কোথায় ঈষৎ বেদনা-বোধ করত, ভাবত: কেন হেলেনা এত চাপা? কিন্তু—

সবাই কি সব কিছু পারে?—বলত ও নিজেকেই। এতে সান্ত্বনা যে ঠিক পেত তা নয়—তবে হেলেনাকে খানিকটা বুঝতে শিখত। অপরকে জানবে এ ছিল যে ওর আশৈশব তৃষ্ণা—স্বভাব-তৃষ্ণা। অপরের মনের পরশ—এর চেয়ে চাইবার বস্তু আর কী আছে জীবনে? তাই কত সময়েই যে সে নোরার সঙ্গে বেড়াতে গেছে শুধু হেলেনার কথাই শুনতে। নোরা এমন সরল আনন্দে বলত দিদির অগুন্তি গুণপনার কথা—!·· মলয়ের হৃদয় উঠত আরো আর্দ্র হ'য়ে!·বুঝত সে এই অশিক্ষিতা পোষ্য-বোনটিকে হেলেনা কেন নিজের বোনের ম'তই ভালোবাসত। হেলেনাকে ও শুধু ভালোবাসত না—হেলেনার সঙ্গে ওর মনের জানাজানি ছিল তেম্‌নিই সহজ যেমন সহজে বাতাসের সঙ্গে হয় বীথিমর্মরের মন-জানাজানি। এটা সম্ভব হয়েছিল শুধু ওর মমতার গুণে নয়—হয়েছিল এইজন্যে যে নোরা অশিক্ষিতা হলেও বুদ্ধিহীনা ছিল না। ওর নারী-হৃদয়ের সহজ পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধি ও দৃষ্টি ছিল অনাবিল—কাকস্বচ্ছ। তাই তো হেলেনার আত্মবিরোধ সে অমন সুন্দর বিশ্লেষণ ক'রে দেখাত। বলত: "দিদির সঙ্গে একটু মিশলেই ওর মধ্যে দুটো রূপ দেখতে পাবে মলয়: ওর মধ্যে ওর ভাবুকতা, আর ওর বেপরোয়া মেলামেশার প্রবৃত্তি।"

মলয় বলত এটা ও লক্ষ্য করেছে।

নোরা বলত: কিন্তু এ মেলামেশা ঠিক সামাজিকতাও নয়। ও আদপেই সামাজিক নয়। বাবা যখন উপ্‌সালা থেকে অবসর গ্রহণ করেন নি তখন মাঝে মাঝেই পার্টি প্রভৃতি দিতে হ'ত তাঁকে। তাতে দিদি অতিথি অভ্যাগতকে প্রায়ই ওর প্রাণশক্তি দিয়ে মাতিয়ে রাখত—কিন্তু আবার লোকজনের হৈচৈ বেশিক্ষণ সইতেও পারত না। বাবার

ছাত্ররা ওর দিকে ঝুঁকত—ওকে দেখে আকৃষ্ট না হবে কে বলো?—কিন্তু ও তাদের একটু বেশি কাছে আসতে দেখলেই হ'টে যেত—যেন ভয়ে। তাই অনেকে ওকে গুমুরে বলে। কিন্তু বাইরেটা ওর যেম্‌নিই হোক—ভিতরে ও সত্যিই গুমুরে নয়।"

মলয় বলত এ-ও ওর চোখে পড়েছে।

"আমার মন সব চেয়ে খুসি হয়েছে মলয়," নোরা খুসি হ'য়ে বলত, "যে, ও তোমাকে দূরে ঠেলে নি তেমন ক'রে। আহা, ও বড় একলা। তোমার সঙ্গে ওর বনেছে। ভগবান্ করুন এ ভাব যেন তোমাদের টেঁকে। সুখ দেবার ও সুখ পাবার সব সরঞ্জামই ওর চরিত্রে আছে, কিন্তু সামাজিক জীবনে ও সুখ পায়নি—পাবেও না।"

—"পায় নি জানি—কিন্তু পাবেও না কেন?"

—"কেন—ঠিক বলতে পারি না," নোরা বলত, "তবে আমার ধারণা"।

—"তবু?" বলত মলয় সকৌতূহলে। হেলেনার সম্বন্ধে ওর কৌতূহলের অবধি ছিল না।

—"বলা কঠিন—তবে আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে ওর বাবা মা-র মধ্যে যে বেবনতি ছিল সে দুটো স্রোত ওর মধ্যেও হামেশাই ফুঁশিয়ে ওঠে—যদিও ও এ কথা মান্‌তে চায় না।"

মলয় ওর এ স্বচ্ছ বিশ্লেষণে অবাক্ হ'ত—কারণ এটা ওরও মনে হয়েছে যে কতবার! শুধাত: "ওর মনে কি কোনো চাপা দুঃখ আছে নোরা? কিম্বা কোনো কাল্পনিক বেদনা?"

এই একটা প্রসঙ্গে নোরা চুপ ক'রে যেত। বলত: "হয়ত ও-ই

কোনো দিন বলবে—শুদ্ধ্ এই কথাটা ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না, লক্ষ্মীটি।”

* * * *

তাই বড় ভালো লেগেছিল ওর এ-পরিবারকে। প্রফেসরের কাছে পেত সে জ্ঞানের খোরাক। প্রশ্নে প্রশ্নে তাঁকে সে উদ্ব্যস্ত ক'রে মারত—কত দার্শনিক তত্ত্ব বুঝতে না পারলে বার বার করত জিজ্ঞাসা—আর প্রশ্নবাদে ওর যে কী আনন্দ—! প্রায়ই মনে পড়ত ওর একটা শ্লোক যে জ্ঞান চাইতে হয় জ্ঞানিদের প্রণাম ক'রে, প্রশ্ন ক'রে ও সেবা ক'রে। শেষেরটার সুযোগ ওর অবশ্য আদৌ ছিল না—সেটা ছিল হেলেনা ও নোরার এজমালি সম্পত্তি—কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রশ্ন করতে ওর জুড়ি মেলা ভার।

সব চেয়ে ভালো লাগত—এখানকার অবাধ স্বাধীনতা। হেলেনার সঙ্গে ওর মেলামেশা ছিল নির্বাধ—কারণ মাথার ওপর যিনি, কোনো শঙ্কার ছায়াপাতও হ'ত না তাঁর দার্শনিক চিন্তাবিতত শিশু বিশুদ্ধ মনে। যখন তখন যেখানে সেখানে ওরা যেত বেড়াতে। হেলেনা তো সামাজিক মেয়ে নয় যে এ সব বিষয়ে সামাজিকতার কোনো বিধিনিষেধ মানবে। লোকনিন্দাকে ও গ্রাহ্যও করে না—করবার প্রয়োজনও ছিল না—কারণ ওর কানে পৌঁছতই না কে কী বলছে ওদের মেলামেশা নিয়ে। মুক্তপর্ণা বিহঙ্গী সে—পাখা মেলাই তার স্বধর্ম, নিচু দিকে তাকাতেও সে নারাজ। তাছাড়া অবাধ উন্মুক্তির মধ্যে মানুষ হওয়ার ফলে বুঝি এ-চেতনাই ওর মধ্যে তেমন বিকাশ লাভ করে নি যে, এ-সংসারে সমাজ ব'লে কিছু একটা আছে। ও বাস করত নিজের জগতে। সে জগতে ওকে মনের

খোরাক জোগাতেন ওর একাধারে পিতা বন্ধু গুরু; প্রাণের খোরাক জোগাত সুইডেনের নিসর্গ-শোভা; আর অন্তরে সহজ বিশ্বস্ততার ভর ছিল ছোট বোনের বাড়া নোরার 'পরে: সততা সখিতা উচ্ছল কৃতজ্ঞতার প্রতিমা নোরা! তাই বাইরের দিক থেকে দেখলে ওর জীবন নিরালা ছিল বটে, কিন্তু ভিতরের দিকে ওর না অভাব ছিল সমৃদ্ধির, না আনন্দের।

এ-জগতে মলয় যখন প্রবেশের অধিকার পেল ঠিক সেই সন্ধিলগ্নেই তার মনেও একটা গূঢ় তৃষ্ণা জেগে উঠছিল। য়ুরোপের নিছক সুশীলতা বিলাস ও আতিথেয়তার সম্পদে ওর মন আর ভরছিল না। ওর চিত্তাকাশ চাইছিল একটা নতুন রক্তরাগ।

৬

সেদিন হেলেনা ওকে প'ড়ে শোনাচ্ছিল ওর এক প্রিয় কবি ভ্লাদিমির সোলোভিয়েফের একটি রুষ কবিতার জর্মণ অনুবাদ :

Lieber Freund, kannst du's nicht sehen ?—
Alles was das Auge wahrnimmt,
Ist ein Abglanz nur, ein schatten
And'rer, unsichtbarer Dinge,

Lieber Freund, kannst du's nicht hören ?—
Dieses Lebens Lärm und Toben
Ist ja nur ein falsches Echo
And'rer, jubelnder Akkorde.

Lieber Freund, kannst du's nicht spüren ?—
Ist denn nichts, das ewig bliebe ?
Doch : das Grüssen zweier Herzen,
Still gesagt durch stumme Liebe.

মলয় পর দিন এ কবিতাটির বাংলা অনুবাদ ওকে শোনালো। ওদের কাব্যচর্চা এম্‌নি ভাবে হ'ত প্রায়ই—হেলেনা ওকে নানান্‌ জর্মন, ডেনিশ, নরওয়েজিয়ান কবিতা শোনাতো ও বুঝিয়ে দিত, মলয় সেসবের অনুবাদ ক'রে ওকে পালটে শোনাত—কারণ হেলেনার বড় ভালো লাগত বাংলা ভাষার ধ্বনি-ঝঙ্কার :

ওগো প্রিয় সখা, দেখিতে কি নাহি পাও :
যা কিছু তোমার নয়নতারায় ফলে

সবি শুধু এক অলখ আলোর ছায়া—
গহনলোকে যে অবিকম্পিত জলে ?

ওগো প্রিয়সখা, শুনিতে কি নাহি পাও :
জীবনের যত ধ্বনিধূম কলরব
সবি আনন্দ-সুষমা-সঙ্গীতের
অলীক প্রতিধ্বনি—মায়া-ছলরব ?

প্রিয় সখা, তব অন্তরে কি শুধাও :
আছে কি মরতে কোনো বাণী অমরণী ?
আছে : অমুখর প্রেমের উচ্চারণে
যুগল হৃদির উছল সম্মিলনী।

কবিতাটির ঝোড়ো হাওয়ায় মলয়ের মনের একটা দোদুল্যমান পর্দা যেন হঠাৎ স'রে গেল। ও দেখতে পেল ও কী চাইছিল : এমনি কোনো হৃদয়ের অন্তরঙ্গতা—কোনো স্নিগ্ধ মাধুরীর একান্ত সান্নিধ্য। প্রেম বললে হয়ত ঠিক বর্ণনা হবে না—তবে এমন কোনো নিবিড় অন্তর-পরশ যাতে জীবনের নিঃসঙ্গতার গ্লানি দুর্ভার কাটে। মন ওর শুধাত : পাওয়া কি যায় এ-হেন পরশ-পাথর! কে জানে? জীবনের কতটুকু রহস্যেরই বা ও তল পেয়েছে? শুনেছে অবশ্য কত কী—প্রেমের সম্বন্ধে। কিন্তু মলয় সব চেয়ে অপছন্দ করত—পরের মুখে ঝাল খেতে। জীবন কী বস্তু ও জানে না, জানবে—আনন্দ কী হয়ত চেনে না, চিনবে—প্রার্থনীয় কী সম্পদ বোঝে না, বুঝবে—কেবল, আর কারুর নজিরে এজাহারে না। অগম পথে একলা চলতে হয় চলবে, কিন্তু পরাসক্ত পরবশ জীবনের সুলভ সুখের কাঙাল হবে না : অপ্রাপ্তির যত দুঃখদাহনই আসুক না কেন

মাথায় ক'রে নেবে; কিন্তু অন্নের পসারী হ'য়ে হেসে খেলে দিন কাটাবে না—ভয় করবে না। পারবে কি না জানে না অবশ্য—কিন্তু পণ ওর এই-ই, স্বপ্ন ওর নেপথ্যলোকেই—দৃশ্যলোকে না।

বোধ হয় তাই ও ভ্রাম্যমাণ জীবনের সুলভ বিলাস ছেড়ে এ নির্জন কালমারে এতদিন ছিল। ওর সুখলালিত জন্ম-অশান্ত প্রাণমন এ-স্বস্তিনিলয়ে সময়ে সময়ে যে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত না এমন কথা বললে হবে সত্যের অপলাপ, কিন্তু তবুও প্রফেসরের শান্ত একমুখী জীবনধারার কুলুধ্বনি ওকে কেন যে ডাকত—হেলেনার স্নিগ্ধ স্থিতিশক্তি ওর গতি-দীক্ষিত অন্তরে কী এক কৌমুদী যে দিত বিছিয়ে! নিছক চলাকে ও খুবই বিশ্বাস করে এসেছে এতদিন : কিন্তু সম্প্রতি ওর যেন কি-একটা বদল হচ্ছে ধীরে···অতি ধীরে···গোচর বহির্লোকে নয়—যেন প্রাণেরও পারে কোন্ এক নেপথ্যলোকে। আজকাল ওর হৃদয়ের নিভৃত তারে কি একটা অকূলবিবাগী সুর রণিয়ে ওঠে থেকে থেকে···মনে হয়, এই দিশাহীন প্রাণতরঙ্গে উধাও হ'য়ে শুধু ভেসে চলার মধ্যে টুকরো সুখ থাকতে পারে হয়ত, কিন্তু কোনো পরম স্থায়ী তৃপ্তি নেই ··জীবনে এই ভাঙা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছায়া তটে তটে ক্ষণিক নোঙর বেঁধে মিলবে না যা চায় ওর অন্তর। কী চায় ও ?···তা-ই কি ধ্রুব জানে ? কেবল এইটুকু জানে যে এসব অধ্রুব ঊর্মিবিলাস নয়। তাই তো ও ভর্তি হ'ল উপ্সালার বিশ্ববিদ্যালয়ে : বিদ্যার্জন করতে নয়—মনপ্রাণের হাজারো বিক্ষিপ্ত আবিলতা থিতিয়ে যেতে দিতে, নিজের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে।

স্বেচ্ছাবিহারী বিহঙ্গমও যে আকাশ ছেড়ে নীড় চায় এ-ও তো একটা অভিনব আত্মপরিচয়!

অঙ্কুর

উৎসর্গ

সুধীর ও লীলামামিমা !

বাদলে আলো বিছায়ে ভালো
বাসিলে দীপদানে ঃ
ঊষরে এলে শিহর মেলে
তপনতরুতানে ।

নববর্ষ, ১৯৩৮

১

আত্মপরিচয়! অভিনব আত্মপরিচয়! কিন্তু ঠিক কোথায় তার অভিনবতা? ভাবে মলয় কতই যে—হেলেনাদের সংস্পর্শে এসে! শুধু ভাবাও তো নয়, এই সূত্রে ধীরে ধীরে কতরঙা সূক্ষ্মবোধের পাপড়ি খোলে যেন! তাই দিনে দিনে ও অনুভব করে যে আত্মবোধের কেন্দ্র ভিতরে হ'লেও তার প্রভাব পড়ে বাইরে ছড়িয়ে। এম্‌নি ক'রেই না অন্তর্মুখী হয় বহির্মুখী—বিশ্বতোমুখী। তাই কি তত্ত্বজ্ঞরা বলেন যে, গভীরতাই হ'ল উচ্চতা—বিন্দুকে পেলেই মেলে সিন্ধুকে? এ ধরণের কথা ওর এক সময়ে মনে হ'ত বুলি—আধ্যাত্মিক 'ক্লিশে'। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখে যে মনের আয়না যতই স্বচ্ছ হয় ততই সে-পটে শুধু নিজের স্বরূপই তো নয়—অপরের ভাবরূপও ফলে যে স্পষ্ট! আপনকে যত চেনে তত অনাপনকেও যেন বেশি ক'রে চিনতে শেখে! আশ্চর্য—কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কেবল, দুঃখ এই যে, চেনা মানেই সব সময়ে সুখ নয়। ওদের সঙ্গে মাস ছয়েক কাটানোর পরে মলয়ের কল্পনালোকে ওদের ছবির পরিপ্রেক্ষণিকা ধীরে ধীরে যায় বদ্‌লে। যেখানে ছিল সান্নিধ্য, আসে ব্যবধান: ছিল নৈশ্চিত্য, আসে জিজ্ঞাসা: ছিল নিষ্কুণ্ঠা, আসে সঙ্কোচ। ফলে সত্যের পরিচয় হয় বটে বেশি ক'রে, কিন্তু সত্য তো খালি আনন্দের দূতীগিরিই করে না: সে যে আনে কাঁটার ব্যথা, স্বপ্নভঙ্গ, সময়ে সময়ে ঝড়তুফানী সংশয়ের ঘনঘটা।

মলয়ের অভিজ্ঞতালোকে এম্‌নি একটি সত্য দিল দেখা কাঁটার ম'ত, মেঘের ম'ত।

প্রথম দিকে এ-সত্য তত দুঃখবহ হ'য়ে আসে নি। ব্যবধান-বোধের তখন যে সবে সুরু। কিন্তু ক্রমশ নানা সূত্রে নানা ঘটনায় নানা নির্দেশে ও টের পেত হেলেনারা তাদের ব্যথার কী একটা বড় ইতিহাস ওর কাছে প্রাণপণে গোপন ক'রেই গেছে।

এতে আপত্তি করার কী আছে ?

সত্য কথা। কিন্তু এ তো হ'ল যুক্তির প্রবোধ, সুবিবেচনার ভালো-মানুষি। হৃদয়ের প্রত্যাশা তো যুক্তির ধার ধারে না। তাই মলয়ের মনটা ব্যথিয়ে উঠত, কিন্তু মানুষ যা চায় সবই তো পায় না—বোঝাত নিজেকে। বাদলবিষাদ যে তাতে কাটত তা নয়—তবে এ সান্ত্বনায় পথের পাথেয় কিছুই যে মিলত না এমনো নয়। ভুবনের ইচ্ছা অনেক সময়েই আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূলতা করে ব'লেই না জীবনের লীলা ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে চলে এ আলো-আঁধারী পথে। তাই না দুরাশা হয় আরো গভীর, সন্ধিৎসা হয় তীক্ষ্ণ, বাইরের অবলম্বন ছেড়ে অন্তরের কাছে হাত পাততে হয়।

অবশ্য এ-উপলব্ধি করার পথে বহু বেদনা পেতে হয়েছে ওকে—বহু পোড় খেতে হয়েছে—আশা-কল্পনার বহু ভাঙচুর সইতে হয়েছে। একদিনে কিছু স্বপ্নশীল মন মানে নি যে ছোট সাধ যখন বায়না ধরে তখন তাকে অনেক সময়ে 'না' ব'লে ব'লেই বড় সাধের দিকে মোড় ফেরাতে হয়। কারণ চিরদিন ও সুখলালিত, বিলাসে-মানুষ : যা চেয়েছে মোটের উপর পেয়েই এসেছে—এক আকাশের চাঁদ ছাড়া। হাইবার্গ পরিবারে—বিশেষ ক'রে হেলেনার কাছেই—ও প্রথম হ'ল প্রত্যাখ্যাত না হোক—প্রতিহত! কাছে এসেও সে ধরা দিল কই ? স্নেহ ক'রেও বাসল না তো ভালো!

এম্নি ওর মনে হ'ত নিরন্তরই···বিঁধত—চলতে ফিরতে খচ খচ ক'রে।

এ-আঘাত ওকে করেছিল নম্র। আত্মাদর আত্মপ্রসাদ ওর হ'য়ে উঠেছিল নধর পুষ্টকায়—আশৈশব প্রশ্রয়ে মানুষের যেমন হয়—বিশেষ যদি সে হয় গুণান্বিত। নিজের গুণপনা সম্বন্ধে মলয় ছিল অতি-সচেতন। তবুও যে এমন একটি স্নেহপ্রবণ সুন্দরী মেয়ে ওর অধিগত হ'য়েও ধরা-ছোঁওয়া দিল না এ ওর জীবনের এক নূতন অভিজ্ঞতা : চেয়ে না-পাওয়ার ছায়া-বেদনায় প্রথম নিরভিমানিতার দীপদীক্ষা। এ থেকে এই ব্যথাস্নিগ্ধ আনন্দকে ও প্রত্যক্ষ পরিচয়ে জানল যে হৃদয়ের পক্ষে সহজ নম্রতা শেখা কত কঠিন—অভিমানের বাঁকামুখে সরল হাসি ফোটানো কত দুরূহ সাধনায় তবে সম্ভবপর হয়। আর এই সূত্রে ও এ কথাও উপলব্ধি করার কিনারায় এসেছিল যে জীবনে না-পাওয়ার-মধ্যে-দিয়ে-পাওয়া কথাটা নিছক কাব্যকুয়াশা নয়। নিজের অনেক অ-ধরা মূর্তিই কায়া ধরে অপ্রাপ্তির বেদনালোকে।

কিন্তু তবু চেয়ে না পাওয়ার বেদনাটা তো প্রত্যক্ষ বেদনাই, বিশেষ যদি এ না-পাওয়ার শূন্যতাবোধ উপলব্ধ হয় প্রত্যক্ষ ঘটনার তাড়নায়।

কী রকম প্রত্যক্ষ—এবার বলার সময় এলো।

নোরা ওকে বলেছিল : প্রফেসরের একটি ছেলে আছে। এর বেশি সে বলে নি। মলয় বুঝত—বলা বারণ। এতেও ওকে বাজত, বিশেষ ক'রে যখন গল্পবিলাসিনী নোরাও গল্প বলার তোড়ের মুখে থেকে থেকেই বাঁধ দিত—গতির মুখে রাশ কষত। অচিন পথে পান্থ যখন চলে তখন দারুণ আঘাতও অপ্রত্যাশিত থাকে না, কিন্তু চেনা পথে আচম্‌কা অচেনার ভ্রূকুটিতে বাজে একটু বেশিই। কারণ অসতর্কতার দরুণ ঘা তখন পড়ে আর কোথাও না—সোজা নিজেরি আত্মপ্রসাদের উপর। এ কথা ঠিক যে, হেলেনার কাছে এ-ধরণের আঘাত ও একটু একটু ক'রে পেয়ে এসেছে

অনেকদিন থেকেই : ব্যবধানের কথা আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে তার দরুণ সম্ভ্রমজ্ঞান জাগিয়ে রেখে ওর উন্মুখ অন্তরঙ্গতাকে নিরস্ত ক'রে ক'রে সে কতবারই তো ওকে নিরুৎসাহ করেছে, তবু এ-সব ওর খানিকটা গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন এ আঘাত সরলা নোরার বাক্-সংযমের মধ্যে দিয়ে ওকে বাজত তখন রুদ্ধ অভিমান কার দুয়ারে যে মাথা কুটবে ভেবে না পেয়ে এক ধরণের বেদনা-বিলাসে রূপান্তরিত হ'ত যার লক্ষ্য না থাকলেও গতি ছিল, আকার না থাকলেও ওজন ছিল।

হেলেনার ভাইয়ের ইতিহাস যে আজো ওর কাছে রহস্যে ঘেরা···আর সে ভাইয়ের জীবন যে বোনের মনে অনপনেয় বেদনার ছাপ রেখে গেছে ···এতে তাই ওকে ক্রমেই যেন বেশি ক'রে বাজে। হেলেনার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ তবে কি সত্যি তেমন কিছু নয় ? ওদের এত মমতা, এত যত্ন, এত আদর—সবই মৌখিক ? আগে আগে ওদের এ প্রচ্ছন্ন পারিবারিক বেদনার তীব্রতার কথা কল্পনা ক'রে ওর আক্ষেপ কিছু উপশমিত হ'ত··· কিন্তু যতদিন যায় ততই সে-বেদনা নেয় যেন দুষ্ট ক্ষতের আকার, যুক্তির মানা মানে কই ? যতই ওদের কাছ থেকে পায় ততই চায়। অবশ্য নানা ভাবেই ওর অহমিকা ঘা খেয়ে নম্র হয়, কিন্তু তবু প্রত্যাশা কমে কই ? জানবার দাবি শত যুক্তি-নিষেধ সত্ত্বেও ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে কেন ? বিশেষ ক'রে বিশ্রদ্ধা নোরার সব-খুলে বলার পাশে হেলেনার এ-বিষয়ে গোপনিকতা ওর চোখে আরও বেশি ক'রে ঠেকে। ওর মনে পড়ে—একবার দেশে ওর বোনকে দেখতে আসে বর পক্ষ।

বোন ওর সুন্দরী। কিন্তু ও ভারি আঘাত পেয়েছিল দেখে যে তাকে আরও সুন্দরী দেখাবার জন্যে ওর এক দূর অনাথা আত্মীয়া কিশোরীকে

তার সঙ্গে দেখানো হ'ল। রূপসীর পাশে অসুন্দরী সে লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল···তবু এ নিষ্ঠুর বৈষম্যে ওর বোনের রূপ ফুটে উঠল বেশি এ-ও তো অকাট্য প্রত্যক্ষ সত্য। বিধাতাও বোধ হয় এম্‌নি আলো-ছায়ার ঢঙেই বিদেশের সভ্যতার বিকাশের নানা স্তরকে দেখান, আলোকে ফোটান নির্মমভাবে ছায়ার মনে বেদনা দিয়েই। এরই তো নাম কন্ট্র্যাস্ট্—বৈরূপ্য। তাই না পাড়াগেঁয়ে মেয়ে নোরার সরলতার পাশে হেলেনাদের সংস্কৃতি-সুকুমার মনের সদাজাগ্রত দূরত্ববোধ এত প্রকট হয়ে ওঠে। নইলে কি আর নোরাও উপলক্ষ্য হয়ে ওকে জানিয়ে দেয়—তুমি যতই কাছে আসো না কেন, আমাদেরই একজন তুমি নও। অবশ্য মুখে সুশীল ব্যবহারে ওরা ঠিক উল্টোই জানাত—অতি সাবধানে চ'লে। কারণ শীলতার ধর্মই তো নয়কে হয় করতে চাওয়া। কিন্তু অভিমানীকে সবচেয়ে কম বোঝে সাবধানী। তাই শীলতা সব বুঝেও এইটে বোঝে না যে নিজের এলাকায় তার ছন্দ অনবদ্য হ'লেও হৃদ্যতা অন্তরঙ্গতার এলাকায় তার ছন্দপতন হবেই, বোঝে না যে, যেখানে আত্মনিবেদন অসম্ভব সেখানে হৃদ্যতার গাঢ় গণ্ডীর মধ্যে পদার্পণ করতে যাওয়াটা তার পক্ষে অনধিকার-প্রবেশ। অবশ্য শীলতার সুবিধেও কম নয়: যেখানে সে-ই সর্বেসর্বা সেখানে মন তো অন্তত জানে কতদূর পর্যন্ত তার প্রশ্রয়—কোথায় তার ক্ষান্তি। কাজেই সেখানে লেন-দেনে প্রত্যাশার সীমারেখা অতি নির্দিষ্ট ব'লে ক্ষোভের প্রশ্নই ওঠে না: দাবিদাওয়ার সমস্যাই যে সেখানে নাস্তি। কিন্তু হৃদ্যতা কাছে টেনে আনে ব'লেই এ-সামীপ্যে ধরা পড়ে আড়ালের চাতুরী, দেখা যায় যে, অন্তরাল "আমি নেই" বলে—শুধু সে যে "আছে" এটাই আরো জাহির করতে। মলয় দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখে: বিদেশী বন্ধু হ'তে পারে, কিন্তু অন্তরঙ্গতা বুঝি বিধাতার দান: আসে না-চাইতেই—

চাইলেই যায় স'রে। মানুষের মন যে: চাওয়ার গহ্বর তার ভ'রেও ভরে কই ?

সত্য বটে, এ-সূক্ষ্ম নিরাশা দিন দিন সূক্ষ্মতরই হচ্ছিল—ওরা থতিয়ে কাছেই আসছিল। কিন্তু তবু এ-কথা সত্য যে, অনুভবে সে-সামীপ্য রচছিল আরো দূরত্বেরই মায়া। ব্যবধান যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন চেতনার সামীপ্য-তৃষ্ণা যে তার চেয়েও সূক্ষ্ম : তাই না সে এত বেঁধে।

সুইডেনে যে এ-ধরণের সূক্ষ্ম আঘাত ওকে এত বেজেছিল তার একটা কারণ—প্রথম দিকে সুইড জাতটাকে ওর বড় বেশি আত্মীয় মনে হয়েছিল। শুধু প্রফেসর হেলেনা ও নোরার ব্যবহারেই নয়—ওর অন্য অনেক সুইড বন্ধুবান্ধবীর কাছ থেকেও ও এসেই পেয়েছিল এত বেশি সরল আদর, স্নিগ্ধ অভ্যর্থনা যে বিদেশীর বৈদেশিকতার কথা ও স্রেফ মায়া ব'লেই ডিশমিশ ক'রে দিয়েছিল। সুইডদের এ বিষয়ে ওর বিশেষ ক'রেই মনে হয়েছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—য়ুরোপে। কারণ ওরা যে আজও য়ুরোপীয় হ'য়েও য়ুরোপীয় নয়, আধুনিক হ'য়েও মধ্যযুগীয়। ঠিক 'মধ্যযুগীয়' বললে ভুল বোঝার ভয় আছে—বলা যাক হাঁকডাক ওদের স্বধর্ম নয়—ঔপনিবেশিক নয় ওরা স্বভাবে। ওদের ইম্পীরিয়লিস্‌মের যে-নবোদয় হয়েছিল তিনশো বছর আগে গাসটভাস আডলফাসের দিগ্বিজয়ে, তার পরিসমাপ্তি ঘটে দ্বাদশ চার্লসের শক্তি-সূর্যের অস্ত-ছায়ায়। তারপর থেকে সুইড জাত উপনিবেশের স্বপ্ন সাম্রাজ্যবাদের দুরাশা ছেড়ে ভদ্র স্বাবাসিকতা ও স্বাজাত্য-চর্চায় মন দেয়। তাছাড়া সম্ভবত একাদিক্রমে বহুদিন যুদ্ধবিগ্রহ না করার দরুণও ওদের রক্তে য়ুরোপীয় জিঘাংসাবৃত্তি পড়েছিল খানিকটা ঘুমিয়ে। এ বিশ্বজনীন বর্বরতার যুগে মানুষের রাক্ষসী প্রবৃত্তিকে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুম পাড়াতে পারাও সহজ কৃতিত্ব নয়—

প্রফেসর এরিক প্রায়ই বলতেন হেসে। তাঁর মধ্যে স্বাজাত্যের অভিমান মোড় নিয়েছিল—সুইডরা প্রকৃতিতে 'খুনজখমী' জাত নয় এই নিয়ে গর্ব করার দিকে। মলয় তাঁর এ ঝোঁকে অখুসী হ'ত না। উগ্র য়ুরোপকে ও যত বেশী দেখছিল ততই মনে হচ্ছিল এক মস্ত সিনিকের কথা: "The more you see dogs the less you like men." এর জন্যেই ওর য়ুরোপ-বিরক্ত মন হঠাৎ সুইডদের এত ভক্ত হ'য়ে উঠেছিল প্রথম দিকে। ক্রমাগতই মনে হ'ত তখন: বাইরের লোকে কেন খবর রাখে না—কত সভ্য জাত এরা—কী রকম খাঁটি ভদ্র, সভ্য, কোমলপ্রকৃতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

সত্যিই ভদ্র। আর উপর-উপর ভদ্রতা নয়—আড়ষ্ট হাসির দস্তুর-দুরস্ত সুশীলতা নয়: ওদের আচরণে সত্যিই ফুটে ওঠে একটা অন্তর্নিহিত সহৃদয়তার বহির্বিলাস। অন্তত মলয়ের বারবারই মনে হ'ত: এমন সুস্থ বলিষ্ঠ জাত এমন সুস্থভাবেই ভদ্র, অমায়িক, সহৃদয় এ-ও কি একটা বিস্ময়ের জিনিস নয়? যারা চিঁ চিঁ করছে তারা তো দায়ে প'ড়ে ভদ্র—দুরাত্মা হবে কোত্থেকে?—যেমন ভেতো বাঙালি—বল্‌ত ওর দু'একজন অমায়িক জর্মন সতীর্থ হিটলারী হাসি হেসে। কিন্তু সুইডরা ব্যায়ামী জাত—তেজস্বী জাত। এদের ভক্ত হওয়া প্রশংসনীয় বৈকি—তবু একটা কিন্তু আছেই। একটা জাতকে বাইরে থেকে দেখলে মানুষ যে-চোখে দেখে ভিতর থেকে দেখতে গেলে ঠিক সে চোখে দেখে না আর। শুধু যে জ্ঞান বাড়ে ব'লেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় তা-ই নয়—ঐ কাছে আসার দরুণ ফোকাসও বদলায়। মলয় এটা ক্রমেই অনুভব করছিল বেশি ক'রে। আর যত অনুভব করছিল তত টুরিষ্ট মনোভাবের 'পরে তার বিরাগ উঠছিল বেড়ে। "সত্যিকারের দেখা হ'ল কাছ থেকে

দেখা”—এ কথার বিরুদ্ধে নানান্ যুক্তি-তর্ক দেওয়া যায় বটে—বলতে জানলে এমন কোন্ কথা আছে যার বিরুদ্ধে না দু'কথা গুছিয়ে বলা যায় ?—কিন্তু তবু সব বলা হ'য়ে গেলেও একটা কথা নামঞ্জুর হয় না : যে, ঘনিষ্ঠতার দেখায়, দরদের সংস্পর্শে, ভালোবাসার আলোয় যে-সূক্ষ্ম সহজ-বোধ ফুলের ম'ত স্বতঃস্ফূর্তি লাভ করে তার রায়ই সবচেয়ে নির্ভর-যোগ্য। আংটি বদল ভালো জিনিস। কিন্তু কণ্ঠীবদল যখন সুরু হয় তখনই এ ওর হৃদয়ের পরশ পায় নিবিড় ক'রে। তখনই সুরু হয় সত্য পরিচিতি।

সুইডেনের সঙ্গে এই কণ্ঠীবদলের প্রাক্-অধ্যায়েই মলয়ের সুরু হয়েছিল নানা নতুন তথ্যের অক্ষর পরিচয়। ক্রমেই সে দেখছিল যে, অনেক হরফ ওর আর তেমন ভালো লাগে না তো। বুঝতেও পারে না যেন। ক্রমে এই না-বোঝার কুয়াশা আসে ফিকে হয়ে—আলো ফোটে—ধীরে ধীরে অর্থ পরিগ্রহ করতে পারে দুর্বোধ্য অনেক কিছুর। তার পরে আসে আবিষ্কারের অধ্যায়। মলয় এম্‌নি ক'রেই ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করে যে, সুইডরা ভদ্র, আতিথেয়, সভ্য, সুকুমারমতি—সবই বটে, কিন্তু তবু নিরন্তরই মনে করিয়ে দেয় যে এক বিষয়ে ওরা প্রকৃতিতে খাঁটি ইংরেজ—“Blood is thicker than water.” অতিথিকে ওরা ইংরেজদের ম'ত দুর থেকেই দুটো “how interesting” ব'লে আপ্যায়িত ক'রে ধুলো-পায়েই বিদায় দেয় না বটে, ঘরে ঠাঁইও দেয় : কিন্তু শীলতার বহির্বাটিকায়, বড় জোর প্রীতির আরামকুঞ্জে, অন্তরঙ্গতার অন্তঃপুরে নয়। ওরা মুখে অতি অমায়িক সত্য, কিন্তু ওদের নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে আচরণ ওদেরকে ধরিয়ে দেয় যে ওদের ঘর ও বাইরের মধ্যে একটা সীমারেখা জ্বলজ্বল করছে—যেখানে দাঁড়িয়ে ওদের মনের প্রাণের সতর্ক শাস্ত্রী।

অন্তত উপ্‌সালা ও ষ্টকহল্‌মে মলয় এটা চাক্ষুষ করেছে যে কত সুইড

পরিবারেই—!···ক্রমশ আরো করছিল হেলেনাদের এখানে। অবশ্য পাহারা দেয় যে ওরা সব সময়ে ভেবেচিন্তে তা নয়। বাস্তবিক এমনধারা খাঁটি অমায়িক জাত মলয় য়ুরোপে আর দেখে নি। উইস্‌বিতে ও দেখেছিল নানা শ্রেণীর লোক নাচে পরস্পরের সঙ্গে, কিন্তু আচরণে তাদের শ্রেণীভেদ বর্ণভেদ এমন কি পংক্তিভেদ পর্যন্ত ধরা পড়ে না। ওদের বুর্জোয়া, য়োমান্, দোকানি, কৃষাণরা যখন নৃত্যাগারে মিশত—মিশ খেত, আড়ষ্টতার বাষ্পও থাকত না কোথাও। এ নিয়ে ওরা গর্ব করে—করতে পারে, মানতেই হবে—যেখানে খাঁটি অমায়িকতা ত্বক মাংস ধমনী ভেদ ক'রে মজ্জায় এসে পৌঁছেছে। এ-ও কম কথা নয়।

অথচ মজা এই যে এই অমায়িকতাই যেন বুনত আরো ঘন পর্দা বিদেশীর সঙ্গে লেনদেনে—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যে, পারিবারিক ভূমিকায় ওরা কেমন স্বভাবস্থ, সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু বিদেশী পদার্পণ করতে না করতে পলকে পটপরিবর্তন, ছন্দবদল : সে ওদের অতিথি হ'তে পারে, বন্ধু হ'তে পারে, শ্রদ্ধেয় হ'তে পারে কিন্তু অন্তরঙ্গতা—স্বদেশের দান, পরিজনের দান।

তবে এটা প্রথম আলাপের সময়ে ধরা যায় না। দূরের দেখা এক, কাছের দেখা আর।

২

প্রাতরাশের টেবিলে হেলেনা ওকে এক পেয়ালা চা ঢেলে দেয় সামোভার থেকে। ওরা সবাই সামোভার বড় ভালোবাসে অনেক রুষদরদী সুইডদের ম'ত।

প্রফেসর হঠাৎ বললেন : "মলয়, আজ আমাকে একটু বিশেষ কাজে দু'চার দিনের জন্যে যেতে হচ্ছে ষ্টকহল্‌ম্ ছেড়ে।"

"কোথায়"—মুখে এল—কিন্তু তৎক্ষণাৎ মলয় সাম্‌লে নেয়, কেন মিথ্যে এসব প্রশ্নবাদ—যা শুধু সুহৃদকেই সাজে? বিদেশীর কেন এ সব দাবি-দাওয়া?

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়।···তবু সেই একই অনুযোগ উদ্বেল হ'য়ে ওঠে কেন? দাবিদাওয়াকে মন থেকে নিষ্কাশিত ক'রে দিয়েই বা নিষ্কৃতি কোথায়? দাবি না করার দরুণই যে জাগে সূক্ষ্মতর দাবি!

এ কী! হেলেনার চোখ অশ্রুস্ফীত! মলয়ের সঙ্গে ওর দৃষ্টি-বিনিময় হ'তেই ও চোখ নামিয়ে নেয়। মলয় বাইরের দিকে তাকায়। বেচারি! আর ও শুধু নিজের কথাই ভাবছিল!

অদূরে 'শাতো'-র চূড়া দেখা যাচ্ছে। সাম্‌নে কলকণ্ঠী ফাইরিস নদী চলেছে গান গেয়ে—সূর্যের ঝিকিমিকি তালে। তার কিরণের সুরে থেকে থেকে এসে পড়ে টুকরো মেঘের ছায়ামিড়।

বড় অস্বস্তি বোধ হয়। প্রফেসর দু'একটা সাংবাদিক প্রসঙ্গ তুলেই ক্ষান্তি দেন। এত বেসুরো লাগে!···

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে প্রফেসর বললেন : "হেলেনা রইল অবশ্য।"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "কিছু যদি মনে—মানে—ক্ষমা করবেন—আমি বলতে চাচ্ছিলাম—আমার জন্যে হেলেনার থাকার দরকার নেই—আমি এ কয়দিন কোনো হোটেলে বেশ থাকতে পারব।"

প্রফেসর হেলেনার দিকে চকিত কটাক্ষ ক'রে কুণ্ঠিত ভাবে বললেন : "না, ওকে আমি নিয়ে যেতে চাই না।"

হেলেনা চুপ ক'রে রইল : মুখ পাথরের ম'ত জমাট—ঠাণ্ডা।

মলয় বলল : "সত্যি বলছি—আমার জন্যে—" বলেই থেমে গেল। অবশ্য—ওর জন্যে কিছু হেলেনার যাওয়া বাধছে না, বাধতেই পারে না। এতেও ব্যথা বাজে···অথচ কেন ? কার বিরুদ্ধেই বা এত শত অফুরন্ত অভিমান, অভিযোগ ? হেলেনা ওর প্রিয় বান্ধবী মাত্র--কিন্তু সখী যাকে বলে তা তো নয়। তবে ?···তবু হায় রে, অন্তর যখন চায় অন্তরঙ্গতা—

হঠাৎ প্রফেসর বললেন : "আমার—মানে ছেলের অসুখ, ক্রিসটিয়ানিয়ায়।"

—"ও।"

ঘরের মধ্যে খানিক নিশ্চুপ সবাই।

* * * * *

মলয়ই প্রথম কথা কইল : "আমি যদি কোনো কাজে আসতে পারি—"

প্রফেসর ধন্যবাদ দিয়ে বললেন : "সে কি কথা ?"

মলয়ের বাজে আবার : কেন ও বলতে গেল ? পারিবারিক ব্যাপারে ওকে ডাক দেবেন ওঁরা ?

এই সময়ে মেড্ একটি তার এনে দিল।

তারটি প'ড়ে প্রফেসর বললেন: "হেলি, মা! আমাকে সকালের গাড়িতেই যেতে হবে।"

হেলেনা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল: "কী বাবা?"

বৃদ্ধ উত্তর না দিয়ে শুধু তার হাতে তারটি দিলেন।

মলয় এবার অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল: "প্রফেসর, কিছু যদি মনে না করেন ষ্টেপানির সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে।"

হেলেনা ব্যস্ত হ'য়ে বলল: "চা যে প'ড়েই রইল—"

মলয় বলল: "থাক গে।"

হেলেনা অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল: "ঐ দেখ, সামোভারটার আগুন নিভে গেছে। ক্ষমা কোরো মলয়—এক্ষুণি আমি গরম চা এনে দিচ্ছি।"

প্রফেসর ভৎ'সনার সুরে বললেন: "হেলি মা, খেয়ালই করো নি আগুন নিভে গেছে কি না?"

হেলেনার পাণ্ডুর মুখ লাল হ'য়ে উঠল। ওদের নিখুঁৎ আতিথ্যে এই প্রথম ত্রুটি। বলল: "দোষ হয়েছে বাবা! তবে আজ তো চা আমি মুখে দিতে পারি নি তাই চুক হ'য়ে গেছে—না না মলয়, সে হবে না—মাথার দিব্যি রইল না যদি বসো।" ব'লেই উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে সামোভার নিয়ে ত্বরিত-চরণে বেরিয়ে গেল।

"মলয়—" প্রফেসরের কণ্ঠস্বরে অনুতাপ...

"কী করেন প্রফেসর?" বলে মলয়, "আপনাদের এমন বিপদ—এতেও আমি মনে করব?—আমাকে ভাবেন কি আপনারা? তাছাড়া আজ আমার,ক্ষিদেও নেই—হেলেনাকে ব্যস্ত হ'তে বারণ করুন ডেকে।"

—"সে কি হয়?"

—"তবে আমি এই চললাম—হেলেনা কোথায় আপনাকে প্যাক-ট্যাক করতে সাহায্য করবে—"

—"না না মলয়—সে হ'তেই পারে না—" বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন—আমার ট্রেণের এক ঘণ্টা দেরি আছে—আর প্যাক করবার কীই বা আছে বলো? সে হবে 'খনি—"

—"তা হ'লে চলুন আপনার যা যা দরকার গুছিয়ে দেই—হেলেনাকে যখন সামোভারের ভারই দিলেন।"

* * * * *

মলয় প্রফেসরের যাত্রার সহায় হ'তে এগিয়ে এসেছিল শীলতার মহৎ প্রেরণায়, হেলেনার বদ্‌লি হ'য়ে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এসে প্রমাদ গণল। প্রফেসর আনমনা: সাম্‌নের কর্মদক্ষটির কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার দিকে খেয়ালই নেই, চুপটি ক'রে ব'সে। কিন্তু ও যে কূল-কিনারা পায় না কোথায় কী ভরবে! দেশে ওর বহু বোন মামি খুড়ি মাসি সবাই এগিয়ে আসতেন ওর ভ্রমণের সময়ে—ও কোনোদিন জানতও না তাঁরা সুটকেস আতাসে-কেস প্রভৃতিতে বোঝাই ক'রে দিলেন হীরে জহরৎ না অশ্ব-জাতীয় ডিম্ব। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়—তাই য়ুরোপেও ওর বান্ধবীদের চিরন্তনী আহাবৃত্তি ওকে এক রকম অব্যাহতিই দিয়েছিল প্যাক করার কাজ থেকে। কিন্তু আজ হঠকারী হ'য়ে এ কী ফ্যাশাদ! এখন ফিরবার পথ কই? শেষে ঠিক করল যায় প্রাণ যাক, বুদ্ধি খাটিয়ে মান ও রাখবেই। বিদ্যুদ্বেগে প্যাক করতে লাগল শুধু নিজের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বকে জপমালা ক'রে।

এহেন সময়ে সামোভার হস্তে হেলেনা ও রূপার ট্রে-তে চা-র সাজ-সরঞ্জাম হস্তে নোরার প্রবেশ।

নোরা শিহরিত হ'য়ে উঠল: "দেখ দিদি, মলয় কী কাণ্ড করেছে !"

হেলেনার ম্লান মুখেও হাসির হঠাৎ-আলো ছড়িয়ে পড়ে: "বাবা ! দেখ দেখ—কাকে ডেকেছ তুমি ? ট্রেণ ফেল করতে চাও বুঝি ?"

মলয় সম্ভ্রান্ত কণ্ঠে বলল: "কেন ?"

ও যথাসাধ্য চেষ্টা করল বৈ কি ঠাট বজায় রাখতে—কিন্তু তবু ঐ—কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল যেন !···বিবেক যেখানে সুস্থ নয়—বুক যেখানে এমন দারুণ ধুক্‌ধুক্ করে—

নোরা খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে: "কেন মানে ? বাবার জুতো পুরেছ আতাশে কেসে ?"

হেলেনা বলল: "আর ঐ থার্মসফ্লাস্কটা কম্বলের থলিতে ? ওটাতে যে ময়লা কাপড় রাখা হয় ! হি হি হি হি—"

নোরা তো হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে: "আর দেখ দেখ বাবা, ফলগুলো পুরেছে টিফিন ক্যারিয়ারে, স্যাণ্ডউইচগুলো ফলের বাস্কেটে ! হো হো হো হো।"

প্রফেসর একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে হেলেনাকে বললেন: "অত হাসে না—এ কি ওর কাজ মা !"

মলয় যথাসাধ্য রাশভারি স্বরে বলে: "আহা, যেন এম্‌নিই শক্ত কাজ !"

হেলেনা বলল: "আর থাক্ বীরপুরুষ। তুমি যা কর্মদক্ষ—উঃ—" এবার দুহাতে মুখ ঢেকে হাসে।

নোরা বলে: "জানো বাবা, সেদিন ও কী করেছিল ? আমরা উইস্‌বিতে গিয়েছিলাম না সেই নাচের উৎসবে ? দিদির সঙ্গে দারুণ তর্ক পথে। ও বলল রান্না আবার শক্তটা কী—যা মেয়েরাও পারে—"

মলয় বলে : "কক্ষনো তা বলি নি—"

হেলেনা বলে : "তাই মলয়। নৈলে বাজি রাখতে ? তারপর—শোনো বাবা—"

নোরা বাধা দিয়ে বলে : "আমি বলি দিদি। কী করল জানো বাবা ? আমাদের সঙ্গে কথা ছিল আমরা থাকব ওর নিষ্কর্মা মাননীয়া অতিথি, ও-ই হবে কর্মকর্তা। প্রথমে তো টোস্ট নামাল—কিন্তু উনুনের কয়লার চেয়েও কালো।"

মলয় কুপিত স্বরে বলল : "কক্ষনো না ? খেলে না তোমরা ?"

হেলেনা বলল : "প্রাণের দায়ে শুনেছি মানুষ সাপ টিকটিকি পর্যন্ত খায়—পোড়া রুটি তো লক্ষ্মীমন্ত। কিন্তু তারপর কী করলে সেটা ফাঁক ক'রে দিই ?"

প্রফেসর ঈষৎ ব্যস্ত হ'য়ে যথাসাধ্য গম্ভীর হ'য়ে বললেন : "আহা—কী করো মা তোমরা ?"

নোরা বলল : "সে যে কী কাণ্ড বাবা ! একটা ড্রামা। ও আরো রেগে কড়াইশুঁটি ছাড়িয়ে মাখন-গলানো ফুটন্ত ঘিয়ে ছেড়ে দিল—অমনি পট্ ফট্ ফটাশ ক'রে সব কড়াইশুঁটিগুলি কে কোন্ দিকে যে ছুট্ দিল ! দুরন্ত কুরুক্ষেত্র একেবারে চক্ষের নিমেষে সৈন্যহীন শূন্য শ্মশান !"

মলয় সদাপটে বলল : "তোমাদের ব'লে দেওয়া উচিৎ ছিল যে—"

হেলেনা বলল : "কড়াইশুঁটি সিদ্ধ করে, ভাজে না—এ-ও যে জানে না সে স্পর্ধা ক'রে বাজি রাখবে আর আমরা ব'লে দেব ? বা রে !"

হাসির শব্দে ঘরটা ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

মলয়ের মনে হ'ল মা ধরণী কলিযুগে দ্বিধা হওয়ার অভ্যাসটা ছেড়ে দিয়ে ভালো করেন নি।

* * * * *

প্রফেসরের সঙ্গে ষ্টেশনে যাবার পথে কেবলই ওর হাসি আসে, আর একটা কথা মনে হ'তে থাকে : লঘু হাসি-তামাশা আমাদের কাছে কত দরকার। অত দুঃখ আশঙ্কার মধ্যেও যেন ওদের হৃদয় এ হাস্যালাপে হাল্কা হয়ে গিয়েছিল খানিকক্ষণের জন্যে। আবেগ উচ্ছ্বাস প্রত্যাশা দাবী এ সবের রাজ্য লোভনীয় বটে, কিন্তু দুর্বহও তো কম নয়। তুচ্ছতার রাজ্যে সুখ নেই কিন্তু স্বস্তি আছে। তাই কি জীবনের জনসমুদ্রে এত বেশি ঝিকমিকিয়ে ওঠে চূর্ণ তরঙ্গেরই ফেনা ? আবেগের গভীর গহ্বরোত্থিত ক'টা হল্‌কা সওয়া যায় পর পর ?

৩

বৃদ্ধকে ষ্টেশনে তুলে দিতে না দিতে ষ্টেপানির কাছে যাবার ইচ্ছে গেল উবে। হেলেনাকে ও ব'লে এসেছিল ফিরতে ওর ঘণ্টা দুই হবে—কিন্তু ভালো লাগছিল না যেন কিছুই। মনটা কেমন যেন ফের উদাস-উদাস··· নোঙরহারা···

ওর আজকাল মাঝে মাঝেই এম্‌নি অকারণই উদাসী ভাব জাগত। ও য়ুরোপে এসেছিল চার বছর আগে অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে। মনে হ'ত—দুহাতে প্রাণ-সম্পদ বিলোলেও দেউলে হবার ভয় ওর নেই। য়ুরোপে এসে প্রাণের হাজারো সম্ভারণ্যের দাবিদাওয়া বেড়ে গিয়েছিল বৈ কি: কিন্তু তাতে ওর প্রাণ দাক্ষিণ্য মহোৎসাহেই দিয়েছিল সাড়া। অপচয় ব'লে জগতে কোনো কিছু যে থাকতে পারে ওর ভুলেও মনে হ'ত না। মেলামেশায় মীটিঙে মজলিশে, অভিনয় পিকনিক তর্ক আলোচনা খেলাধুলো পড়াশুনো গানবাজনায় নিজেকে সহস্র ধারায় উৎসারিত ক'রেও ওর উৎসাহ নিঃশেষ হ'ত না। দার্শনিক এক্লেক্টিক আমিয়েলের একটা কথা ওর মনের মধ্যে কেবলই ঘোরাফেরা করত: "Chacun ne comprend que ce qu'il retrouve en soi" *

য়ুরোপের প্রাণবত্তা ও তাই কি বুঝেছিল এত নিবিড় ভাবে তীব্রভাবে —মর্মে মর্মে? তাই কি ও নিজের প্রাণ-সমুদ্রের রঙ-বেরঙের উচ্ছ্বাস আবেশ চঞ্চলতা প্রতিফলিত দেখত য়ুরোপের অগণ্য প্রাণ-বুদ্বুদে? মনে

* আমাদের মধ্যে যা আছে তাই আমরা বাইরে দেখি—বুঝি।

হ'ত ওর—এই বুদ্বুদরাই শুধু সুখী, এরাই জানে জীবন-উর্মিলায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলতে। প্রতি নতুন মুখ ওর মনে জাগাত ঔৎসুক্য। দুঃখদাহনের লেলিহান প্রদর্শনী মনে হ'ত মায়া। রক্তে বাজত শঙ্খ বাঁশি মাদল—আনন্দ-ঝঙ্কারে: এমন কি অজাত সৃষ্টির পূর্বরাগচ্ছটাও ওর মনের দিগন্তমেঘকে তুলত রাঙিয়ে, অনাদৃতের মধ্যেও ও দেখত কত যে আদরণীয় সম্ভাবনা! প্রাণের আকাশে ওর নিত্য লাগত রূপের আগুন··· কতরঙা যে তার শিখা! সময়ে সময়ে নিকষ কালোও ওর প্রাণের দোললীলায় আলো হ'যে উঠত—শুধু ঐ আলোর পানে চেয়ে চেয়ে। বাইরে থেকে শুধু যে ওব আনন্দ আহরণ করার ক্ষমতাই অসামান্য ছিল তা-ই নয়—আনন্দ বিলোবার শক্তিতেও ও ছিল জন্মসমৃদ্ধ।

কিন্তু ধীরে ধীরে যেমন উজ্জ্বল অপরাহ্নও হার মানে ছায়ার কাছে··· অতি ধীরে···অতি সজাগ না থাকলে ধরতেও পারা যায় না সে ম্লায়মান আলোর আসন্ন তিরোধান···অথচ একটু বাদেই দেখা যায় যেখানে ছিল শুধু আলোর কলধ্বনি সেখানে ঘনিয়ে এসেছে কালোর পুঞ্জ, উৎসাহের অজেয় দুর্গ ক্লান্তির কবলে হৃতমান, নির্জিত--তেম্‌নি ধীরে ধীরে ওর নিষ্প্রশ্ন উষা-উচ্ছল প্রাণমনলোক যেন অবেলায় বশ্যতা স্বীকার করত প্রদোষের কাছে। যৌবন-মধ্যাহ্নের দীপ্ত পরীপ্রাসাদে এল নূতন অতিথি—কেবল, এ-বৈরাগী অনাহূত। তাকে খেদিয়ে দিত ওর অধীনস্থ ঝিকিমিকির রাগমালা, প্রাণের অরুণিমায় ধূসরিমা যেত মিলিয়ে···কিন্তু আবার দিনান্তে কখন কোন্ পথ দিয়ে যে ফিরে আসত সেই একই অনাহূত অতিথি!···তুলত সেই একই ধরণের পরম প্রশ্ন, নিষ্পত্তিহীন অর্থহীন আকুল জিজ্ঞাসা!···এ-সব অতল অকেজো সমস্যা ব'লে ও ঘোর কাজের-কাজী হবার চেষ্টা পেত—কিন্তু তবু হাতের কাজ রেখে এই সব

চিরন্তন প্রশ্ন নিয়ে অকূল পাথারে না ভেসেও তো পারত না! অথচ কিসের যে ও বিবাগী তাও ভালো বুঝত না। যে-বৈরাগী ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে তার নামই বা কি, ধামই বা কোথায়? তাকে না চিনেও মনে হয় কেন চিনি? কাছে পেতেও ভয় করে কেন? মনে হয় কেন—ওর চোখে বিষাদের ছায়া হ'লেও আত্মায় যেন আলোর আভা? সে আলো বড় স্নিগ্ধ…বড় মধুর…বড় পলাতক…ডাকে…অথচ ধরতে গেলেই লুকোয় কোন্ আড়ালে? বলে কেন: "প্রাণের রাজ্যে যে-আনন্দে মেতে আছ তার নেশার তীব্রগন্ধ বেগচাঞ্চল্য আমি সইতে পারি নে?" ও ডাকে ডাকে: "আমাকে কাছে চাও তো ঝাঁপ দাও—কিন্তু ও-মায়ামঞ্জীর খুলে রেখে তবে। সুখ নেই জীবনতটের ক্ষণমেলায় ওর নিমেষ নৃত্যে।" প্রাণ রুখে উঠত: "কে বলে নেই? এই যে আমি চারদিকে জয়ধ্বনি তুলছি।" বৈরাগী পূরবীর সুরে শুধু গাইত:

যারে পেলে ভাই তারে পাও নাই; কাটিলে নেশার ঘোর
দেখিবে তখন মেলে নি মিলন—গাঁথো মালা বিনা ডোর!
ডাকে আলোবেশে যে তোমারে—শেষে হবে সে ছায়ার ছায়া
যারে ভাবো কালো তারে বাসো ভালো: এ-আলো মায়ার মায়া।

এ-সুরে মনের কোণে কোথায় জাগত শঙ্কা—মিলন-লগ্নেই বাজত প্রত্যাসন্ন বিরহের গোধূলিশঙ্খ। পেলব পলাতক শ্রুতি সে—ঝঙ্কার দিয়েই কোথায় যে হ'ত বিলীন…তবু রেশ তার মিলিয়েও মিলাত কই? কালো যে, সে-ই ধরত আলোমূর্তি…আলো হ'ত ধীরে ধীরে পীত ধূসর ছাই-রং শেষে কৃষ্ণাভ—সন্ধ্যার ছায়ায় রাঙা মেঘের ম'ত।

কেন এমন হ'ত ওর প্রাণ মন বুঝত কি?…না তো। তাই কি

তারা ঐ বৈরাগী সুরে উঠত ভরিয়ে? তবু তো কান পাতত তারই তরে! এড়িয়ে যখন চলতে চেয়েছে তখনও শুনতে চেয়েছে কি তারই বৈরাগী বাঁশি? একই শঙ্কা কত রূপে যে ওর কানে কানে বলত :

"ডাকে আলোবেশে যে তোমারে—শেষে হবে সে ছায়ার ছায়া।"

ধীরে ধীরে···অতি ধীরে···এই মৃদু সুর উঠত বেজে···চাপা সুরে··· অতি লাজুক সুর যেন সে···চাউনি তার কিশোরীর পূর্বরাগের নয়নোন্মেষের ম'তই ক্ষণদ্যুতি, তবু সে নিমেষ-স্মৃতিই জয়ধ্বনির মুখরতাকে ছাপিয়ে হৃদয়রাজ্যে হ'ত ছত্রপতি!···

এই সময়ে ওর জীবনে আসে যুমা। তার স্মৃতিরবি আজও ওর চিত্তাকাশকে রাঙিয়ে তোলে বৈ কি ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু যত দিন যায় মনে প্রশ্ন জাগে : তাকে পেলেও কি ও সুখী হ'ত? সে ধরা দিলেও কি ও তাকে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে পারত? সুর বাজে ঘুরে ফিরে :

চেয়েছিলে যারে পেতে যদি তারে—মিলনে বিরহ-বীণা
উঠিত যে রণি', নবারুণমণি হ'ত যে ম্লানিমা-লীনা।

এ চিন্তায়ও বিষাদ। তবু এ-বিষাদে কী এক আবেশ যে···নব-আগমনীর সুর যে!···

তবু ও চাইত এ-সব কাটিয়ে উঠতে। থেকে থেকে দৃঢ় সঙ্কল্প করত এ-সব অহেতু হৃদয়ালুতাকে নিয়ে ঘর করবে না আর, এ-সব অকারণ বেদনার পালা করবে সাঙ্গ। জীবনে যা পাওয়া যায়, পাবার আছে চাইবে তাকেই···অ-ধ্রুব নাগালের বাইরে থাকে পাওয়ার নেই কোনো নির্দিষ্ট

চিহ্নিত পথ তার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে ধ্রুবকে বিদায় দেওয়া—এরই নাম তো দিবাস্বপ্ন—ভাবালুতা!—পুরুষের সাজে না।

হেলেনাদের সঙ্গ লাভ ক'রে প্রথম কিছুদিন ও যেন ফিরে পেয়েছিল ওর এই আধ-হারানো পুরুষালি প্রাণ-মুখরতা। বিষাদের গভীরায়মান সুর এসেছিল খানিকটা ফিকে হ'য়ে। কিন্তু যে-ই কোনো সূত্রে নিরাশা আসত...কোনো কিছু চেয়ে না পেত...সে-ই আবার সে স্তিমিত বিধুর সুরটি উঠত উজ্জ্বল হ'য়ে।

আজও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি: বৃদ্ধের ম্লান মুখ, হেলেনার অশ্রু-স্ফীত মায়াময় চোখ দুটি ওর স্মৃতিপটে কেবলই উঠছিল ফুটে...আর মনে বেজে উঠছিল সেই উদাস সুর। হেলেনাকে কি ও চায়? পেলে তার বেদনা দূর করার ম'ত কোনো সুধার সম্বল ওর আছে কি? মানুষ কি পারে মানুষকে সত্য কোনো পাথেয় দিতে? কিসে কার মন কোন্ দিকে গড়ায় কেউ কি জানে? অথচ তবু মানুষ ভাবে কত কী! কোন্ পথে ভালোবাসা আসে জোয়ারের জলের ম'ত...আবার কোন্ পথ দিয়ে ফুরিয়ে যায় অঞ্জলিবদ্ধ বাষ্পের ম'ত তারো কোনো দিশাই ও পায় নি তো?...তবু জাঁক করে কিসের? প্রেমের কবিতা লিখে কোন্ মায়া-গৌরবকে দেয় প্রশ্রয়? নীটশের কথাই কি সত্যি?—কবিরা আসলে মিথ্যারই পসারী? বেদনার তল তারা পায়নি অথচ বলে পেয়েছে। ছি!

ওর মনে পড়ে—ওরই এক দূর সম্পর্কের বালবিধবা মাসি কুলত্যাগিনী হয়। ওর পল্লীবাসিনী দিদিমা তারপর থেকে কারুর পানে আর সোজা তাকাতে পারেন নি, মাসকয়েকের মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন। ও কত চেষ্টা করেছিল তাঁকে সুশ্রূষা ক'রে বাঁচিয়ে তুলতে। কত চেয়েছিল

মেয়ের সঙ্গে মা-র পুনর্মিলন ঘটাতে। মেয়েও আসতে চেয়েছিল ফিরে। কিন্তু মৃত্যুশয্যায়ও তিনি টলেন নি। জমিদার-ঘরণী—সতীলক্ষ্মী পদবী তাঁদের বংশানুক্রমিক সম্পত্তি—মেয়েকে ভালোবাসতেনও প্রাণের অধিক। অথচ প্রাণ দিলেন, তবু মেয়েকে একটিবার চোখের দেখাও দেখতে চাইলেন না। মেয়ের ঠিকানা জানা ছিল—একটিবার ডাকলেই সে আসত। খালি একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষা। কিন্তু এ অতি সহজ কাজটিও ছিল তাঁর কাছে কল্পনাতীত। মলয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এ নিয়ে তর্কালাপে তাঁকে দোষ দিয়েছে কত—নৈতিক সংস্কারে মা-র প্রাণও কত কঠোর হয় ভেবে আশ্চর্যও তো কম হয় নি। কিন্তু কত দুঃখে যে মা-র পুষ্পকোমল প্রাণ পাষাণ হ'য়ে উঠেছিল সে-কল্পনা মলয়ের কি আছে—এ প্রশ্ন যদি তিনি করতেন? মানুষ জীবনের এ সব রহস্যের কতটুকু তল পেয়েছে? ধ্রুবতম পাওয়ার মধ্যেও শূন্যতার বেদনা কোন্ রন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে—কেউ কি জানে? সোনামুঠি কী ক'রে ধূলামুঠি হয় মুহূর্তে? অথচ···তবু মানুষ চায়···চায়···চায়· বলে শুধু কবলে পেলেই পাওয়া হ'ল···আর তাতেই নাকি প্রাণলীলার সার্থকতা!···

৪

উপ্‌সালার বটানিকাল গার্ডেনে এই সব নাম-না-জানা চিন্তাবিলাসে মনের অবস্থা যখন বেশ একটু ঘোরালো গোছের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তখন মলয় ফিরল।

পৌঁছল অসময়ে—ঠিক যখন হেলেনা বাগানের একটা লতাবিতানের তলে একটি বেদিকার উপরে ব'সে। দুই করতলে তার মুখখানি ন্যস্ত।

মলয়ের বুকের মধ্যে কি যেন একটা কোমলতার ঢেউ ওঠে দুলে। মনে হয়, বেদনা যখন একান্ত সাথীহীন হয়, একান্ত নিরালা, তখন তার মধ্যে কি যেন একটা মধুগন্ধ সৌরভের আনন্দ ওঠে জেগে, সে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে!···অননুভূতপূর্ব!···তবু এত প্রত্যক্ষ···অস্বীকার করা যায় কই?

ওকে সম্ভাষণ করতে যাবে, হঠাৎ মনে হয়—কাজ নেই।—হয় ত ও একলাই থাকতে চায় এ সময়ে···

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে সন্তর্পণে ফেরে···এমন সময়ে একটা কাঁকর সাধল বাদ।

হেলেনা মুখ তুলল—চম্‌কে।

কাঁদছিল বৈকি। লজ্জায় ওর মুখখানি উঠল টকটকে রাঙা হ'য়ে। এভাবে যে মলয় ওকে দেখবে—এমন আচম্‌কা—

মলয় কুণ্ঠিত: "ক্ষমা কোরো হেলেনা—আমি সত্যি ভাবি নি যে, এ সময়ে তুমি—মানে—এখানে—"

হেলেনা রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ম্লান হাসল : "না না মলয়। বোসো না।" স'রে বসল—মাথার চুলগুলো একটু ঠিকঠাক্ ক'রে।

ও বসল পাশে কুণ্ঠিত ভাবে। একটু পরে শুধু বলল : "আচ্ছা হেলেনা —খাবার সময় দেখা হবে।"

হেলেনা বলল : "ষ্টেপানির ওখানে খেয়েছ কিছু তো ?"

মলয় বলল : "তার ওখানে যাওয়াই হয় নি।"

—"ওমা! সে কি? তাহ'লে সকাল থেকে উপোস ক'রে আছ বলো ?"

—"বাঃ উপোস কেন হ'তে যাবে ?"—

—"হয়ে—চে, তবু বলো কেন হ'তে যাবে? না আর কথাটি না। বোসো আমি ডিম ভেজে আনছি।"

"পাগলামি কোরোনা হেলেনা। তোমাদের এ দুঃসময়ে—তাছাড়া মানে, সত্যিই আজ ক্ষিধে নেই যে।"

—"তাহ'লে অগত্যা অক্ষিধেয়ই খেতে হবে," হেলেনা উঠে দাঁড়ায়, "বোসো এখানেই। পালিয়ো না কিন্তু।"

—"যদিই ধরো পালাই ?"

—"তাহ'লে—"

—"কী শাস্তি দেবে শুনি ?"

—"আর একটিও মনের কথা বলব না।"

—"মরি মরি! মনের কথার যেন বান ডেকে যায় প্রত্যহ।"

হেলেনা সকটাক্ষে বলল : "কী ?"

—"না কিছু না, সত্যি, কিছু মনে কোরো না।"

হেলেনা ওর দিকে একটু চেয়ে রইল, কপালে ওর কয়েকটা রেখা

ফুটে উঠল চিন্তার, একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে বলল : "আচ্ছা রোসো একটু। পাঁচ মিনিট। লক্ষ্মীটি।"

—"আচ্ছা গো আচ্ছা, বসছি। আমার তো সোনার পাখা নেই যে নীলের মাঝে গা-ঢাকা হব।"

—"হ'লেও হেলেনা পিছু নেবে—মেয়েদের তো চেনো না, সাবধান!"

মলয় হাসে : "হেলেনা! সংসারে কে যে কাকে চেনে—"

—"আর থাক্ মশাই দার্শনিকতা ঢে—র হয়েছে।"

৫

হেলেনা যেন রুখে উঠেই পুরো প্রাতরাশের সরঞ্জাম এনেছে সাজিয়ে। নোরার হাতে ট্রে-তে নেই কি? পরিজ, অমলেট, টোষ্ট, বেকন্, জ্যাম, পনীর, ওর নিজের হাতে প্রকাণ্ড সামোভার।

—"এ করেছ কী হেলেনা? আর ঘণ্টাখানেক বাদেই যে খেতে বসতে হবে।"

—"ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আরো অনেক কিছু ঘটে যাবে মনসখা, খাও।"

নোরা হেসে বলল: "খাও নির্ভয়ে মলয়, না হয় ঘণ্টা দুই বাদেই বসব খেতে, আজ তো আর বাবা নেই—বেপরোয়া।"

ব'লেই নোরা মৃদু হেসে বিদায় নিল। ঘাড় হেলিয়ে ওদের ছোট্ট মেয়েলি অভিবাদন জানিয়ে।

* * * * *

বেদিকায় ওরা পাশাপাশি ব'সে চুপ ক'রে চেয়ে। বাইরে ফাইরিস নদী চলেছে তার অনিন্দনীয় অশ্রান্ত ছন্দে। সূর্যদেব মেঘের ষড়্‌যন্ত্রে পরাস্ত। বেলা হয়েছে মনেই হয় না। দূরে গির্জাটা যেন একটা পাতলা বাষ্পের ঘোমটা প'রে উঁকি মারছে। সকাল—কিন্তু অবেলায় নেমেছে যেন অস্ত-গোধূলির অশ্রুল রেশ!…

—"এবার? কী করা যাবে?"

—"কী করতে চাও?"

মলয় কুণ্ঠিত সুরে বলল: "যদি একলা থাকতে চাও—"

হেলেনার মুখে মেঘ আসে ছেয়ে। ছোট্ট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল: "একলা?—তুমি চাও?"

—"আমি একলা থাকতে চাইব কী দুঃখে হেলেনা?" মলয়ের মুখে হাসি ওঠে ফুটে।

হেলেনাও হাসল: "একলা থাকতে চায় কি মানুষ শুধু দুঃখে?"

—"অন্তত তোমাদের দেশে এতে যে সাধ ক'রে কেউ নিভৃতির নীড় চায় না একথা বোধ হয় তুমিও মানবে।"

—"মানি," হেলেনার মুখ এত গম্ভীর দেখায়…এত বিষণ্ণ… "তবে—"

—"থামলে যে?"

—"হয়ত ভুল বুঝবে।"

—"কেন?"

—"তোমরা এসেছ অন্য আবহাওয়া থেকে। বাবার কাছে শুনেছি, তোমার কাছেও, যে তোমাদের দেশে চুপটি ক'রে ব'সে থাকাকে বহু মনীষীই জীবনের পরম লক্ষ্য মনে করেন—আজও তাই তোমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষ—নিষ্ক্রিয়।"

মলয় চুপ ক'রে রইল একটু, পরে বলল: "ঠিক নিষ্ক্রিয়তা হয়ত নয়।"

—"অন্তঃক্রিয় বলতে চাইছ?"

—"যদি বলিই?"

—"তাহ'লে বলব: বাইরের ক্রিয়ায় যে অন্তঃক্রিয়ার কোনো তর্জমাই হয় না তাকে আমরা নিষ্ক্রিয়তা ছাড়া অন্য কোনো নাম দিতে প্রায় অক্ষম হ'য়ে উঠেছি, অন্তত এ-যুগে।"

—"অর্থাৎ ?"

—"সে কথা থাক্—নিষ্ক্রিয়তা যে অসম্ভব বন্ধু !"

—"অসম্ভব ?"

—"সোয়েডেনবর্গ তবে এত পড়লে কী, রাত জেগে জেগে ?"

—"তিনি কি—"

—"বলেন নি যে, মানুষকে নিত্যনিয়ত চালায় হাঁকায় ছোটায় হাজারো অদৃশ্য শক্তি ! এ আকর্ষণ-বিকর্ষণের মাঝখানে ব'সে থাকারই কি কারুর সাধ্য আছে ? গত যুদ্ধেই কি দেখ নি—নরহত্যা যারা করতে যায় নি তাদেরও যেতে হ'ল জেলে ?"

—"দেখেছি হেলেনা, কিন্তু তাই তো প্রশ্ন জাগে—কর্ম ভালো ব'লেই কি অস্থিরতায় শান্তি মিলবে এই কথা সাব্যস্ত হ'ল ?"

—"শান্তি মলয় ?" হেলেনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুধু, "সেদিনই বাবা প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন না আমিয়েলের :

'যাযাবর মোরা—শান্তিকুলায় ছেড়ে ধাই চিরঘূর্ণীপাকে :

নিতি নব সাম্রাজ্যের মেলা ডাকে···ডাকে প্রতি পথের বাঁকে' *

মনে আছে ?"

মলয় ঘাড় নাড়ে শুধু। হেলেনা মৃদুকণ্ঠে বলে : "এ-যুগের য়ুরোপে অদূর ভবিষ্যতে শান্তির প্রতিষ্ঠা হবে এ-দুরাশা কি মনে এখনো পোষণ করো তুমি ?"

—"শান্তি নৈলে মানুষ পারে বাঁচতে ?"

* Le tourbillon du Juif errant m'enleve et me fait parcourir tous les empires des hommmes, en m'arrachant a mon petit enclos familier"···Amiel

—"শান্তির মধ্যেই মানুষ বাঁচতে পারে না মলয়—অন্তত য়ুরোপে।"

—"একথা শুনেছি অনেকবারই হেলেনা, কিন্তু—"

—"কি ?"

—"একথায় কি তোমার মন সায় দেয় ?"

—"আমার মনের তো কথা হচ্ছিল না, হচ্ছিল এ-যুগের য়ুরোপের কথা।"

—"য়ুরোপ কি—"

—"হাঁ—শান্তিকে যত ডরায় এমন আর কিছুকে নয়, তাই সে ঘূর্ণীপাকে দিশেহারা হ'লেও নিষ্ক্রিয় স্থিতিবাদকে করে দূর থেকেই দণ্ডবৎ।"

—"স্থিতিবাদের দিশা আছে ব'লেই না কি ?" মলয় হাসে ঈষৎ।

—"ঠাট্টা ক'রে বললেও কথাটা দৈবজ্ঞের ম'তই শোনাল। কেবল আর একটু জুড়ে দিতে হবে।"

—"কী ?"

—"সমাপ্তিকে এড়িয়ে অসমাপ্তির পথে সে হারিয়ে গেছে জানে ব'লে।"

—"সোয়েডেনবর্গীয় হেয়ালিবিলাস ? না, আমিয়েলের ভাববিলাস ?"

হেলেনা ম্লান হাসল : "আমি অন্য সময় হ'লে রুখে উঠতাম মলয়, কিন্তু এখন যা বলছি তার্কিকিপনার ঝোঁকে নয়।"

মলয় ওর একটা হাতের 'পরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। বিতানের ওপাশে কতরকম ফুলের ঝাড় যে দুলছে—!...

হঠাৎ হেলেনা বলল : "সামনে ডালিয়া, এপাশে ম্যাগ্নোলিয়া, দেখছ মলয় ?"

—"দেখছি।"

—"ক্ষণায়ু এরা। তবু ফোটে। ঝরে। তবু সমাপ্তি নেই। ঝড়ে দুঃখ পায়, শিশিরে দল মেলতে পায় না। তবু এদের বুকে বিশ্বাস আছে—নবজন্মের। নয় কি ?"

মলয় ওর দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে খানিক, পরে বলে : "জানো হেলেনা, নোরা কি বলে ?"

—"নোরা ?"

—"হ্যাঁ। বলে : তোমার দুটো দিক আছে স্বতোবিরোধী : একটা তোমার মা-র কাছ থেকে পাওয়া : চিরচঞ্চল, চির-অশান্ত, চির-নটিনী। অন্যটা তোমার বাবার কাছ থেকে : শান্তি তার চোখের আলো, বুকের নিশ্বাস, আশার আকাশ। তাই যুরোপের শুধু নবজন্মের বাণী, গতির বাণী, চঞ্চলতার বাণীই যে তোমার অভিজ্ঞান তা বলা চলে না। তুমি শুধু প্রাণশীলাই নও—স্বপ্নশীলাও তোমার বিশেষণ।"

—"সময়ে সময়ে মনে হয় মলয়—কেন বৃথা এ-স্বপ্ন দেখা ?"

ওর চোখে জল টলটল ক'রে ওঠে হঠাৎ।

—"হেলেনা !" মলয় ওর একটা হাত নেয় নিজের হাতের মধ্যে টেনে।

হেলেনা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ ঢাকে।

মলয় তার সোণালি চুলে ধীরে ধীরে হাত বুলায় শুধু।

কী বলবে ?

হেলেনা মলয়ের কোলে মুখ লুকোয়—অকস্মাৎ।

মলয় ওর গালে হাত রেখে আদর ক'রে ডাকে : "হেলেনা !"

উত্তরে শুধু ওর চাপা কান্নার শব্দ—

* * * *

কান্না থেমেছে, তবু ও ওঠে না।

—"কী হেলেনা ?" মলয় ঈষৎ উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে।

—"ভয় নেই মলয়," হেলেনা মুখ তোলে, "আমার হিষ্টিরিয়া নেই।"

মলয় শুধু হাসে···নরম হাসি।

—"শুনবে ? আমার মা-র কথা ?"

মলয় আশ্চর্য হ'য়ে কী বলতে গিয়েই থেমে যায়।

—"বলতে পারি নি এজন্যে দুঃখ হওয়া তোমার পক্ষে স্বাভাবিক —কিন্তু চাইলেও কি সব সময়ে সব কথা বলা যায় মলয় ?"

—"যায় না ?"

—"না, আমাদের স্বভাবে এমন একটা গোপনিকতা থাকেই যার মধ্যে শুধু রহস্যই নেই, আছে পবিত্রতাও। সে যে অর্ঘ। তাই একে নিবেদন করতে হয় ভক্তের ম'তই। এ পারে মানুষ কখন বলো ?"

—"তুমিই বলো।"

—"যখন ভক্তি জাগে, প্রেম জাগে—তখনই নিভৃতিকে বে-আব্রু করা চলে—কেন না কেবল তখনই এ-বিশ্রব্ধ আলাপ হ'য়ে ওঠে আত্মদান, নইলে সে তো বেহায়াপনা।"

—"এ-ভৎর্সনা কাকে হেলেনা ? আমি তো প্রত্যাশা করি নি—"

—"কেন অসত্য বলছ মলয় ?"

মলয় মুখ নিচু ক'রে থাকে···ওর মুষ্টি শ্লথ হ'য়ে আসে, হেলেনার হাত ছেড়ে দেয়।

—"রাগ কোরো না," হেলেনা ওর হাত টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে, "কি জানো ? আমরা সুইড জাত, এখনো মধ্যযুগের গৃহশীলতা আমাদের ঘিরে আছে। তাই এখনো পারিবারিক সম্বন্ধ আমাদের

কাছে বড় পবিত্র। তাই তো এত ভয়—পাছে না বোঝো এ-সব বন্ধনের গ্রন্থি কত আঁট—আমাদের কাছে। তাই বলি নি,—তোমাকে অবিশ্বাস করি ব'লে নয়।"

মলয়ের ক্ষোভ জল হ'য়ে গেল। ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল: "আমাকে ক্ষমা কোরো হেলেনা—"

ব'লেই তার লজ্জা করে এত·· বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বয়···অথচ এ-আবহের মধ্যে আবেগের উত্তাপ ধীরে ধীরে যে-ভাবে উপচিত হচ্ছিল তাতে কোনো না কোনো সময়ে সে ফেটে পড়বে এ অবধারিত। কোনো প্রত্যাশিত পরিণতি যখন ঘটে তখন হাজার আটঘাট বেঁধে চলা সত্ত্বেও কুণ্ঠা জেগে ওঠে কেন যে!···

হেলেনা আর্দ্রকণ্ঠে বলল: "ক্ষমা করার যখন কিছুই নেই তখন এত সঙ্কোচের ঘটা কেন ?"

মলয় ওর দিকে তাকিয়ে বলল: "বুঝতে কি পারো না ?"

হেলেনা বলল: "পারি মলয়। আমাকে জীবন সম্বন্ধে যত অনভিজ্ঞ দেখায় তত সরলা আমি নই। তাই জানি যে, একটা হৃদয় যখন চায় আর একটা হৃদয়ের মুখোমুখি হ'তে তখনো বাধা কিছু থাকেই। সে-বাধা শুধু আমাদের গোপনিকতারই নয়—আত্মাদরেরও। নিজেকে যে-কোনো পথেই দেবার পথে সবচেয়ে অন্তরায় তো সে-ই।"

"তাই না," হেলেনা ব'লে চলে, "সমস্ত কোমল আবেগের প্রকাশেই অভিমানী মনের এত সঙ্কোচ। তাছাড়া·· তাছাড়া দিলেই যে নেওয়ার দায়িত্ব আসে—কিন্তু, না মলয়, কিছুতেই বোঝাতে পারছি না—"

—"বেশ পারছ হেলেনা!"

—"বারবারই কি অনুভব করোনি যে আমাদের দৈনন্দিনতার রঙ

এত ধূসর যে তাতে আবেগের রঙ লেগেও লাগতে চায় না? উচ্ছ্বাসের একটা ঘনিমা আছে—তাই মনের তরঙ্গ মুহূর্তের কাছে সে ঘেঁষতেই চায় না।" ব'লে আবার একটু থেমে যেন কুণ্ঠিত স্বরেই বলে: "তাই না আমাদের আর্ট হাল্কা কথাকে নিয়ে ঘর করতেই বেশি ভালোবাসে।"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "ঠিক্ সেই জন্যেই কি মনের কথা বলতে এত বাধা?"

হেলেনা মৃদু সুরে বলে: "শুধু ঐ জন্যেই নয়। আর একটা মস্ত কারণ এই যে-সব শক্তি আমাদের নিয়ে পুতুল খেলে তারা চায় না আমরা কোথাও নোঙর বাঁধি শান্তি পাই। ঐ যে বলছিলাম না—শান্তি মানে তরঙ্গের সমাপ্তি—নৈঃশব্দ্যের পদার্পণ। আজকের প্রাণচঞ্চল মানুষ এর চেয়ে ভয় করে আর কাকে?"

—"এত কথা তুমি ভাবলে কবে হেলেনা?" ওর কণ্ঠে বিস্ময় ওঠে জেগে।

—"আমার দেহের চেয়ে আমার মনের বয়স অনেক বেশি—বলিনি তোমায়?"

—"সে তো ঠাট্টা ক'রে।"

—"না মলয়। যারা তীব্রভাবে বাঁচে তাদের এম্‌নিই হয়। য়ুরোপে বিশেষত স্যুইডেনে—আমরা, সবাই না হোক অনেকেই, বড় বেশি তীব্রভাবে বাঁচি। তাই আয়ুর অনুপাতে আমাদের অনুভবকে কষা চলে না।"

—"তীব্রভাবে বাঁচা বলতে কী—"

—"বলতে চাইছি দুঃখের সঙ্গে, ব্যথার সঙ্গে কণ্ঠীবদল। আমার শৈশব থেকেই হয়েছে এটা। শুনবে?"

মলয় আর্দ্রকণ্ঠে বলে : "জানো না কি হেলেনা, বন্ধুর কাছ থেকে তার গোপন বেদনার পরশ পাওয়াকে আমি কত বড় দান মনে করি ? কিন্তু বলতে যদি তোমার কষ্ট হয়—"

—"না মলয়। তোমাকে বলতেই চাই। শুধু আজ ব'লে না— অনেক দিনই চেয়েছি—তুমিও জানো না কি ?"

মলযের রক্ত আরো দ্রুত বয় : "সত্যি ?"

—"মনে হয়নি তোমার কক্ষনো ?"

—"হয়েছিল দুএকবার—কিন্তু বিশ্বাস করতে সাহস হয় নি।"

—"কেন ?"

—"কোনো মেয়ের—যাকে ভালো—শ্রদ্ধা করি—এমন কোনো মেয়ের—অন্তরঙ্গতার পরশটুকু পাবার লোভ আমার নিবিড় হ'লেও এ-প্রাপ্তির যোগ্যতা আমার আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না।"

হেলেনা মৃদু হাসে : "মিথ্যুক !"

—"না হেলেনা। আমার মধ্যে একটা গড়পড়তা গর্বী মলয় আছে মানি—কিন্তু তাতেই আমার পূর্ণ পরিচয় নয়। মেয়েদের প্রত্যেক ছোট্ট স্নেহস্পর্শও আমার কাছে মহার্ঘ।"

হেলেনা স্পষ্ট কণ্ঠে বলে : "তাই তোমাকে হয়ত মেয়েরা—এত—" ব'লেই থেমে যায়···গাল দুটিতে ওর গোলাপ ওঠে ফুটে।

আবার সেই কুণ্ঠা !···মলয়ের মনে ঘোরাফেরা করে সেই কথাটাই বার বার : বলার ম'ত কথা বলবার, শোনার ম'ত কথা শোনবার সুযোগ জীবনে কত কম আসে ! অথচ এলে হৃদয় বাঞ্ছিতকে সইতে পারে কই বেশিক্ষণ ? এর কারণ কি হেলেনা যা বলল : মানুষের আত্মাদর ?

নোরা এসে হাজির : ট্রে নিয়ে যেতে।

—"আর কিছু চাই মলয় ?"

—"না নোরা। ধন্যবাদ।"

হেলেনা বলল : "নোরা। আজ আমরা একটু দেরিতে খাবো। তোমার ক্ষিধে পেলে আমাদের খাবার সাজিয়ে রেখে খেয়ে নিও ভাই।"

—"সে কি হয় ? আমি সব গরম রাখবার ব্যবস্থা করব ভেবো না। আজ বাবা নেই—আমার তো আর কোনো কাজই নেই বাড়িতে।"

—"ধন্যবাদ নোরা।" ব'লে হাতের ঘড়ি দেখে বলল : "এখন পৌনে বারটা—একটায় যাব তবে, কেমন ?"

হাসিমুখে "বেশ তো দিদি," ব'লেই নোরা স'রে যায়।

হেলেনা ওর দিকে তাকিয়ে বলে : "আহা—এত লক্ষ্মী মেয়ে !"...

মুকুল

উৎসর্গ

সুধীন ও রেবা !

স্নেহের সুরে ছায়ানূপুরে
যে-আলোতাল বাজে,—
এ-উপহারে তারি স্বীকারে
কহি ঃ "স্মরণ আছে।"

ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮

৯

হেলেনা বলল : "সুরু করতে হয় আমার দিদিমা থেকে।"

—"মা-র মা তো ?"

—"হ্যাঁ। এক বিখ্যাত ভাইকিং দস্যুরাজবংশে তাঁর জন্ম। এখনো তাঁর পৈতৃক আবাসে নথিপত্র মেলে আমাদের পূর্বপুরুষদের জাঁকালো কীর্তিকলাপে ভরা।"

—"হাসলে যে।"

—"এই সব নথিপত্রের কথা ভাবতে—ইংরাজিতে palimpsest বলে না ?"

—"প্যালিম্—"

—"হ্যাঁ। অর্থাৎ যে-সব নথিতে দু একটা পরাজয়ের কাহিনী থাকত সে সব মুছে ফেলে নতুন সব কাল্পনিক বীরত্বের কাহিনী লেখা হ'ত আর কি। কিন্তু আজকালকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সে সব নষ্ট অক্ষর উদ্ধার হয়েছে কত বংশকাহিনীতে। ফলে তাঁদের মাথা হেঁট।"

মলয়ও হাসে : "বংশগৌরব বুঝি—"

—"উঃ—বিশেষত বনেদি সুইডদের মধ্যে। বাবা প্রায়ই একটা কথা বলেন হেসে : যে, সুইড জাত আর কোনো গুণে অদ্বিতীয় যদি না-ও হয়, বংশগর্বে তাদের জুড়ি নেই"—হেলেনার চোখে হাসির আলো ওঠে জ্ব'লে—"আর গর্ব শুধু যে বংশের সুকীর্তি নিয়ে তা-ই নয়।"

—"মানে ?"

—"মানে, কীর্তি হ'লেই হ'ল—সু কি কু যায় আসে না।"

মলয়ও হাসল : "কিন্তু এ শুধু সুইডেনের বংশধরদের একচেটে নয় হেলেনা—বংশের কুলপ্রদীপরা বংশ-কৌলীন্যের গৌরবে জাজ্জ্বল্যমান হ'য়ে ওঠেন সব দেশেই। আমার পিতামহ ছিলেন এক রাজপরিবারের দেওয়ান। তাঁর মুখে শুনেছি তাঁদের বংশানুক্রমিক 'দণ্ডমুণ্ডের কর্তা' উপাধিটি ছিল তাঁর প্রভুর প্রধান গর্ব। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মানে—ইচ্ছামাত্র হাতে মাথা কাটতে পারা। কত প্রজার কুলবধূর ক্ষেত্রে যে তাঁর পূর্বপুরুষরা ক্ষেত্রজ পুত্রের ব্যবস্থা করতেন—অবশ্য বধূ সুন্দরী হ'লে—তার সীমা ছিল না। এ-কীর্তির জন্যে গাল আনলে লজ্জায় আমাদের গাল রাঙা হ'য়ে ওঠে—কিন্তু সেকালে ঠিক এ পৌরুষের জন্যেই তাঁরা উঠতেন দৃপ্ত হ'য়ে।"

হেলেনা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে : "মলয়, দর্পের ধর্মই এই। সে তো চায় না ঐক্য। অনৈক্যই যে তার আরাধ্য। তাই সবাই যাতে ডরায় তাতেই সে উল্লসিত হয়ে ওঠে আজো—সেই আদিম গুহাবাসী আরণ্যক বর্বরের ম'ত। ভাবে না একবারো—উল্লাস বা গর্বের যাচাই নিয়ে। তাই তো বাবা প্রায়ই দুঃখ করেন যে মানুষের মূল প্রকৃতিটি অতি ধীরে তার দস্যুবৃত্তির কবল থেকে ছাড়া পায়।"

—"নৈলে কি আজও মনস্বী মানুষরাও চৌর্যকে শৌর্যের মান দিতেন হেলেনা ?" মলয়ের অন্তরের কোথায় যেন ব্যথিয়ে ওঠে : "কিন্তু সে যাক্, বলো।"

—"এ-প্রসঙ্গ তুললাম তোমাকে শুধু ব'লে রাখতে যে মা এ-হেন বংশেরই মেয়ে। তাঁর জন্মভূমি—সুইডিশ লাপলাণ্ডে ডাণ্ড্রাপর্বতের পাদমূলে। আঙুর শাকসব্‌জি হয় সেখানে প্রচুর। জানোই তো মধ্যরাত্রেও মাসের পর মাস সেখানে সূর্যদেব অস্ত যান না। জমিদারি

ছিল তাঁদের যথেষ্ট। অন্যদিকে শীতকালে অসহ্য শীত—চব্বিশ ঘণ্টাই সূর্যদেব মেঘের হাবেমে পর্দানশীন—মেরুর কাছে কি না। ওদিকে গ্রীষ্মে আবার তাঁর মার্তণ্ডপ্রতাপের অবধি নেই—বিষম গরম। এক কথায় সবই সেখানে অতিরিক্ত—কি শীত কী গ্রীষ্ম। সেখানকার বাসিন্দাদের স্বভাবেও এই প্রবলতার ছোঁয়াচ লেগেছে।

"এম্নি পরিবেশের মধ্যে—খোলা হাওয়ায় খোলা মাঠের আবেষ্টনীতে মানুষ আমার মা। তার ওপর ছেলেবেলা থেকে দিদিমার উদ্দীপ্ত কণ্ঠে শুনে এসেছেন ভাইকিং দস্যুকাহিনী। মা খুব ভালো শিকারী ছিলেন। ও-অঞ্চলের পুরুষ নিমরডরাও আগ্নেয়াস্ত্রে তাঁর কাছে দীক্ষা নিত। অব্যর্থ নিশানা যে: সিন্ধুঘোটকও দু একটা মেরেছিলেন—সীল তো অগুন্তি।"

"মোট কথা," হেলেনা বলে, "শক্তির অব্যাহত প্রকাশ—যা অসামান্য তার প্রতি লোভ—কাজটা ভালোই হোক বা মন্দই হোক কী আসে যায়? পুরুষদের অনুরাগের চেয়ে তাদের সম্ভ্রমের অর্ঘের প্রতিই পক্ষ-পাতিত্ব—এই ধরণের আবেগ ও প্রকাশতন্ত্রেই মা-র বাল্যদীক্ষা।

"যৌবনে তাঁকে উপ্‌সালায় পাঠান দিদিমা। অনেকটা দাদামশায়ের পীড়াপীড়িতেই। কেন না দিদিমা চাইতেন মেয়ে হোক আরণ্যক। কিন্তু দাদামশায়ের রক্তের মধ্যে ছিল নাগরিকতা। তাছাড়া উপ্‌সালায় তিনি নিজে কিছুদিন পড়েছিলেন। ঠিক হ'ল উপ্‌সালায় তিনি একটি ডেরার ব্যবস্থা করবেন ফাইরিসের ধারে—মেয়ের জন্যে।

"দিদিমা রইলেন লাপলাণ্ডে, মাকে নিয়ে দাদামশায় এলেন উপ্‌সালায়। মার বয়স তখন ষোল হবে। অবশ্য য়ুনিভার্সিটিতে শিক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল না—বিদ্যার কোঠায় ছিল এক মস্ত শূন্য। তবু

প্রাইভেট ছাত্রী হিসেবে দুচারজন অধ্যাপকের কাছে পড়তেন ও উপসালার বিশ্ববিদ্যালয়ের জলহাওয়া নিশ্বাসের মধ্যে নিতেন টেনে।”

—“সেই সূত্রে বুঝি তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ তাঁর ?”

—“হ্যাঁ। বাবার তখনই তরুণ অধ্যাপকদের মধ্যে বেশ নাম হয়েছে তাঁর বিদ্যা মনীষা ভাবুকতার জন্যে—” পিতৃগর্বে হেলেনার ম্লান মুখ ক্ষণকালের জন্যে ওঠে দীপ্ত হ’য়ে—“মা এলেন তাঁর কাছে বিশেষ ক’রে ভাষা শিখতে। বাবার ভাষার দিকে একটা সহজ প্রতিভা ছিল : ঐ তরুণ বয়সেই ইংরেজি, ফরাসি ও জর্মন ভাষা খুব চমৎকার বলতে পারতেন —আরও দু তিনটে ভাষা চলনসৈ শিখছিলেন : ইতালিয়ান রুষ ও স্পানিশ।

“মা যে অপরূপ সুন্দরী ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ছিল বিধাতার এক বিস্ময়কর রচনা। লাপলাণ্ডের মেয়ে—গালে গোলাপ ফুটে থাকত সর্বদাই। প্রতি অঙ্গভঙ্গিতে পদবিক্ষেপে পেশীর আকুঞ্চনে দেহের জড়তাই থাকত ভয়ে জড়সড় হ’য়ে। তাঁকে দেখলে ‘মাটির দেহ’ বলার জোটি ছিল না : মনে হ’ত বিজ্ঞান ভুল করে নি : জড় পরমাণু আসলে বৈদ্যুত প্রবাহ ছাড়া আর কিছু হ’তেই পারে না। নারীর দেহে যে এমন স্বাস্থ্য, সহিষ্ণুতা, বল ও তেজ উছলে পড়া সম্ভব সেটা তাঁর দেহ না দেখলে কল্পনা করা যেত না। বলিষ্ঠ পুরুষরা তাঁকে ঈর্ষা করত।”

একটু থেমে : “কেবল—কী ক’রে সুরু করব ?—মুস্কিল হ’ল কি—বাবার সঙ্গে তাঁর মিল এতটুকু ছিল না—শুধু একটা ক্ষেত্রে ছাড়া অবশ্য।”

—“কী ?”

—“প্রাণশক্তি। উভয়েরই প্রাণশক্তি ছিল অফুরন্ত। কিন্তু এখানেও

দুজনের মূলধন সগোত্র হ'লেও—তাকে খাটিয়েছিলেন ওঁরা সম্পূর্ণ আলাদা ঢঙে—আলাদা ধারায়। তাই একই ওজস্ দুজনের চরিত্রে স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছিল: বাবার প্রাণশক্তির জোয়ার যেমন উঠতও অন্তরের সমুদ্র থেকে—তেম্নি ভাটিয়ে লয় পেতও ঐখানেই—অন্তঃশীলা ছিল তাঁর প্রাণের ঊর্মিনটিনীরা। মা-র শক্তি উপছে পড়ত ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে। বাবার কাছে শুনতাম—ষোল বৎসর বয়স থেকে এ প্রবণতা তাঁর এতটুকু বদলায় নি।

"এর পরিণাম কী দাঁড়াল বুঝতেই পারছ: অর্থাৎ মা বাবার সঙ্গে বিবাহে সুখী হন নি। এক জনের চেতনা ছিল অন্তর্মুখী: অন্যজনার—বহির্মুখী। আর সব চেয়ে বিপদ্: দুজনেই তেজস্বিতায় সমান—কাজেই সংঘাত ছাড়া সামঞ্জস্য সম্ভবও ছিল না।"

মলয় বলল: "বিবাহ করবার সময়ে তোমার বাবা বুঝতে পারেন নি এ-বেবনাতির কথা?"

—"পেরেছিলেন। কিন্তু—" কুণ্ঠাকে দাবিয়ে রেখে হেলেনা বলে—"বাবার কাছে শুনেছি প্রথম যৌবনে তাঁরও ছিল কিনা বিষম পৌরুষের দম্ভ, বৈদগ্ধ্যের গর্ব। তাঁর ধারণা ছিল: মেয়েদের বাগে আনব এ-সঙ্কল্প দৃঢ় হ'লে মরদ যে সে ব্যর্থকাম হ'তেই পাবে না। তাছাড়া অশিক্ষিতা কিশোরীকে বদলাতে পারবে না বয়স্ক শিক্ষিতাগ্রগণ্য অধ্যাপক? সাক্ষাৎ ইস্পাতকে হাপরে তরল ক'রে গ'ড়ে পিটে নেওয়া যায় আর কুসুম-কোমলা অবলাকে মনের ম'ত ক'রে রচনা করা যাবে না? কিন্তু এ-উপক্রমণিকার এবার সমাপ্তি টানি—"

—"না না, সংক্ষেপ কোরো না। এ-ইতিহাস আমার এত ভালো লাগছে - গল্পের চেয়ে সত্য আমার কাছে ঢের বেশি রোমান্টিক জেনো! —কেবল একটা কথা—"

—"বলো স্বচ্ছন্দে।"

মলয় কুণ্ঠিত স্বরে বলল: "আমার কৌতূহল জাগছিল—তোমার বাবা বিবাহের সময় কি তোমার মা-র সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন সত্য ? না মোহ ?"

হেলেনা ম্লান হাসে: "এ প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং বিধাতাও দিতে পারেন না যে মলয়—আমি দেব কী ক'রে বলো ? বাবা নিজেও জানতেন না—বলেছেন আমাকে।"

—"ভালোবাসা থেকে মোহকে সীমাঙ্কিত করা কি একেবারেই অসম্ভব বলতে চাও ?"

—"আমি জানি না মলয়। বাবাই যখন জানেন না, তখন আমার অল্পপরিসরের অভিজ্ঞতায় ও দুই ঝোড়ো অতিথিকে যাচাই করব কোন্ নিকষে বলো ?"

—"নিকষ নেই একেবারেই ?" কোথায় যেন ওর ব্যথা বাজে।

—"তাও জানি না। বাবা বলেন: তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে, নারীর প্রতি পুরুষের যে-প্রবল টান সেটা খুব বেশির-ভাগ ক্ষেত্রেই আকস্মিক—যেহেতু বাইরের শক্তির নিয়ন্ত্রণেই ওর জন্ম, স্থিতি, লয়।"

—"মানে ?"

—"বাবা প্রায়ই বলতেন আমাকে—মনে রেখো আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু তিনি, তাঁর জীবনের এমন কথা নেই যা তিনি আমাকে বলেন নি বা বলতে পারেন না। তাই খোলাখুলিই বলতেন—এখনও বলেন—যৌন প্রেমকে দেখায় পার্সনাল কিন্তু জগতে এর চেয়ে ইম্পার্সনাল শক্তি কমই আছে। যে-শক্তি দুর্দান্ত ল্যাপ মেয়েকে ঠেলে দেয় প্রশান্ত অধ্যাপকের বাহু-বন্ধনে, মানুষের বহু-বৈদগ্ধ্য, বহু-সংযম, বহু-নৈতিকতা

সবের নাগপাশ কাটে মুহূর্তের উত্তেজনায়—সে কি গ্রাহ্য করে কোন্ পতঙ্গকে ডাক্‌ল কোন্ শিখায? নিজের শক্তিপ্রয়োগেই যে ওর পরম সার্থকতা। জীবজগৎকে চালাযও ও-ই—কেবল একটা ছদ্মবেশ প'রে—বিভ্রম জাগিযে যে, মানুষ যা করছে করছে স্বেচ্ছায।"

—"ছদ্মবেশ বলতে কী বুঝছ ঠিক—বলবে?"

—"এই যে শক্তি, এই যে টান এ কী ভাবে সক্রিয হয বলো তো? শুধু আমাদের এই ধাঁধা লাগিযেই নয কি যে আমাদের ভালোবাসা হ'ল আমাদের সৃষ্টি—ব্যক্তিগত সম্পত্তি? একেই বলছি ঐ শক্তির ছদ্মবেশ। কেন না ভালোবাসা যাকে বলি তার নেশা ও-ই ঘনিযে তোলে, অথচ আমাদের ভাবায যে এ-আবেশ গাঢ় হ'ল আমাদের প্রাণের জাদুতে। এরই একটা নাম মাযা। কেন না ভালোবাসা যাকে বলি তাকে বলে একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রাণশক্তি: সে বিশ্বজনীন, সার্বভৌম। তার আবর্তে যে-ই পড়বে তাকেই খেতে হবে অশ্রান্ত ঘুরপাক—অথচ মজা এই যে মজ্জমান দুর্ভাগারো মনে হবে এ-আবর্ত তার নিজেরই রচনা—কলাকার। কবিকে দিযে প্রেমের জযগানের বার আনা প্রেরণা দেয এই শক্তিই—কেবল নিজেকে আড়ালে রেখে।"

মলযের বক্ত যেন দুলে ওঠে: ওর চিত্তাকাশে ঝিলিক দিযে ওঠে যুমার একটা প্রাযশোক্তি। হেলেনার কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি।

—"ভাবছ: এ আমার কথার কথা?"

—"না হেলেনা—এ তোমার অন্তরের উপলব্ধি হযত নয কিন্তু এ-কথার পিছনে তোমার অন্তরের সাড়া না থাকলেও সায আছে। এটা কী ক'রে সম্ভব হ'ল শুধু তাই ভাবছি এখন।"

হেলেনা চিন্তিত সুরে বলে: "বাবা বলেন গভীর উপলব্ধি সবই

অন্তরে উপ্ত হ'য়ে থাকে বীজের মতন। বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতে তারা শুধু অঙ্কুরে পল্লবে রূপ নেয় এইমাত্র। তাই হয়ত এ-সব কথা ঠিক জীবন দিয়ে উপলব্ধি না ক'রেও আমি ভাষায় কিছু আভাষ দিতে পারি কোন্ পথের দিকে আমার মন খোঁজে যাকে সে চায়। কিন্তু যাক এ গবেষণা, শোনো।"

মলয় বলল: "রোসো একটু: তোমার বাবা তোমার মা-কে দেখে যখন মুগ্ধ হন তখন কী দেখে সব চেয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন? নিজেদের প্রকৃতির এই বৈষম্য?"

—"বাবা বলেন মা-র প্রাণশক্তি। প্রাণশক্তিই মানুষকে সব চেয়ে মাতাল করে। রূপ বন্ধ্যা—রাঙা মাটির মতন। তাতে ফসল ফলবে কী ক'রে যদি না তলে থাকে প্রাণশক্তির উচ্ছল উদ্দাম প্রবাহ?"

মলয় তার উদ্যত প্রতিবাদকে দাবিয়ে রাখে।

"অন্তত য়ুরোপে," হেলেনা বলে, "একথা সত্য মলয়। আমাদের দেশে সব চেয়ে মনকেও টানে প্রাণ, দেহকেও টানে প্রাণ। বাবা বলেন, এক অন্তরাত্মা এ-দুর্জয় প্রাণশক্তির প্রভাবপরিধির বাইরে, কিন্তু তবু প্রাণশক্তির আছে ক্ষমতা তাকেও খানিকটা ঢেকে রাখবার, ভুলিয়ে ভালিয়ে না হোক্, অন্তত চেপে রাখার তো বটেই। সেইজন্যেই তো এত জীবন হয় ব্যর্থ, এত ফুল অবেলায় বায় ঝ'রে, এত রসধারা ডোবে মরুপথে।"

"এ থেকে যা বলতে চাইছিলাম" বলে হেলেনা, "তা এই যে, মা-র হাসি নৃত্য গান বেপরোয়া প্রাণের বহুমুখী প্লাবন বাবাকে ভাসিয়ে নিয়ে না গেলেও চম্‌কে দিয়েছিল বৈ কি। এ-ধরণের মেয়ে তিনি আর কখনো দেখেন নি। গতির বিদ্যুৎ যেন জমাট হয়ে নারীদেহ ধরেছে! বাবা বলেন: সে সত্যিই একটা সৃষ্টি—প্রাণদেবতার।"

—"দেবতার !" উচ্চারণ করে মলয় অন্যমনস্কভাবে।

"আমাদের দেশে প্রাণকে নিয়ে যে পূজা-উপচারের ঘটা, তাতে ওকে দেবতা না মেনে আর উপায় কি বলো? খেলা-ধূলা, অভিনয়, কর্ম, আমোদ-প্রমোদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ—এমন কি মনের বাতির পিছনেও ইন্ধন হ'ল ঐ প্রাণ।" ব'লে একটু ভাবে: "অবশ্য একটু তফাৎ আছে ওর ক্রিয়াভঙ্গির।"

—"অর্থাৎ?"

—"আমাদের প্রাণলোকে প্রাণদেবতার যে-বিপুল শক্তির অশ্রান্ত চাষ চলেছে সে-ফসলের জন্যে আমরা হাত পেতেছি ঐ দেহের—কি না বস্তুর—অতিপ্রত্যক্ষ লোকেই।"

—"মানে যাকে ইংরেজিতে বলে ম্যাটার?"

—"হ্যাঁ। আর এটা হয়েছে এই জন্যে যে ম্যাটার—বস্তু—হ'ল প্রাণের সব চেয়ে কাছে—কাজেই এ-রাজ্যেই ওর তন্ত্রমন্ত্র সব চেয়ে সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।"

—"একথা কি এ-দেশের সম্বন্ধেই বিশেষ ক'রে খাটে বলতে চাচ্ছ?"

—"অন্য দেশেও খাটে বৈ কি কম বেশি—কিন্তু আমাদের দেশে যতটা সহজে খাটে ততটা সহজে বোধ করি তোমাদের দেশে খাটে না—"

—"মানে—"

—"মানে, আমাদের দেশে প্রাণবীজের প্রতি অঙ্কুরই 'লহমায় হয় অতিকায়'—দেখ নি? আর কোথাকার জনারণ্যে প্রাণের একটা ছোট্ট হিল্লোলে লক্ষ দেহের মনের শাখায় এমন ধারা কল্লোল জাগে বলো তো? কোথায় লোকে এত মেতে ওঠে নাটকে, টকিতে, যুদ্ধে, হুজুগে?"

মলয় উত্তর দিতে গিয়েও দিল না কী ভেবে।

—"আমার ছোট মুখে এসব হয়ত একটু বড় বড় কথা শোনাচ্ছে মলয়," হেলেনা বলে, "কিন্তু বিশ্বাস কোরো—এসব শুধু আমাদের শোনাকথাই নয়। বিশেষ ক'রে বাবা মা-র বিষময় দাম্পত্য জীবনের মধ্যে দিয়ে আমি যেন এসব অভিজ্ঞতা লাভ করেছি প্রত্যক্ষ ভাবে। তাই লক্ষ্য করেছি একটা আশ্চর্য কাণ্ড: বাইরে থেকে যে-প্রাণশক্তিকে দেবতা মনে হয় সে প্রায় মায়ার মতন।"

—"মানে বলতে চাচ্ছ যে আসলে ওর পদবী হ'ল দাসের ?"

—"অন্তত আজ্ঞাবহের তো বটেই। কারণ একটু তলিয়ে ভাবতে গেলেই কি ওর পরাধীনতার গ্লানি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না—তুমিই বলো দেখি ? অথচ বাইরে থেকে দেখতে ও কী আশ্চর্য স্বাধীন !" ব'লে একটু থেমে নতমুখে বলল: "এটা কিন্তু আমার শোনা কথা নয় মলয়। আমি দিনের পর দিন দেখেছি বাবা মা দুজনেই কত চেষ্টাই যে করতেন একটা সুষমা গ'ড়ে তোলার! সে কত কান্না কত দীর্ঘশ্বাস—কত বিষাদ···কত ঝড় ঝাপটা···বিদ্যুৎ···ঝিলিক···তুফান···তরঙ্গ ! কতবার অবেলায় হাট ভাঙা—আঘাটায় ভরাডুবি—কত যে যত্ন নোঙর ফেলার, কূল পাবার—অথচ তবু কোত্থেকে কখন যে আসে মাত্র একটা দমকা হাওয়া—অমনি কোথায় বা পাল, কোথায় বা দিশা, কোথায় বা বুদ্ধি—কর্ণধার !"

"তবু ধাঁধা লাগে দেখে" বলে হেলেনা, "যে, সর্বনাশ নিশ্চিত জেনেও প্রাণকে প্রাণ টানে ! এত ঠেকে, শেখে কই ? এত দুঃখ, এত বিসংবাদ, এত বিপর্যয়—তবু মা-ও চাইলেন না বিবাহভঙ্গ, বাবা তো ওধরণের নিষ্পত্তির কথা ভাবতেই পারতেন না। এ-কে অদৃষ্টের বিদ্রূপ ছাড়া আর কী বলবে ? যারা দুই মেরুতে বাস করলেও হাওয়ায় তাদের অদৃশ্য স্পর্শে

আগুন ওঠে জ্ব'লে তাদের এক গৃহস্থালিতে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর সহবাস ? না দেখলে মনে হ'ত এ গল্প—অথচ তবু স্বচক্ষে দেখেছি বাবা ও মা পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। মানুষ যাতে সুখ পায় না শান্তি পায় না যা থেকে ছাড়া চায় অহর্নিশই—তার তন্তু দিয়েই গড়ে নিজের গুটি : তফাৎ এই সে-গুটি তার কাছে ক্ষণ-আশ্রয় হয় না, হয় সমাধি।"

মলয় উৎসুক হ'য়ে শোনে···

"বিবাহের কয়েক মাস পর থেকেই," হেলেনা ব'লে চলে, "ওঁদের সংঘর্ষ হয় সুরু। ক্রমে আসে অসুখ মনস্তাপ—যত আনুষঙ্গিক আছে সবই—কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালো হ'য়ে উঠল অস্কারের জন্মের পর থেকে।

"ওঁদের বিবাহের বৎসরখানেকের মধ্যেই অস্কারের জন্ম হয়। দেখতে সে ছিল মা-র মতন—অবিকল। মা-ও তাকে ভালোবাসতেন তাঁর সর্বগ্রাসী প্রাণশক্তি দিয়ে আঁকড়ে। তাঁর আদর্শ ছিল ছেলে হবে দ্বিতীয় নিমরড, আধুনিক ভাইকিং, গাস্‌টভাস অ্যাডলফাস, নেহাৎ পক্ষে সেসিল রোড্‌স্‌ই সই। নামকরণের সময়ে তাই তিনি বায়না ধরলেন ওর নাম দিতে হবে অ্যাডলফাস—কি না 'উত্তরের সিংহ'—জানো তো সম্রাট অ্যাডলফাসের ডাক নাম ছিল ?"

মলয় ঘাড় নাড়ে।

"কিন্তু বাবাও বসলেন বেঁকে। ছেলে মিলিটারিস্টের মুখোষ প'রে দস্যু হবে এ তিনি ভাবতেই পারতেন না। অস্কারের শিক্ষার আদি পর্ব থেকে—ধরতে গেলে নামকরণ অধ্যায় থেকেই ওঁদের সংঘর্ষ আরও প্রবল ও দুর্নিরোধ্য হ'য়ে ওঠে। বাবা চাইতেন ছেলে হবে সভ্য, সুশীল, বিদ্বান্‌, অন্তর্মুখী। মা চাইতেন ছেলে হবে বিদ্যুৎকর্মী, অদ্ভুতধর্মী প্রবলপ্রতাপ,

বিস্ফোরক তারাবাজি। 'ছেলে আমার দেখবার মতন, দেখাবার মতন জিনিষ হবে' ছিল মা-র একটা প্রায়োক্তি।

"কল্পনা করতে পারবে হয়ত এ হেন বেবনতির ফলে দাম্পত্য জীবনের কালোসিন্ধু থেকে কী বিষটা মন্থিত হ'য়ে উঠত উপরের তরঙ্গে—খুঁটিনাটির মধ্যে না-ই গেলাম—কারণ এটা অনুমান করা তো আর কঠিন নয়।"

—"না হোক, তবু বলো।"

—"কী বলব মলয়? সে কি একটা বিবাদ একটা সংঘাত একটা অপঘাত যে বলব? প্রতি মুহূর্তে স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের দ্বৈরথ, প্রতি ক্ষণে ঝড় তুফান গর্জানি বাজবাদল—কত কী! অস্কারের জন্মের দুবছর পরেই জন্মাই আমি। আমাকে নিয়েও ঐ। সমস্যাটা আরও সঙিন হ'য়ে দাঁড়াল এই জন্যে যে ঘরে যেন ভাই বোনকে নিয়েও দুটো স্পর্ধার শিবির রইল খাড়া। আমার মনপ্রাণ দরদ খুব অল্প বয়স থেকেই বাবার দিকে: অস্কারের মার দিকে। ঘরে শুধু স্বামী-স্ত্রী নয়—ছেলেমেয়েও বিমুখতার আত্মরক্ষার বল্লম উঁচিয়েই আছে।"

"বাবা মার জীবনযাত্রার সবচেয়ে অশান্তির মূল ছিল এইখানে"; হেলেনা ব'লে চলে, "নিজের অস্থির মজ্জা দিয়ে যাদের জন্ম দেওয়া হ'ল তাদের নিয়েই চিরজীবন সংগ্রাম—Nature red in tooth and claw এর চেয়েও রক্তাক্ত সংগ্রাম বৈকি একদিক দিয়ে। কেননা আত্মজ যে তার মধ্যে জন্মদাতা জন্মদাত্রী বাঁচে যেন আরও তীব্রভাবে। আমাদের ভাই বোনের স্বভাবের মূলগত বিরোধও তাই সমস্যাকে আরও দুঃসহ ক'রে তুলল।"

—"কী ভাবে—ঠিক?"

—"সে কি একটা!—ধরো অস্কার বইটই ভালোবাসত না। ওর

রক্তে লাপলাণ্ডের বন্যজীবনের উদ্দামতা—মা ওকে আগলাতেন তেম্নি ত্রস্ত আগ্রহের সঙ্গে যেমন আগ্রহে ব্যাঘ্রী আগলায় শাবককে—এমন কি জন্মদাতার কাছ থেকেও। ওদিকে বাবা চাইতেন ওকে 'মানুষ' করতে 'সভ্য' করতে। কত উপায়ে যে চাইতেন ওর দৃষ্টি ফেরাতে মানুষের উচ্চতম স্বপ্নের দিকে প্রেমের দিকে আদর্শের দিকে—কিন্তু মা-র একটা অবজ্ঞার ওষ্ঠকুঞ্চনে সব হ'ত অঙ্কুরে বিনষ্ট। অস্কার ধরা দিত না, বাবার শিক্ষার লাগামে নিত্যই তুলত শিরপা। অপর পক্ষে মা চাইতেন আমাকে বন্দুক ছোড়ায় পাকা হ'তে, ঘোড়ায়-চড়া শেখাতে, পাহাড়ে পর্বতে না হোক বনে জঙ্গলে ঘুরতে—কিন্তু আমি বাবার শিক্ষায় শিখতাম গান বাজনা ও পড়াশুনো। মানুষের যে-সাধনা তাকে গুহা থেকে টেনে এনেছে মর্মর প্রাসাদে, যে-স্বপ্নের তপস্যা তাকে স্বার্থ থেকে টেনে এনেছে পরার্থের দীক্ষায় তার প্রতি শ্রদ্ধা আমার ততই বাড়ত যতই দেখতাম মা ও অস্কারের অসহিষ্ণুতা, শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা, ঊর্ধ্ব তৃষ্ণার প্রতি ব্যঙ্গ, অবজ্ঞা।

"কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই যে অস্কার ও আমার মধ্যে স্বভাবের বৈপরীত্য ছিল যেমন অলঙ্ঘ্য তেম্নিই প্রবল। এ-টান না থাকলে হয়ত ঘরকন্নায় দুটো শিবিরে দ্বন্দ্ব চলত না এমন অশ্রান্ত ভাবে।"

হেলেনা বলতে লাগল: "কিন্তু আশ্চর্য এই যে ভাই বোনের মধ্যে এসবের ফলে স্নেহের একটা প্রবল টান জন্মেছিল—আমাদের ভাব-বৈপরীত্যের বাধা স্নেহের ক্ষেত্রে কোনো আড়ালই আনতে পারে নি। এ-ও এক ভারি অঘটন মনয় যে, আমাদের প্রকৃতির সম্বন্ধ ছিল অহিনকুলের, অথচ আমাদের টানটা ছিল বিপরীত বৈদ্যুতপ্রবাহের

মতনই সহজ, স্বতঃসিদ্ধ। কোনো ভাই বোনই বুঝি পরস্পরকে এমন স্বভাব-নিরপেক্ষ হ'য়ে ভালোবাসে নি।

"সে না দেখলে সত্যই বিশ্বাস হয় না যেন। অস্কারের মুখে মেঘের ছায়া দেখলেও আমার নারীহৃদয়ের সমগ্র আলোসান্ত্বনা তাকে দিতাম উজাড় ক'রে ঢেলে। কোনো কারণে ওর চোখে অশ্রুর আভা দেখলেও চোখের জ্যোতি আমার আসত কালো হ'য়ে। বাবা কোনো কারণে ওকে শাস্তি দিলেও আমার বুকের মধ্যে উঠত টনটন ক'রে। জানতাম অবশ্য যে মা-র প্রশ্রয়ে বাবার শাস্তির ক্ষতিপূরণ ওর মিলবেই, তবু শাস্তির সময়ে মা বাধা দিতে পারতেন না তো—সে-সময়টার জন্যেও ওকে স্নেহপক্ষপুটে ওর ক্লিষ্ট মনকে আশ্রয় দেবার জন্যে মন আমার ঠিক যেন তৃষিত হয়ে থাকত।

"এজন্যেও বাবার দুঃখ কম ছিল না। অথচ মা আবার এতেই হ'তেন প্রসন্ন—কতক জ্বালা জুড়োত। ছেলেকে শাস্তি দিলে আদরিনী মেয়ে দুঃখ পাবে ও সে দুঃখ ফিরে গিয়ে কন্যাস্নেহাতুর নাগরিক সভ্য পিতার বুকে শেল হ'য়ে বিঁধবে এতেও মা-র পার্বত্য উদ্দাম প্রকৃতির জিঘাংসা যেন মিটত খানিকটা।"

"কিন্তু," হঠাৎ থেমে হেলেনা শুধায়: "হয়ত এসব শুনতে শুনতে তোমার মনে হচ্ছে যে সাজিয়ে বলছি, না ?"

"না হেলেনা—তোমার বেদনার ভূমিকায় এ-দুঃখের শোনা ইতিহাস আমার চোখের সাম্‌নে যেন দেখা ঘটনার ম'তই জীবন্ত হ'য়ে উঠছে। বলো তুমি অকুণ্ঠে।"

—"কী আর বলব মলয় ?" হেলেনা বলে ক্লিষ্ট কণ্ঠে, "এজগতের আলো দেখেছি যে দুজন মানুষের মধ্যস্থতায়, তাদেরই একজনের মধ্যে এই

জিঘাংসা, দ্বন্দ্ব, অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা—অন্তর্জনের মধ্যে এর ফলে বেদনা হাহাকার অথচ অপরাজেয় পৌরুষের দৃপ্তি—এ-দৃশ্যের ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যথায় উপচে পড়ত আনন্দ, কিন্তু আনন্দেও ব্যথা।"

মলয় ওর পানে চাইল প্রশ্নোৎসুক নেত্রে।

"আনন্দ—বাবাকে দেখে," বলে হেলেনা, "শিক্ষা সৌকুমার্যের আদর্শ থেকে তাঁর চ্যুতি হ'ত এত কম—এ নিত্য প্রত্যক্ষ ক'রে। তাঁর ধৈর্য, আত্মসম্ভ্রম, দুঃখসত্ত্বেও প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবৃত্তিকে প্রতিপদে জয় করা—এ দেখে গর্ব না হয় কোন্ পিতৃবৎসলার? কিন্তু এ-গর্বের উল্‌টো পিঠে আক্ষেপও উঠত তেম্‌নি বড় হ'যে—যে, মা এহেন স্বামীকেও বুঝতেন না। কত বড় ভাগ্যবান যে মা এমন স্বামী পেয়েছিলেন অথচ পেয়েও পেলেন না—"

তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল: "ছেলেবেলায় মনে আছে—একদিন অস্কার একটি টলটলে মুক্তাকে পাঁকমাখা ঘোড়ার স্পার দিয়ে থেঁৎলে নষ্ট করে। বাবা এজন্যে তাকে শাস্তি দেন। কিন্তু মা দেন আস্কারা—শাস্তির পরে। বলেন সৌখিনের প্রতি দরদ মানায় শুধু ক্লীবকে। বীর যে, সে হবে সব তুচ্ছ সখের হৃদয়ালুতার ঊর্ধ্বে।

"বাবার চোখে সেদিন জল দেখেছিলাম প্রথম। কিন্তু মার প্রশ্রয় পেয়ে অস্কার এর পরে সুন্দর ফুলকে জুতোর তলায় মাড়াত, প্রজাপতিকে কাঁটা বিঁধিয়ে ঝুলিয়ে রাখত, ঘোড়ায় চ'ড়ে তাকে চাব্‌কে চাব্‌কে মেরেও ফেলত বা কখনো। প্রতিক্ষেত্রেই বাবার হ'ত হার, মা-র জয়। কিন্তু কী মূল্য দিয়ে যে এ-জয় মা কিনতেন যদি জানতেন সে-সময়ে!"

"দুঃখে বেদনায়," হেলেনা বলল, "শেষটায় একদিন আমি আর থাকতে পারলাম না—বিশেষ বাবার শোক দেখে। সংযম ছিল তাঁর

নির্বিচল রাজকীয় চরিত্রের মুকুটমণি। তবুও এক একদিন আমার সামনে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর চোখের জল মানত না বাধা। অস্কারকে তিনি ভালোবাসতেন,—কিন্তু প্রকাশ করতে বাধত। কারণ অস্কার তাঁকে শুধু যে মানত না তাই নয়—করত অবজ্ঞা। আর মা-র নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্রয়েই তার এ শোচনীয় পরিণতি সম্ভব হয়েছিল, নইলে এমনধারা অস্বাভাবিক বর্বরতা কথনই তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারত না।

"মনে আছে শেষটায় একদিন বাবার গলা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে আমি বলেছিলাম : 'বাবা, যত নষ্টের মূল—মা। ওকে দাও দূর ক'রে।' বাবা আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন : 'ছি মা। ওকথা বলতে নেই। ও অসহায় : কেউ নেই ওর। আর তাড়িয়ে দিলে ও কি বাঁচবে ? এম্‌নিই এই অশ্রান্ত দ্বন্দ্বে ওকে ক্ষয়রোগে ধরেছে জানো তো ?' কত যে তাঁর অনুকম্পা স্নেহ—মার 'পরে! অথচ মা এ-ভালোবাসার মূল্য বুঝল না : এ-বেদনায় সময়ে সময়ে আমার মনে হ'ত ছুটে কোথাও পালিয়ে যাই।

"মা-ও কম দুঃখ পেতেন না। সত্যিই ক্ষয়রোগের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর। অতি বলিষ্ঠ শরীরের ধ্বংসশেষ, তাই বোঝা যেত না এখনো। তবে মাঝে মাঝেই কাশতেন আর ঘুষঘুষে জ্বর তো লেগেইছিল।"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে থেকে ম্লান কণ্ঠে বলতে লাগল : "কিন্তু ব্যাধিতেও মার রোখ কমল না এতটুকু। তাই নিজের দোষ বুঝলেও তিনি বলতেন প্রায়ই : ভুল আর যার হোক তাঁর হয় নি। বাবার কাছে তর্কে কোণঠেশা হ'লে গুম্‌রোতেন : 'এ আমার স্বভাব এরিক, কেন বকছ মিছে ?' বাবা কত বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে, স্বভাবকে মেনে নেওয়ার মধ্যে আর যাই থাকুক না কেন মনুষ্যত্ব নেই, কিন্তু মা

বলিষ্ঠদের মধ্যে অনেকের মতন এবিষয়ে ছিলেন ঘোর অদৃষ্টবাদী—নিয়তিবাদী। এ-ও কম দুঃখের কথা নয়: কাজেই বাবাকে শেষটায় হাল ছেড়ে দিতে হ'ল।"

হেলেনা বলতে লাগল: "তবু যাহোক ভাঙা দাঁড় মেরামত ক'রে ছেঁড়াপাল জোড়াতাড়া দিয়ে জীবনতরী এতদিন তবু চলছিল একরকম ক'রে এতশত ঝড়ঝাপ্‌টারো মাঝখানে—এমন সময় হঠাৎ পড়ল বাজ, সাথী—ভূমিকম্প। বলি।

"বলেছি অস্কার মা-র প্রশ্রয় পেত খুব বেশি। যখন বাবা ও মা-র মনান্তরে ও সংঘর্ষে সবাইকার প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ তখন মা করতেন কি—রণে দিতেন ভঙ্গ: আশ্রয় নিতেন লাপলাণ্ডে তাঁর পিতৃগৃহে। সেখানে অস্কার ছাড়া পেত পূরোপুরি। আমি মা-র পীড়াপীড়িতে দুএকবার গিয়েছিলাম সেখানে। দাদামশায়কে আমার লাগল ভালো কিন্তু দিদিমাকে আমি সইতে পারতাম না। বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, তিনি জোট পাকাতেন মা ও অস্কারের সঙ্গে বাবার বিরুদ্ধে। এ-সময়ে আমি উঠতাম ফুঁশিয়ে—তাড়না লাভ হ'ত প্রচুর, কিন্তু আরো বেশি দণ্ড দিতে যখন ওরা আমাকে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখতে চাইত তখন আবার অস্কার লড়ত আমার হ'য়ে। সে সব সইতে পারত কিন্তু আমার শাস্তি বা চোখের জল সইতে পারত না। কাজেই আমার শাসন বেশিদূর এগোয় নি ও-তরফ থেকেও। তা ছাড়া এর পর থেকে মা-র সঙ্গে আমার প্রায় ছাড়াছাড়ি মতনই হ'য়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় না তৃতীয়বারের পর আর লাপলাণ্ডমুখোই হই নি।

"কিন্তু এই শেষবার যখন ও-অঞ্চলে যাই তখনই বিলক্ষণ শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলাম অস্কারের রকমসকম দেখে। উপ্‌সালায় সংযমের তবু একটা

ঠাট বজায় ছিল। ওখানে তা-ও হ'ল লুপ্ত—একাকার। অস্কার মদ ধরে ওখানেই। ক্রমে যা হবার: মাত্রা অতিক্রান্ত। মাঝে মাঝেই মাতাল হ'য়ে কুস্থানে রাত কাটিয়ে বাড়ি আসত। দুএকবার প্রতিবেশীদের কাছে মারও খেয়েছিল তাদের মেয়েদের প্রতি নজর দেওয়ার দরুণ। অবশ্য এ-পরিণতি ঘটেছিল অবশ্য দুএকদিনে নয়, কেলেঙ্কারি সুরু হয়েছিল ওর কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে।

"এতদিনে মা-র বোধহয় চৈতন্য হ'ল। কিন্তু দেখতে দেখতে উচ্ছৃঙ্খল কৈশোরের পরই এল প্রমত্ত যৌবন তার উদ্দামতা নিয়ে। একে দেহে ওর পার্বত্য বন্যতা, তার উপর নরখাদক বাঘের ম'তন লম্পটতার রক্তস্বাদ পেয়েছে, নখীদন্তীকে তখন আর রোখে কে ?

"ছেলে একটু আধটু বেচাল হবে এতে আপত্তি ছিল না মা-র না দিদিমার: পুরুষ মানুষ—উচ্ছৃঙ্খল তো হবেই। কিন্তু বাড়াবাড়ি বেশি হ'লে শান্তিভঙ্গ হয়ই। 'পৌরুষ' ব'লে যুক্তিপ্রশ্রয়ে এসবকে যতই সমর্থন করি না কেন—পৌরুষ যখন নগ্ন পাশবিকতায় এসে ঠেকে তখন সওয়া একটু শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়ই। সভ্যতার নানান্ কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ করি না কেন—আরণ্যক সভ্যতার সরলতায় বন্যতায় আর ফিরে যেতে পারি না কিছুতেই। বর্বরতা আমাদের রক্তে চারিয়ে থাকলেও তাকে উদগ্র হ'য়ে নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ই।

"ফলে মা ও বাবার মধ্যে এই সময়ে একটা ক্ষণিক সন্ধিমতন হয়। কিন্তু তখন রোগ চিকিৎসার বাইরে চ'লে গেছে। বিষবৃক্ষের অঙ্কুরে মুকুল ফলেছে। তাছাড়া মা-রও তো স্বভাব বদলায় নি: অস্কারের চারপাশে তখনও প্রশ্রয়ের হাওয়া—এ-মুকুলে কী ফল ফলবে সেটাও ঠাহর করা যেত সহজেই।"

"হ'ল কি," বলে হেলেনা, "লাপলাণ্ডে দিদিমার এক প্রজা ছিল—কাঠুরে। হঠাৎ সে গাছ চাপা পড়ে একদিন। তারই মেয়ে নোরা।"

মলয় বলল: "আমাদের নোরা?"

—"হ্যাঁ। ওর বয়স তখন সবে চোদ্দ কি পনের। অনাথা। মা-র দয়া হ'ল—ফুটফুটে মেয়েটি। আদর ক'রে ঘরে ঠাঁই দিলেন—গৃহস্থালীর কাজকর্ম করবে।" একটু থেমে কুণ্ঠিত হ'য়ে বলল: "সে সময়ে ও একরকম পরিচারিকার মতনই থাকত বৈ কি। মা যতই ওকে স্নেহ করুন না কেন ওকে দিয়ে ষোলআনা কাজ উশুল ক'রে নেবার বেলায় তাঁর গৃহিণীপনার ত্রুটি ছিল না এতটুকু। যাক একথা।"

হেলেনা একটু ইতস্তত ক'রে অবশেষে যেন জোর ক'রেই সুরু করল: "হবি তো হ আমারই চোখে প'ড়ে গেল। একটা নির্জ্জন কুঞ্জ মতন জায়গায় অস্কার আর ও।

"বুঝতে বাকি রইল না। বাবাকে দৌড়ে এসে বললাম। বাবা ত্রস্ত হ'য়ে মা-কে বললেন ডেকে। কারণ অস্কারের হাতে এ-ব্যাপার কতদূর গড়াবে কল্পনা করা কারুর পক্ষেই কঠিন ছিল না।

"মা বিশ্বাসই করলেন না। আমাকে 'নামে-লাগানি', 'মিটমিটে শয়তান' আরও কত কী—যা তা—বললেন। বাবা ক্লাসে পড়াতে যেতেই আমাকে ঘরে পুরে যা মারলেন—!"

—"মারলেন!"

—"মা মাঝে মাঝেই মারতেন আমাকে বাবার অসাক্ষাতে। রাগ ক'রে গায়ে হাত তোলায় দিদিমার দাদামশায়ের কারও আপত্তি ছিল না। তাই এতে অগৌরবের কিছু আছে সে-শিক্ষা মা-র কোনোদিন হয়ই নি। এবার তাঁর রাক্ষুসী রাগ বেশি হওয়ায় প্রহারের মাত্রাও

ছাড়িয়ে গিয়েছিল : মা রেগে আমাকে মেরেছিলেন শঙ্করমাছের লেজ-ওয়ালা চাবুক দিয়ে : কপালে এ-দাগ তারই।”

বাঁ ভুরুর ঠিক উপরেই সিঁথির একটু পাশে পাতা-কাটা চুল সরিয়ে ও দেখাল।

—“উঃ!” মলয়ের শরীরের মধ্যে দিয়ে শিরশিরিয়ে ওঠে, প্রায় এক ইঞ্চি শুভ্রাভ রেখা! “মা হয়ে”—

কথাটা শেষ হ'ল না। হেলেনার চোখে জল উপছে পড়ে।

২

সামনে দুটি ডালিয়া থেকে থেকে ঝিরঝিরে হাওয়ায় হেলে দোলে। হেলেনা আনমনা চোখে চেয়ে থাকে তাদের দিকে। পরে হঠাৎ মলয়ের পানে তাকায়। ও স্নিগ্ধ হাসে।

হেলেনাও হাসে, কিন্তু নামমাত্র। পরক্ষণেই ওর চোখে নেমে আসে বাদলের ছায়া। কিন্তু সাম্‌লে নিয়ে বলে: "বাবা ফিরে দেখলেন আদরিণী মেয়ে শয্যাশায়ী। নোরা কাঁদতে কাঁদতে বলল সব। ও-ই মা-র ও আমার মাঝখানে পাগলের মতন ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে মাকে নিরস্ত করে। ওরও চিবুকের নীচে বেশ একটু কেটে গিয়েছিল মার চাবুকের উঠ্‌তি টানে। বাবাকে এসব যখন বলছে তখনও ওর সর্বদেহ কাঁপছে —আতঙ্কে।

"বাবা ওর মাথায় চুমো দিয়ে বললেন: 'ভয় কি মা? হেলেনাকে তুমি বাঁচিয়েছই বৈ কি একরকম—এ আমি ভুলব না।" ব'লে আমার কাছে আসতেই তাঁর বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আমি ভেঙে পড়লাম। বাবা আমাকে আদরে আদরে ছেয়ে দিলেন। শেষে শুধু বললেন: 'মা, ভালোই হয়েছে মন-স্থির করতে পারছিলাম না। তাই এ-শাস্তির আমার দরকার ছিল। পুরুষ যখন হৃদয়ালুতার দোহাইয়ে তার পৌরুষের দায়িত্ব ভোলে তখন তাকে এই রকম নিষ্ঠুর ভাবেই সাজা দেওয়া চাই, মনে করিয়ে দেওয়া চাই যে, ক্ষেত্র বিশেষে দয়ারও দণ্ড হওয়া দরকার।'

"ঠিক এই সময়ে মা এলেন। সঙ্গে অস্কার। আমি তখনও বাবার বুকের মধ্যে দেখে ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন : "এম্‌নি প্রশ্রয়ে প্রশ্রয়েই না মেয়ের মাথাটি খাওয়া হয়েছে, আহা বাপের দরদ যেন—"

"বাবা চক্ষের নিমেষে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : "একেবারে চুপ্‌"—চোখে তাঁর বিদ্যুৎ উঠল জ্ব'লে। মুখে নিঃশব্দ শান্ত দার্ঢ্য। ঝড়ের আগে গুমট যেমন শান্তমূর্তি হয় না ? আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন ক'রে উঠল, বাবার এমন পাথরের মতন কঠিন মুখ কখনো দেখি নি এর আগে। মা-ও চম্‌কে উঠেই যেন পাথর হ'য়ে গেলেন। তাঁর চোখেও নামল ভয়ের ছায়া। ভাবো—মার প্রাণে আতঙ্ক। অভাবনীয় ! কিন্তু সত্য।

"বাবা শান্ত দৃঢ়স্বরে বললেন : 'এল্‌মা, আমি ঢের স'য়েছি, কিন্তু আর সইলে অন্যায় হবে। হেলেনাকে এইমাত্র বলছিলাম যে, এমন সময় আসে যখন দয়াও হয় পাপ। এ সেই সময়। তবু আর একবার তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি শোধরাবার : কিন্তু এই শেষবার—মনে রেখো।' কথা শুনে বোধ হয় মা-র ভয় খানিকটা কেটে গেল। অন্তত আস্ফালনের সুর ধরলেন : 'কী করবে তুমি শুনি !' বাবা বললেন : 'এখান থেকে পাঠিয়ে দেব—তোমার সাধের পিতৃগৃহে—সভ্য সমাজ তোমাদের জন্যে নয়। না, আর একটিও কথা না—মুখ বুঁজে শুধু শোনো—কী সর্তে এখানে তুমি থাকতে পারবে : আজ থেকে ঘরকন্নার সব ভার নোরার—তুমি থাকবে অতিথির ম'ত। বাড়ির ওপর তলা তোমাকে আর তোমার আদরের ছেলেকে ছেড়ে দিচ্ছি—নিচের তলায় থাকব আমরা।'"

—"তার প'র ?" মলয় বলে, রুদ্ধনিশ্বাসে।

—"অস্কার ব'সেছিল আমার বিছানার কিনারায়, লাফিয়ে উঠল। বলল: 'কী? মা-র অপমান করতে তুমি সাহস করো ঐ চাকরানিটাকে দিয়ে?'

"কোণে ছিল একটা প্রকাণ্ড মোটা বেতের লাঠি। মুণ্ডুটা তার সোনার—ভিতরে শিশে। খুব ভারি। বাবা শান্তচরণে সেটা নিয়ে এলেন। আমরা সবাই নির্বাক—সব বুঝেও কারুর যেন সাড়া নেই—যেমন হঠাৎ বিভীষিকা দেখলে হয় না?"

—"তার পর?"

—"বাবা লাঠিটার তলার দিকটা ধ'রে দোরের দিকে সেটাকে প্রসারিত ক'রে বললেন: 'বেরিয়ে যাও—'

"মা এসে দাঁড়ালেন মাঝে। বাবা বললেন: 'এল্‌মা, স'রে যাও, অস্কার এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে না গেলে তুমি তো তুমি আমার মধ্যে যে সত্যিকারের মানুষ র'য়েছে সে-ও ওকে রক্ষা করতে পারবে না।'

"মা পেছিয়ে গেলেন ভয়ে। অস্কারের হাত ধ'রে বললেন: 'বেশ, আমিও চললাম, আয় অস্কার।' ব'লে ছেলের হাত ধ'রে বেরিয়ে গেলেন। সোজা লাপলাণ্ডের ট্রেণে।"

হেলেনা বলতে লাগল: "তার পরই নোরা ভেঙে পড়ল, সে কী কান্না! আর থামে না।

"আমি উঠে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললাম: 'কী হ'য়েছে বোন্? বলো। কোনো ভয় নেই।'

"ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল: সে অন্তঃসত্ত্বা।

"নোরাকে এক বন্ধু ডাক্তারের জিম্মায় রেখে বাবা পরের দিনই রওনা

হলেন লাপলাণ্ড—আমাকে সঙ্গে ক'রে। যখন পৌঁছলাম তখন ঘরের এক কোণে অস্কার মদ খাচ্ছে, আর এক কোণে মা গুম্ হ'য়ে ব'সে।

"বাবা বললেন : 'অস্কার, নোরাকে তোমার বিয়ে করতে হবে।' মা বিদ্যুদ্বেগে উঠে ছেলেকে যেন আগলিয়ে বললেন : 'দাসীকে!' বাবা বললেন : 'তাকেই। আর কারণ কী—তুমি জানো।' মা বললেন : 'ও মিথ্যা বলেছে। এ কাজ আমার অস্কার করতেই পারে না।' বাবা বললেন : 'তর্কাতর্কি করতে আমি এখানে আসি নি' ব'লে অস্কারের সামনে থেকে বোতল ও গেলাস টান মেরে গৃহচুল্লিতে ফেলে দিয়ে বললেন : "এই, আয় আমার সঙ্গে—এক্ষুনি। চুপ্—একটি কথাও না।'

"অস্কার নতমস্তকে ফিরে এলো। বাইরে সে যেম্‌নি জোয়ান, অন্তরে তেম্‌নি ভীরু।

"মা এলেন পরদিনই। বাবা নোরাকে ডাকিয়ে তাঁর সাম্‌নেই নিজের পাশে বসিয়ে কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে বললেন : 'ভয় নেই মা, তুমি এখন থেকে আমার হেলিরই ছোট বোন জেনো—এ ঘর দোরে ওরও যতটা অধিকার তোমারও ততটা। তোমাদের বিয়ে আমি দিতে চাইতাম না —শুধু তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবেই একাজ করছি। বিয়ের পরই অস্কারকে পাঠিয়ে দেব বিদেশে। কিম্বা লাপলাণ্ডে ওর দিদিমার ওখানে, ভেবো না।'

"মা চেঁচিয়ে উঠলেন, কাঁদতে লাগলেন, ভয় দেখালেন গৃহত্যাগিনী হবেন ব'লে—কিন্তু বাবা অচল অটল।"

"এই সময়"—হেলেনা বলল—"দেখলাম একটা অচিন্তনীয় দৃশ্য মলয় : যে, প্রাণশক্তিই বলের উৎস নয়। তার চেয়েও বড় শক্তির গোমুখী

আছে আমাদের অন্তরের কোনো গুপ্ত রাজ্যে। অমন বলিষ্ঠ মা আর ঐ দুর্দান্ত ছেলে, দুজনেই মানল তো বশ মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতন! গির্জায় বিজ্ঞপ্তি দিলেন বাবা নিজে গিয়ে। বিবাহ হবে ক্রিসমাসের মধ্যেই। আর পনের দিনের মাত্র অপেক্ষা।" ব'লে হেলেনা একটু থামল।

"এমন সময়ে আমাদের ষ্টকহল্‌মে এল এক নর্তকী। অস্কার তার সঙ্গে হ'ল উধাও বাবার সিন্ধুক ভেঙে পঁচিশ হাজার ক্রোন নিয়ে।

"ছেলে শুধু লম্পট নয় চোর—তার ওপর ফেরারি। এতেই মা ভেঙে পড়লেন। সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠলেন না। কুড়ি বৎসরের দাম্পত্য দ্বন্দ্বে তাঁর যে-ক্ষয়রোগ ধরেছিল সে এবার দ্রুত যক্ষ্মার রূপ নিল। তিন মাসের মধ্যেই অসুখী মা আমার বিদায় নিলেন ধরণীর প্রাণলীলা থেকে।"

গলা ওর ধ'রে আসে ঈষৎ।

—"তার পর?" বলে মলয়, একটু বাদে।

—"বাবার অস্কারমুখী সমস্ত স্নেহ সেখানে ঘা খেয়ে ফিরে গিয়ে পড়ল নোরার উপরে। বেচারি হ'ল মৃতবৎসা। হবে না?—দুঃখে আফিং খেয়েছিল। অতি কষ্টে বাঁচে। বাবা ওকে বুকে টেনে অশ্রুনেত্রে বললেন: 'ছোট্ট মা আমার! তোমাকে মা ব'লে ডেকেছি কি শুধু মুখে মনে করো? বলি নি তোমায়—এখন থেকে আমার একটি মেয়ে একটি ছেলে নয়—শুদ্ধ দুটি মেয়ে?' সেই থেকে নোরা সত্যি সত্যিই হ'ল আমাদের পরিবারেরই। তবু ও ছাড়ে না, পরিচারিকা তাড়িয়ে দিল জোর ক'রেই: দাসীর কী দরকার এ ছোট্ট গৃহস্থালিতে? কখনো কখনো আমরাও রুখে উঠি, বলি—'না, দাসী রাখতেই হবে—এত খাটুনি তোমার'—ও বলে কেঁদে: 'সেবা না করব

তো বেঁচে থাকব কী নিয়ে ?' বাবাকে ও পূজা করে দেবতার মতন। না ক'রে পারে কেউ—যে তাঁকে জানে ?"

দুফোঁটা গৌরবের অশ্রু পিতৃবৎসলার চোখে টলটল ক'রে ওঠে।···

—"আর অস্কার ?" বলে মলয় একটু পরে।

"অস্কারের খবর পাই নি আমরা প্রায় দুবছর। পরে যা হবার। সে সব জঘন্য কাহিনী নাই বা বললাম।"

মলয় কি একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে আত্মসংবরণ ক'রে শুধু বলল : "সে এখন—"

—"মরণাপন্ন"—হেলেনার চোখে জল উথ্‌লে ওঠে আবার।

"আমি কত যেতে চাইলাম—বাবা অচল অটল : আমি গিয়ে কী করব ?"

—"কোথায় সে ?"

—"ক্রিস্‌টিয়ানিয়ার কাছে একটা আরোগ্যালয়ে।"

—"কী অসুখ ?"

—"বলতে চাই না মলয়, ক্ষমা কোরো।"

—"তুমিই ক্ষমা কোরো হেলেনা—আমি এম্‌নিই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।"

হেলেনা উদ্গত অশ্রু ব্লাউসের হাতায় চকিতে মুছে বলল : "তাতে তো কোনো দোষ হয় নি মলয় ; তবে—তবে বুঝতেই তো পারো।" একটু থেমে : "সব চেয়ে দুঃখ এই মলয় যে, অস্কারের মনটা ছোট ছিল না—ওর হৃদয়টা সত্যিই ছিল মহৎ।"

—"মহৎ—?"

—"সেদিন ওর শরীর অসুস্থ—গেল বছর। বার্গেনে একটি বাড়িতে

আগুন লাগে। জ্বলন্ত গৃহ থেকে একটি ছোট শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে ওর সমস্ত দেহ মুখ পুড়ে গিয়েছিল। বাঁচবার আশা ছিল না—বাঁচে দৈবাৎ। বাবার কাছে আজই শুনলাম।"

মলয় স্তম্ভিত হ'য়ে একটু চুপ ক'রে রইল, পরে বলল: "তবে যে বললে—"

হেলেনা ম্লান হেসে বলল: "ঐ তো মলয়, কোন্ পথের পথিক যে কার ইঙ্গিতে পথ ছেড়ে বিপথে পা দেয়—"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "কিন্তু এ-যাত্রা? বাঁচবে না?"

—"বাঁচতেও পারে হয়ত। তবে চিরজীবন ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়েই হয়ত কাটাতে হবে। ধরতে গেলে সেই আগুনে পোড়ার সময় থেকেই ওর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে। তার ওপর—" একটু থেমে: "বুঝতেই তো পারো কুৎসিত ব্যাধি—সারবার নয়।" একটু থেমে: "আর, এমন জীবন টেনে বাড়িয়েই বা কী হবে বলো?" ব'লেই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। মলয় ওর চোখ মুছিয়ে দিল গাঢ় স্নেহে। ও মুখ তুলল। হেলেনা ব্লাউসের ভিতর থেকে একটা চিঠি দিল।

৩

প্রিয় হেলি,

আমি আজ আরোগ্যালয়ে। আমার খবর তো শুনে থাকবে ষ্টেপানির কাছে। কী বল্‌ব বলো? কেবল তোমাকে আর বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করে বড়। বাঁচার আশা এখনো হয়ত আছে, কিন্তু ইচ্ছে সত্যিই নেই। কী হবে বেঁচে? মা নেই—বাবাকে আজন্ম কেবল দুঃখই দিয়েছি, যখন ইচ্ছে করলে সুখ দিতে পারতাম। এখন ভেঙে পড়েছি—ইচ্ছে করলেও সুখী করতে পারব না তাঁকে বা আর কাউকে। কেবল একটা মিনতি: নোরাকে বোলো না আমার এ-অসুখের কথা। আর যদি পারো তার একটা বিয়ে দিও। আমি একটা লটারিতে পঞ্চাশ হাজার ডলার পেয়েছিলাম আমেরিকায়। হাজার দশেকের বেশি উড়িয়ে দেবার সময় পাই নি। বাকি টাকা রইল ওরই জন্যে—আর আমি যখন থাকব না তখন বোলো ওকে যে, সে-সময়ে প্রবৃত্তির মোহ কাটিয়ে যদি ওকে বিয়ে করতাম তাহ'লে হয়ত এ-জীবনের শুকন শাখায়ও ফুল ফুটত। কে জানে? কিন্তু জীবনের সার্থকতা কোন্ পথে কেউ কি আগে থাকতে বলতে পারে? কিসের তাড়নায় যে মানুষ চলে কোন্ মরীচিকার পানে? কেন এমন হয়? কেউ কি জানে?

যাই হোক বোন্। এইটুকু কেবল বিশ্বাস কোরো—জীবনে আমার যত ধূমগ্লানিই থাকুক না কেন—তোমার স্নেহ দীপ্ত হয়ে উঠেছিল আমার

আঁধার আকাশে সব কালোকে আলো ক'রে। সেই তোমাকে যদি আজ একবার দেখতে পেতাম !"

*   *   *   *   *

ও তখনও কাঁদছে—মলয়ের কোলে মাথা রেখে উপুড় হ'য়ে।

মলয় ওর গুচ্ছ গুচ্ছ ঢেউখেলানো সোণালি চুলে গভীর স্নেহে হাত বুলিয়ে দেয়।···

কলিকা

উৎসর্গ

শ্রীমান নারায়ণ চৌধুরী

স্বপনফুলে রাঙিতে চায়
আশার বীথি নিত্য ঃ
দেখেছি—তব নয়নকলি
তাহারি দীপদীপ্ত।

নববর্ষ, ১৯৩৮

১

—"মন কেমন করে কি খুব বেশি, হেলেনা ?"

হেলেনা আনমনা তাকিয়ে থাকে ঐ ডালিয়া দুটির দিকে। চোখে জলের রেখা চিকিয়ে ওঠে ফের। ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয় মলয়।

*   *   *   *   *

—"দিই তার ক'রে ?"

—"কাকে ?" হেলেনা চম্‌কে ওর চোখের 'পরে চোখ রাখে।

—"কাকে আবার ?—তোমার বাবাকে। লিখে দিই অন্ধারকে তুমি দেখতে চাও।"

হেলেনা ঘাড় নাড়ে : "সে কি হয় ?"

—"কেন ?"

—"বাবার ইচ্ছে নয়—গেলে তিনি দুঃখ পাবেন।"

—"কিন্তু সত্যি কি পেতে পারেন ? এমন সময়ে ? অমন কোমল প্রাণ যাঁর ?"

—"মলয় !" হেলেনার মুখে ফুটে ওঠে হাসির ম্লান আভা : "অনুকম্পার মূলধন যে কঠোরতা এ-ও কি তুমি জানো না ?"

—"কী বলতে চাইছ ?"

—"যে-শক্তি আমাদের নত করে সেই না করে আমাদের বিদ্রোহী। তাই তো কোমলে কঠিনে এত বেশি গলাগলি এ-সংসারে। যে একটা

অবস্থায় মাখনের মতন নরম হয় সেই কি অন্য অবস্থায় ইস্পাতের মতন নিষ্করুণ হ'য়ে ওঠে না ?"

মলয় উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে যায়।

—"নৈলে," হেলেনাই ব'লে চলে, "স্ত্রীর সম্বন্ধে যে-লোক ছিলেন ম্যাগ্নোলিয়ার পাঁপড়ির ম'ত কোমল, সেই লোকই কি নিজের ছেলের সম্বন্ধে পাথরের চেয়েও অনমনীয় হ'তে পারত ?"

একটু থেমে : "না মলয় ! আমাকে বাবা আর অস্কারের ছায়াও মাড়াতে দেবেন না।"

২

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর হেলেনা নিজের শয়নকক্ষে আশ্রয় নেয়।

মলয় একা একা অর্থহীন পদবিক্ষেপে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়··· কতক্ষণ যে—খেয়ালই নেই।

কত কথাই মনে হয়!···

কী সব শক্তি খেলায় যে মানুষকে নিয়ে!·· কেন?···এসব ঘটে কেমন ক'রে? দুটো ছবি একই জীবনের—ব্যবধান শুধু সময়ের। কিন্তু যখন রূপান্তর ঘটে চিনবার জো থাকে না যেন!···

কী ভাবে মানুষ, আর কী হয়!···

কোত্থেকে কে আসে কার জীবনে···ক্ষণিকের অতিথি···অম্‌নি সব যায় ওলট পালট হ'য়ে। একটুকরো হাওয়ার ঝাপ্‌টা—অম্‌নি কত প্রাণের সাধের-তরী বন্দরে এসে ডোবে।

তবু মানুষ ফের গড়ে···ভেঙে যায় সব সাধ, সব নিমিতির নৈপুণ্য যায় নিভে···তবু রচনার তার শ্রান্তি কই? কোন্ মায়ার খেলায় ঘটে এমন? ওঠা-পড়া···শেষ অবধি ওঠে ক'জন·· তবু এই নিয়েই তো থাকে পনের আনা লোক মেতে···প্রাণের ফেনিল তরঙ্গে চলে ভেসে ভেসে!···

ধূলো আঁধি আধি ব্যাধি পদে পদে আশাভঙ্গ—তবু চোখে স্বপ্নের কাজল মোছে না তো!···কোথা থেকে পায় মানুষ এত শক্তি?···এই শূন্যতা নিয়ে, মিথ্যে খেলেনা নিয়ে থাকার? শক্তি নয় এ? মরীচিকার পিছনে ছুটে বার বার ঠকে···তবু ছুটবার অফুরন্ত শক্তি ··অশ্রান্ত

প্রেরণা···একে শক্তি ছাড়া কী নাম দেবে? কে জোগায় এ-শক্তি? কেউ কি জানে ?

সব চেয়ে তার রোমাঞ্চ জাগে ভাবতে—কোথাকার ঢেউ কোন্ পারে গিয়ে জাগায় কাঁপন! কোথায় ছিল হেলেনা? কালমারে দেখা তো একান্তই দৈবাৎ। অথচ—ভাবতে ধাঁধা লাগে—ঐটুকু আকস্মিক দৃষ্টিবিনিময় যদি না হ'ত তবে পরিচয় তো আর হ'ত না সারা জীবনে। অথচ একটা সামান্য স্নানবিহারের সূত্রে যে চকিত শুভদৃষ্টির সম্ভাষণ তা হ'য়ে দাঁড়ায় এমন গাঢ়বন্ধ—দৃষ্টি থেকে সৃষ্টি!···সৃষ্টিই তো। হেলেনার হৃদয়ের বেদনার পরশটুকুর সৌরভে আজ ওর প্রাণের বাগানে ফুল ফোটে নি কি ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে?···কতরঙা আশা-আকাঙ্ক্ষা···হর্ষ-বিষাদ···জল্পনা-কল্পনার হেলাদোলা···কানাকানি···মনজানাজানি!···

অথচ···কী বলবে এই অনুভবকে···এই যে এত ব্যথা এত অশ্রু এত কান্না তবু এর মধ্যেও হেলেনা যেন শুনতে পায় কোন্ এক অন্তঃশীলা বাসন্তিকার বংশীধ্বনি! ওর আশ্চর্য লাগে: এ সময়ে একথা মনে হয় কেন? ও—হঠাৎ মনে পড়ে এক কবি বলেছিলেন বেদনায়:

Come away
With the fairies, hand in hand,
For the world is more full of weeping
Than you can understand

এ-লাইন কয়টি নিয়ে ও একটি গান বেঁধে কিছুদিন আগে হেলেনার কাছে একদিন গুনগুন ক'রে গেয়েছিল:

দাও বিদায় ধরায় আজি:
সেথা আঁধার-অধরে ব্যথার প্রহরে বাঁশি তো ওঠে না বাজি!

হেথা ডাকে নীলিমার নৃত্য,
ডাকে মধু মৃদঙ্গ দীপ্ত :
ডাকে বাসন্তী পরী ছায়া-অপ্সরী আলো-তালে-তালে নাচি'।
ঝুরে ধরায় আঁখি যে কত—
ভাঙে ঝঞ্ঝায় দীপ-ব্রত—
তুমি জানো না পান্থ, ধুলায় ক্লান্ত হয় কত ফুল-সাজি।
তাই ধরায় বিদাও আজি॥

কিন্তু মনে পড়ে হেলেনা ওকে শুনিয়েছিল আর এক কবির গান—এ-বিপদের উত্তরে। বলেছিল এ গানটিও ওকে শোনাতে হবে। এর ভাবানুবাদ ওকে গাইতে হয়েছিল বৈ কি : কেন না হেলেনা যেন ব্যথা পেয়েছিল ওর বৈরাগ্যের গানে :

The world is hot and cruel
We are weary of heart and hand,
But the world is more full of glory
Than you can understand

ধরা, নমি তব পায় আজি :
নমি রক্ত-কাঁটার আঁধারে তোমার দীপ্ত গোলাপসাজি।
হ'লে কান্তারে পথহারা
হাসে তোমারি শান্তিতারা :
চোখে মুছে সব কালো—যবে বেসে ভালো সে বলে : আমি তো আছি।
হেথা ঘনায় ক্লান্তি-নিশা,
তবু বুকে জাগে আলো-তৃষা :
তুমি জানো না অসীমা, কী মহামহিমা সীমাসুরে ওঠে বাজি'।

হঠাৎ ওর মনে কিসের একটা ঝিলিক খেলে যায় : সত্যি হেলেনার অনুভব আকাঙ্ক্ষা হয়ত মূলত ওর থেকে ভিন্নভঙ্গি। নয় ? অস্বীকার করতে এত ইচ্ছা হয় !—কিন্তু পারে কই ? মনের কোথায় যেন ব্যথা বাজে। হেলেনা ওর বড় প্রিয়—ও-ও তো হেলেনার কম প্রিয় নয়। তবু···কী নাম দেবে ও এ অনামিক ব্যথাকে ?—হেলেনা কি ওকে চেনে ? না, ও-ই হেলেনাকে বোঝে ? বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে যে··· সংসারে কেউ কি কাউকে চেনে ?···

৩

সন্ধ্যাবেলা। অপরাহ্ন বলাই ভালো। সূর্যের শাদায় সোনার ছিটে লাগছে। মেঘেও।···ক্রমে সে-রঙ আরো গাঢ় সোনালি হ'য়ে ওঠে। ঐ ঐ—আরো সোনালি···আরো।···এ-শোভা এক বিলম্বিত গোধূলিতেই এমন হ'য়ে ফোটে। দিনের মধ্যে প্রদোষের আবছা আভা মলয়ের বড় ভালো লাগত। সন্ধিলগ্ন। দুটো চেতনার সঙ্গম। দিনের বিদায়—রাতের পদার্পণ। দুটো ছন্দের উদ্যত চুম্বন। ছোঁয়···ছোঁয়···অথচ ছোঁয় না। ও সুইডেনে এসে যেন আরো গভীরভাবে আরো প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে প্রকৃতির খামখেয়ালের সঙ্গে মানুষের খেয়ালখুশির সম্বন্ধ। সকালে চেতনার যে-ব্যাপকতা সন্ধ্যায় কোথায় তার সে-বিস্তৃতি? বালারুণের উৎফুল্লতার ছড়িয়ে-পড়া গুটিয়ে আসে অস্ত-রবির ধ্যানরাগে। প্রাণের উচ্ছৃঙ্খল দানপ্রবৃত্তি আশ্রয় চায় কোনো অক্ষয় শক্তির নীড়ে। তার পর আসে রাত···আসে সুপ্তি সুষুপ্তি। অতল বিস্মৃতির কোল থেকে ওঠে শান্তির বিশল্যকরণী। ক্ষীয়মান জীবনের রোমে রোমে উপচিত হয় নব-স্পন্দনের সঞ্চয়!···বিজ্ঞান বলে: রাত দিন একটা আকস্মিক জ্যোতিষিক আবর্তনিক লগ্নভেদ। কিন্তু বিজ্ঞান দেখে কতটুকু? ওজনের মাপাজোপার যন্ত্রে জীবনতত্ত্বের কতটুকু তথ্য ধরা পড়ে?···রাত ও দিন আসে-যে প্রাণশক্তির জোয়ার ভাঁটার ছন্দে।···ভাবে মলয়। ফাইরিসের তীরে বেড়াতে বেড়াতে কত কী-ই যে মনে হয় তার!···

* * * *

কেটে গেছে ঘণ্টাখানেক।...

কী করছে হেলেনা এখন? তার সঙ্গে দেখা হবে খানিক বাদে সান্ধ্য আহারের টেবিলে। কী ভাবে তাকাবে সে ওর পানে? ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়!...এ কী শিহরণ!...বিদ্যুৎহিল্লোল!.. সঙ্গে কী শান্তি!...কয়টা কথাই বা হয়েছে আজ ওদের মধ্যে? হেলেনার জীবনের দুঃখের একটা সংক্ষিপ্ত অধ্যায় বৈ তো নয়। কতটুকুই বা সে বলতে পেরেছে? কতটুকুই বা বলা যায়? আমরা কি আমরণ এক এক নিরালা দ্বীপের মতনই জীবনযাপন করি না? প্রতি দ্বীপ তাকিয়ে থাকে—প্রতিবেশী দ্বীপ কবে আসবে কাছে। ওরা পরস্পরকে টানে বৈ কি! কিন্তু মাঝে মৌন তৃষ্ণাজলধির ব্যবধান! মনজানাজানি হয় কই! প্রতি দ্বীপ সাথী দ্বীপের মতিগতি ধরণধারণ সম্বন্ধে হাজারো ছবি আঁকে কল্পনার পটে ..কিন্তু আসল দ্বীপ তো সে ছবির প্রতিচ্ছবি নয়।

তবু মানুষ কথা বলে, বেদনা জানায়, আনন্দ ধার দেয়, ধার করে। জীবনের মূলধন কি এতে বাড়ে না? তা-ও তো নয়। হ'লে চোখের দৃষ্টির মালাবদল হ'ত কি এ জীবনে? মলয়ের মনের গায়ে জাগে শিহরণ হেলেনার শুভদৃষ্টির কথা ভাবতে। শুভদৃষ্টিই তো। ভরসা পায় না ভাবতে, তবু না ভেবে পারে কই! রক্তের মধ্যে ওর বিদ্যুৎ ওঠে জেগে ...অথচ সঙ্গে ভয়। কবির কথা মনে পড়ে :

> O body made like music, like a word
> Syllabled in spontaneous accord :
> Quick-sensed with apprehension.

আশঙ্কা! নয় তো কি? যদি হেলেনার দৃষ্টি কোনো কিছু অঙ্গীকার না ক'রে থাকে! ভাবতেও ব্যথিয়ে ওঠে ওর আশার স্বপ্নের কলি··· কিন্তু তবু দেহের মধ্যে যেন বীণার মিড় ওঠে দুলে দুলে। সত্যিই মন্ত্রের মতন···স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বলিত আনন্দ-ওঙ্কারের মতন। অমনি ওর মনের বাগানে ফুল ফুটে ওঠে, বালুগর্ভে নামে শ্যামলতার ঢল।

লজ্জা পায় ও নিজের কাছে!···কী ব'লে ও অনুযোগ করেছিল—হেলেনা ওর কাছে তার হৃদয়ের আগল খোলে নি ব'লে? ও কি বলেছে য়ুমার কথা? হেলেনার কথা মনে পড়ে: মানুষের গোপনিকতা তার কাছে সত্যিই তো পবিত্র। এক প্রেমের চরণেই দেওয়া যায় নিভৃত বেদনার অর্ঘ। হেলেনা ওকে যে বলতে চেয়েছে এ-ই তো মলয়ের সবচেয়ে বড় গৌরব, সবচেযে বড় লজ্জা। গৌরব—এ-বরদান পেয়েছে ব'লে, লজ্জা ও নিজে হেলেনাকে বলতে পারে নি ব'লে। আর নয়—এবার বলবে · বলতেই হবে। মনের কথা চায় মনের কথার সাড়া—যেমন দেহের ক্ষুধা চায় দেহের ক্ষুধার সাড়া। এ-সাড়া নইলে বৃত্ত থাকে অসমাপ্ত। সত্য দান প্রতিদান-নিরপেক্ষ বটে, কিন্তু দানের ধর্মই এই যে প্রতিদানের মধ্যে দিয়ে সে নিজেকেই উপলব্ধি করে ফিরে ফিরে। বলবে ও য়ুমার কথা এবার হেলেনাকে! পারবে এবার। এতদিন বলা কঠিন ছিল···কিন্তু কেন—আর ভেবেই পায় না যেন। গোপনিকতার কলি ফুটেছে। তার আবছা গন্ধে আকাশ বাতাস হ'ল উর্বর।

আনন্দ আনন্দ আনন্দ!···হেলেনার বেদনায় ওর মন যে নুয়ে পড়েছিল তাতেও আনন্দ···উল্লাস। বেদনা সোনা হয় তো এই স্পর্শমণিরই বরে···ভালোবাসার, স্নেহের।···নইলে শুধু প্রাণশক্তির দাবি-দাওয়ায় বাসনার দানবী জঠর ভরে কখনো?

দানবী জঠরই বটে !···মনে হয় ওর হেলেনার কত কথা। ওর মা-র উচ্ছল প্রাণশক্তি। প্রতি পদক্ষেপে যে-নারী বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ করত সে এত বহ্নি-অপচয়ের ক্ষতি পূরিয়ে তুলত কী দিয়ে ? সমিধ্ যোগাত কে তার অগ্নিবুভুক্ষার ?

সত্যি কী শ্রীহীন এই বুভুক্ষা ! কী অসুন্দর প্রাণশক্তির এই লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্য···অকারণ নিজেকে ক্ষয় করতে চাওয়া !···কেন এ-বিড়ম্বনা, এ অসংযম হাহাকার···চেয়ে পাওয়া, পেলে কাড়াকাড়ি, অথচ অধিকার-প্রমত্ততায়ও এ-চরম শূন্যতা ? হেলেনার মা-র কী অভাব ছিল ? সুখী হবার সব উপকরণ যার মুঠোর মধ্যে সুখী হয় না সে কেন ?

কেন ? শুধু যে সে চাইল। নিজেকে দিল কই ? জীবনের পাওয়ার চাবি—দেওয়ায়। যে চায় সে কি পায় ? তা ছাড়া পেতে-চাওয়াই তো মায়া—দিতে-চাওয়ারই উলটো পিঠ। লাভের এই রহস্য যে চিনেছে জীবনে সেই জিতল—নিঃস্ব হ'য়েও হ'ল বিশ্বপতি। নইলে জীবন—কী ? শুধু উগ্র কামনার মাতামাতিতে অনীশ্বর ঈশ্বর হয় ? আত্মদান নইলে কী অর্থ থাকে প্রেমের ? বসে ও একটা গাছতলায়।

পায়ের তলায় ফাইরিস নদী ব'য়ে চলেছে।···ওপরের সোনার আলো যেন চুমকি বুনে চলেছে ঢেউদের নীল স্বচ্ছ ওড়নায়।···একটি দুটি ক'রে তারা ফুটছে দিগন্তে·· ধীরে···অতি ধীরে। ওদিকে আবছা শৈলমালা—এদিকে দুর্গের ছায়ামিনার আকাশ বিদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ ওর চেতনায় কেমন যেন গর্ভাঙ্ক বদল হয় মুহূর্তে ! অর্ধনিমীলিত নেত্রে স্পষ্ট দেখে : সামনে নদী নেই, শুধু একটা বিরাট প্রান্তর এলিয়ে প'ড়ে। কেন্দ্রে একটা প্রকাণ্ড গহ্বর। গহ্বর থেকে মন্থিত হ'য়ে

উঠছে একটা উত্তাপের হল্কা—কিনারায় পিঙ্গল চক্ররেখা। সেই রেখা প্রদক্ষিণ করছে এক অদ্ভুত বিরাট মূর্তিকে। মূর্তির উপর দিক নগ্নবক্ষা নারীর—নিচের দিক বলিষ্ঠ মহাকায় পুরুষের।

ভূগর্ভ থেকে উঠছে যে তপ্ত পিঙ্গলপরিধি আগুনের ঘূর্ণী—সে-সবই ক্রমে ক্রমে যেন ঐ মূর্তির জঠরস্থ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে সেগুলো বেরুতে থাকে আগুনের হল্কা মতন—না ঠিক হল্কাও নয়, যেন অগণ্য বহ্নিবুদ্‌বুদের ঊর্ধ্ব-উৎসার। আর বুদ্‌বুদ্‌গুলিও যেন জীবন্ত—সংক্ষুব্ধ—বাসনাবিলোল—বহুরূপী—রং বদ্‌লাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে···অশান্ত, জ্বালাময়, দিশাহারা।···

অকস্মাৎ উপর থেকে নেমে আসে স্নিগ্ধ স্ফটিকাভ বিপুল পিরামিড-আকৃতি জ্যোতির্মণ্ডল। তার শিখর অধোমুখী—মূলদেশ উঁচুতে··· উলটো পিরামিড!

সেটা এসে ধীরে ধীরে লাগে সেই জ্বালাময় স্ফুলিঙ্গোচ্ছল বুদ্‌বুদ্‌গুলির কেন্দ্রে—মূর্তির ঠিক মূর্ধায়। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি রোমকূপ থেকে লাভার মতন নির্গত হ'তে থাকে বিচিত্র সব ফণা। একের পর এক। দেখতে দেখতে এক একটি বুদ্‌বুদ্ এক একটি লেলিহ ফণাচক্রে রূপান্তরিত হয়। অশান্ত তারা...ধাবমান বুদ্‌বুদের চেয়েও অশান্ত। এমন কি স্ফুলিঙ্গরাও যেন এদের তুলনায় স্থিরতার প্রতিমূর্তি। এরা ছোবল মারে শূন্যের গায়ে। পারে না। ক্রমে চক্রবিস্তার করে···জ্বালার হল্কা চোখ ধাঁধায়...অথচ তবু প্রাণ ওঠে মেতে যেন কী এক নেশায়। মন্ত্রমুগ্ধবৎ দেখে মলয় :

দেখে : ক্রমে যেন এরা দিশা পায় ঐ স্ফটিকাভ শান্তিমণ্ডলের। কিন্তু পেতে না পেতে আরও ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে ওঠে। স্ফটিক পিরামিড

থেকে বেরোয় ধারাসারে আনন্দধারা। ফণারা বাসনার রূপ নিয়ে দংষ্ট্রা বিস্তার করে। কিন্তু যেই আঘাত করে—-আনন্দের আলোস্রাব ধূম্রছায়ায় যায় মিলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত ফণাগুলো মৃত বুদ্বুদে ফেটে যায় লীন হ'য়ে। পরের ফণারা আরও রুখে ওঠে—অভিযান করে স্ফটিক অনীকিনীর বিরুদ্ধে। এবার দল বেঁধে ব্যূহ র'চে। কিন্তু যেই সে আলোর ঢেউয়ের কিনারায় এসে পৌছয় অম্‌নি যায় নিভে। এম্‌নি ক'রে সেই অতিকায় অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটির মধ্যে থেকে কত যে বুদ্বুদ-তরঙ্গ নানারঙা ফণানৃত্যে লক লক ক'রে বেরিয়ে আসে · বিষিয়ে তুলতে চায় ওপরের আলোসিন্ধুকে …শুষে নিতে চায় তার শান্তিরাজ্যকে…কিন্তু যেই কাছে যায় আলো হ'য়ে যায় ছায়া…ছাই।…

ধীরে ধীরে বুদ্বুদের ঢেউ-বাহিনীর দৃপ্তি আসে ম্লান হ'য়ে।…ক্ষুধার বিক্ষোভ ওঠে বেড়ে…চঞ্চলতা ওঠে তীব্রতর হ'য়ে…কিন্তু আশার চোখ-ধাঁধানো আবর্তনে নিরাশার মন্থরতা ফেলে ছায়া·· মূর্তি যায় মিলিয়ে।…

৪

সান্ধ্য আহার সমাধা হ'লে ওরা সবে বসেছে বারান্দায় এমন সময়ে তার এল। হেলেনা প'ড়ে দেয় মলয়ের হাতে :

"অস্কার ভালো আছে, ভেবো না। আমার ফিরতে হয়ত দশ পনের দিন হবে। ডাক্তার বলেছে এ যাত্রা বেঁচে গেল। কাজেই তোমার আসতে হবে না। আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হোয়ো না মা।"

মলয় প'ড়ে হেলেনার দিকে তাকায়।

কী আশ্চর্য!—ওর আচ্ছন্ন মুখে যেন হঠাৎ নতুন রবির অমল ছবি উঠেছে ফুটে—মাত্র এই ভরসাটুকুতে যে ভাই বাঁচবে।

মলয় স্নিগ্ধ হাসে। ওর হাতের মধ্যে টেনে নেয় হেলেনার একটা হাত।

উভয়েই নিশ্চুপ। কেবল মলয়ের থেকে থেকে মনে হয় খানিক আগের জেগে স্বপন দেখার কথা। হেলেনাকে বলবে কি?

—না—কাজ নেই। কী যে এর ঠিক অর্থ কে জানে? যদি ওর মন খারাপ হয় যে-মনে কোমলতা এখন উপছে পড়ছে। ওকে চায় সে আজ শুধু শান্তি দিতে—অকুণ্ঠে, নিজের স্নেহস্পর্শে ব্যথা ওর মুছে নিতে···যদি পারে। কেবল···হায় রে, পারে কি মানুষ?···কিন্তু পারে না ব'লেই ভয় হয় পাছে ব্যথা দিয়ে বসে যুমার কথা ব'লে। এ সময়ে বলা উচিত কি? মনে দ্বিধা আসে ফের।···

—"কী ভাবছ মলয়?" হেলেনার মুখের হাসির মধ্যে বিষণ্ণতায়ও ফুটে উঠেছে এমন এক নির্মল প্রসন্নতা!···ওর দৃষ্টির ছন্দই যেন বদলে

গেছে। মলয়ের বুকের রক্তে লাগে দোলা। ভুল তো তবে ও করে নি। হেলেনাও ওকে ব'লে কিছু পেয়েছে। কিন্তু কী ক'রে পেল ? ওর কী দেবার ছিল ওর ব্যথানিবেদনের বিনিময়ে! তবু···তবু···মনে প্রশ্ন জাগে ওর মানুষের কি হাত আছে দেবার ? দিতে যখন সে পারে--পারে আপনিই, নয় কি ? আর যখন পারে না, দুয়ার যখন খোলে না তখন চলে শুধুই রুদ্ধদ্বারে মাথাকোটা···হানাহানি কাড়াকাড়ি। ঐ বুদ্বুদগুলোও তো চেয়েছিল আলোর সত্তাকে···পেল কি ?—পেল তো শুধু ছায়াকে। চাওয়ার আকুলিবিকুলির যদি থাকত দেবার শক্তি।

"কথা কইছ না যে ?"

—"ভাবছি। এইমাত্র একটা স্বপ্ন মতন দেখলাম—জেগে।"

—"স্বপ্ন মতন ?—জেগে ? কোথায় ?"

—"নদীতীরে—জানো তো আজকাল থেকে থেকে যে-ধরণের স্বপ্ন-মতন দেখি।"

—"কী স্বপ্ন বলবে ? যদি বাধা না থাকে।" কৌতূহলে ওর মুখ দীপ্ত হ'য়ে ওঠে।

মলয় ওর একটা হাত টেনে নিল নিজের হাতের মধ্যে : "এখনও বাধা ?"

ওর পাণ্ডুর গণ্ডে গোলাপ ফুটে উঠল : "নেই ? সত্যি বলছ ?"

—"বুঝতে পারো না কি সত্য থেকে মিথ্যার ছন্দভেদ হেলেনা ? মনের পানে চেয়ে দেখো তো।"

—"পারি মলয়," বলে হেলেনা মৃদুল কণ্ঠে, "এতক্ষণ আমি কিসের স্বপ্ন দেখছিলাম শুনবে ?"

—"শুনব না ?"

—"আমার স্বপ্ন জেগে-দেখা না। সত্যিই আনন্দে আমার মন ছেয়ে গেছে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সোফায় শুয়ে।"

মলয় চুপ ক'রে চেয়ে রইল।

—"স্বপ্ন দেখলাম কি: যেন···একটা ঢেউয়ের ওপর চলেছে একটা পাখি। ইন্দ্রনীল-রঙের ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া তার দেহ। সোনার পাখা দিয়ে যেন সে দিচ্ছে সাঁতার।"

—"তার পর?"

"পাখিতে দেয় জলে সাঁতার! আশ্চর্য লাগল বৈকি। কিন্তু তার কাছে যেতেই দেখি কি: সেটা পাখি আদৌ নয়।"

—"কী তবে!"

—"একটা ছোট্ট কী বলব—পরী মতন। বলল: 'এসো হেলেনা।'

"বললাম: 'কোথায়?'

"সে বলল: 'লক্ষ্য জেনে কী হবে? বিশ্বাস করো আমাকে। ভালো লাগে না তোমার এই নীল ঢেউয়ের অসীম খেয়ায় ভেসে যেতে?'

"আমি বললাম: 'লাগে, কিন্তু লক্ষ্য তবু চাই জানতে! জানো তো বলো।'

"সে স্নিগ্ধ হেসে বলল: 'জানি, কিন্তু জানাব কী ক'রে বলো দেখি? মনের চরে তার বাণীর ধ্বনি এসে ঠেকলেই সে ভেঙে হবে খান খান: আমি বলব এক, তুমি বুঝবে আর। তার চেয়ে এসো সাথে আমি পৌঁছে দেব।'

"আমি ফের জিজ্ঞাসা করলাম: 'কোথায়?'

"সে দেখাল ডানা প্রসারিত ক'রে দূর দিগন্তের পানে। সেখানে কে যেন তারার সন্ধ্যা দিয়েছে—সন্ধ্যাও নয়, দেয়ালি মতন।"

—"কোথায় ?"

—"ছোট ছোট মেঘের অগণ্য মন্দিরে। এত সুন্দর মলয়, এখনো ভাসছে যেন চোখের সাম্‌নে।…"

মলয় আশ্চর্য হ'ল : "তারপর ?"

—"আমি বললাম : 'চলো, যাব।' ব'লেই চম্‌কে উঠলাম : 'কিন্তু আমার পাখা কই ? সাঁতার দেব কী ক'রে ?'

"সে বলল : 'ঝাঁপ দাও, তোমার হাতই হবে হীরের পাখা—দেহ যাবে বদ্‌লে—পাবে আমার মতন ইন্দ্রনীল ফুলতনু।'

"আমার হঠাৎ ভয় এল, বললাম : 'সে তো আমি চাই না—আমার হাতই বেশ—দেহও আমার রক্তমাংসে গড়া। বদলাব কেন ?'

"সে বিষণ্ণ সুরে বলল : 'না বদলালে তো সেখানে পৌঁছনো যাবে না।'

"আমি বললাম : 'কেন ?'

"সে বলল : 'এ আধার ওই মেঘদেউলের দেয়ালির মধ্যে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে যে। এ হাতে সাঁতারও দিতে পারবে কেন অতদূর ? কল্প কল্প কেটে যাবে।'

"আমি ভয় পেলাম। বললাম : 'তবে থাক এখন।'

"সে পিছন দিকে দেখাল : 'ফিরে যাবে তবে ঐ দেশেই ?'

"ফিরে দেখলাম : কালো তট—চিতা জ্বলছে অগণ্য ধূমল পিঙ্গল… অসংখ্য আবর্ত পাক খেয়ে খেয়ে পড়ছে—মূর্ছাহত হ'য়ে। তবু আবার ফেটে পড়ছে তারা…জাগছে নব-স্ফুরন্ত ভ্রাম্যমাণ চিতা-স্ফুলিঙ্গ।…ভালো লাগে না…তবু ফিরতে ইচ্ছে হয় সেখানে। কেননা যাদের ডানা নেই—আছে রক্তমাংসের হাত পা—কেন জানি না তারা মন টানে।

"আমি বললাম : 'ওখানে ফিরে যেতে তবুও ইচ্ছে করে। ওরা ডাকে যে।"

"সে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল : 'আর ঐ তারাজ্বালা মন্দিরের দেশে? ডাকে না কি ওরাও?"

"আমি বললাম : 'ডাকে···কিন্তু ভয় করে তবু···যা চাই তা যদি না পাই ওখানে?'

সে বলল : 'কী চাও তুমি কি জানো?'

"আমি উত্তর দিতে গিয়ে কথা খুঁজে পেলাম না। এমন যন্ত্রণা হ'ল বুকের মধ্যে যে ঘুম গেল ভেঙে।"

৫

মলয়ই নিস্তব্ধতা ভাঙে: "এ কি স্বপ্ন মনে হয় তোমার?"

"কি জানি? স্বপ্ন যে এত সুসংবদ্ধ হয় তা তো আমি জানি না—অথচ এর তাৎপর্যই বা কী—বলবে?"

—"কেউ কি জানে হেলেনা? কত রকম ছায়াতৃষ্ণা, আবছা ক্ষুধা, অতৃপ্ত বাসনা যে আমাদের পরিক্রমা ক'রে তাদের নিজেদের খেলা খেলে চলে…তাদেরকে না জানলে না চিনলে এসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে কী ক'রে?—আমার স্বপ্নও কম ধাঁধা নয়। শোনো।"

* * * *

—"কী?"

হেলেনা শুধু ওর পানে তাকায়।

—"বলি, বুঝলে কিছু?"

—"এ কি বোঝার জিনিষ মলয়?" ওর হাসির মধ্যে ব্যথার আভা…

ওর মন ওঠে দুলে। কোমলতার যেন ঢল নামে ওর বুকে। ও হেলেনার হাত দুটি টেনে নেয়…কেন এসব ব'লে ওকে ব্যথা দিল…কী দরকার ছিল!…

না। ছিল দরকার। ব্যথাই তো ওদের আড়াল ঘুচিয়েছে। ব্যথার কাছে কৃতজ্ঞ নয় কে? মানুষ পরস্পরকে চিনত কি কখনো ব্যথার অঞ্জন চোখে না পরলে?

হেলেনার দুটি হাতই ও নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে চুম্বন করে ঃ হেলেনা সাড়া দেয় : কিন্তু এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে!—ওর কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে ওর অধরে চুম্বনের চারুচিহ্ন দেয় এঁকে।

*　　*　　*　　*

সারারাত ও আনন্দে ঘুমুতে পারে না। শুধু একটি চুম্বন। তবু সব যেন বদলে যায়। মনে গুণগুণিয়ে ওঠে কবির :

One simple kiss
Can alter earth for ever. Out of what
Imagination, or whar far forc thought
Of Time, came Love in beauty new and strange
With eyes of light, my earth and sky to change!

বাসনা বুদ্‌বুদ্‌? কে বলে? হেলেনা কী সব ছাই স্বপ্ন যে দেখে!—বৈরাগ্য আবার কি? এ জগতে চিতারই রাঙা আলো শুধু? "হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনো খানে!"—যে-জগতে একটি ছোট চুম্বনে ভূলোক দ্যুলোকের রঙ বদলে যায় সে জগত ছেড়ে কে যেতে চায়?—কোথায়?...

কুসুম

উৎসর্গ

শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র ও শ্রীমতী রাণী দেবী!

আদর স্নেহ পেয়েছি নাহি চাহিতে—কতদিন!—
প্রবাসে মনে ক্ষণে ক্ষণে হয়ঃ
বলিতে ছোট স্মরণে—বড়, তাই সে-অমলিন
স্মৃতির কথা না-বলিলেও নয়।

১

ভোরে উঠেই ওরা দুজনে নদীর ধারে একটা চক্র দিয়ে এসেছে। ও-দেশের নিদাঘ : ফুলে ফলে লতায় পাতায় চারদিক ঝলমলিয়ে উঠেছে। ওদের মনেও লেগেছে সে-ঝলমলানির প্রতিচ্ছটা।

নোরা সামোভারে চা এনে ওদের পেয়ালায় ঢেলে দিয়ে বসল পাশে।

হেলেনা ধন্যবাদান্তে ওর পরিজে দুধ ঢেলে দিল : "এখন মাথাব্যথাটা কেমন নোরা?"

—"প্রায় নেই বললেই হয় ভাই, ধন্যবাদ।" ব'লে মলয়ের দিকে চেয়ে : "দিদি রাতে যে সুন্দর মাথা টিপে দিলে তারপর ব্যথা কোন্ লজ্জায় মুখ দেখাবে বলো?"

—"সুন্দর ক'রে মাথা টিপে-দেওয়ার বিদ্যেয় তো ভাই ছোট বোনের কাছেই দিদির হাতেখড়ি," হেলেনা বলে সহাস্যে, "কিন্তু সে-কথা যাক্— আজ আমরা যাব ষ্টকহল্‌মে ইবসেনের একটা নাটক দেখতে—তুমিও চলো না ভাই।"

—"সে কেমন ক'রে হবে? ঘরের কাজ রান্নাবাড়া—"

—"আহা ওখানেই সেটা সেরে নেব—ঘরের কাজ তো রোজই আছে।"

"আজ থাক্," বলে নোরা একটু ভেবে।

—"চলো না—লক্ষ্মীটি।"

—"না ভাই, কিছু মনে কোরো না—আজ তোমরাই যাও।"

—"সে কি হয়? তুমি একলাটি থাকবে আর আমরা—"

"তাতে কী ?" নোরা হেসে ওঠে, "বা রে ! ভুলে যাচ্ছ—আমি পাহাড়ি মেয়ে ? কত রাত কত দিন ডাণ্ডা পাহাড়ের তলায় খোড়ো ঘরে ঠায় একলা কাটিয়েছি জানো না ?—বাবা মা দুজনেই শিকারে বেরিয়ে যেতেন তো হরদমই।"

—"জানি বোন", বলে হেলেনা স্নিগ্ধ হেসে, "তুমি যেমন সাহসিনী, তেম্‌নি লক্ষ্মী মেয়ে। আমরা তাহ'লে একটার সময়ে খেয়েই বেরুব। কিন্তু রাতে ফিরতে যদি নটার বেশি দেরি হ'য়ে যায়—তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পোড়ো, আচ্ছা ?"

—"আচ্ছা গো আচ্ছা, আমার ভাবনা অত ভাবে না।" নোরা হাসিভরা মুখে বেরিয়ে যায়—একবার শুধু হেলেনাকে চোখ ঠেরে।

* * * * *

রুটিতে মাখম মাখাতে মাখাতে মলয় বলে: "ষ্টকহল্‌মে কী নাটক দেখতে যাবে ইবসেনের ?"

—"নরওয়ে থেকে," হেলেনা হাতের কাগজটা দেখায়, "একটা বিখ্যাত দল এসেছে নরওয়েজিয়ান ভাষায় ইবসেনের "হেডা গেব্লার" অভিনয় করবে। জর্জ ব্র্যাণ্ড স্বয়ং এদের সেরা অভিনেতাকে মহলা দিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। ও-দেশে সবাই বলছে ইবসেনের নাটক এত ভালো অভিনয় বহুদিন দেখা যায় নি।

বিখ্যাত ক্রিটিক জর্জ ব্র্যাণ্ড ! তিনি নিজে এদের তালিম দিয়ে গিয়েছিলেন ! লোকে বলে ইবসেনের ছিলেন তিনি তেম্‌নি বিশেষজ্ঞ যেমন গ্যারিক—শেক্সপীয়রের। মলয়ের মনটা এত খুসি হয় ! আর ইবসেনের নাটক—যিনি য়ুরোপে আনেন নাটকের এক নব যুগ ও নানা

নাটক লিখে, বিশেষ ক'রে "ভূত" অভিনয় হওয়ার পর, যিনি সমগ্র য়ুরোপে "শয়তান" খেতাব অর্জন করেন! তার উপর হেলেনার সঙ্গে ইবসেন দেখা একত্র—পাশাপাশি ব'সে! উঃ! ওর গায়ে কাঁটা দেয়।···তার উপরে আজ প্রফেসর নেই—রাত ক'রে বাড়ি ফিরলে—এমন কি না ফিরলেও ক্ষতি নেই। সুইডেনে গ্রীষ্মে কত সময়েই তো সে ষ্টৈপানিদের সঙ্গে সারাদিন পথে পথে টো টো ক'রে কাটিয়ে সারারাত টহল দিয়ে গান গেয়ে ভোরবেলা কফি পর্ব সমাধা ক'রে তবে বাড়ি ফিরেছে—ছুটির সময় উপ্‌সালার ছাত্রদের এ তো এক নিত্যনৈমিত্তিক আমোদ। গান গাইতে, গল্প করতে, হল্লা করতে কী যে ভালোবাসে তারা!···কোনো পার্কে হয়ত সারারাত গান করবে কিম্বা নিজের নিজের শিকার কাহিনী (Jager Geschichte) বর্ণনা করবে জর্মন ভাষায়—ওদের জর্মনিক ব্যুৎপত্তি জাহির করতেই অবশ্যি। কিম্বা হয়ত নৌকো ক'রে বহুর দুর্গ, গতা এল্‌ফ্‌, ট্রলহাতান জলপ্রপাত, ভাইকেন রক্সেন হ্রদ—এম্‌নি কত কি সুন্দর সুন্দর জায়গার ধার দিয়ে করবে সুইডেন পরিক্রমা। রাতভোর হররা ওদের উৎসবের তো একটা প্রধান ঘটা। ওর সুইড বন্ধুরা বলত জর্মনরা ওদের "সৎস্বভাব সুইড" (Ehrliche Schwede) বলে এই জন্যেই। সলোমনের "খাও দাও নৃত্য করো মনের সুখে" ছিল সুইড যুবসঙ্ঘের সততার একটা প্রধান দৃষ্টান্ত। মলয়ের এ-সবই লাগত ভালো—কেবল ভালো লাগত না ওদের শিকারপ্রীতি। চড়াও বুনো অসহায় জন্তু জানোয়ার শিকারে যে কী মানবিক মহিমা বা বৈদগ্ধ্যের সূচনা করে ও বুঝতে পারত না, অথচ অমন বিদ্বান প্রফেসর এরিকও বৃদ্ধ বয়সে সময়ে সময়ে শিকারে বেরুতেন! শুধু তাই নয়, হেলেনাও তাঁর সঙ্গ নিত। নারী হ'য়ে জানোয়ার শিকার করতে পারত সে কী ক'রে—

মলয় ভেবেই পেত না! মলয়ের প্রভাবে প'ড়ে ক্রমে যে হেলেনা একটু একটু ক'রে শিকার-বিমুখ হ'য়ে উঠছিল এতে ওর আত্মপ্রসাদের অন্ত ছিল না। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় হেলেনার প্রভাবও ফলেছিল বৈ কি: ওর প্রভাবে প'ড়ে মলয় পল্লী-জীবনকে, খেলা-ধূলোকে ভালোবাসতে শিখল। পিতাপুত্রী ওকে নিয়ে যেত মাঝে মাঝেই উত্তরে নরলাণ্ডে, য়েমট্‌লাণ্ডে, লাপলাণ্ডে—যেখানে বিলাসের কোনো উপকরণই ছিল না। শীতে স্কেট করা স্কী করা * বরফ-ইয়টিং করা † এ সবেই ওর রুচি হয়েছিল ক্রমশ। সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ও বুঝতে শিখছিল যে, কঠোরতার অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে দেহ ক্রমে কী নিবিড় আনন্দের দীক্ষা পেতে পারে। বড় বড় ওকগাছের বনে পাইন বীথির কুঞ্জে ছোট সরাইয়ে আশ্রয় নেওয়া সারাদিন স্কেট, স্কী-র পরে। সে এক জীবন বটে। এক সম্পূর্ণ আলাদা সভ্যতার আলাদা রসের পরিবেষণ যেন। অভ্যাস আনন্দ-আহরণ সবই বদলাতে হয়।

* * * * *

* পায়ে লম্বা কাঠের জুতো প'রে পিছ্‌লে পিছ্‌লে বরফের ওপর দিয়ে ছোটা।

† কাঠের নৌকো মতন, পাল আছে, হাওয়ায় ঠেলে নিয়ে যায় বরফের ওপর দিয়ে।

২

চলল ওরা দুজনে। পরস্পরকে ওরা এত কাছে পেয়েছে আজ!···এক নবীন সৌরভের ঘনিমায় মন ওদের ভরপুর। প্রাণশক্তির উচ্ছলতা···এ শূন্যবাদী? কে বলে? কালকের স্বপ্নকে মলয় দিল দূরে ঠেলে। ঠিক হ'ল ইবসেনের নাটক দেখার পর ওরা দেবেই দেবে রক্সেন হ্রদে পাড়ি। কাটাবেই নৌকাবিহারে সারারাত খোলা আকাশের নিচে।···কেবল গোধূলির দেবে সঙ্গ—রাতভোর।

হেলেনা নিজে থেকেই ওর হাত টেনে নিল।

বাহুলগ্না সখীর সঙ্গে পথ চলতে যেন এক নতুন আনন্দ···অনাস্বাদিতপূর্ব!

"কী মলয়—ঠিক্ ক'রে বলো—সারারাত খোলা নৌকোয় রাত কাটাতে ভালো লাগবে তো?"

"যদি না লাগে?" বলল মলয় কৃত্রিম উদ্বেগের সুরে।

হেলেনা রাগ করল: "যা—ও। যাব না আমি তোমার সঙ্গে।" হাত দিল ছেড়ে।

মলয় টপ্ ক'রে ওর হাত ধরতে গেল। কি ক'রে ওর ব্লাউসের একটা ঝালর না কি বলে তাতে আঙুল বেধে গেল ছিঁড়ে।

মলয় অস্ফুটস্বরে "আহা—হা—" বলতেই হেলেনা খিলখিলিয়ে হেসে ওর হাতে হাত দিল: "ভয় নেই—ক্ষমা করেছি।"

মলয়ের অনুতাপ কাটে না তবু।

—"ধিক্ মলয়, পুরুষ মানুষ দুর্ধর্ষ দার্শনিক দেশের প্রতিনিধি—

সামান্যা অবলার ব্লাউসের একটা তুচ্ছ হাতা ছিঁড়ে দিয়ে অমন মুখ ভার করে কি ?"

—"করে। দার্শনিক হ'লেই যে চাষাড়ে ধরণধারণ হ'তে হবে, এ-ধারণা যোগীদের সাজতে পারে কিন্তু ভোগীদের সাজে না।"

হেলেনার চোখে বিদ্যুৎ ঝরে : "তাহ'লে কবুল করছ—তুমি ভোগী ?"

—"কবে অন্য রকম কোনো ভাণ দেখিয়েছি ?"

"ছি মলয়", বলে হেলেনা ম্লান কণ্ঠে "আমি কি সেই ইঙ্গিতই করেছি ? তুমি যা-ই পারো না কেন—ভাণ যে করতে পারবে না এ তোমার অতি বড় শত্রুও স্বীকার করবে।"

মলয়ের মনটা কোথায় খুসি হয়—এ-কথায় হেলেনা দুঃখ পাবে ও ভাবে নি, তবু ওর জন্যে হেলেনা দুঃখ পেতে পারে ভাবতেও কোথায় যে শিহরণ জাগে মনের কোণে !

—"কি ভাবছ ?"

—"এইমাত্র আমার মনে বিদ্যুতের মতন যে একটা শিহরণ খেলে গেল তার স্বরূপ।"

—"শিহরণ ? কি রকম ?"

—"আমার ও-কথায় তুমি যে একটুও ব্যথা পেলে তাতে মনটার মধ্যে কেমন যেন একটা উল্লাস ঝিলিক দিয়ে গেল—কেন জানি না।"

হেলেনা মুখ টিপে হাসে : "আমি কিন্তু জানি : মলয় সম্প্রদায় নিষ্ঠুর—থুড়ি পুরুষ ব'লে।"

—"মরি রে! যেন নিষ্ঠুরতায় হেলেনাসম্প্রদায় একটুও কম যান।"

—"যায় না ?"

—"কক্ষনো না। ভাবো কি তুমি যে ট্রয় ধ্বংস হয়েছিল শুধু সৈন্যদের নিষ্ঠুর বীরত্বে?"

—"তবে কি আমার সখীনাম্নীর—"

মলয় পাদপূরণ করল: "নিষ্ঠুর সায় ছিল ব'লেই।"

—"প্রমাণ?"

"সখী, গত যুদ্ধের সময় যারা যুদ্ধে যেতে চাইত না তাদের মধ্যে কত লোককে আত্মহত্যা করতে হয়েছে মেয়েদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে খবর রাখো কি?—"

হেলেনা গম্ভীর হ'য়ে গেল: "রাখি মলয়।"

—"ও কি হেলেনা?"

হেলেনা মুখ ফিরিয়ে চলতে লাগল।

—"ক্ষমা কোরো হেলেনা, যদি ঠাট্টা করতে গিয়ে—"

হেলেনা ওর ব্লাউসের হাতায় চকিতে অশ্রু গোপন ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে বলল: "না মলয়, তোমার কোনো অপরাধই হয় নি—আমার একটা বড় ব্যথার জায়গায় ঘা পড়ল তাই হঠাৎ কি জানি কেন চোখ জলে ভ'রে এল। তুমিই আমাকে ক্ষমা কোরো।"

—"সে কি হেলেনা?—এসো বসি একটু এই সাম্‌নের পার্কে।"

—"না না মলয়—দেরি হ'য়ে যাবে চলো।"

—"না আগে বলো।"

—"বলবার বিশেষ কিছু নেই মলয়। তবে কি জানি কেন অনেকদিন থেকে আমার মনটা ব্যথিয়ে ওঠে ভাবতে আমার মা-র নিষ্ঠুরতার কথা। আমি মনে মনে জানি যে মেয়েরা প্রকৃতিতে বেশি নিষ্ঠুর পুরুষের চেয়ে, কিন্তু মুখে একথা স্বীকার করি না।"

মলয় চুপ ক'রে রইল। একটা তুচ্ছ ঠাট্টার স্ফুলিঙ্গে কী আগুন যে কখন জ্ব'লে ওঠে···

ট্রেণের বাঁশি।···

ওরা ছুটে গিয়ে ধরে। হেলেনার পদস্খলন হয় আর কি—মলয় ওকে বাহুবন্ধনে টেনে উঠিয়ে নেয় চলন্ত ট্রেণে।

এত স্নিগ্ধ লাগে এ-নিবিড় স্পর্শ—দৈবাৎ ব'লে আরো।

৩

অভিনয় ম্যাটিনি: হ'ল বাইরে—আকাশের আলোয়। গ্রীষ্মে এরকম প্রায়ই হয় সুইডেনে। কী ভালোই যে লাগে! মাঠে চেয়ার পেতে বসেছে দর্শকেরা, রঙ্গমঞ্চ মাঠেই খাড়া করা। আকাশের স্বর্ণাভ আলোয় মোহময় মনে হয় অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকে।

ইবসেনের নাটক নরওয়েজিয়ান ভাষায়ই অভিনীত হওয়ার দরুণ মলয় একবর্ণও বুঝল না, কিন্তু তবু অভিনয় ওর এত চমৎকার লাগে!··· প্রাণ মন যখন বদান্য তখন না লেগে পারে? ব্র্যাণ্ড সাহেব রিহার্স'াল দিতে জানেন বটে। অভিনয় শেষ হ'লে দর্শকদের সে কী হৈ চৈ: "ব্র্যাণ্ডের জয় হোক।" টুপি খুলে সবাই করে জয়ধ্বনি। সব শেষে তারা ধরল সুইডেনের পুরোনো ভাইকিংদের গান। ওদেশে সুকণ্ঠ এত বেশি—বিশেষ কোরাস গানে—!

হেলেনা বুঝিয়ে দিত ওকে এসব। তবে আজকাল ও হেলেনার সাহায্য বড় নিতে চাইত না। কোনো কিছু বুঝতে না পারলে হয় চুপ ক'রে থাকত না হয় বাড়ি গিয়ে অভিধান এনসাইক্লোপিডিয়া খুলে বসত। তবু সুইডদের নানা প্রথা নানা ধরণধারণ বেশি দুর্বোধ্য হ'লে সময় সময় হেলেনাকে জিজ্ঞাসা করতে হ'ত বৈকি। কখনো বা তার্কিকের স্পিরিটে, কখনো—জিজ্ঞাসুর, সময়ে সময়ে আর্ত ভাবও যে আসত না তা বলা যায় না।

নাটক শেষ হ'লে চলতে চলতে হেলেনা বলল: "কেমন লাগল বলো।"

মলয়ের ভালো লেগেছিল খুবই, কিন্তু বলল একটু হাতে রেখে। কারণ ছিল। হেলেনা আজই ট্রেণে আসতে আসতে আবার ব'লে ফেলেছিল যে, ভারতীয়রা একটু বেশি উচ্ছ্বাস ভালোবাসে। ও প্রতিবাদ করে নি—খানিক আগের দুর্যোগের কথা স্মরণ ক'রে। কিন্তু তবু মনে ওর কথাটা খচ খচ ক'রে বাজছিল। হেলেনা বুঝেছিল, তাই কথাটা ব'লেই ঘটা ক'রে ক্ষমা চাইতে ত্রুটি করে নি। কিন্তু মলয় তবু ব্যথাটা ভুলতে পারে নি।

—"কী চুপ যে ?—লাগে নি ভালো ?"

—"না না লেগেছে বৈ কি।"

হেলেনার মুখ ফের ম্লান হ'য়ে আসে। ও আর কিছু না ব'লে চলতে লাগল।

—"ও কি হেলেনা ?—আবার ?"

—"না না মলয়—আঃ কী যে ছাই হ'য়েছে পোড়া চোখদুটোতে—কেবলই কিছু একটা পড়বে—"

মলয় হেসে ফেলে: "চোখে যে কথার ধ্বনি বালি হ'য়ে পড়ে এ তো জানা ছিল না।"

হেলেনা রাগ করল: "তা জানা থাকবে কেন ? তোমাদের জাতের জানা আছে শুধু এই শাস্ত্রবাক্যটি যে মেয়েরা যদি কোনো কিছু মুখ ফস্কে ব'লে ফেলে তবে তার পরে ক্ষমা চেয়ে সারা হ'য়ে গেলেও ছেলেরা ভুরুর চুলের মতন বেঁকেই বসে থাকবে।"

—"কে বলল ?"

—"সব কথাই কি বলতে হয় মলয় ? ট্রেণে তোমাদের উচ্ছ্বাসী ব'লে ফেলেছি সেটা কি আর জন্মে কোনোদিন মুছবে ও পৌরুষদৃপ্ত মন থেকে ?"

মলয় কী বলবে ?

৪

বেরুল ওরা পার্ক থেকে।

—"ওদিকে কোথায় যাচ্ছ হেলেনা ? রক্সেন হ্রদে যাবে না ?"

—"নাঃ।"

—"সে কি ?"

—"চলো বাড়ি ফিরি।"

—"সে কি !!"

—"ভালো লাগবে না আজ নৌকা-বিহার।"

—"আর বাড়ি ভালো লাগবে— এমন সোণার গোধূলিতে ?"

আকাশের উপুড় পেয়ালা থেকে সোণার সুরা কিরণের ছদ্মবেশে পড়ছে ঝ'রে। রাঙা সূর্যের মশালে মেঘের ধূসর পিলশুজে একের পর এক দেয়ালির বাতি উঠছে জ্ব'লে।...

* * * * *

ওরা পৌঁছল বের্ত্সেল্যুস পার্কের সামনে। সামনেই ষ্ট্র্যাণ্ড-ভাগেন। জলে অগণ্য ষ্টীমার নৌকা নোঙর-করা। সবার সামনে ষ্টকহল্মের নূতন নাট্য-প্রেক্ষাগৃহ। মলয় মুগ্ধনেত্রে চেয়ে বলে: "কী সুন্দর!"

হেলেনা বক্রকটাক্ষে বলল: "তবু ভালো।"

—"কী ভালো ?"

—"কিছুও ভালো আছে তাহ'লে আমাদের।"

—"তোমাদের তো সব কিছুই ভালো হেলেনা," মলয় হাসল, "খারাপটা একচেটে তো শুধু আমাদেরই।"

ওর ঠোঁট দুটি কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল : "আ—হা।"

—"নয় ?" মলয় হাসে।

—"কবে বলেছি এমন কথা ?"

—"এইমাত্র কে বলল শুনি যে সব কথাই মুখে বলবার দরকার করে না ?"

—"মানে, প্রকারান্তরে ইঙ্গিত করেছি, এই তো ?"

—"করো নি ?"

—"কক্ষনো না। আমি কেবল বলেছি—যাক গে।"

—"হাতটা ছাড়িয়ে নিলে কেন ? না হয় বলোই নি মানলাম।"

—"সব সময়েই হাতে হাত দিয়ে চলতে হবে না কি ?"

মলয়কে বাজল।···দুজনে চলে মুখ বুঁজে।

* * * * *

মোড়ের মাথায়।

হেলেনা থেমে ওর মুখের পানে বার বার তাকায়।

—"এখনো রাগ পড়ল না ?"

—"রাগ ?"

মলয় এমন মুখের ভাব করল যেন ও হয় শুকদেব না হয় সেণ্ট জেরোম।

—"পাগলামি কোরো না মলয়। হাত দাও।"

—"কাজ কি হেলেনা ?"

হেলেনা হেসে ফেলল : "বাবা রে বাবা—তবু শতমুখে রটাতে তোমাদের যদি বাধত যে অভিমানিনী মেয়েরাই ! কী ? পথেই জানু পাততে হবে নাকি ?"

মলয়ের বিমুখ ভাব জল হ'য়ে গেল। খপ্ ক'রে ওর বাহু নিজের বাহুর মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "আমি বলি কি, মোটর বোটেই উপ্সালায় ফেরা মন্দ কি?"

—"থাক্, তোমার যখন অনিচ্ছে।"

—"চলো না।"

—"ভালো লাগবে কি তোমার?"

—"লাগবে গো মানময়ী, লাগবে চলো।"

কিন্তু মোটরবোট মিলল না। আজকের দিনে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে অনেকেই তরণীযোগে করেছে নিরুদ্দেশ-যাত্রা। আধ ঘণ্টাখানেক বাদে মিলবে, জানালো এক পুলিশ।

হেলেনা ওর দিকে তাকাল: "কী করা যায় এ আধ-ঘণ্টা?"

—"ঐ কাফেটাতে চলো একটু বরফ-কফি সেবন করা যাক! যে গরম!"

—"তাই চলো। ওখানে আজ খুব ভালো অর্কেস্ট্রা বাজবে। একটি ল্যাপ্ মেয়ে গাইবে সুইডেনের লোকসঙ্গীত।"

৫

ওরা বসল গিয়ে রাস্তার ধারে একটি নিরালা টেবিল সামনে নিয়ে।

সুবেশা সুহাসিনী মিষ্ট সম্ভাষণ ক'রে এসে দাঁড়াল হাসিমুখে।

মলয় বলল : "দুটো বরফ-কফি, একটু টার্ট আর কিছু এক্লেয়ার।"

পরিচারিকা আরো হেসে বিদায় নিল ঘাড় নেড়ে।

একটু বাদে আদিষ্ট বস্তুর আবির্ভাব।

ওরা দুজনে শুনতে থাকে : একটি মোটাসোটা মধ্যবয়স্কা মহিলা গাইছেন "গাম্‌লা স্‌ভেয়া"-র গান।*

—"কী দেশভক্ত তোমরা হেলেনা?—আ মরি মরি! কাফেতেও দেশস্তব না ক'রে জলগ্রহণ করা মানা।"

হেলেনা রুখে উঠল : "দেশভক্তি ভালো নয়?"

মলয়ের ব্যঙ্গের স্বর তীব্র নিখাদ থেকে নেমে এল সটাং কোমল গান্ধারে : "ভালো মানি। কেবল বাড়াবাড়ি ব'লেও একটা জিনিষ নেই কি?"

—"আছে, মুখের কথায়। গানে আর্টে বাড়াবাড়ি আবার কি?"

—"বা রে বা! যেন আবেগ আর্টের পর্যায়ে পড়তে না পড়তে—"

—"জানি কারোমিয়ো, জানি। আর্টের আবেগও যতক্ষণ না শুদ্ধ হয় ততক্ষণ তা আর্টের পাংক্তেয় হয় না—সবই জানি—কেবল একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ।"

* সনাতন সুইডেন।

—"যথা ?"

—"আর্টের আবেগও অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। দেশভক্তি যখন সুন্দর হয় তখন তার মধ্যে যেটা ফুটে ওঠে মর্মস্পর্শী হ'য়ে তার নাম স্বাজাত্যবোধ নয়—কেন না সে হ'য়ে দাঁড়ায় তখন প্রতীক।"

—"কিসের ?"

—"যে-মাটি আমাদের প্রাণ দিয়েছে আলো জ্বালিয়েছে রস সরবরাহ করেছে, মুখে অন্ন ধরেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। মনে রেখো—আমরা জাত-কৃষাণ। মাটির প্রতি প্রীতি আমাদের মজ্জাগত। লক্ষ্য করেছিলে কি ওর গানের শেষে দর্শকদের মধ্যে অনেকেরই চোখ চিক চিক করছিল ?"

—"করেছি। তবু আমাদেরই বলা হয় উচ্ছ্বাসী—" মলয় হাসে।

—"চুপ। ঐ শোনো।"

ল্যাপ মহিলা গান সুরু করলেন ফের।

হেলেনা ওর কানে কানে বলল: "এ গানটির বিষয় হচ্ছে ঐতিহাসিক। সুইডেনের গর্বিতা রাণী সিগ্রিদকে নরওয়ের রাজা ওলাফ অপমান করেন একবার।"

—"কেন ?"

—"রাণী খৃষ্টান হ'তে চান নি ব'লে। অবমানিতা সম্রাজ্ঞী প্রতিজ্ঞা করলেন প্রতিশোধ নেবেনই। নিলেনও: স্‌ভোলডারের যুদ্ধে সুইডেন ডেনমার্ক ও ফিনল্যাণ্ডের মিলিত বাহিনীর বিপক্ষে ওলাফকে যুদ্ধে প্রাণ দিতে হ'ল।"

* * * * *

গান শেষ হ'ল।

—"এই নিয়ে গান ?"

হেলেনা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হ'ল : "ভালো লাগল না এমন সুর ?"

মলয় ঈষৎ ব্যস্ত হ'য়ে উঠল : "সুর তো ভালো—কিন্তু গানের বিষয়বস্তু ?"

—"আমরা এসব বিষয়ে বড় স্পর্শকাতর যে।"

—"কী সব ?"

—"আমাদের রাজারাণীর সম্মান।"

—"সেটাও কি ভালো ?" মলয়ের মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল।

—"মানে ?"

—"রাজা-রাণীও কি প্রতীক নাকি কিছুর ?"

—"খানিকটা বৈ কি। আডল্‌ফাসের মেয়ে রাণী ক্রিসটিনার কাহিনী তো জানো ?"

হেলেনার প্রতিবাদে রোখালো সুরে ওর অনুতাপ ফিকে হ'য়ে আসছিল—একথায় ব'লে উঠল : "জানি হেলেনা—ইতিহাসে পড়েছি বেচারী বুলষ্ট্রোডকে আস্কারা দিয়ে কাছে ডেকে যখন দেখলেন বেচারা তাঁর প্রেমে প'ড়ে গেল তখন তাকে ক্রিসটিনা বললেন রাণীর পাণিপ্রার্থী হওয়ার সাজা হচ্ছে আজীবন কারাগার—একেও কি করুণাময়ীর মহৎ-রাণীগিরি বলতে হবে ?"

"না মলয়," হেলেনা বলে এবার অনুতপ্ত কণ্ঠে, "তুমি জানো আমি রাণী ক্রিসটিনাকে কত ঘৃণা করি। তাঁর সবই ছিল অভিনয়। আর সবচেয়ে খারাপ লাগে ভাবতে যে রাণী ক্রিসটিনা শেষটায় রাজ্য ছেড়ে জেসুইটদের পাল্লায় প'ড়ে ধার্মিক সাজলেন। তাঁর এ-অভিনয়ের কথা কল্পনা করতেও সত্যি আমার গা-র মধ্যে এখনো রি রি ক'রে ওঠে।"

মলয় আশ্বস্ত কণ্ঠে হেসে বলল: "তবে তাঁর একটি কথা আমার ভালো লাগে।"

—"কী?"

—"সেই যখন ধর্মে-পাওয়া রাণীকে ওরা মহোৎসবে এক নাটকের অভিনয় দেখাচ্ছিল তখন রাণী জনান্তিকে সহচরীকে বলেছিলেন না— যাহোক্, আমার ধার্মিক নটীপনার প্রহসনের উত্তরে এরা আমাকে অন্তত একটা নাটকও দেখালো। এ না করলে কি ওদের ধর্মে সইত?"

হেলেনা হেসে উঠল: "আর সেই যে বলেছিলেন সেটা আরও চমৎকার যে, ঈশ্বরের জন্যে আমি রাণীগিরি ছাড়ার এই যে জাঁকালো অভিনয় করলাম সে শুধু সে-বেচারি নেই ব'লেই—কেন না ঈশ্বর সত্যি থাকলে কে সাহস করত এত বড় ভণ্ডামি করতে?"

মলয়ও হেসে উঠল।

এখানে ওদের মিল আছে। এক ধরণের সিনিসিস্‌মে ওরা দুজনেই সাড়া দেয়।

সিনিক ক্রোধও মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায় বৈ কি—ভাবে মলয়। মনটা প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে। কেবল এ-ও কি ঐ চঞ্চল প্রাণশক্তির খামখেয়ালি!—ভাবে একবার। আসে দ্বিধা।

৬

"ঐ বাঁদিকে কোণের টেবিলটায় যে আপোলোটি ব'সে রয়েছেন," বলে হেলেনা হঠাৎ ফিশফিশ ক'রে, "দেখ তাকে—এখনি না কিন্তু খবর্দার—ও ভাববে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি ওর দিকে। একটু বাদে—এম্‌নি দুচারটে কথার পরে—যেন আচম্‌কা তাকালে এই ভাব—"

—"হ্যাগো ভদ্রে, হ্যাঁ। উচ্ছ্বাসী হ'তে পারি আমরা কিন্তু এত দুঃশীল নই—"

"জানা আছে গো শীলোত্তম!—যদি না শীলতা জানলেও খেয়াল সাধত বাদ।"

—"অর্থাৎ?"

—"খবর রাখো ঠাকুর, কখন কী খেয়ালে থাকো—কখন কী রকম অন্যমনস্ক ভাবে কার পানে তাকাও?"

মলয় ঈষৎ লাজ্জিত বোধ করে: "কঙ্কণো—"

—"আবার প্রগল্‌ভ প্রতিবাদ? হে মলয়ানিল! তোমার একটা জিনিষ কিন্তু ঠিক হয়েছে?"

মলয় অপ্রতিভ সুরে বলল: "কী জিনিষ?"

—"নামকরণ।"

—"মানে?"

—"মলয়ই তুমি: এই আছ এই নেই।"

* * * *

মলয় এতক্ষণে চোরা চেয়ে নেয় কিশোরটির পানে। পাশে একটি কিশোরী। কিশোরের নাম দেওয়া যাক এক্স।

হেলেনাকে বলে: "সত্যিই আপোলো। কী সুন্দর গড়ন, মুখশ্রী!"

—"বলি নি?" বলে হেলেনা খুসিভরা মুখে।

—"যেন এক্স তোমারি হাতে-গড়া চীজ এমনি ঢঙে বললে কথাটা!"

* * * *

এক্সের কথায়-বার্ত্তায় হাসিতে এমন এক সহজ রূপযৌবন ও প্রাণশক্তি ঝ'রে পড়ছে…

হেলেনা বলে: "আমাব মা-র যৌবনেও তাঁর দেহে এই লাবণ্য ঝরত—নির্বাধ জীবনীশক্তির।"

—"তোমাদের দেশের এ-শক্তিকে প্রশংসা না ক'রেই পারা যায় না হেলেনা। প্রাণের হাওয়া—তরঙ্গ—কলরোল—রোধ করা যায় না যেন একে!"

হেলেনার মুখ খুসিতে ছল্‌কে ওঠে: "রোধ করতে আমরা তো চাই না মনামি—বলি নি কাল?"

মলয় একথার উত্তর না দিয়ে এক্সের পানে চেয়ে শুধু বলে: "দর্শনীয় বস্তু বৈকি। কেবল—আপোলোর পাশে ভিনাস ডি মিলো নেই এইটুকুই যা চুক।"

হেলেনা হেসে বলল: "সে-চুক ওর নয়। তাকে তুমি দখল করেছ যে। কেবল খবর্দার ঠুঁটো ভিনাস নয় তাই ব'লে।"

মিনিট কয়েক বাদে আর একটি ছেলে—নাম দেওয়া যাক "ওয়াই" —এক্সের পাশে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে হাত দিল। এক্সের সঙ্গিনী কখন বিদায় নিয়েছিল মলয় বা হেলেনার চোখে পড়ে নি। এক্স একা সাম্‌নের জনের পানে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে—ওয়াইয়ের করস্পর্শে চম্‌কে উঠে ওর দিকে তাকিয়েই কিচির-মিচির ক'রে কী ব'লে ওকে সাদরে পাশে বসাল। ওয়াই এক্সের মত কিশোর নয়—পূর্ণ-যৌবন। তবু ওর বন্ধুই—বেশ বোঝা যায়। দুজনেরই হাতে খাতাপত্র। ওয়াইয়ের হাতে একটা মোটা আলবাম। বোঝা যায় উপ্‌সালার ছাত্র এরা দুজনেই। মার্কা মারা—ভুল হবার জো কী ? দেখতে দেখতে ওরা খুব গল্পে মেতে গেল।

* * * *

আরও মিনিট পনের বাদে।

দুজনের কথাবার্তার পর্দা ঈষৎ চড়েছে, মুখের ভাবও ধীরে ধীরে বদ্‌লে যাচ্ছে যেন দু একটা কথা কানে পৌঁছয় থেকে থেকে।

"কী জাত ওরা ?" বলে হেলেনা।

—"সুইড নয় যখন—তখন রুষ না হ'য়ে যায় না।"

—"তাৎপর্য ?" হেলেনার বাঁকা ভুরু আরো বেঁকে যায়।

—"অত জোরে কথা বলে তোমাদের সুইড ছাড়া আর কোন্ জাত ?"

—"জানা আছে গো মৃদুভাষী, জানা আছে। তবু যদি তোমার কথার দাপটে আমাদের গাছের বুল্‌বুল্‌দের উড়ে যেতে স্বচক্ষে না দেখ্‌তাম।"

সুহাসিনী আরও কিছু এক্রেয়ার পরিবেশণ ক'রে যান।

হেলেনা নিবিষ্ট চিত্তে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল খানিক, পরে মলয়ের দিকে ঝুঁকে সুর খুব মৃদু ক'রে বলল: "খুব গলাগলি ভাব ওদের, মনে হয় না?"

—"হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহও হয়।"

কথাটা ও বলেছিল এম্‌নিই, ঈষৎ হেসে, যেমন চটুল ভাবে বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে বিজ্ঞতা করে। কিন্তু হেলেনা কথাটাকে গম্ভীর ভাবে নিল, বলল: "কী সন্দেহ?"

—"না এমন কিছু নয়।"

—"না বলো।"

মলয় হেসে টপ্ ক'রে বলল: "আমাদের দেশে একটা প্রবচন আছে হেলেনা 'যত হাসি তত কান্না।' তোমাদের দেশের প্রাণবন্ত বন্ধুদের গলাগলি ভাব তো।"

হেলেনা ভ্রূভঙ্গ ক'রে বলে: "অর্থাৎ?"

—"বারুদের সঙ্গে দেশলাইয়ের কাঠির ভাব—খুব কাছাকাছি আসে ওরা মানতেই হবে বৈকি।"

—"আ—হা, যেন আমাদের মধ্যে বিস্ফোরণ লেগেই আছে।"

—"লেগেই না থাক্—ক্রমেই বাড়ছে—এ তোমাকে মানতেই হবে।"

—"না, মানি না। এক নাটুকেপনায় ছাড়া অবশ্য—"

—"দেখ দেখ—" ব'লে মলয় অস্ফুটে চিৎকার ক'রে উঠল।

হেলেনা চম্‌কে তাকায় ওদের দিকে।

ওয়াই কি একটা আলবাম দেখাচ্ছিল এক্সকে। তার মধ্যে একটা ছবি দেখেই ও দাঁড়িয়ে ওঠে। স্বর ওদের দেখতে দেখতে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। কথার পিঠে কথায় ওয়াই এক্সকে মারে ঘুষি। এক্স

মাথা নিচু করতেই ঘুষিটা ফস্কে কেমন ক'রে টেবিলের একটা ফুলদানির উপর পড়ে। তৎক্ষণাৎ ফুলদানি ও সঙ্গে সঙ্গে টেবিলটা যায় উলটে। নক্ষত্রবেগে এক্স ওয়াইয়ের টুঁটি চেপে ধরে। ওয়াইয়ের হাতের কাছে ছিল একটা কাঁটা সে উঠিয়ে নিয়ে ওর মণিবন্ধে বিঁধিয়ে দেয়। যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে এক্স পাশের টেবিল থেকে একটা ছুরি তুলে নিয়ে আক্রমণ করে। হৈ হৈ ব্যাপার !···চক্ষের নিমেষে ঘটে গেল সব।···

পরে যা হবার: লোকারণ্য। কয়েকজন এসে দুজনকে দিল ছাড়িয়ে। তার পর মুহূর্তেই ওয়াই গড়িয়ে মাটিতে প'ড়ে যায়—অচেতন। ছুরিটা তার ঘাড়ের কাছে বিঁধে গেছে—রক্ত বেরুচ্ছে ফিন্‌কি দিয়ে।···

তুমুল কাণ্ড !···চেঁচামেচি পুলিশ—ডাক্তার···যথা পর্যায়ে।

পুলিশ এসে মলয় ও হেলেনার নাম লিখে নিল—যদি সাক্ষীর দরকার হয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মলয়কে দিতে হয় নাম। নিষ্ক্রিয় দর্শক হবারও কর্মফল এড়াবার জো কি এ ক্রিয়াচঞ্চল দেশে !

৭

মলয় তৎক্ষণাৎ বিল চুকিয়ে দিয়ে বাহুলগ্না হেলেনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে দপ্ দপ্ করছে ওর। হেলেনার বক্ষস্থলও দ্রুত উঠছে নামছে উত্তেজনায়, মুখ তুষারের মতন শাদা !···

বেরিয়েই পেল ওরা মোটর বোট। এই মাত্র একটি তরুণ ও তরুণী নামল।

মলয় হাঁকল . "উপ্সালা।"

অভিবাদন ক'রে ছতরির ওধারে গিয়ে বসল কর্ণধার।

ওরা দুজনে বসল এধারে—আড়ালে।

*　　　*　　　*　　　*

কতক্ষণ যে ওরা আনমনা হ'য়ে ছিল জানে না কেউই।

মোটরবোট চলেছে নক্ষত্রবেগে, মলয় বলেছিল শীঘ্র পৌঁছনো চাই। দুধারে কত বাড়ি কত বীথিকা জলে কত আলোর ঝিকিমিকি···আশে পাশে কত গণ্ডোলা কত মোটর বোট···কিন্তু কিছুই বুঝি ওদের নজরে পড়ছিল না আজ। একটা গর্ভাঙ্ক—অমনি সব গেছে বদ্‌লে।

*　　　*　　　*　　　*

প্রথম হেলেনাই কথা কইল : "কী ভাবছ ?"

মলয় চম্‌কে ওঠে : "এমন কিছু নয় বিশেষ।" হাসার চেষ্টা করে।

—"তবু ?"

মলয় ওর পানে তাকায়। গোধূলির আলো উজ্জ্বল এখনো। "বুঝতেই তো পারো ?"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে থেকে যেন আপন মনেই বলে : "কী অশান্ত আমাদের জীবন—সত্যি। এ-সভ্যতার সমুখের পাদপ্রদীপের পিছনে মস্ত একটা অন্ধকার আছে হাঁ ক'রে—অস্বীকার করার উপায় নেই।"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "সেটা ঠিক তোমাদের সভ্যতার দোষ নয় হেলেনা।"

—"না মলয়। ওসব কথায় আজকাল কোনো সান্ত্বনাই পাই না আমি—আজ তো পাবই না।"

—"আজ তো পাবই না মানে ?"

—"বেরুবার আগে পরিচারিকাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কথা বলছিলাম না ?"

—"লক্ষ্য করি নি।"

—"তা করবে কেন ?"

—"এতেও মান হ'ল ?" মলয় হাসে এবার—হঠাৎ সত্যিই কেমন যেন খুসি হ'য়ে। "আচ্ছা আচ্ছা, মনে মনে জানু পেতে বলছি : হে মানিনী রাগ কোরো না, বলো পরিচারিকা তোমাকে কী রোমহর্ষক জ্ঞানের কথা বললেন।"

—"রোমহর্ষক না হোক চিত্তাকর্ষক এ নিশ্চয়।"

—"বটে ? শুনি শুনি।"

—"যা—ও, বলব না।"

—"লক্ষ্মীটি—সত্যিই দেখ হাঁটু গাড়লাম ব'লে।"

হেলেনা হেসে ফেলল: "তোমার সঙ্গে এঁটে পারবে কে বলো?—শোনো তবে।"

হেলেনাকে পরিচারিকা বলেছিল ওদের কাহিনী। সেই পুরোনো ইতিহাস। একটি মেয়ের দুটি প্রণয়ী। কেবল এক্স জানত না যে তার বাগদত্তা ওয়াইয়ের মডেলও বটে, রক্ষিতাও বটে। ওয়াই-ও অজান্তে ওর আলবামে মেয়েটির নগ্ন ছবি এক্সকে দেখিয়ে ইয়াকি করে। ফল যা হবার।

মলয় শুনে বলল: "শোচনীয় বলো—কিন্তু অভাবনীয় কেন?"

—"বললাম না—ওরা ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু যে।"

—"এ-সব ট্রাজিডি তো বন্ধুদের মধ্যেই ঘটে হেলেনা—অজানা অচেনাও আততায়ী হয় বটে, কিন্তু সে অন্য ধরণের ব্যাপার।"

—"তবু—"

—"শুনবে আমার এক প্রিয় বন্ধুর কাহিনী?"

হেলেনা সকৌতূহলে তাকায়: "এই ধরণের ট্রাজিডি?"

—"এতটা হয়ত না—কিন্তু তাই বা বলি কী ক'রে। চলো বলব আজ। আর শুধু তার কথাই নয় অবশ্য। যেটা বলা তার চেয়ে কঠিন।"

—"যাকে নিয়ে ট্রাজিডি?"

—"হ্যাঁ। বলব ভেবেছি কতদিন কিন্তু পারি নি।"

—"পাছে ভুল বুঝি এই ভয়ে?"

—"খানিকটা বৈ কি। কিন্তু শুধু সেই জন্যেই নয়—সাহস পাই নি ব'লেও বটে।"

—"কেন?"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "বুঝতে কি পারো না?"

হেলেনা চুপ ক'রে রইল। একটু পরে বলল : "তুমি কি ভাবো—"

—"কী ?"

—"মেয়েরা এসব ক্ষমা করতে পারে না ?"

—"পারে। কেবল, যেখানে সত্যি ভালোবাসে—মানে, ক্ষণিক টান নয়।"

হেলেনা ওর পানে তাকায় স্থির প্রেক্ষণে : "আমার সম্বন্ধেও ঐ ধরণের সন্দেহ ?"

মলয় একটু চুপ ক'রে থাকে, পরে বলে : "ঠিক্ সন্দেহ নয় হেলেনা—তবে তা-ও বলতে পারো। কারণ তোমার সঙ্গে মনের কথা অনেক হ'লেও প্রাণের দেখা হয়েছে কতটুকু বলো ?"

—"এসব দেখাদেখির মাপ কি শুধু সময়ের অনুপাতেই নির্ণয় হয় মলয় ? ধিক্।"

মলয় মুখ নিচু ক'রে বলে : "ধিক্কার দিতে তুমি পারো হেলেনা—কারণ আমি তোমাকে হারাতে চাই নি।"

—"বললে কি হারাতে ?"

—"কে জানে ?"

হেলেনা ওর হাত টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে : "ছি মলয়। একথা তোমার কাছে আশা করি নি। এইটুকু চিনেছ আমাকে ?"

মলয় ওর দিকে একটু তাকিয়ে রইল, পরে বলল বিষণ্ণ স্বরে : "হেলেনা, যখন দেখি নিজেকেই কত কম চিনি তখন যাকে ভালোবাসি তাকে চিনি ব'লে ভরসা পেতেও যে বাধে।"

হেলেনা ওর কাঁধে মাথা রাখল। মলয় ওর কটিবেষ্টন ক'রে কাছে টেনে নিল।

হেলেনা মৃদুস্বরে বলল : "আমাকে বিশ্বাস করলে ঠকবে না এটুকু ভরসাও কি তোমার নেই মলয় ?"

মলয় ওর কপালে চুম্বন করে : "দুদিন আগে সত্যিই ছিলনা যে।"

হেলেনা ওর কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে বলে : "ছিল মলয়। যদি চোখ থাকত তোমার তো বুঝতে প্রথম দিন থেকেই ছিল—যদিও অজান্তে।"

মলয়ের হৃদয় আবার সেই রোমাঞ্চে ভ'রে যায়···এত চেনা তবু অচেনা ! শুধু একটা বেদনা জাগে···ঘুমা···

মোটর বোট বাঁশি বাজায়। ঐ এসে গেছে ওরা।···এত শীঘ্র ! ··

৮

ওরা বাড়িতে পৌছতেই নোরা পাংশুমুখে বলল : "হেলেনা, ষ্টকহল্‌মের হাঁসপাতাল থেকে টেলিফোন করেছিল খানিক আগে : কে এক রুষ যুবক সেখানে মারা গেছে, উপসালার ছাত্র। বুঝলাম না—"

হেলেনা স্তম্ভিত হ'য়ে মলয়ের মুখের দিকে তাকালো। মলয় নোরাকে বলল ব্যাপারটা। সে তো শুনে কেঁদেই ফেলল।

—"ও কী নোরা?" মলয় কী বলবে ভেবেই পায় না।

হেলেনা তাকে নিয়ে গেল ওপরে জড়িয়ে ধ'রে।

*　　　*　　　*　　　*

অন্যমনস্ক চরণে ও বাইরে এল। ঘরের মধ্যে ভালো লাগে না। রুষ ছেলেটির কথা মনে হয়। মনটা সব বুঝেও ব্যথিয়ে ওঠে!···

কে সে, কোত্থেকে এসেছিল—কোন্ এক মোহিনীর স্বৈরিণীর মোহে পড়ল—কী হল? চোখের পাতা না ফেলতে বিপ্লব ঘ'টে গেল! তবু লোকে বলে এ-যুগে বিপ্লব ঘটে না আর! প্রতি জীবনেই তো প্রতি মুহূর্তে ঘটছে বিপ্লব! স্বপ্নভঙ্গের দরুণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অজান্তে যে ওলট-পালট হয় দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে—তার চেয়ে নিদারুণ বিপ্লব কী হ'তে পারে? কোন্ এক ক্ষণবল্লভা বিপ্লব ঘটালো অস্কারের জীবনে। সরলা পল্লীবালা নোরা বিপ্লব ঘটালো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। মলয় নিজে? ঘটায় নি বিপ্লব? ম্যাকার্থির জীবনে? য়ুমার জীবনে? হয়ত ঘটাবে হেলেনার জীবনেও!···কে বলতে পারে? আজ ওর মন বলছে—না না

এবার ও পেয়েছে বন্দর অবশেষে···কিন্তু কোন্ মুহূর্তে ক্ষণিকে তুফান যে ওকে তটভ্রষ্ট করবে—কে বলতে পারে ?···

সন্ধ্যা ন'টা—কিন্তু আকাশের আলোর নেশা একটুও কাটে নি। পশ্চিম দিগন্ত থেকে সবুজ ও নীলের আভা মিশে এক অপরূপ দ্যুতি ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। অদূরে গির্জাটা ঠায় দেখছে যেন সে আলোর মেলা। সামনে অশ্রান্তকাকলি ফাইরিস নদী ব'য়ে চলেছে—কোন্ নিরুদ্দেশ-যাত্রায় কেউ কি জানে ?···

মন ওর উদাস হ'য়ে যায় ফের। কী অপল্‌কা এই মানুষের মন!··· খানিক আগেই না কণ্ঠলগ্না হেলেনার কবোষ্ণ নিশ্বাস-স্পর্শে মনে হয়েছিল জীবনের অবসাদ ওর দূর হয়ে গেছে! আর এখন? কয়েক মিনিটের মধ্যে ফের কী ওলট-পালট শুধু একটা টেলিফোনে!···আর, কেন? না, এক অপরিচিত রুষ ছাত্রের অপঘাত সংবাদ! উড়ে-আসা বীজে বিশাল বনস্পতি!···মানুষের জীবন স্থলভিত্তি কে বলে? জলের চেয়েও চঞ্চল যে তার আশার গাঁথুনি। তাই তো জীবনের গভীর আনন্দ, নিবিড় ভরসারও নড়চড় হয় এত সহজে! ··এমন কি সরলা নোরা···বেচারি··· এক লম্পটের হাতে প'ড়ে · হয়ত সেই কথাই ওর মনে পড়েছিল আজ এ-অপঘাতের সংবাদে···নইলে এত বিচলিত হ'ল কেন হঠাৎ? হেলেনা না ধরলে হয়ত প'ড়েই যেত!···আহা! কম দুঃখ তো পায় নি! হয়ত··· হয়ত স্নায়বিক একটি দুর্বলতাই দাঁড়িয়ে গেছে—সেই আত্মহত্যা করতে যাওয়ার পর থেকে! মানুষ প্রতি অভিজ্ঞতাতেই যে যায় বদ্‌লে···তবু সে ভাবে সে চিরন্তনের স্বধর্মী, বলে: সে স্বাধীন!

পিছনেই কার ছায়া? চম্‌কে ওঠে: "কে?"

—"আমি মলয়!"

—"নোরা ?—হঠাৎ !"

—"হেলেনা একটু অসুস্থ বোধ করছে—তাই বলতে এলাম সে এখন নামবে না···তোমার খাবার দেব কি ?"

—"কী হ'ল হেলেনার ?" মলয় উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে এত—!···

—"বিশেষ কিছু নয়। ঘুমলেই সেরে যাবে। ওর মনে···বুঝলে না ···একটা নাড়া দিয়েছে আর কি।"

—"এত ঘা খেয়েছে এতেই ?" মলয় একটু বিস্মিত না হ'য়ে পারেনা।

নোরা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলল : "কিসে যে কার লাগে কোথায় কে বলতে পারে বলো ?—যাকগে খাবে এখন ?"

—"না নোরা, ধন্যবাদ। কাফেটাতে কম খাওয়া হয়নি।—দাঁড়িয়ে কেন ? বোসো না ভাই। না, হেলেনার কাছে যাবে ?"

—"এখন না। খানিকক্ষণ বাদে উঁকি মেরে আসব গিয়ে—যদি ততক্ষণে ঘুমিয়ে প'ড়ে না থাকে—হয়ত কিছু খেতে চাইবে।"

—"তুমি শুয়ে পড়ো না কেন নোরা ? আমিই দেখব। তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

—না। তেমন কিছু নয়—তবে –"

—"তবে কি ?—দাঁড়িয়ে তবু ? বসলেই না হয় একটু।"

নোরা বসল ওর পাশে।

* * * *

মলয়ই প্রথম কথা কইল : "আমার কিন্তু মনে হয়েছিল এ দুঃসংবাদে তুমিই বেশি বিচলিত হয়েছ।"

নোরা ম্লান হাসে : "আমরা মলয়—কৃষাণ, জাতে। ঘা খেলেও

সাম্‌লে নিতে পারি সহজে। হেলেনা—আহা—বড় অপল্‌কা ও। ঠিক এ জগতের জন্যে ও তৈরি নয় যে। তার ওপর বুঝলে না ··অতি-শিক্ষিতা, অতি-সুকুমারী···আমাদের মতন তো নয়।”

মলয় মুগ্ধ হয় ওর কথায়: “ওকে তুমি বড় ভালোবাসো, না নোরা?”

জানত, তবু শুধালো। আজ হেলেনাকে যে-কেউ ভালোবাসে তার ভালোবাসার কথাই শুনতে ইচ্ছে হয় যে! প্রশ্নটা ক'রেই একটা আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে যায় ওর মনে।

নোরা একটু চুপ ক'রে থেকে মলয়ের দিকে স্থিরনেত্রে তাকায়, বলে: “ওকে জানলে ভালো না বেসে কেউ পারে?”

মলয় চোখ নিচু করে এ অর্থব্যঞ্জক স্বরে। ও কি জানে?

—“আমায় হেলেনা বলেছে মলয়, তুমি কুণ্ঠিত হোয়ো না।”

মলয় ওর একটা হাত টেনে নেয় নিজের মধ্যে! নোরাকে আজ যেন নতুন চোখে দেখে ও! বিদেশে এমন স্নিগ্ধ ছোট বোন ও পায় নি তো এতদিন কোথাও!

নোরাই ফের কথা বলে: “শুধু ··শুধু ওকে একটু দেখো মলয়··· জানে না নিজেকে একটুও দেখতে শুনতে।” ব'লে একটু থেমে: “শেখে নি তো···বললাম না—সংসারী মেয়ে তো নয়!”

নোরা একটু থেমে থেমেই কথা বলত সচরাচর···বলত স্বচ্ছন্দেই··· কেবল একটু বেশি ধীর ছন্দে কাটা কাটা ঢঙে।

মলয় বলে: “একটা কথা বলবে নোরা?”

নোরা ওর দিকে তাকায় শুধু।

—“ও সবই আমায় বলেছে আজ—তাই জিজ্ঞাসা করছি: রুষ ছেলেটির এ-অপঘাতে তোমরা দুজনেই এত বিচলিত হ'লে কেন?”

নোরা ওর দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল : "বলে নি ও ?"

—"বলেছে তো।"

—"স—ব ?"

—"তা তো জানি না—" মলয়ের মনে প্রশ্ন জাগে : আরও কিছু অকথিত রহস্য আছে না কি ?

নোরা যেন টের পায় : "এমন কিছু গোপন কথা নয়। তবে এ-ধরণের ঘটনা অতীতে ঘটলে মনের একটা কোথায় কেমন যেন ক্ষত মতন থাকে ?—ঠিক ক্ষত নয়···দাগ বলাই ভালো·· একটু দুর্বল হ'য়ে থাকে সে নরম জায়গাটা···হয়ত বোঝাতে পারছি না···"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "বুঝতে হয়ত পারছি—কেবল··· কেবল...এ-ধরণের ঘটনা বলতে—"

নোরা বাধা দেয় মাঝ পথে যেন জোর ক'রেই : "অস্কার একটা শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে জ্বলন্ত ঘরে ঢুকে মরণাপন্ন হয় গত বছর— বলেছে এ-কথা ?"

মলয় ঘাড় নাড়ে : "কিন্তু তাতে কী ?"

—"কেন প্রাণ দিতে যায় এ-ভাবে বলে নি ?"

—"না তো !"

নোরা একটু চুপ ক'রে থাকে, পরে বলে যেন জোর ক'রেই ফের : "সে একজনকে এম্‌নি ভাবেই, ঈর্ষার জ্বলুনিতে প'ড়ে, আক্রমণ করেছিল "

—"এম্‌নি ভাবেই মানে ?"

—"ছোরা মেরেছিল।"

—"কোথায় ?"

—"নিউ ইয়র্কে।"

—"তার পর?"

—"তার পর—যে-য়ুমার জন্যে এই কাণ্ড সে-ই ভয় পেয়ে ওকে ছেড়ে যায় সেই রাতেই।"

"—য়ুমা!!" মলয়ের বুকের মেঘে বিদ্যুতের ছুরি বিঁধিয়ে দেয় কে?

—"তাকে তুমি চেন?" নোরা বলে আশ্চর্য হ'য়ে।

—"জাপানি মেয়ে?"

—"হ্যাঁ। কেন?"

মলয় আত্মসংবরণ ক'রে বলে: "না কিছু না।" বুকের রক্তে ওর তুফান জেগে উঠেছে! য়ুমা!! অঙ্কারের ঈপ্সিতা!!!

নোরা শুধু ওর হাত টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে।

* * * * *

মলয়ই ফের কথা কয় প্রথমে: "য়ু—সেই জাপানি মেয়েটিকে দেখেছ তুমি?"

—"ষ্টকহল্‌মে যখন নাচতে এসেছিল দেখতে গিয়েছিলাম তো সবাই।"

—"কোনো বিশেষ চিহ্ন লক্ষ্য করেছিলে তার মুখে?" প্রশ্ন ক'রেই মলয় ভুল বোঝে। কিন্তু বেরিয়ে গেছে কথাটা মুখ ফস্‌কে।

—"তোমার সঙ্গে তার কোথায় দেখা?"

—"বলো না—কিছু জতুক বা—"

নোরা বলল: "কে না লক্ষ্য করেছে? কত ছবি তার বেরুল··· কত আলোচনা···তার চিবুকের উপর একটা মস্ত কালো তিল? তার সৌন্দর্যের একটা প্রধান অলঙ্কার মতন ছিল ঐ তিলটি। এত সুন্দর দেখাত তাকে এর জন্যে!"

মলয় উঠে দাঁড়াল হঠাৎ—আন্‌মনা ভাবে—এম্‌নিই। একটু বাদে আবার বসে। আবার তক্ষুণি উঠে পায়চারি করে।

নোরাও উঠে দাঁড়ায়···একটু ইতস্তত ক'রে বলে : "আমি এখন যাই মলয়, হেলেনার হয়ত কিছু দরকার হ'তে পারে।"

—"একটা কথা কেবল—"

নোরা ফিরে প্রশ্নোৎসুক নেত্রে তাকায়।

—"না থাক।"

—"বলো মলয়, আমি বুঝব।"

—"য়ুমাকে হেলেনা দেখেছিল ?"

—"অনেকবার। য়ুমা এসেছিল উপসালায়ও যে। ছিল প্রায় এক সপ্তাহ। রোজ আসত বাবার কাছে—তাঁর নানা আলোচনা ওর বড্ড ভালো লাগত—বলত।"

—"প্রফেসরের কাছে ? য়ুমা ?"

—হ্যাঁ। আমাদের এই বাড়িতেই দেখা মিল্‌ত।"

—"য়ুমার ?"

—"আর কার ?"

—"ঠিক শুনতে পাই নি—ক্ষমা কোরো নোরা।"

নোরা ওর বাহুমূল স্পর্শ করে···আস্তে।

মলয় তাকায় ওর পানে।

—"কিছু যদি মনে না করো—" স্বর তার কেঁপে ওঠে যেন···ঈষৎ ঃ

—"বলো না নোরা—তুমি যে আমার ছোট বোনেরই ম'ত। মনে করতে পারি কখনো ?"

নোরার গাল দুটি রাঙা হ'য়ে উঠল, একটু চুপ ক'রে থেকে বলল :

"ধন্যবাদ মলয়। আমি···মানে···আমার মিনতি রইল...ক্ষমা কোরো মলয়···আমি জানি শিক্ষিতদের মধ্যে এর নাম অনধিকার চর্চা···তবু··· আমি তো শিক্ষিতা নই···অর্থাৎ—মানে, ঘুমার সম্বন্ধে সব কথাই বোলো হেলেনাকে।"

—"বলব।"

—"আর···আর···আমাকে ভুল বুঝবে না এ-উপদেশ দিলাম ব'লে ?"

—"ছি নোরা। তুমি ওর বোনেরও বেশি বুঝি না কি আমি ?"—একটু থেমে : "তাছাড়া তুমি বলায় ভালোই হয়েছে। কারণ—কে জানে—তোমার কাছে এ-কথা না শুনলে হয়ত শেষ পর্যন্ত আমি ওকে স—ব বলতে পারতাম কি না।"

নোরা ওর চোখের 'পরে চোখ রেখে বলে : "কিন্তু স—বই বোলো মলয়—কিছু গোপন রেখো না। এ-সব স্থলে—কিছু মনে কোরো না—তুমি বোনের পদবী দিয়েছ ব'লেই বলছি—এ-সব স্থলে তোমাদের সামাজিক সভ্য সাবধানতায়ই ফলে বিষফল·· যদিও—"

—"থামলে যে ?"

—"না থাক। হয়ত ভাববে—"

—"ফের নোরা ?"

—"বলতে যাচ্ছিলাম—যদিও বললে যে অমৃত ফল ফলবেই এমন কথা কেউ জোর ক'রে বলতে পারে না। তবু··" ব'লে নোরা থেমে ওর দিকে তাকিয়ে বলল : "না থাক্।"

—"বলো না নোরা।"

—"বলতে যাচ্ছিলাম—জীবনকে আমরা বড় বেশি ভেবে বুঝতে গিয়েই জটিল মিথ্যার ফাঁদে পড়ি নিত্য—তাই···"

—"কী ?"

—"সরলভাবে কথা বলার পথে এত বাধা ওঠে জ'মে···সত্য কথা বলার নাম দেই আমরা অনধিকার-চর্চা···"

মলয় বিস্মিত হ'য়ে তাকায় ওর পানে। এ-মেয়েকে ও ভাবত সরলা —অশিক্ষিতা!

আশ্চর্য, নোরা টের পায় যেন, বলে মৃদু হেসে: "ভাবছ পাড়াগেঁয়ে মেয়েও এত প্রগল্‌ভা হয়!·· না ?"

মলয় নরম সুরে বলে: "না নোরা, ভাবছিলাম আমি···হয়ত সত্যিই বুদ্ধির ফেরে প'ড়েই মানুষ এত ঘুরে মরে, কে জানে ?—কেবল, এ-কথা তোমার মুখে এমন সুরে বেজে উঠতে পারে ভাবি নি···স্বীকার করছি···সরল ভাবেই।"

নোরা হাসল মৃদু, ম্লান হাসি···

হঠাৎ সাম্‌নে হেলেনার ঘরে আলো জ্ব'লে ওঠে।—"চললাম মলয়।—শুধু কথা দাও 'উপদেশ' ভাববে না এ-সব ?"

মলয়ের বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা উচ্ছ্বাস দুলে ওঠে। ওর দুটো হাত টেনে নিল নিজের দুহাতের মধ্যে, কপালে চুম্বন ক'রে বলে: "নোরা, হেলেনাকে যে এত ভালোবাসে তার কথা আমি 'উপদেশ' ভাবতে পারি ?"

—"ভগবান্ তোমাদের সুখী করুন মলয়, শুভরাত্রি।" ওর চোখে জল চিক চিক করে।···

—"শুভরাত্রি, নোরা।"

পল্লব

উৎসর্গ

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবী,

দরদে কত স্বীকারে কত
আদরে শত প্রীতির ব্রত
যাপিলে কতদিন।
এ-উপহারে অঙ্গীকার
করি শুধু সে-ঋণ।

১

মলয় একলা অনেকক্ষণ পায়চারি করে বাগানে।···এ্যকে সুইডেনের গোধূলি তার ওপর সামনে বাঁকা চাঁদ।···সাথী-হারা সে আজ—একটি তারাও ফোটে নি। তাই আকাশে সে যেন পথহারা...আলোর সম্পদেও দেউলে—সর্ব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে যেমন হয় সবাই। শক্তির স্রোত প্রতি-স্রোত বয় তো শুধু সঙ্গগুণে···প্রীতির মেলায়, প্রেমের দোলে, স্নেহের দেয়ালিতে।·· অথচ তবু একলা বিপদের মাঝেও কোথায় যে পূর্ণতার সুরও বাজে!···নৈলে নির্লিপ্তি এত সৌম্য কেন? একলা চাঁদকে কেন এত সুন্দর দেখায়!···সাম্‌নের গোলাপকুঞ্জ থেকে মৃদু উষ্ণ গন্ধ আসছে ভেসে।···বিশ্বের গন্ধহীনতার মধ্যে ও-কুঞ্জটিও কি একলা নয়? একটা বুলবুল ডাকে···বাতাসে শিহরণের পরাগ ঢেলে।···তারই বা সাথী কই! ঐ সামনে নদীর রূপালি লহরী চলেছে কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রায়···ওরই বা দোসর কই এ-স্তব্ধ নিরালা লগ্নে?

নোরার কথা কেবলই মনে হয়।···ওই কি কম একলা? কিন্তু তাই হয়ত এত মিষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে—এত সরল···সত্যে এমন সহজ মতি! তবু ওকে তো অশিক্ষিতা মনে করত সে! যতই ভদ্রতা করুক না কেন... মনে হয় নি তো কখনো যে ও ঠিক সুকুমারী হেলেনার সখী সহচরী। মনে হ'ত—স্বীকার করতে আজ লজ্জা হয় বৈ কি—মনে হ'ত হেলেনা ওকে ঠাঁই দিয়েছে নিজের পাশে সে নিজে নিরভিমান ব'লে—নোরা সখী হবার যোগ্য ব'লে নয়!···ভাবতে আজ বাধে। কেন? মানুষের শ্রেণীজ্ঞান কী প্রবল!

এমন মধুর যার স্বভাব···কোমল যার হাসি...সহজ যার ধরণধারণ··· সে শুধু কৃষাণকন্যা ব'লে তাকে করে নি কি ও অবজ্ঞা একটুও ? প্রকাশ না করুক···কিন্তু অন্তরে অন্তরে ?

অনুতাপ জাগে !···সেই সঙ্গে একটা তৃপ্তিও যে, সত্যিই আজ মন ওর নির্মল হ'য়ে গেছে। শুধু নোরার গুণেই নয় হয়ত : হেলেনার স্নেহের মধ্যে দিয়েও ও যেন নোরাকে নতুন চোখে দেখল আজ। তাই বুঝি আর ভুলেও মনে হয় না ও কৃষাণের মেয়ে—পাড়াগেঁয়ে—অশিক্ষিতা ? শুধু মনে গুন-গুণিয়ে ওঠে : ও আমার আপনার লোক, স্নেহাস্পদ, প্রিয়জন : না, তারও বেশি—ওর সংস্পর্শে—কেন যে মনে প'ড়ে যায় নিজের বোনের কথা!

ওর একটিমাত্র বোন্। দূরেই থাকত সে। দেখা বড় হ'তই না তার সঙ্গে। তবু সে যে ওর অন্তরের কতখানি স্থান অধিকার ক'রে ছিল তা ও সচরাচর টেরই পেত না—যেমন মানুষ অনেক সময়েই টের পায় না তার নানান্ নিহিত তৃষ্ণা যতক্ষণ তৃষ্ণার জল এসে না পৌছয়। নোরা যেন আজ হ'য়ে উঠেছে সেই তৃষ্ণারই জল—ওর বোনের স্মারক প্রতিনিধি। আমাদের কত কোমল পিপাসা যে লুকিয়ে থাকে একান্ত নিভৃতে···অথচ তাই ব'লে তারা কি একটুও কম প্রত্যক্ষ, একটুও কম নিবিড় ? একটা বড় সুন্দর অনুভূতির স্নিগ্ধ আলো বিছিয়ে গেছে ওর মনে : যে, জীবনে গভীর তৃপ্তির ধারা এক, প্রবল সুখের ধারা আর। প্রবল উত্তেজনা, প্রবল নিষ্ঠুরতা, প্রবল দেহতৃষ্ণা—এ সবে আছে বৈ কি এক ধরণের আনন্দ, তবু একথা তো মনে হয় না যে এ-আনন্দ প্রবল ব'লেই গভীর ? অন্য দিকে এই গ্রাম্য বালিকা নোরার দুটো ছোট মিষ্ট কথায় ওর মনের কানায় কানায় কৃতজ্ঞতার রস উপ্‌ছে পড়ছে—এর রস তৃপ্তি পেলব—প্রবল নয় আদৌ, কিন্তু কী অপূর্ব এর শিহরণ !

আরো একটা উৎফুল্লতা উঁকি দেয় ওর মনে এই সূত্রে। ও তো কত সময়েই মনে গভীর বেদনা বোধ করেছে যে সংসারে স্নেহের ক্ষেত্রে একটা টান হয় আর একটার প্রতিবন্ধক। আজও সেই বেদনা ওর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে ঐ রুষ-বন্ধুদুটির বন্ধুত্বের শোচনীয় পরিণামে। একটি মেয়েকে দুজনে ভালোবাসল ব'লেই না এই হিংস্রতা। কেন এমন হয়? কতবারই যে ওর মনে এ প্রশ্ন জেগেছে! কিন্তু আজ ওর এত গভীর আনন্দ হয় ভাবতে যে এমন ধারা দুর্ঘটনাটাই আকস্মিক—স্নেহ কখনই স্নেহের অন্তরায় হ'তে পারে না। তাই তো নোরার মুখে হেলেনার কথা শুনে যেমন হেলেনার প্রতি ওর শ্রদ্ধা বাড়ে—তেম্‌নি নোরা যে এ-হেন হেলেনার শ্রদ্ধেয় ভেবে ওকেও পায় আরো কাছে। কী সুন্দর অনুভব এ! এখানে অন্তত কোনো আত্মবিরোধ নেই—আছে শুধু সুষমা, হার্মনি, বর্ণাঢ্য বোধসমৃদ্ধি।

ভাবতে ভাবতে কাফের সেই পাশব দৃশ্যের স্মৃতি ওর মনে লীন হ'য়ে যায় ধীরে ধীরে…উদয় হয় চিত্তাকাশে এই নব অনুভূতি—দুটো স্নেহের যুগ্মতারা। ভেসে আসে কোথায়-যেন-শোনা একটা গানের দুটো চরণ :

> চাওয়ার তৃষা নিভলে পরে—জ্বলে পাওয়ার দিশা
> দিনের চমক-আশা আনে তপনহারা নিশা!

* * * *

গিয়ে বসে ও ফের সেই লতাবিতানের নিচে।

ঘন গন্ধ ভেসে আসে ঝলকে ঝলকে—সামনের গোলাপ বাগ থেকে। বুলবুলটা ভেবে ভেবে সারা হ'য়ে যায়!…নদীর উপর একটা ষ্টীমারের করুণ বাঁশি ওঠে বেজে। চাঁদের চারপাশে আর একদল আনমনা মেঘের

অস্থায়ী জটলা···পায়ের কাছে একটা লতাগুচ্ছ থেকে থেকে শিউরে শিউরে ওঠে···আকাশে বাতাসে যেন নিঃশব্দতার সঙ্গে চকিত ধ্বনির একত্রিত লুকোচুরি খেলা চলছে।···মলয়ের মনে শান্তি যায় বিছিয়ে।—

—"কে ?"

—"আমি, মলয় !"

—"হেলেনা ?" ও উঠে দাঁড়ায় আশ্চর্য হ'যে। বুকের রক্তে আনন্দের জোয়ার বয়।

—"হ্যাঁ, ঘুম হ'ল না। তাই ভাবলাম গল্প করি।"

—"কিন্তু শরীর—"

—"এখন খুব ভালো লাগছে মলয়, ভেবো না। নোরা একটু কফি ক'রে দিল। খেয়ে বেশ সুস্থ লাগছে। তা ছাড়া—"

—"কী ?"

—"তোমার কাছে আসতে ইচ্ছা করল।"

ও বসল মলয়ের পাশে : "আর একটু কাছ ঘেঁষে বোসো না মলয়।"

মলয় ওর কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে বলল : "কী হ'ল আজ বলো তো ?"

হেলেনা ওর কাঁধে মাথা রেখে বলল : "নোরা বলল যে সব কথা—"

মলয় হাসল কোমল হাসি : "ও—তাই বুঝি ?"

—"তাই, মানে ?"

—"বললেই হয় কৌতূহলে চাঙ্গা হয়ে উঠেছি।"

হেলেনাও হাসে এবার : "ওটা অন্যায় ? বলো না তুমিই।"

মলয় ওর চুলের 'পরে চুম্বন করে শুধু।

হেলেনা ওর মুখের পানে চেয়ে বলল : "কেবল—"

—"কী ?"

—"কে ভেবেছিল ?"

—"ও—"

—"সত্যি, আশ্চর্য না ?"

—"কী আশ্চর্য ? যোগাযোগ ?"

হেলেনা ঘাড় নাড়ল : "জানি বলবে—সবই তো যোগাযোগ জীবনে। তবু যে-য়ুমা এল অস্কারের জীবন-পথে সে-য়ুমা এল তোমারও জীবনে !"

মলয় একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে বলল : আমার জীবনে ঠিক ও-ভাবে আসে নি কিন্তু।"

হেলেনা সতৃষ্ণ নয়নে ওর চোখের পানে তাকিয়ে বলল : "সত্যি কথা ?"

মলয়ের বুকের মধ্যে কোথায় একটু অস্বস্তি বোধহয়··· নোরার কথা মনে পড়ে···কিন্তু কিছুতেই পারে না এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে। বলে : একটা শিশিরবিন্দুও দুজনের চোখে ঠিক্ একই রূপে রেখায় ফলে না আর একটি মেয়ে আসবে দুজনের জীবনে একই ভাবে ?"

হেলেনা সোজা হ'য়ে বসল : "মলয় ?"

—"কী ?" ওর বুকের রক্ত দুলে উঠে···অজ্ঞাত আশঙ্কায়।

—"এড়িয়ে যাচ্ছ ?"

মলয় মুখ অন্ধকার ক'রে বলে : "জেরা ?"

হেলেনার সুর বদ্‌লে যায় মুহূর্তে, ওর কাঁধে হাত রেখে বলে : "ছি মলয়। তোমাকে আমি কি বিচার করতে কোমর বেঁধে এসেছি যে জেরা করব ?"

মলয় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে···তবু বুকের মধ্যে সে অস্বস্তির ভাবটা মিলিয়ে

যায় কই ? মিথ্যাচরণ ও কি করে নি সরল প্রশ্নের সরল উত্তর এড়িয়ে ? ···নোরার তিরস্কার মনে পড়ে বার বার···

—"রাগ কোরো না মলয়।" হেলেনা ওর কাঁধে মাথা রাখে। মলয় ওকে কাছে টেনে নেয়। স্নিগ্ধ আবেশে ওর অস্বস্তি মিলিয়ে যায় একটু একটু ক'রে।

* * * *

—"শুনবে ?"

—"তাই তো এলাম তোমার কাছে···।"

২

মলয় বলল : "তোমাকে বলেছি আমি ধনী পিতার একমাত্র বিলাসী পুত্র। একথাও বলেছি আজন্ম আদরে ও প্রশ্রয়ে মানুষ আমি। এ-ও আশা করি অকপটেই স্বীকার করেছি যে, জীবন সম্বন্ধে কোনো গুরুতর দায়িত্বজ্ঞানই আমার ছিল না ?"

হেলেনা হাসে : "করেছ। নিজেকে নানা ভাবে নিন্দা ক'রে যে এক ধরণের গর্ব আসে সেকথা কানেই শুনেছিলাম—তোমার মধ্যে তাকে প্রথম চোখে দেখি।"

—"কথাটা বলেছ ভালো হেলেনা, কেবল একটু ভুল হয়েছে হয়ত দেখায়—অন্তত বোঝায়।"

—"যথা ?"

—"এটুকু গর্ব ব'লেই তো মিথ্যা নয়।"

—"মন্তব্য মুলতুবি রইল, ব'লে যাও।"

মলয় হাসল, পরে গম্ভীর মুখে বলল : "য়ুরোপে আমি এসেছিলাম ঠিক কী চেয়ে ?—মাঝে মাঝে ভাবি। দেশ দেখতে ? বেড়াতে ? পড়াশুনো করতে ? না তো।"

—"তবে ?"

—"ভেবে পাই না। স্বদেশ আমার খুবই ভালো লাগত। জাহাজে চ'ড়ে ফেরার ইচ্ছা হয় প্রবল। অক্সফোর্ডে ভর্তি হ'য়ে প্রথম তিনমাস যা কষ্ট পেয়েছিলাম বোধকরি নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনায়ও তেমন কষ্ট

পান নি। এটা কিন্তু গর্ব নয় হেলেনা, এ জন্যে লজ্জিত আমি সত্যিই, বিশ্বাস কোরো।"

"করছি গো করছি, বলো," হেলেনা হাসে।

—"তবে একটা তাগিদ ছিল আমার আন্তরিক : বিদেশী বিদেশিনীকে কাছ থেকে দেখা—না, শুধু দেখাও নয়, তাদের জানা।—না এ-ও ঠিক বর্ণনা হ'ল না—বিদেশী বিদেশিনীকে জানার চেয়ে চেনা, কাছে পাওয়া—তাদের মনের তথ্যের চেয়ে প্রাণের তত্ত্ব নেব এই ছিল আমার কৌতূহলী মনের আকুতি। জ্ঞান আমার কাছে অনাবশ্যক বলি না—কিন্তু গৌণ—রসই আমার কাছে মুখ্য—আজ বলে নয়—বরাবর।"

—"সাধু মলয়! কেন না তোমার সম্বন্ধে আমার তীক্ষ্ণ সহজবোধের রায়ও এই।"

মলয় হাসল : "ধন্যবাদ বিনয়িনী!—কেন না এটুকু যদি বেশ সহজে মেনে নিতে পারো তাহ'লে এটা বুঝতেও তোমার বাধবে না যে এ হেন আমি যে এখানে এসে পড়াশুনো বিশেষ করব না এ ধরা কথা। অক্সফোর্ডে সাহিত্য নিয়ে প্রায় ফেল মারি আর কি। যাহোক কোনো মতে মান রেখে চম্পট—পারিসে।

"সেখানে কিছুদিন শিখলাম ফরাসি ভাষা—সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু তারপর যথাকালে পরীক্ষার ঠিক আগেই উধাও—বার্লিনে। সেখানে জর্মন ভাষায় দিগগজ পণ্ডিত হ'য়ে উঠলাম।" ব'লে মলয় হাসে ফের। তার পরে গম্ভীর হ'য়ে বলতে লাগল : "নম্রতা করা বৃথা তোমার কাছে—ভাষার ওপর আমার একটা সহজ দখল ছিল, বিদ্যুদ্বেগে শিখতে পারতাম।"

—"বিদ্যুতের ব্যাটারি জোগাত কে ?"

—"দুটো বিশ্বাস: প্রথম ম্যাকার্থির কথা যে, একটা নতুন ভাষা শেখা হ'ল প্রাণের একটা নতুন পাখা গজানো, দ্বিতীয়—ভাষা হ'ল বিদেশী বিদেশিনীর প্রাণের অন্তঃপুরের চাবি।"

—"ম্যাকার্থি?"

—য়ুরোপে আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার সঙ্গে আলাপ হয় আমার বার্লিনে।"

"—সে—?"

—"ছিল ওখানে দর্শনের ছাত্র—জাতে আইরিশ শিন ফেন। তার পাল্লায় প'ড়েই আমি দর্শনের ক্লাসে ভর্তি হই ও বুদ্ধির লকড়ি খেলায় অলস বুদ্ধিজীবীদের আমোদ পেতে শিখি।

"তার সঙ্গে বেড়াতামও খুব। সে ছিল যেমন মজলিশি তেম্‌নি বিচক্ষণ। তাছাড়া জাতে আইরিশ—স্নেহ তার উঠত হৃদয় থেকে, প্রাণ থেকে না।"

—"জর্মনিতে সে দর্শন পড়তে গিয়েছিল কেন?"

—"জ্ঞানের স্পৃহা ছিল তার গভীর। তাছাড়া তার মা ছিল জর্মন। তাই বিধবা হবার পর বার্লিনেই থাকতেন।"

—"ও।"

—"কিন্তু আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সব চেয়ে বড় ভিত্তি ছিল দর্শন নয়—সাহিত্য।"

—"সাহিত্য?"

—"হ্যাঁ। সে ছিল সত্যি কবি, তার ওপর ঔপন্যাসিক। উপন্যাস লিখতে শেখায় আমাকে সে-ই। তারই উৎসাহে আমি আবিষ্কার করি যে মিথ্যে গল্প লেখায় সত্য আমোদ আছে।

"তাকে আমার ছোট ছোট গল্প ইংরিজিতে তর্জমা ক'রে শোনাতাম। আমাদের দেশের জীবনের ধরণধারণ—কে জানে কেন—তার ভালো লাগত। সে বলত আমার লেখার ভঙ্গিও না কি—কিন্তু নিজ মুখে নিজের লেখার সুখ্যাতিকে গুণীরা আত্মশ্লাঘা নাম দিয়েছেন—তাই স্তম্ভিত হ'লাম। বুঝে নেও।"

হেলেনা হাসল : "সেটি হচ্ছে না—ভারতীয় আত্মশ্লাঘার রস ঠিক কী জাতীয় সেটা চাখতে চাই। তাই আত্মগুণকীর্তনে অকুতোভয়ে ঝঙ্কার দিতে দিতে বলো।"

"মনে থাকে যেন।"—মলয় তর্জনী তুলে শাসায়।

—"স্মৃতিশক্তিতে আমি অদ্বিতীয়া।"

মলয় হাসল : "পুনরায় ধন্যবাদ। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ বলে আমাদের সংস্কৃতে—তাই এবার তোমার অনুরোধ রাখা আমার পক্ষে সহজও হবে।"

মলয় বলতে লাগল : "সুতরাং ওর প্রশংসাকে ভিত্তি ক'রে আমাদের বন্ধুত্বের ইমারত উঁচু দিকে উঠতে লাগল শনৈঃ শনৈঃ।"

—"এ-ধার করা সিনিক ঢং কিন্তু তোমাকে ছাড়তে হবে—নৈলে আত্মশ্লাঘার আসল রসটাই যাবে মাঠে মারা।"

—"আহা রাগো কেন গো সুন্দরপক্ষিনী। সুসমাচার এল ব'লে। সে প্রায়ই বলত আমাকে যে, আমাদের দেশের পরাধীনতার কথা শুনে তাদের জন্মভূমি আয়র্ল্যাণ্ডের কথা তার মনে হয়। আমরা যে তাদের সমদুঃখী। তখনো আয়র্লণ্ড স্বাধীন হয় নি—ব'লে রাখা দরকার। বলত : আমাদের জীবনের হাজারো জর্জরতা এদেশে আর্টের রসে—কিনা গল্পের মশলা দিয়ে রেঁধে য়ুরোপীয়দের পাতে পরিবেষণ করলে

একটা মস্ত কাজ হাসিল হবে। বলত: আর্টের মধ্যে দিয়েই মানুষের কল্পনাকে সব চেয়ে সহজে উস্কে দেওয়া যায়।

"এ তার মুখের কথা ছিল না: সে সত্যই বিশ্বাস করত ম্যারেটের কথা যে real progress is progress in charity, তাই সে কেবলই এই মন্ত্র জপত যে সৌভ্রাত্রের পথেই আন্তর্জাতিকতার হবে নবজন্ম—আর সেই জন্মের নবারুণেই সব ভুলবোঝা ও হিংসাদ্বেষের ছায়া যাবে স'রে। বলত: যারা বলে যে এ ধরণের বড় বড় কথা শুধুই কথা তারা বিজ্ঞ নয়—তারাই হ'ল অজ্ঞের শিরোমণি—কেন না তারা জানে না যে আজ যা শুধু কথা কথা কথা—কাল তা-ই হয় বাস্তব, আজ যা ভাবি কাল তা করি—আজ যার স্বপন দেখি কাল তাকেই চাক্ষুষ করি। তাই সে প্রায়ই বলত: হোক্ না কেন আমাদের, ভারতীয়দের, জীবন দুঃখে দৈন্যে ভরা—দুঃখের দৈন্যের ছবি যখন আর্টে ফুটে ওঠে কেবল তখনই তা সার্থক হয়—শোক তাপের কোঠা থেকে রসের কোঠায় কৌলীন্য লাভ ক'রে। আর আমাকে বলত সে কুলীন লেখক। তাই তো আমিও ছিলাম তার ভক্ত।"

—"ফে—র ?"

—"মোটেই সিনিক হচ্ছি না—জ্বালিয়ো না বলছি। তুমি তো লেখো নি কোনো দিন জানবে কেমন ক'রে যে লেখকের সুয়োরাণী হচ্ছে ভক্ত শ্রোতা। কেবল এই ক্ষেত্রেই মানুষ asexual—অর্থাৎ সেক্সকেও জয় ক'রেছে।"

—"মানে ?"

—"মানে, সেক্সে প্রেমাস্পদদের মধ্যে একজন হওয়া চাই পুরুষ, একজন মেয়ে, অবশ্য প্যাথলজিকাল কেসগুলি ছেড়ে দিলে। কিন্তু

সাহিত্যে পুরুষ হ'ল জিতেন্দ্রিয়—শুধু নিরামিষ ভক্তির সুধারসে তার প্রেমের সাড়া হু হু ক'রে গজাতে বাধ্য—তা ভক্তটি পুরুষই হোন্ বা মেয়েই হোন্।"

—"কিন্তু চুপি চুপি বলো তো ব্রহ্মচারী, ভক্তিমতীটি যদি স্থূলকায় ছেলে না হ'য়ে সুমধ্যমা তন্বী হন তাহ'লে সে প্রেমের সাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধুই স্নিগ্ধ সুধা থাকে, না খানিক বৈদ্যুত সমাচারও ?"

—"কোণঠেশা করেছ মানছি", মলয় হাসে, "কেবল তার আমার পুরুষালি রসের লেন-দেনে এ-বিদ্যুৎ-দৈন্যের ক্ষতিপূরণ মিলত স্বার্থে। এ-সংসারে বিদ্যুতে প্রাণ ভরলেও পেট ভরে না।"

—"পেট ভরাল সে কী ক'রে শুনি ?"

—"আমার তর্জমা-করা কয়েকটি গল্প যত্ন ক'রে কেটে ছেঁটে প্রকাশ ক'রে। সে চমৎকার ইংরিজি লিখত, কাজেই প্রকাশকরা নিল। শুধু তাই নয়—কাটতিও বেশ একটু।"

মলয় বলে: "আমরা থাকতাম শার্লভেনবুর্গে একটা ফ্ল্যাটে। এত ভাব ছিল আমাদের যে পড়াশুনো করতাম প্রায়ই এক টেবিলে ব'সে। কত সময়ে দর্শনকে ধামাচাপা দিয়ে তুমুল তর্ক সাহিত্য নিয়ে জীবন নিয়ে। কখনো বা স্রষ্টার মেজাজ ভর করলে এক একটা গল্প বলতাম বা শোনাতাম পাণ্ডুলিপিতে: সে তার প্লট সম্বন্ধে দিত নানা ইঙ্গিত। এখানে বলত ভঙ্গিটা বদলাতে, সেখানে উচ্ছ্বাসটা কমাতে, ওখানে রেটরিকটার চেকনাই আর একটু চিকিয়ে তুলতে। আর এমন দরদের সঙ্গে করত যে গায়ে বাজত না। সে বলত প্রায়ই: 'মলয় এদেশে ওভাবে বললে ঠিক মানাবে না—কিন্তু আমি বলছি না যে তোমাদের দেশের পক্ষে এ-ঢঙ সুষ্ঠু নয়।' কখনো বলত: 'তোমাদের নানা

অনুভবেরই ভঙ্গি বড় চমৎকার! আমাদের কাছে বৈদেশিক লাগে ব'লে আরো চমৎকার। কিন্তু তবু কি জানো মনামি, প্রতি ভাষার একটা নিজস্ব মেজাজ আছে। কেমন জানো? একটি মেয়ে, যখন তার অরুচিকর পাণিপ্রার্থীর কাছে যায়—যায় তার নিজের রূঢ়তা নিয়ে, কিন্তু যখন সে যায় কারুর পাণিপ্রার্থিনী হ'য়ে সে নিজেকে খানিকটা বল্লভের মেজাজমাফিক গ'ড়ে নেয়ই নেয়। তাই তো এত ভারতীয়ের ইংরেজি প্রকাশক-স্বয়ম্বরাদের মন টানতে পারে না। ইংরেজি ভাষার মাল্যসভায় তোমরা আসো নিজের নিজের উগ্র বৈশিষ্ট্যকে একটুও মোলায়েম না ক'রে। প্রেমের নির্বাচন পেতে হ'লে কিছু ছাড়তে হয়!"

হেলেনা প্রীতকণ্ঠে বলল: "কথা বল তো বেশ!"

—"তা আর ব'লে! কেবল এখানেও তার মধ্যে একটা স্বতো-বিরোধ ছিল।"

—"স্বতোবিরোধ?"

—"আত্মবিরোধ আর কি। ইংরেজিতে যাকে বলে সফিস্টিকেটেড মানুষ সে ছিল তাই। এমন জটিল উল্টোপাল্টা প্রবৃত্তির জটলা আমি দুটি দেখি নি। প্রতি কথা ব'লে সে চাইত নিজের কথার পানে, আর ওজন করত শুধু বাণীকে না, বক্তাকেও, বলার ভঙ্গিকেও।—কিন্তু এসব কি তোমার ভালো লাগছে?"

হেলেনা ঠাট্টার সুর ধরল: "এ-যুগে কি সরল কেউ থাকতে পারে মলয়, শিক্ষার গোলোকধাঁধায় পড়লে? না, সরলতার ছবি বেশিক্ষণ সইতে পারে? মানুষ জটিলতার স্বাদ পেলে নির্বিরোধী সরলতায় কি আর মজতে পারে? না—সংক্ষেপ করতে পারবে না। আমি অন্তত এস্থীট্ নই জানো—সব জড়িয়ে মানুষকে জানতে চিনতে আমার কাছে

ধাঁধা লাগলেও ভালো লাগে—যারা অনিবার্যতার দোহাই দিয়ে তাকে কেটেছেঁটে মুখরোচক ক'রে পরিবেষণ করার উকীল তাদের সঙ্কীর্ণ আর্টিষ্টিক ওকালতিই আমি বরদাস্ত করতে পারি নে।"

মলয় খুসি হয়ে বলল: "ঠিক এই কথাই ম্যাকও বলত। ক্ষমা কোরো নিজের কথা বলছি ব'লে—সে প্রায়ই বলত: তোমার গল্পের টেকনিকে নানা দোষ আছে মলয়, কিন্তু তবু তোমার ভাবভঙ্গি আমার এত বেশি ভালো লাগে কেন না তোমার মধ্যে যে ধারা সেটি এস্থেটিক ধারা নয়। তোমার গল্পে ফুটে ওঠে তোমাদের অন্তর্জগৎ তোমাদের অন্তর্মুখিতার মাদকতা নিয়ে, হেঁয়ালি নিয়ে, আবেশ নিয়ে, স্বপ্ন নিয়ে। য়ুরোপের গাল্পিক আর্ট নিজের সমাধি রচনা করেছে ভাব ছেড়ে শুধু তুচ্ছতা-সর্বস্ব রূপ-গদ্‌গদতার বেসাতি করতে চেয়ে—আধারকে ফোটানো ছেড়ে শুধু খেলনার মেলা সাজিয়ে—মন-প্রাণ-হৃদয়ের অতল তলের মণি-মাণিক ছেড়ে বহিঃসর্বস্ব চূর্ণতরঙ্গের চিক্কণ বিলাসিতা নিয়ে।"

হেলেনা বলল: "খুব ঠিক কথা। বাবাও প্রায়ই বলেন এই কথা জানো? বলেন: য়ুরোপের শিল্প কাব্য দার্শনিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে মজেছে—হারিয়েছে ভবিষ্যৎ সত্তা নগদ বিদায়ের লোভে। তাই তো এ-যুগে গভীর সব কিছুই অবজ্ঞাত—যার ফলে আর্টের রূপসর্বস্বতা নিয়ে এত মাতামাতি—শুধু যেটুকু বহির্বস্তু হ'য়ে গ'ড়ে উঠল তাই নিয়েই মানুষের ঔৎসুক্য—যত কিছু অন্তরের রহস্য ফুটতে চাইছে তাকে দর্শন ব'লে করা হয়েছে জাতে ঠেলা।"

মলয় বলল: "ম্যাকও বলত এই কথাই অন্য ভাবে। বলত: মলয়, য়ুরোপে আর যার সঙ্গেই মেশো এই সব কবি শিল্পীর সঙ্গে মিশো না, মিশো না, মিশো না। তাদের দান ফুরিয়ে গেছে। তাই একসময়ে

তাদের বাণী মানুষের ললিত সৃষ্টির সহায় ছিল একথা মেনে নিয়েও বলা চলে যে, এখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নূতন সৃষ্টির অন্তরায় : কেন না এখন মানুষের যে-গভীরতর চেতনা চাইছে রূপলোকে মূর্ত হ'তে, সে-চেতনাকে তাদের একপেশো এস্থেটিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ধরা যেতেই পারে না।"

—"এত ভালো লাগল এ-কথাগুলো মলয় ! জানো, আমি য়ুরোপের সাহিত্যিকদের রসসাহিত্য পড়া ছেড়ে দিয়েছিই এই জন্যে। ভয়ের তাদের অন্ত নেই অন্তরাত্মার কোনো গভীর সত্য প্রকাশ করতে : পাছে লোকে হাসে। যে-জাত হাসির ভয়ে অন্তরের উজ্জ্বল নিবিড় আকুতিদের কণ্ঠরোধ করে সে-জাত বাইরে যতই হাঁকডাক করুক না কেন ভিতরে দেউলে জেনো। আর এইজন্যেই না আমাদের বান্ধবী তুচ্ছতা-সম্বল ঔপন্যাসিকদের দিন এসেছে ফুরিয়ে।"

—"ম্যাকও বলত এই কথা হেলেনা আশ্চর্য ! বলত : 'মলয়, আমাদের আশা এখন এশিয়ায়—শুধু তার ধর্মের বা আধ্যাত্মিকতার জন্যেই নয়—তার আর্টের জন্যেও, কাব্যের জন্যেও। আমরা রূপ রূপ ক'রে হ'য়ে পড়েছি সহজ পথের পথিক। আনন্দের নামে চাই উত্তেজনার আমোদ, দর্শনের নামে চাই সিনিসিস্‌মের আত্মপ্রসাদ। আর্টের নামে চাই সস্তা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়বিলাস। তাই আমরা ভুলতে বসেছি যে, সব বড় রসই তপস্যার অপেক্ষা রাখে। জীবনের গভীর অনুভবের স্ফুরণকে যারা দর্শন ব'লে শিল্পে অস্পৃশ্য ক'রে রাখে তারা ভুলে যায় এই সাদা কথাটা যে অন্য সব বস্তুর ম'ত রসেরও আছে নানা স্তর, নানা ছন্দ, নানা হিল্লোল। • যে-লোক শুধু দেহসুখের রসে রস পায় তার কাছে প্রাণের রস দুর্বোধ্য। যে-লোক শুধু প্রাণশক্তির নাট্যরঙ্গেই রস পেয়েছে সে প্রায়ই টের পায় না কেমন ক'রে শুদ্ধ বুদ্ধির চর্চায়ও অন্তরে আনন্দের

শিহরণ জাগে। আবার যে-লোক দেহ-মন-প্রাণকেই একান্ত ক'রে জানে সে এ-সবের অতীত লোকের কোনো গভীর আধ্যাত্মিক রসের কথা শুনতে না শুনতে ক্ষেপে ওঠে, বলে : এ তো রস নয়, এ দর্শন, এ ভাব, এ তত্ত্ব, এ অমুক, এ তমুক। গল্পে উপন্যাসে এ-সত্য যেমন ধরা পড়ে তেমন আর কিছুতেই পড়ে না। অতীত যুগের গল্পের বিকাশে কয়েকটা নীতি মেনে চলা হয়েছিল—তার দরকার ছিল ব'লে। অতএব এ-যুগের সব গল্পকেও গল্পোত্তীর্ণ হ'তে হবে সেই একই পথে। রূপকে রাখতে হবে ডিক্টেটর, তাতে ভাবের গঙ্গাযাত্রা হয় হ'লই বা—কী যায় আসে? অতি তুচ্ছ অতি নোংরা অতি গড়পড়তা এদেরই ফুটিয়ে দেখাতে হবে এ-ই হ'ল আর্টের ব্রহ্মানন্দ। দুরদৃষ্ট ব্রহ্মের—যে তাঁর এমন সব পূজারী আজকের দিনে কয়েকটা কোড-ডগমার ঝাণ্ডা নিয়ে দাপাদাপি ক'রে সব গভীর সত্যের পরম সুরকে দিচ্ছে জাহান্নমে।'

"বলতে বলতে তার চোখে জ্ব'লে উঠত একটা নতুন আভা। সে সময়ে সময়ে কথার ঝোঁকে এতই উত্তেজিত হ'য়ে উঠত যে, এসব বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি সুরু ক'রে দিত, আর অনর্গল উদ্গীরণ করত তার নব আর্টের নবতম থিওরি, যাচাই করার নব প্রণালী, ভাবের রূপের নব সমন্বয়-তত্ত্ব, আর সবের পিছনে ছিল তার এই কথা যে, শুধু রূপকার হ'লে শিল্পীর মুক্তি নৈব নৈব চ, রূপের সুষমা হাজার অনবদ্য হোক না কেন। বলত : 'অতীতের আর্টিষ্টদের এই রূপগত পার্ফেকশনের আদর্শকেও ভাবীকালের আর্টিষ্টের কাজে লাগাতে হবে গভীর ভাবের প্রোজ্জ্বল প্রকাশে। তাদের মনে রাখতেই হবে যে, বহির্বিলাসের রস হাজার উপাদেয় হোক না কেন—ক্ষণজীবী। সভ্য মানুষ হবে ক্রমে একাধারে ধ্যানী, কবি ও অনাবিষ্ট দার্শনিক।' ব'লে সময়ে সময়ে আমার

কাঁধে হাত রেখে অকারণ ঝাঁকুনি দিয়ে বলত: 'আর এ সমন্বয় হবে শুধু তাদের দিয়ে মলয়, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি য়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবের মোহ কাটিয়েছে—যারা সহজ পথের পথিক নয়—যারা বাইরের জীবনকে দেখবে অন্তর্জীবনের লীলাক্ষেত্র হিসেবে—এককথায় যাদের কাছে প্রতি কণিকাই হবে প্রতীক: অকায়ার; প্রতি ধ্বনিতরঙ্গই হবে প্রতীক: স্পন্দিত নীরবতার; প্রতি স্ফুলিঙ্গ-কাঁপনই হবে প্রতীক: অচঞ্চল শিখার।'"

হেলেনা একটু চিন্তিত সুরে বলল: "একথা সোয়েডেনবর্গও বলতেন যে, দৃশ্যমান জগৎ হ'ল অদৃশ্য জগতের প্রতিচ্ছায়া মাত্র—আরও অনেক মিসটিকই বলেন জানোই তো। আমার নিজেরও একথা সত্য মনে হয় —যদিও প্রমাণ করতে পারি না—কিন্তু ঠিক এইজন্যেই আমার মনে হয় মলয় যে বহির্জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ হ'যে প্রতীক হ'য়ে নানান্ অলক্ষ্য জগৎকে ফুটিয়ে তুলছে তেম্‌নি অন্তরাত্মার সত্যকেও ফুটিয়ে তুলতে হবে দেহ-মন-প্রাণের জগতে, নৈলে হবে না—এমন কি রূপৈশ্বর্যকে শুধু কাজে লাগাতে চাইলেও চলবে না—চাই আরো কিছু।"

—"কী বলতে চাইছ ঠিক?"

হেলেনা চিন্তাবিষ্ট সুরে বলল: "প্রাঞ্জল ক'রে বলা একটু মুস্কিল। বাবার সঙ্গেও এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি—তবু ঠিক বুঝতে পারি নি নিজেই।" ব'লে একটু ভেবে বলল: "সোয়েডেনবর্গের কথা উঠেছে ভালোই হ'ল—তাঁকেই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি না কেন: বিশেষ যখন তাঁর সম্পর্কেই প্রশ্নটা প্রথম ওঠে আমার মনে। বিরাট মানুষ ছিলেন তিনি। নইলে এমন কথা কে বলতে পারে: 'আমার সঙ্গে যে ঝাঁপ দেবে পাবেই সে কূল অকূলে।' একাধারে বৈজ্ঞানিক, দ্রষ্টা, ধ্যানী, মিস্‌টিক, সংযমী, তপস্বী, মানুষের সততায়, জীবনের মঙ্গলে অমন অচল নিষ্ঠা শ্রদ্ধা প্রত্যয়

থাকে ক'টা লোকের ? সবই জানি—জীবনে অনেক কিছুই শিখেছি তাঁর দীক্ষামন্ত্রে, শুধু আমি না অনেক অন্বেষুই শিখেছেন। কিন্তু এসব মেনে নিলেও মনে কোথায় যেন একটা খটকা থাকেই : মনে হয়—কেন জানি না—যেন কী একটা জিনিষ ছিল না তাঁর যার দরুণ তাঁর স্বপ্ন-উজ্জ্বল অনুভব, গভীর জীবন কর্মে উর্বর হওয়া সত্বেও তাঁর বাণীতে আলো জ্বলে নি—নানা অতীন্দ্রিয় সভার সভাসদ হ'য়েও তাদের পাঞ্জা আনতে পারেন নি ইন্দ্রিয়লোকে—অবর্ণনীয় অজস্র সৌন্দর্যের রাজ্যে বিহার ক'রেও সে-ইন্দ্রজালের বেশি কিছু আমাদের বিলোতে পারেন নি। ভাবের রাজ্যে তিনি পৌছেছিলেন এ আমি বিশ্বাস করি—বাবার মতনই, যদিও প্রমাণ করতে পারি না—অনেকেই সশ্রদ্ধে মেনে নেন যে, অলোক-সামান্য অনুভূতির সম্পদ ছিল তাঁর অঢেল…কিন্তু…তবু একথাও না মেনে পারা যায় না যে, তাঁর অন্তরের অপর্যাপ্তিতে নিরালোক মানব-জগতের—আমাদের বহির্জীবনের—আঁধার বিশেষ কাটে নি। এইজন্যেই সময়ে সময়ে আমার সন্দেহ আসে যে, জীবনে সক্রিয় হওয়া যদি কাম্য হয় তবে শুধু অনুভবে মন্ত্রসিদ্ধি হবে কি না, জীবনের অকূলে যদি কূল পেতে হয় তবে শুধু ধ্যানের প্রসাদে পারানি মিলবে কি না। মনে হয় যে এসবের দীক্ষাকে স্পন্দমান করতে হ'লে চাই প্রাণশক্তি—নইলে অন্তরের অনুভবের ধারা ছুটতে চাইলেও প্রণালী পাবে না। ধ্বনিকে প্রকাশ ক'রতে যেমন হাওয়ার দরকার, গন্ধকে বিলোতে হ'লে চাই পরাগের আনুকূল্য, আলোকে দীপ্ত ক'রে তুলতে হ'লে যেমন চাই নানা ছন্দের ঈথর প্রবাহ—নৈলে এদের প্রতি লহরীই থেকে যাবে অপ্রকাশ-লোকে—তেম্‌নি অনুভব যত গভীরই হোক না কেন চাই এই প্রাণশক্তির ঘটকালি—নইলে অদৃশ্য জগত বন্ধ্যা, অদৃশ্যই থেকে যাবে—বড় জোর দুএকটা

বিচ্ছিন্ন ফুল্‌কি জ্বালিয়ে দুএকজন তপস্বীকে সার্থক করবে—কিন্তু ইন্দ্রিয়-জগতে অতীন্দ্রিয় আলো হয় নামবেই না, না হয় নামলেও স্থায়ী হবে না। তবে সম্ভবত ঠিক বোঝাতে পারলাম না কথাটা—অথচ আমার কাছে কথাটা খুব ঝাপসা নয়, বিশ্বাস কোরো।"

—"আমি হয়ত খানিকটা এঁচে নিয়েছি তুমি কী বলতে চাইছ—কারণ এ-ধরণের কথা আমারও মনে হয়েছে সোয়েডেনবর্গ পড়তে পড়তে। তাই তোমার সংশয়ে আমার মন একটু দুলে ওঠে বৈ কি। কেবল—তবু—কেবল কি জানো হেলেনা? আমার মনে হয়···কী ক'রে বোঝাই আমার কথাটাই বা···আমার মনে হয় আমরা শক্তির যে ধরণের প্রত্যক্ষ প্রভাবকে গণনার মধ্যে আনি—নৈঃশব্দ্যের নানা শক্তি সে-সব প্রণালীতে নিজের কিছু ঐশ্বর্য ব'য়ে আনলেও—এছাড়াও অনেক অপ্রত্যক্ষ প্রণালী দিয়ে হয়ত আমাদের সঙ্গে অজান্তে তাদের লেন-দেন চলে। কখনো কখনো ও-আদান-প্রদানের ফল ফলে হঠাৎ···তাদের আমরা বলি মিরাক্ল্‌—ইন্দ্রজাল। কিন্তু জীবনে—অন্তত আমার মনে হয়—ইন্দ্রজাল কথাটা সব চেয়ে বড় মায়া। মনে হয়—কি জানি কেন—যে, ও একটা কথাই নয়—ও হ'ল অজ্ঞতার আক্ষেপ।"

—"ঠিক কী বলতে চাইছ?"

মলয় একটু ভেবে বলল: "কী ক'রে বোঝাই কথাটা?—যেমন ধরো কাকতালীয় যোগাযোগ, কোয়েন্সিডেন্স দৈবাৎ অ্যাকসিডেন্ট ধরণের কথাগুলো। এরা যতটা বলে তার চেয়ে বেশি না-বলাই রেখে যায় না কি? না, ঝাপসা লাগছে?"

—"না, এটা বেশ ধরতে পারছি।"

—"আমার মনে হয় যে, সোয়েডেনবর্গের মতন অনেক মিসটিকের

ধ্যানলব্ধ শক্তি হয়ত জগতে নানা পথে অবতীর্ণ হ'য়ে কাজ করে—কেবল আমাদের সে-সব অনুভব করবার ক্ষমতা নেই ব'লেই আমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদের নামঞ্জুর ক'রেই চলি। তবে হয়ত" ব'লে মলয় হাসে একটু : "ঝাপসা-বিলাসী কলঙ্ক আমার এবার কায়েমী হ'ল বা।"

"না মলয়," বলে হেলেনা প্রীতকণ্ঠে, "বরং উলটো। হঠাৎ তোমার কথার মধ্য দিয়ে একটা ইঙ্গিত পেলাম আমি : যা আমার মাঝেও সুপ্ত ছিল, যদিও জাগতে চেয়েছে কতবারই। এই উদ্বোধনের ক্ষমতাও হয়ত আমাদের অন্তরাত্মার নানা অদৃশ্য শক্তিরই একটা প্রকাশ—কে বলবে ? কেবল জিজ্ঞাসা করি : এ ধরণের কথাও কি খানিকটা ঐ 'দৈবাৎ', 'নিয়তি' বর্গীয় শব্দের মতনই প্রবঞ্চনা করে না ?"

—"প্রবঞ্চনা ?"

—"ঠিক প্রবঞ্চনা বললে হয়ত বেশি বলা হবে, তবে কি জানো ?" ব'লে চিন্তিত সুরে বলল : এ ধরণের 'হয়ত' 'যদি' 'কেমন-যেন-মনে-হয়'-জাতীয় কথা অনেক সময় শুনতে যত গভীর লাগে আসলে এরা ততটা আলো দেয় কি ? হয়ত ঠিক বোঝাতে পারছি না···"

মলয় বলল : "আমি বুঝতে পারছি কোথায় তোমার বাধছে। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানো ?"

—"কী ?"

—"যে, 'হয়ত' 'যদি' ধরণের কথার পিছনে যে জিজ্ঞাসুভাব আছে সেটাই মনের জানলা···তাদের মধ্যে দিয়ে অজ্ঞান তিমিরে আসে জ্ঞানের পূর্বচ্ছটা।"

—"আর একটু খুলে বলবে ?"

—"বলা একটু কঠিন। তবু চেষ্টা করি।···কি জানো ?···সাধারণ

জীবনে মানুষ যে-সব লৌকিক জ্ঞান প্রতীতি নিয়ে তুষ্টচিত্তে চলে তাদের মধ্যে কোথাও প্রশ্নের ফাঁক নেই, তাই লৌকিক জীবনে ওপরের আলো নামে না—পথ পায় না। যখন এসব চলতি জ্ঞানে মানুষের অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় না তখনই সে করে প্রশ্ন। সেই শুভলগ্নে এই সব 'হয়ত' 'যদি' 'কেমন-যেন-মনে হয়'-বর্গীয় কথার জানলা দিয়ে নামে আকাশের আলো। মানুষ এ-জানলা খুলে রাখতে পারে না—তার আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্দম আকাঙ্ক্ষায়। তাই যেখানে সে কিছু জানে না সেখানেই সে সবচেয়ে জোর ক'রে কথা বলে। কিন্তু যাঁরা গভীরচিত্ত মানুষ তাঁরা এ-ধরণের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন না। তাঁরা জানেন যে তাঁরা জানেন না—সক্রেটিসের কথা মনে করো। এইজন্তেই হয়ত তাঁরা 'এও-হ'তে-পারে' ধরণের কথা দিয়ে আভাষ দিতে চান সে-আলোর যার পূর্বরাগে তাঁরা উদাসী, বৈরাগী। অতি নিশ্চিত যে, প্রশ্ন নেই যার মনে তাকে আমাদের বিখ্যাত অতীন্দ্রিয় সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন শিখরী জমি: যেখানে জল জমে না ফসল ফলে না। খোঁজে যে চায় যে দীন যে তার মনই নিচু জমি, সেখানেই হয়ত-দের পশলায় পশলায় জল জমে ফসল ফলে।"

—"কথাটা তোমার বেশ সুন্দর লাগল, কিন্তু সত্যের আলো যখন নামে তখনও কি হয়ত-রা থাকে? ফসল তো আর 'হয়ত' নয়—সে যে 'নিশ্চিত'।"

—"তা তো বটেই হেলেনা। জ্ঞান যদি ধ্রুবপন্থীই না হবে তবে জ্ঞানের তৃষ্ণা, ধ্যানের ক্ষুধা আমাদের মনে এত প্রবল হবে কেন বলো? বলেছি তো হয়ত-রা লক্ষ্য নয়, বাতায়ন। জ্ঞান আসে ওদের ফাঁক দিয়ে—কেবল দুঃখ এই যে বুদ্ধি এদেরই অনেক সময় বুঁজিয়ে দেয় অতি-বুদ্ধি হ'য়ে।"

—"অতি বুদ্ধি ?"

—"তা ছাড়া কী বলবে ? সত্যের আবাহনের একটা প্রধান পথ নম্র জিজ্ঞাসা—ফসল ফলার একটা প্রধান সর্ত যে জমির নিচু-জমি হওয়া —এ সরল সত্য যারা বোঝে না—স্বতঃসিদ্ধের মতন জাঁক করে যে, শুধু ঐ মাপজোপ নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া অন্য কোনো পথে সত্য এলে সে নামঞ্জুর তারা কি যে-ডালে বসে সে ডালই কাটতে থাকে না ? অথচ এম্‌নিই বুদ্ধির মায়া যে সে যে-একটা পথে কণিকা-প্রমাণ আলো পেয়েছে সেই পথকেই ধরবে প্রমাণসিদ্ধ—অন্য পথে অন্য কেউ যদি আলো পেয়ে থাকে তাকে তাল ঠুকে বলবে : 'আমার পদ্ধতিতে সে আলো-কে প্রমাণ করো নইলে তাকে পাসপোর্ট দেব না জীবন-সভায়'।"

হেলেনা হাসল : "ফের সেই বিজ্ঞানের 'পরে কটাক্ষ ? বাবার উপযুক্ত শিষ্য বটে।"

মলয়ও হাসল : "মানছি সকৃতজ্ঞে যে এ বিষয়ে তাঁর বিজ্ঞানব্যঙ্গ আমার মনে ধরে। কারণ বাস্তবিক-ই বৈজ্ঞানিকরা জগতে সত্যের অনেক পথ রুদ্ধ করতে চেয়েছে শুধু তাদের বিশেষ পথকেই একমাত্র পথ ব'লে। এমন সাধককে তোমার বাবা পণ্ডিতমূর্খ না ব'লে করেন কি বলো তো ?" ব'লে মলয় হেসে বলল : "তবে ওদের দোষ দিচ্ছি বটে আজ, কিন্তু তোমায় চুপি চুপি বলছি প্রথম যখন য়ুরোপে আসি তখন আমারও মনে হ'ত—মাপজোপ-ওজন-গোণাগুন্তির পথে যে-সত্যের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মেলে না তাকে মেনে নেওয়াটা হ'ল কুসংস্কারের চূড়ান্ত—সুতরাং সভ্য-শিরোমণিদের অনপনেয় কলঙ্ক।"

—"আমার কিন্তু এমনতর কথা কোনদিনও মনে হয় নি মলয়—"

—"হয় নি হয়ত তুমি ভাগ্যবতী ব'লে—"

—"ভাগ্যবতী ?" হেলেনা হেসেই গম্ভীর।

—"সত্যিই তাই। কারণ এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গির আদর হয় সচরাচর দুর্ভাগাদের মধ্যেই যাদের বাক্-স্পর্দ্ধা আছে কিন্তু সাধন-শক্তি নেই। তাই তো এ-ধরণের লৌকিক কমনসেন্স বা বিচারবুদ্ধি ধ'রে নেয় যে তার অনুমোদিত রন্ধ্রপথেই সৌর সত্য ধরা দিতে বাধ্য—ভগবানকে আদেশ করে বকযন্ত্রের মধ্যে ধরা দিতে—আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের নির্দোষিতা বা সক্রিয়তা প্রমাণ করতে। একে হঠকারিতা ছাড়া কী বলব বলো—যখন একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে শুধু ভেবে কিছুরই তল পাওয়া যায় না। অমন বিরাট-বুদ্ধি ব্রাডলিও তাই বলেছিলেন শেষে যে চিন্তার পথে তিন পা এগুলেই তিনি সব ধোঁয়া দেখেন—অন্যে পরে কা কথা ?"

হেলেনা প্রীতকণ্ঠে বলল: "এ কথাটা চমৎকার লাগল—কিন্তু—কিছু মনে কোরো না মলয়—তবু একটা কিন্তু থাকেই না কি ?"

মলয়ও হাসল: "থাকে, কিন্তু জীবনে অতি নিশ্চিত যারা তারাই খতিয়ে লাভ করে বেশি না কিন্তু-পন্থী জিজ্ঞাসুরা ?"

—"আমি অতিনৈশ্চিত্যের দম্ভকে সমর্থন করছি না—"

—"তুমি করছ না—কিন্তু মানুষের বুদ্ধির এই ধরণের প্রবণতা বড় বেশি উগ্র হ'য়ে দেখা যায় না কি—বিশেষ এই বিজ্ঞান-মুখর যুক্তি-ঘর্ঘর জগতে ?"

—"কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছ:—যারা কাজ দেয় তাদের উপদ্রবও সইতে হয় না কি খানিকটা ?"

—"ভুলছি না মোটেই, শুধু আমি উপদ্রবকে উপদ্রব ব'লে চিনিয়ে দিতে চাইছি—কেন না কোদালকে কোদাল বলতে না শিখলে মণিকে মণি বলবার নিকষ মেলে কি ?"

—"কিন্তু আমি তো অস্বীকার করি নি যে নিকষ চাই জীবনে।"

—"জানি হেলেনা"—মলয় স্নিগ্ধ হাসে—"তবু, কি জানো ?—এ-জগতের বুদ্ধির একদেশদর্শিতার ছোঁয়াচ লাগে অনেক সময়ই অজান্তে। তাই ধীমান ধীমতীরাও অনেক সময় ভুল করেন যে সব সত্যের পরিচয়পথ এক ধরণের নয়, অতীন্দ্রিয় নানান সত্যরূপের ফসল ফলে চিন্তাজটিল যুক্তি-কুটিল মনের জমিতে নয়—অন্য জমি চাই।"

—"এখানে তোমার সঙ্গে আমি পুরোপুরি সায় দেই মলয়", বলে হেলেনা খুসি হ'য়ে, "তাই তো সোয়েডেনবর্গকে আমার এত ভালো লাগে—" একটু থেমে: "আর তাঁর কোন্ কথাটা আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল জানো ?"

—"কোন্ ?"

—"তাঁর উক্তি যে, বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণশক্তি যুক্তির নিকষে কষতে যাওয়া মানেই হ'ল তাকে প্রত্যাখ্যান করা।"

—"ধন্যবাদ হেলেনা," বলে মলয় প্রফুল্ল কণ্ঠে, "কারণ এ-ই হ'ল প্রতি জাতসাপের খাঁটি ফোঁস। ম্যাক তাই প্রায়ই বলত যে বুদ্ধি খতিয়ে কিন্তু বুদ্ধিমান নয—তাই পদে পদেই এই সাদা সত্যটা যায় ভুলে যে, তার নিজের এলাকায় সে সম্রাজ্ঞী হ'লেও—গভীর অনুভবলোকে সে বাঁদীর বাড়া কিছুই নয়। আর এপথের দিশারি হ'তে পারে এক বিশ্বাস।"

—"কথা বলত সে বেশ—সত্যি।"

—"একে দার্শনিক তার ওপর সাহিত্যিক—মণিকাঞ্চন একেই বলে না ?"

হেলেনা তর্জনী তুলে শাসিয়ে বলল: "কিন্তু মনে রেখো বিশ্বাস সম্বন্ধেও বুদ্ধি একথা পালটে বলতে পারে।"

মলয় হাসল : "বলতে কে কী না পারে বলো? ম্যাক প্রায়ই একটা কথা বলত মনে আছে : যে, প্রশ্ন তো বলাবলি নিয়ে নয়—ঠকা জেতা নিয়ে। খতিয়ে জেতে কে? আলো বেশি পায় কে? বুদ্ধি, না বিশ্বাস?"

হেলেনা ঠাট্টা ক'রে বলে : "একটা কথা কিন্তু ভুলো না মলয়, যে, বুদ্ধির বিপক্ষেও যুক্তি জোগাচ্ছেন ঐ বুদ্ধিই।"

—"ভুলি নি," বলে মলয় হেসে, "কারণ আমিও বলতাম তাকে প্রায়ই যে, বিশ্বাসকে সিংহাসনে চড়াতে হ'লেও বুদ্ধিকেই করতে হবে মন্ত্রী।"

—"কী বলত সে তাতে?"

—"বলত : না—বড় জোর কোতোয়াল। বিশ্বাসের মন্ত্রী নিষ্ঠা তপস্যা আরাধনা। তবে আরাধনার দেবতা যখন নামেন তখন শান্তিরক্ষক তো চাই—টীকাকার তো চাই। বুদ্ধির এই দুই কাজ। জিজ্ঞাসুর কাছে করবে সে টীকা—বিদ্রোহীর কাছে করবে কোতোয়ালি।"

—টীকাকার হিসেবে সে উৎরেছিল মান্তেই হবে।"

—হ্যাঁ, কারণ বুদ্ধির রাজ্যের অন্ধিসন্ধি ছিল তার জানা। শ্রীরামকৃষ্ণের একটা উপমা তাকে দিয়েছিলাম তাতে সে যা খুসি—যে, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়। সে বলত : এই হ'ল লাখ কথার এক কথা মলয়—তাই তো আমি—বুদ্ধিবাদী ম্যাক্—বুদ্ধি দিয়েই বুদ্ধিকে রুখতে চাওয়াকেই আমার বুদ্ধির একটা প্রধান সাধনা ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছি।"

—"তারপর," বলে হেলেনা হাসিমুখে, "দুই বন্ধুতে হাতে হাত দিতে—এই না?"

—"না। যখন সে মিসটিকদের আক্রমণ করত তখন আমি নিতাম

অতীন্দ্রিয় প্রতিভার পক্ষ—আবার যখন সে বুদ্ধিবাদীদের আক্রমণ করত তখন আমি করতাম যুক্তির ওকালতি।"

—"কী বলতে ?"

—"বলতাম বুদ্ধিকে হার মানাতে গিয়ে কিন্তু তার পায়েই দাসখৎ লিখে দিয়ো না যেন।"

—"এ-বিপদ ছিল না কি তার ?"

—"খুব বেশিই ছিল—আর সে-ও তা জানত।"

—"কি রকম ?"

—"অর্থাৎ বুদ্ধির বেশি চর্চা ক'রে তার বিশ্বাসও হ'য়ে প'ড়েছিল একটু বুদ্ধিঘেঁষা। আমি তাই বলতাম ঠাট্টা ক'রে এ অঘটন ঘটেছে তোমার চিরশত্রু ইংরাজেরই প্রভাবে—অজ্ঞাতে।"

—"মানেটা ঠিক কী হ'ল টীকাকার ?"

"আমাদের দেশে বলে হেলেনা—বলিনি একদিন ?—যে রাবণ রামকে শত্রুভাবে ভাবতে ভাবতে পেয়েছিল তাঁর সালোক্য ?"

—"বলেছিলে।"

—"ম্যাকের বেলায়ও ঘটেছিল হুবহু এই অঘটন: অর্থাৎ ইংরাজদের ব্যূহের অন্ধিসন্ধি জানতে গিয়ে অরিন্দম অজান্তে ধরা পড়েছিলেন খানিকটা অরিরই মনস্তত্ত্বের বেড়াজালে: তাই প্রাণটা আইরিশ হ'য়েও মনটা তার হ'য়ে উঠেছিল অনেকটা বৃটিশ।"

—"আর একটু ভাষ্য দিলেই বা।"

—"বুঝছ না ?—শত্রুকে মানুষ বড় বেশি ভাবে তো ? তার মানেটা কী ? না, প্রতিষ্ঠা করে মনের অন্দর মহলে—হোক না ক্ষুব্ধ মন, তবু মনই তো বটে। কাজেই বুদ্ধিকে নিয়ে এ-ও এক ধরণের ধ্যান বৈ কি। আর

যার ধ্যান বেশি করা যায় তার ছোপ গায়ে একটু লাগেই এ-ও তো সবাই জানে।"

—"কথাটা বেশ নতুন কিন্তু।"

—"শুধু নতুনই নয়—এর মধ্যে অনেকটা সত্যও আছে—কিন্তু সে যাক—বড় বেশি অবান্তর প্রসঙ্গে এসে পড়া গেছে।"

—"অবান্তর কেন হবে? এই সূত্রেই তো জলের মতন সাফ হ'য়ে গেল—সে কী রকম উলটো পালটা স্রোতে ভাঁটিয়ে যেতে চলত উজান, আবার উজান পথে চলত ভাঁটিয়ে। মানুষকে চিনতে না চায় কে?"

মলয় একথার উত্তর দেবার চেষ্টা না ক'রে চিন্তাবিষ্ট সুরে বলল: "আর তাকে চেনার চেষ্টা করলে মজুরি পোষাত। অন্তত আমি যে তার বিচিত্র ব্যক্তিত্ব থেকে কত শিখেছি তা বলতে পারি না—আর—আর সব চেয়ে শিখেছি বোধহয় তার মধ্যে—ঐ যা বললে এই সব উলটো পালটা প্রবণতা দেখে।"

—"আমার বড্ড ভালো লাগে মলয় এই সব উলটো পালটা কাণ্ড-কারখানা আরো রসিয়ে রসিয়ে ভোগ করতে। বলো না আর একটু পরিপাটি ক'রে।"

—"সে কি একটা হেঁয়ালি যে পরিপাটি ক'রে বলব? সে ছিল যেন আত্মবিরোধের আড়ৎ। সে নিজেই কত সময়ে ম্লান হেসে বলত: 'বিধাতার স্বভাবই আধপাগলা একথা সত্য, বটে, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল—কেবল আমাকে গড়বার সময়—তাই হাতের কাছে যা পেয়েছিলেন তা-ই দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে ম্যাক-রূপী এক অদ্ভুত সৃষ্টি দাঁড় করালেন।' মাঝে মাঝে হেসে বলত: 'উঃ ভাবতে আমারই অবাক্ লাগে—কোন্ প্রবণতাটা আমার নিজের। আর্ট ভালোবাসি.

আমি, অথচ আর্টের সঙ্কীর্ণতায় আমার গায়ের মধ্যে রি রি করে বিতৃষ্ণায়; পরিশ্রম আমার কাছে জলহাওয়ার মতনই অপরিহার্য, অথচ আলসেমির জন্যে আমি তৃষিত হ'য়ে থাকি সদাসর্বদা; উচ্চাশায় আমার বৈরাগ্য নিবিড়, অথচ লোকের মনে তাক লাগিয়ে দেবার কল্পনায়ও আমার রোমাঞ্চ হয়; মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞা গভীর—অথচ তাদের হাবভাবের সহজ সুষমার আমি পূজারী; যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস গড়ি আবার বিশ্বাস দিয়েই যুক্তিকে করি নামঞ্জুর;—সুন্দর আমার প্রাণের পাথেয়, অথচ সুন্দরের গতিটুকুর চেয়ে তার গতিলক্ষ্যের 'পরেই আমার বেশি ঝোঁক'—কিন্তু এসব তো বলেছি খানিকটা।"

—"রোসো রোসো। কখন্ বললে এসব? আর একটা কথা খচ্ ক'রে বাজল।"

—"কী কথা?"

—"সুন্দরকে ও খুঁজত বলছ পাথেয় হিসাবে অথচ—তাকে প্রত্যাখ্যান করত কেন?"

—"প্রত্যাখ্যান মানে?"

—"কোনো কিছুকে সর্বার্থসাধিকা মনে করতে মানুষের বাধে কখন, মলয়? যখন তার কথা দেওয়ার সঙ্গে তার কথা রাখার গরমিল হয় তখনই না?"

—"তা তো বটেই।"

—"তাই জানতে চেয়েছিলাম লক্ষ্মীশ্রীদেবীর কাছে কী কথা ও চেয়েছিল যেটা দেবী রাখেন নি? কারণ মনে রেখো সুন্দরকে যে সত্যিই পাথেয় মনে করে সে আর কিছুই চায় না তার কাছ থেকে। তাই আমার সন্দেহ হয় আর্টে হয়ত তেমন আনন্দই ও পায়নি।"

মলয় বলল : "এক সময়ে আমারো মনে হ'ত অনেকটা এই রকমই : যে শিল্পকে পরম ও চরম লক্ষ্য হিসেবে না দেখলে তাকে ঠিকম'ত গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু আজকাল—কি জানি কেন—আমার মনে হয় যে শিল্প সম্বন্ধে এরকম ধারণা শুনতে যত চমৎকার আসলে তেমন গভীর নয়।"

—"মানে ?"

—"আজকাল আমার মনে হয় যে গাছকে তার ফল দিয়ে কষার মতন শিল্পের মূল্য যদি তার আনন্দ দিয়ে কষি তাহ'লে তার পিছনে একটা বড় উদ্দেশ্য থাকলে হয়ত তা থেকে বেশি আনন্দরস আদায় করা সম্ভব।"

—"কেন মনে হয় একটু বলবে খুলে ?"

—"সম্ভবত ম্যাককে দেখে। প্রকাশ করবার ক্ষমতা ছিল ওর বিস্ময়কর। ছোট ছোট প্রবন্ধ, নক্সা, গল্প, কবিতা—সবই ও লিখত একেবারে চমৎকার—তোমাদের নিটোল রসেভরা সুইড চেরির ম'তই উপাদেয়! অথচ ওর ধরণ ধারণ থেকে মনে না হ'য়ে উপায় ছিল না যে, প্রকাশের ভঙ্গিমা রং ঢং ওর কাছে লক্ষ্য ছিলনা—ছিল পথদিশা মাত্র।"

—"কি রকম ?"

—"কি রকম জানো ? আর্ট সম্বন্ধে ওর হৃদয়ের সায় ছিল খুবই—কিন্তু মনের চোখ ছিল খোলা। তাই ও প্রায়ই হেসে উদ্ধৃত করত গেটের : 'Der Aberglaube ist die Poesie des Lebens : deswegen schdet's dem Dichter nicht, aberglaubisch zu sein'।

কুসংস্কার হ'ল জীবনের কাব্য সুতরাং কবি স্বচ্ছন্দে কুসংস্কারী হ'তে পারেন।

"বাবাও এই কথা বলেন কিন্তু" হেলেনা খুব হাসে, "তবে বলেন—চিন্তাই যাদের স্বধর্ম—যেমন ধরা যাক গেটে—তারা রূপকে একটু হেনস্থা না ক'রেই পারে না। বাবা প্রায়ই বলেন: সাবাস্ হেলি, আমিয়েল যদিও আমাদের সোয়েডেনবর্গের মতন খাঁটি মিস্টিক ছিলেন না তবু দার্শনিক হিসেবে যে ছিলেন জাতসাপ একথা মানতেই হবে। তাই রূপকে ভালো-বেসেও ভুল্তে পারেন নি যে মিথ্যা হ'ল রূপমূর্তির একটা প্রধান উপাদান—তাই কুসংস্কারেরও প্রয়োজন আছে বৈ কি।"

মলয় চিন্তিত স্বরে বলল: "আমাদের দেশেও বোধ হয় সেই জন্যেই বলে জৈবলীলায় মিথ্যা নইলে সুন্দরের সৃষ্টি হয় না। ময় ব'লে এক দানব নাকি এক অপরূপ প্রাসাদ গড়েছিল—যেখানে স্থলকে মনে হ'ত জল—আর জলকে মনে হ'ত স্থল। তাই না এ-সভার জুড়ি ছিল না।"

—"মনে আছে আমিয়েলের সেই কথাটা ?

'সত্যেরে চাও ?—জীবনের পানে চেয়ে দেখ দুইবার :
সুন্দরে চাও ?—একবার শুধু চেয়ে দেখ পানে তার। *'

—"ম্যাকও তাই বলত। কেবল ওর মধ্যে সঙ্গতি ছিল না এবিষয়েও। তাই কখনো তাকাতো দুবার কখনো বা একবার।"

—জীবনটা যে পাঁচমিশেল বন্ধু, তাই এ-অসঙ্গতি নেই কার ?"

—"আছে সবারই মানি। কিন্তু কম আর বেশিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ দাঁড়িয়ে যায় যে হেলেনা, তার কি ? প্রতিভার মধ্যেও পাগলামি

* Revois deux fois pour voir juste, ne vois qu'une fois pour voir beau.

আছে, পাগলামির মধ্যেও প্রতিভা—কিন্তু তাই ব'লে উন্মাদ ও কবি এক বস্তু নয়—শেক্ষপীয়র হেসে তাদের যা-ই বলুন না কেন—বলত ও দুঃখ ক'রে।"

—ও বুঝি নিজের বৈপরীত্য ও অসঙ্গতির বাড়াবাড়িতে খুব কষ্ট পেত?"

—"এত কষ্ট পেতে আমি কম লোককেই দেখেছি হেলেনা। ওর একটা প্রিয়তম উক্তি ছিল কী—শুনবে?"

—"কী?"

"পাস্কালের সেই আক্ষেপ যে, মানুষ যাতে দুঃখ পায় তা দেখে তত বাজে না যত বাজে দেখে যে সে কী অসার ও জঘন্য আমোদে সুখ পায়।* বলত ব্যঙ্গ হেসে যে পাস্কাল যে জ্ঞানী ছিলেন এই কথাতেই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মেলে।"

—"কিন্তু তোমার মনে হয় না কি মলয়," বলে হেলেনা চিন্তিত সুরে, "যে এ-ধরণের দুঃখবাদ ভিত্তিহীন না হ'লেও এ হ'ল আসলে—আমাদের একটা অভিজ্ঞতার ওপরে জোর দিয়ে অন্য সব অভিজ্ঞতাকে নাকচ করার চেষ্টা?"

—"ঠিক তোমার—"

—"ধরো, একজন নিঃসঙ্গ বৈরাগী কোন্ মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নেই বলো? কিন্তু তাই ব'লে কি বলা যায় আমাদের মধ্যে প্রেমিক ব'লে কেউ নেই?—কে?"

* L'homme est encore plus à plaindre de ce qu'il se peut divertir à des choses si frivoles et si basses que de ce qu'il s'afflige de ses miseres effectives.

—"আমি, হেলেনা।"

ওরা দুজনেই তাকায় : নোরা।

হেলেনা স্নিগ্ধ সুরে বলে : "এখনো শোও নি বোন ?"

—"তুমি কিছু খাও নি যে দিদি।"

—"আমি তো বলেছি আর খাব না কিছু।"

—"আর মলয় ? ও-ও করবে দরদী উপবাস ?

হেলেনা লজ্জিত হ'য়ে বলল : "ঐ দেখ, কথার ফেরে প'ড়ে আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছি যে কথায় মন ভরলেও পেট ভরে না।"

—"আমি সব গরম ক'রে টেবিলে রেখেছি, এসো," নোরা বলে, "সুস্থ সবল মানুষ খাবে না এও কি একটা কথা হ'ল। দুজনকেই খেতে হবে।"

ওরা হেসে উঠে।

নোরা রাগ ক'রে বলল : "শুধু হাসলেই বুঝি হবে—উঠতে হবে না ?" উঠল অগত্যা। নোরা সহজে রাগে না—কিন্তু হেলেনার অসুখবিসুখের সময় ও ধরে অন্য এক মূর্তি—সহজেই ওঠে রেগে।

৩

হেলেনা বলল : "কই তুমি নিজে কিছু খেলে না নোরা ?"

—"আমার ক্ষিদে নেই।"

—"যাও, তাহ'লে আমিও খাব না।" মলয় খুব রেগে ওঠে।

—"কেন শুনি ?"

—"আমিও তো বলেছিলাম ক্ষিদে নেই।"

—"কিন্তু ভুলে যাচ্ছ তোমার বেলা ওটা ছিল অছিলা, আমার বেলা তো আর তা নয়।"

—"নোরার কথা বেশ সাফ সাফ এ তোমাকে মানতেই হবে মলয়," হেলেনা বলে হাসিমুখে।

—"শুধু মানা ? হাড়ে হাড়ে জানা !" বলে মলয়।

—"তা যত ইচ্ছে জানো—কেবল সুপটা শেষ করো—অনেক কষ্ট ক'রে তৈরি করেছি, আবার গরমও করতে হ'ল এই গ্রীষ্মে।"

—"আমাদের দেশে একটা প্রবচন আছে নোরা, যে মরদের কথা হাতির দাঁতের চেয়েও অনড় অচল। তুমি না খেলে মলয়ের জিভ নড়তে পারে কিন্তু দাঁত চলবে না—এই রইল আমার প্রতিজ্ঞা।"

—"বাপরে বাপ—কী তেজ !" নোরা ব'লে ওঠে, "এরই নাম বুঝি ব্রহ্মতেজ ও-অঞ্চলে ?"

হেলেনা বলল : "না নোরা, কারণ মলয় ক্ষত্রিয়—ওর স্বধর্ম, নিরীহ মানুষকে আগুনে দগ্ধানো নয়—বাক্যবাণে বেঁধা।"

ওরা তিন জনেই ওঠে হেসে।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং…

নোরা উঠে টেলিফোন ধরে।

ওরা দুজনেই চেয়ে রইল উৎসুকনেত্রে। ফের টেলিফোন! নিশ্চয়ই ষ্টকহল্‌মের হাঁসপাতাল থেকে কিম্বা—

নোরার চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল:

—"বাবা!—"

*   *   *   *

—"হ্যাঁ—একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল।"

*   *   *   *

—"খাচ্ছে। ডেকে দেব?"

পাংশুমুখে হেলেনা উঠে গেল।

—"বাবা?"

*   *   *   *

—"অস্কার?"

*   *   *   *

—"কালমারে?"

*   *   *   *

—"নিশ্চয়ই।"

ওর মুখ আরও ফ্যাকাশে দেখায়:

"এখন কেমন আছ তুমি?"

*   *   *   *

"কিচ্ছু ব্যস্ত হোয়ো না বাবা—" ব'লে ম্যাণ্টেলপিসের উপরে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল: "এখন দশটা—বারটায় ট্রেণ বললে না?"

*　　*　　*　　*

"ঢের সময় আছে। আমি নোরাকে নিয়ে যাচ্ছি। কাল দুপুরের মধ্যেই দেখা হবে। কিচ্ছু ভেবো না বাবা, শুধু আজ ভালো ক'রে ঘুমতে চেষ্টা করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর অস্কারের জন্যে ভেবো না লক্ষ্মীটি! কেমন?"

*　　*　　*　　*

"হ্যাঁ হ্যাঁ জাহাজে ক'রেই ওকে নিয়ে আসব আমরা কালমারে—ভুল হবে না—ভেবো না।"

*　　*　　*　　*

"মলয়? এখানেই আছে, খাচ্ছে। কথা বলবে?"

মলয় উঠে গেল।

—"কে প্রফেসর?"

—"হ্যাঁ মলয়। আমার আজ বিকেল থেকে বড্ড মাথা ঘুরছে। অস্কারকে নিয়ে যেতে চাই কালমারে। তুমি যদি এ বিষয়ে একটু—অর্থাৎ যদি কষ্ট না হয়—"

—"এ-সময়েও লৌকিকতা, প্রফেসর?"

—"না না—আর করব না। শোনো—তাহ'লে আমি বলি কি—তুমিই যদি আসো এখানে তাহ'লে সব চেয়ে ভালো হয়।"

—"হেলেনারা?"

—"ওরা যাক কালমারে সোজা। তুমি আমি ও অস্কার জাহাজে ক'রে পৌঁছব সেখানে—ওরা সব গুছিয়ে রাখুক সেখানে—ষ্টকহল্‌ম থেকে একজন ডাক্তারকে ওরাই তলব করুক। কী বলো?"

—"খুব ভালো কথা প্রফেসর। হেলেনারও শরীর আজ একটু অসুস্থ, ওর ট্রেণে না যাওয়াই ভালো এতদূর।"

—"অসুস্থ ? কেন ?" প্রফেসরের কণ্ঠ কেঁপে ওঠে টেলিফোনেও।

হেলেনা মলয়ের দিকে চেয়ে নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলে : "শ্—শ্—"

মলয় গ্রাহ্যও করে না : "আপনাদের এক ছাত্র ক্রাসটফিনকে আজ হঠাৎ আর একটি ছেলে ছুরি মারে—আমাদেরই সাম্‌নে—ষ্টকহল্‌মের এক কাফেতে।"

—"সে কি ?"

মলয় সংক্ষেপে বলল সব, পরে.বলল : "তাই ও একটু আগেও ভারি অসুস্থ বোধ করছিল। আজই রাত্রে ট্রেণে এতটা পাড়ি দেওয়া ওর পক্ষে ভালো হবে না। তাই আপনি যদি অনুমতি দেন ওকে আমি রুখতে পারি।"

—"নিশ্চয় নিশ্চয়। ওকে বলবে ও কক্ষনো যেন না আসে। তুমি এলে ঢের ভালোও হবে—নোরার সঙ্গে কাল সকালে ও কালমার রওনা হবে ডাক্তার ডাক্তার এডগ্রেনকে নিয়ে। কেমন ?"

—"এ বেশ ব্যবস্থা প্রফেসর। আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি। যদি সুবিধা হয় তবে ষ্টকহল্‌ম থেকে এয়ারোপ্লেনেই রওনা হ'ব, তাহ'লে বোধ হয় রাত দুটো তিনটে নাগাদ পৌছব ক্রিসটিয়ানিয়াতে। নৈলে ট্রেণে—বোধ হয় কাল দুপুর নাগাদ পৌছব ওখানে।"

—"কী বলব তোমাকে মলয় ? এসময়ে তুমি না থাকলে—" বৃদ্ধের স্বর কেঁপে ওঠে আবার।

—"ওসব বলছেন কেন প্রফেসর ? আপনাদের কাছে যা পেয়েছি—"

—"কিছু না কিছু না—"

মলয়ের ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে :

"আপনাদের কাছে কিছু না—কিন্তু আমার কাছে—"

—"ছি ছি ও সব বলতে আছে ?"

—"খুব আছে—বিশেষ যখন আপনার এত কুণ্ঠা আমাকে আসতে বলতে। ভুলো যারা তাদের মনে করিয়ে দিতেই হয়—উপায় কী বলুন ?"

টেলিফোনে বৃদ্ধের মৃদু হাসির একটু রেশ এসে পৌছয় : "বহু ধন্যবাদ মলয়। শোনো—তাহ'লে আজই—"

—"হ্যাঁ—এক্ষুনি যাচ্ছি—নিশ্চিন্ত থাকুন প্রফেসর। খুব শান্তিতে ঘুমোন দেখি—সব ব্যবস্থাই করছি আমি।"

বৃদ্ধের স্বর গাঢ় শোনায় : "কী বলব তোমায় মলয়—যা উপকারটা করলে—"

—"আবার ?"

—"আচ্ছা আচ্ছা—তাহ'লে হেলেনাকে বোলো—আমার আবার একটু মাথা ঘুরে উঠল—চললাম শুতে। শুভরাত্রি।—রোসো, আমার এইমাত্র মাথা ঘুরে ওঠার কথাটা হেলেনাকে বোলো না কিন্তু।"

—"না না—শুভরাত্রি প্রফেসর।"

—"শুভরাত্রি।"

৪

অভাবনীয় বৈ কি! কে ভেবেছিল সকালে যে আজই রাত একটায় ও এয়ারোপ্লেনে চ'ড়ে ছুটবে?…

কানে ছিপি এঁটে দেখে ও নিচু পানে। শুভ্র রাত। এতক্ষণে অন্ধকার নেমেছে একটু। চাঁদের চাপা আলো করেছে তার ক্ষতিপূরণ। …কী সুন্দর!

হু—হু—

নিচে জলের ওপর গাছগুলো কেমন যেন জমাট ছায়ার মতন দেখায়। …চাঁদের আলো ম্লান রূপালি ঝিকিমিকি টানছে লক্ষ লহরীর 'পরে।… ওদের মনে তবু যেন দ্বিধা রয়েছে: ঢেউগুলি এখন দিনের আলোয়ই বেশি সাড়া দিচ্ছে, বা রাতের আলোয়, মানে চাঁদের আলোয়? এতক্ষণ গোধূলির আলো থাকে এ অন্য কোনো দেশে দেখে নি মলয়। তাই আরও নেশা জাগে। রাত ও দিনের ব্যবস্থা এদেশে বদলে গেছে। তাই রাত একটায়ও দিন। খানিক আগে আর একটু ঘোরালো ছিল…এরই মধ্যে ফের নবোদয়ের আভা। বারটার আগে ছিল অস্ত-আভা। একটা রাত পেরুতে না পেরুতে ঐ—নতুন সকাল!… অথচ দুয়ের মধ্যে কোনো স্পষ্ট তীক্ষ্ণ সীমারেখা নেই। কিন্তু অভ্যাসে কই এ উলটো আলোর দেশের কথা ওর তো মনেও হয় না আজকাল! আজ এয়ারোপ্লেনে চ'ড়ে মনে হ'ল ফের!…

হু—হু—হু—

হঠাৎ নামে এয়ারোপ্লেনটা এক দমকে।···কী যে দোলে। ওর মাথার মধ্যে কেমন যেন করতে থাকে।

*   *   *   *

আশেপাশে কয়েকটি সহযাত্রী মুখের কাছে ঠোঙা নিয়ে ব'সে। কুৎসিত দৃশ্য!···এবার মলয়েরও মাথা ঘুরতে থাকে। উঃ কী দুলছে এয়ারোপ্লেনটা!···কেন সে এল না ট্রেণে! ট্রেণ কত বেশি ভালো। এয়ারোপ্লেনকে যে মানুষ কী ক'রে ভালোবাসতে পারে! বন্ধ ক্যাবিন —সব জানালা আঁটা। কাণে ছিপি···নইলে যে শব্দ—!···উঃ...ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘর্—জঠরের অন্ত্রে লাগে তাদের ঘর্ঘরধ্বনির ঝাঁকুনি।···নিচের দৃশ্য অত সুন্দর···তবু তাকাবার জো আছে? উঃ মাথাটা কী ঘুরছে! এ-বাহনে কোন্ মূর্খ চাপে সখ ক'রে?

আকাশের সঙ্গে পাখি সই পাতিয়েছে···কিন্তু এয়ারোপ্লেনের সঙ্গে সন্ধি হ'ল কার?—কারুর নয়। মাটিকে সে করেছে বর্জন, অথচ আকাশের শান্তিতেও সে প্রতিষ্ঠা পায় নি আদৌ—করবে কী ক'রে? তার নীল শান্তিকে বিদ্ধ ক'রে? প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যন্ত্রের কী যে ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্বন্ধ! অথচ তবু এদের মোকাবিলা চাই-ই চাই। প্রকৃতি কত আপত্তিই করছে যে এ-সহবাসে। এ দুর্নীতি—অশ্লীল! বটেই তো। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যান্ত্রিকতার সম্বন্ধ কোনোদিনই কি হবে শ্লীল? পাখির সহজ পাখার সঙ্গে আকাশের নীল-মৌনের যে মঞ্জু মিলন, এই বিপুলকায় দানবীয় চাকা-ওয়ালা যন্ত্রটার সঙ্গে তার সে-মিতালি কী ক'রে প্রত্যাশা করবে মানুষ?

অথচ কোথাও না কোথাও যেন আছেই এ-সমস্যার সমাধান!··· প্রমাণ করতে পারে না ও···তবু মনে হয় ওর। মনে হয় ওর—মানুষ

আজ দুনিয়াভোর যন্ত্রকেই করেছে জপমালা, যদিও জপাৎ সিদ্ধিলাভ হ'লে কী হবে তা সে জানে না।···তবু না ক'রে পারে কই ? প্রতি জপে নানা শক্তির অভ্যুত্থান হয়···প্রফেসরও একদিন বলেছিলেন—তাই এত সংঘর্ষ দেশে দেশে ঘরে ঘরে। তাই মুক্তি চাইতে গিয়ে যন্ত্র সৃষ্টি ক'রে মানুষ আরও এক নতুন বাঁধন পরল যান্ত্রিকতার। যন্ত্র তন্ময়তার মধ্যে দিয়ে সে মুক্তির চাবি পায় নি, তাই কি যন্ত্র সাধনায় এত দুঃখ এত শুষ্কতা ? ওর মনে পড়ে নিজের কৈশোরের কথা···যখন ও এক মন্ত্র পায় ও জপ সুরু করে। মনে আছে সারা মন যেন অতিষ্ঠ হ'যে উঠত জপ করতে করতে··· শুষ্কতায় ভ'রে যায় সমস্ত সত্তাটা। তবু—কেন জানে না—জপে ওর বিশ্বাস ছিল—তাই করত। বড় দুঃখে শেষটায় ছেড়ে দিল এ-পথ· · অত তপস্যার ধাত তো ওর নয়। মনে হয় আজ হঠাৎ মানুষের যন্ত্রেরও সেই অবস্থা ব'লেই বুঝি সে গতির-মন্ত্র বহুগর্ভের মন্ত্র জপ করছে। এর ফলে হয়েছে নানা বিরুদ্ধ শক্তির অভ্যুত্থান—জগৎজোড়া অশান্তিতে মানুষ হয়ে উঠেছে অতিষ্ঠ···তবু জপ করতে সে ছাড়ে না। ক্রমে ফল ফলবে। তাছাড়া···কে জানে · সিদ্ধির পথে সাধনার কৃচ্ছ্র, তপস্যার কঠোরতা ক্লান্তি আনে ব'লেই হয়ত সিদ্ধির স্বপ্ন এত মোহময় ! ম্যাকার্থির কথা মনে পড়ে। মানুষ যে কারণেই হোক স্বতোবিরোধে ভরা—তাই দুঃখেই তার বিলাস, অশ্রুতে আনন্দ, কৃচ্ছ্রে মুক্তি। তাই কি ? যাকে চাই তাকে চাইবামাত্র পেলে চাওয়ার রোমান্স উবে যেত ব'লেই কি বাঞ্ছিতা ধরা দিয়েও দেন না ধরা ? তপস্যার কঠোরতার অনুপাতেই কি তাঁর বিভূতি দীপ্ততর হ'য়ে ওঠে ? কিম্বা অন্য সব মায়ার মতন এ-ও আর এক মায়া ? দুঃখ হয় ভাবতে কিন্তু তার পরেই মন বিদ্রোহ ক'রে ওঠে, বলে : এত বড় একটা গতিসিদ্ধ মায়া ব'লে মেনে নিই-ই বা কী

ক'রে? যন্ত্র সাধনায় গতিদীক্ষায় মানুষ বহু যন্ত্রণা সত্বেও যে আরো মেতেই উঠেছে এর পিছনেও কোনো একটা বড় সার্থকতা আছেই··· আছেই কোনো মহৎ প্রত্যয়ের অঙ্গীকার, নৈলে মানুষ এত দুঃখকে হাসিমুখে বরণ ক'রে নিতে পারত না কখনই।

হূ—হূ—হূ—

উঃ বড় কষ্ট তবুও। বিশেষ যখন দেহ বাদ সাধে। মনপ্রাণ যখন দেহকে চালায় তখন মানুষ তত দুঃখ পায় না—এমন কি এদের তাগিদে কৃচ্ছ্র সাধনেও আছে আনন্দ—হোক না সে যন্ত্রণাময় আনন্দ—তবু আনন্দ তো বটে। কিন্তু দেহ যখন মনপ্রাণকে পরাস্ত করে তখন কোথায় সান্ত্বনা? মানুষের সব দুঃখের সেরা দুঃখ আত্মসম্মান হারানো। জাতিচ্যুতি, কলঙ্ক, নির্যাতন সব সে সইতে পারে আত্মসম্মানের খাতিরে। কিন্তু সর্বেশ্বর হ'যেও আত্মসম্মান যে হারালো তার রইল কী? সেই তো লক্ষ্যভ্রষ্ট। দেহের কাছে মনপ্রাণের পরাভব—এরই নাম তো—"নিচুর-কাছে-উঁচুর হার মানা।" ব্যাধির চেয়ে অপমানকর কী আছে? তাই না মানুষ দেহকে দুঃখ দিয়ে চায় শোধ তুলতে—দেহ তাকে করতে চায় সহজ পথের পথিক···তাই না সে রুখে ওঠে। আত্মসম্মান হারাতে প্রলুব্ধ করে মানুষকে কে? এই মাটির দেহ। যুগান্তরের অন্ধকার বন্ধন ক্লেদ গ্লানি সবই এই দেহের মধ্যেই করেছে তাদের দুর্গ রচনা। মনে পড়ে প্রফেসরের কথা। অত বড় সংযমী ঋষিতুল্য মানুষ··তবু একটু মাথাঘোরার দরুণ তাঁর ডাকতে হ'ল তো অপরকে। সব প্ল্যান গেল তো ভেস্তে। বলা বৃথা যে দেহ মায়া! এত বড় সত্য আর কী আছে জগতে শুনি? সব স্বপ্নকে যে চক্ষের নিমেষে খারিজ ক'রে দেয়—তাকে মানব না বললেই বা সে শুনবে কেন? মানুষ যতই স্বপ্নবিলাসী হোক না

কেন এ-কথা সে জানে যে দেহের গর্ব খর্ব করতে না পারলে কোনোরকম নির্ভরযোগ্য মুক্তির আশা দুরাশা। তাই তো দেহকে ছাপিয়ে উঠতে চেয়েছে বিশ্বভৌম মানুষের প্রাণ মন অন্তর—যুগে যুগে, দুশ্চর তপস্যায়।

অথচ এ দুরূহ সাধনায় আবহমানকাল সে সিদ্ধিমন্ত্র খুঁজেও পাওয়ার একটুও কাছে এসেছে কি ? রোগ অনেক দূর করেছে সত্য···তবু দেহের জড়তা-তমসার যে-চিরন্তন সমস্যা তার সমাধান হ'ল কই ? বহু চেষ্টায়, বহু কৌশলে সে দেহের দাবিকে মিটিয়েছে বটে খানিকটা···কিন্তু তা-ও তো বেশিদিনের জন্যে নয়। কোনো সত্য নিষ্পত্তি তো মেলেনি দেহ বনাম আত্মা বিতণ্ডার ! বড় জোর হয়েছে নিচের সঙ্গে উপরের একটু রফা—ক্ষণিক সন্ধি। আকাশ তার প্রতিবিম্ব ফেলেছে নীল জলে··· কিন্তু তাকে তো ধরা-দেওয়া বলে না। এ-প্রতিবিম্বের মাদকতায়ই সিন্ধু নীলে নীল—সত্য—কিন্তু তবু এ কি আসলে নিজেকে ঠকানো নয় ? প্রতিভাস তো আর ভাস নয়। তাই না থেকে থেকে ওঠে অব্ধিবুকে তুফানের দীর্ঘশ্বাস, ঝড়ের কান্না, আঁধারের অভিমান, তরঙ্গের অশ্রুচ্ছ্বাস। তবু এই কি···তার নীলিমাদীক্ষার দক্ষিণা, জীবনযজ্ঞের হবি, দিগ্বিজয়ের রক্ত-মেধ ? কোনো মহান ভাস্বর শাশ্বত কৈবল্য কি মিলবে না কোনোদিনও একদিকে এ-মাটির দেহের অত্যাচার থেকে—অন্যদিকে আশঙ্কা থেকে ? একদিকে বিদ্রোহ অন্যদিকে দাসত্ব থেকে ? আত্মা চিরদিনই জোগাবে দেহের শুল্ক ?

হু—হু—হু—

কী কষ্ট ! সব স্বপ্ন সব নীলাশা সব সাধনা মনে হয় মরীচিকা···

শুধু এই মাটির দেহের জন্যে !···সে আজ শত্রু ব'লে। সত্যিই কি সে মস্ত স্বপ্নের শত্রু ? উঃ—!

যন্ত্রণার মধ্যে সে অবসন্ন মতন হ'য়ে আসে···রোগের কষ্ট এর চেয়ে ভালো···কেন না রোগে দেহের চেতনাশক্তিও খানিকটা স্তিমিত হ'য়ে আসে···কিন্তু সুস্থ সবল দেহের এ-যন্ত্রণা পূর্ণ চেতনায়···

হূ—হূ—হূ

হূ—হূ—হূ

মলয় তার বহুদিনের হারানো সেই মন্ত্র-জপ করে···আশায় নয়—হতাশায়।···

* * * *

হঠাৎ যেন দেখে একটা ছবির মতন। খোলা চোখে: আশে পাশে আকাশ···নিচে আকাশ উপরে আকাশ···কিন্তু পার্থিব আকাশ তো নয়! মনে হয় যেন পার্থিব আকাশ এরই প্রতিচ্ছায়া···এক স্থূলতর চেতনার পটে।···

নিজের চেতনায় ঘোর লেগেছে সত্য···কিন্তু যে-আলেখ্য ওর তৃতীয় নেত্রের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে সে একটুও ঝাপসা নয়।···বরং সব কিছুকেই দেখতে পায় সে আরও উজ্জ্বল রঙে···এক নতুন দীপ্তি যেন স্পন্দমান এ-আকাশের নীলে।

নিজের দেহ নেই তার। দেহের জায়গা জুড়েছে—(কী বলবে সে? বলা যায় না!)—এক তীব্র আনন্দঘন চেতনা···সাক্ষী চেতনা কোন্ এক উদ্ভাসিত সত্তার। সে-সত্তা শুধু ঐ স্ফটিক নীল আকাশকেই দেখছে না, দেখছে নিজেকেও···দেখছে বললেও ভুল হবে···নিজেকে যেন অনুভব করছে ···আর কী গভীর আনন্দ সে-অনুভবে! কী এক চিন্ময় চেতনা থেকে যেন উচ্ছলিত রসধারা বর্ণস্রোত ব'য়ে চলেছে ঐ আকাশে। শূন্য আকাশ···

নির্মল আকাশ · নেই তারা, নেই মেঘ, নেই চাঁদ, নেই সূর্য তবু যেন স্বয়ংদীপ্ত স্বয়ংস্বচ্ছ।···প্রতি অণু···অণু বলাও ভুল হবে···কিন্তু কী বলবে একে ?—এ-আকাশের ব্যাপ্তি-সত্তায় যেন অবলীন হ'য়ে রয়েছে একটা স্নিগ্ধ সমাহিতি শান্তি। সে-শান্তির সঙ্গে তার চেতন সত্তার চলেছে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহমিলন। চলেছে এক অদৃশ্য তরঙ্গ এ আকাশ-সমুদ্রে··· ধীরে ধীরে···অতি ধীরে তার চেতনসত্তায় রূপপরিগ্রহ করল···কী বলবে...একটা শুভ্র কণিকাকেন্দ্র।···সে-কেন্দ্র থেকে নানা ছটা বিকীর্ণ হয়···সেই কীর্ণ রশ্মিগুলির প্রতিটির ঢেউয়ে এক একটি অনুরূপ কণিকা ভেসে চলে···ক্রমে তাদের প্রতিটি হয় একটি মণি।

তার চেতনসত্তারও সঙ্গে সঙ্গে হয় রূপান্তর···কণিকাটি আরও বিস্ফারিত হয়···ধীরে ধীরে একটি অবয়ব গ'ড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ভাসমান মণিগুলি হয় এক একটি জগৎ···স্ফুলিঙ্গময় জগৎ।···

আকাশ নীল রং থেকে হয় একবার ইন্দ্রনীল···পরে পীত লোহিত স্বর্ণ পাটল···আরও কত অনামা রং ফলে·· আর ঐ ঐ—ক্রমে প্রতি রঙের স্রোতে জাগে বিদ্যুৎ · তারা যেন ভেসে এসে লাগে ঐ মণিময় স্ফুলিঙ্গগুলির গায়ে।

সঙ্গে সঙ্গে তারা ফিবে আসে···বেষ্টন করে ওর চেতন-সত্তাকে···

আরও নানা স্রোতের খেলা লীলায়িত হ'য়ে ওঠে মন্থর গতি থেকে বিদ্যুৎ গতিতে···চোখ-ধাঁধানো গতিতে···অথচ আশ্চর্য এই সে দুঃসহ গতিও সওয়া বায়···আনন্দ দেয়···

ক্রমে ঐ নিরবয়ব আকাশে জাগে অগণ্য অবয়ব·· স্ফুলিঙ্গ-দিয়ে-গড়া মণি-দিয়ে-লালিত। ক্রমে তারাও যোগসূত্র রচে ওর চেতন-অবয়ব-সত্তার সাথে।···ও অনুভব করে ওর নিজের দেহ ওর বিশেষ ক'রে

নিজের নয় যেন···বাইরের প্রতি দেহও তেম্‌নিই ওর নিজস্ব। অনুভব অতি বিচিত্র···কিন্তু অতি প্রত্যক্ষ···যদিও নিজের চেতন-সত্তা যে-ই একে ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে যায় সে-ই এ হ'য়ে যায় ঝাপসা অবাস্তব।···

আনন্দ আরও গভীর আরও স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে···এই মণি-স্ফুলিঙ্গ-ময় বহু-অবয়বের সাথে যতই তার যোগ হয় ততই সে পায় তাদের বিদ্যুৎ গতির হিল্লোল···জড়তা কোথায় আজ? প্রতি অবয়বে মুক্তির ছোঁওয়া রঙিয়ে উঠল যে···!···আহা—ভাষায় এর কতটুকু বর্ণন হয়?

হঠাৎ···মিলিয়ে যায় এ-দৃশ্য···চোখ চায়...! ঐ তো পাশের সহযাত্রী সহযাত্রিণীরা মুহ্যমান···কেউ কাৎরাচ্ছে কেউ গোঙাচ্ছে···কেউ বমন করছে···

হু—হু—হু

উঃ কী যন্ত্রণা সর্বাঙ্গে···মাথায়···বুকে···

কণ্টক

উৎসর্গ

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় ও শ্রীমতী পুষ্প

তোদের যুগলরূপে যতই দেখি মনটা অবাক্ হয় ঃ
সেই শচীন-ভ্রমর পুষ্পে দুলে দুলকে ভুলে রয় !

নববর্ষ, ১৯৩৮

১

ক্রিসটিয়ানিয়ার বিখ্যাত বটানিকাল গার্ডেনের কাছে ওলাফ হোটেলে মলয় যখন পৌছল তখন ভোর পাঁচটা। এয়ারোপ্লেনে শেষের দিকটা অত দুলেছিল কারণ ঝড় উঠেছিল। তাই দুঘণ্টা দেরি হ'ল পৌছতে। হোটেলে পৌছিয়েই বিছানা : কিন্তু সেখানেও মনে হয় যেন খাটটা দুলছে—আর সেই বিশ্রী হু—হু—হু শ্বসিত হ'য়ে ওঠে পঞ্জরের মধ্যে। উঃ, কেমন করে—ভাবতেও। মলয় প্রতিজ্ঞা করল—এয়ারোপ্লেন না চড়লে তার অদৃষ্টে এমন কি দেশোদ্ধার করার অক্ষয় কীর্তিও যদি লাভ না হয় তাহ'লেও সে অম্লানবদনে বলবে: "রইল তবে দেশোদ্ধার: তোমার পতাকা তারে দাও যার বহিবার আছে শকতি—বন্দে মাতরম্!"

এক ঘুম দিয়ে যখন উঠল তখন বেলা সাড়ে সাত। একটু ভালো মনে হচ্ছে—তবে এখনো দুর্বল লাগছে। তবু তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে যথাযথ চা-যোগ সেরে নিয়ে বেরুল। প্রফেসরের ঘর সাম্‌নেই—করিডোরের ওদিকেই। ভ্যালেটকে বলা ছিল আটটায় মলয়কে আনতে তাঁর ঘরে।

২

—"এসো এসো মলয়—কী যে বলব"—

প্রফেসর ওর দুহাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সোফার পাশেই বসালেন, "তুমি এত কষ্ট ক'রে—"

—"ফের ঐ সব ?"

—"না না তবু—"

—"তবু-টবু রাখুন। কেমন আছেন এখন ?"

—"এখন ভালো—তবে—কাল হঠাৎ সর্দিগর্মির মতন হয়—কিন্তু আসলে সন্ন্যাসেরই অগ্রদূত—"

—"কী যে বলেন—"

—"তোমাদের বলি নি—এমন কি হেলেনাকেও না—সে আমার জন্যে বড় ভাবে ব'লে—আমার রক্তের চাপ একটু বেশি হয়েছে···আমার জীবনের..." ব'লে কুণ্ঠিত হ'য়ে প্রফেসর থেমে গেলেন।

—"হেলেনা সব বলেছে আমাকে।"

—"জানি—ও বলেছিল, বলবে। আমি অমত করি নি—তবে আমার পক্ষে বলতে কেন বাধত—বুঝতেই তো পারো—"

—"পারি প্রফেসর, কেন সঙ্কুচিত হচ্ছেন ? তাছাড়া আমাকে বলবেনই বা কেন বলুন ?—"

—"না মলয়, বলা উচিত ছিল—কারণ হেলেনাকে তুমি—" বৃদ্ধ থেমে গেলেন।

—"হেলেনা কি—" মলয় কুণ্ঠায় কথাটা শেষ করতে পারে না।

—"তুমি রওনা হবার পর বারটার সময় আমাকে টেলিফোন করেছিল—সবই শুনেছি। তোমরা যেন সুখী হও—এ ছাড়া কী আর বলতে পারি?—ও বড় দুঃখ পেয়েছে আজীবন—বুঝতেই তো পারো।"

—"পারি।"

—"নিজের কথা ও ভাবে না মলয়, নিজের দুঃখ বেদনার কথাও বলে না সহজে। তাই ওর ছোট্ট বুকে ব্যথার ভারও বেশি হ'য়ে বাজে।"

মলয় মুখ নিচু ক'রে থাকে। হঠাৎ মন কেমন করে।

—"ও আমার মেয়ে ব'লে বলছি না মলয়—ও ঠিক এ জগতের জন্যে তৈরি নয়। তাই ওর বিবাহ দিতে আমার ভয় হয়।·· তাই—অর্থাৎ ওকে হয়ত আমি একটু নষ্টই করেছি আমার পক্ষপুটে বেশি আগ্‌লে রেখে রেখে। কিন্তু—" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর একটু ধ'রে আসে—"আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—"

—"কী যে সুর ধরেছেন!"

—"না মলয়, আমি জানি। অস্কারকে দেখে অবধি আমার একথা কেন জানি না আরও বেশি মনে হচ্ছে। ওরও রক্তের চাপ খুব বেশি।"

—"ও কেমন আছে এখন?"

—"একটু ভালো। তবে বুঝতেই তো পারো—ওর নানান ব্যাধি—"

মলয় মুখ নিচু ক'রে বলে: "শুনেছি প্রফেসর।" সাংসারিক আলোচনা বোধ হয় এই প্রথম শুনল সে ওঁর মুখে। মুখ চোখ তাঁর ফ্যাকাশে···কণ্ঠস্বরে একটা নতুন আবেগ কাঁপছে···এ যেন একটা অন্য মানুষ!···ভাবে মলয় আশ্চর্য হ'য়ে।

—"আমার এ-টোন একটু নতুন লাগছে, না ?" প্রফেসর হাসলেন —এই প্রথম।

—"অনেকদিন বাদে অস্কারের সঙ্গে দেখা এ-ভাবে—মনটাকে একটু নাড়া যদি দিয়েই থাকে—"

—"নাড়াটা একটু নয় মলয় !" ওঁর কণ্ঠ এত ম্লান শোনায়—

—"আমার কেবলই মনে হয়েছে এ কয়দিনে আমি যেন বদ্‌লে—ঠিক বদ্‌লে না হোক—একটা নতুন স্রোত···কী ক'রে বোঝাব—"

—"বোঝাবার জন্তে অত ব্যস্ত না-ই বা হলেন প্রফেসর—" মলয় বলে স্নিগ্ধ কণ্ঠে—"এসব ব্যাপারের কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই মানি —তবু একটু কল্পনা হয়ত আছে।"

—"এ-ধরণের বিপর্যয় কল্পনায় কতটুকু বোঝা যায় মলয় ?...এ যে একটা কত বড় ওলট-পালট—নানান্ ভূমিকম্প যেন চাপা থাকে মনের হাজারো নিষেধের তলে—শেষটায় যখন একটু একটু ক'রে এ-বাঁধের বাঁধুনি আসে শিথিল হয়ে তখন সে রুদ্ধ কাঁপন ওঠে মাথাচাড়া দিয়ে, অমনি দেখা যায় সংযমের সাধনাকে যত বড় ব'লে আমরা মনে করি সে তত বড় নয়।"

—"নয় ?"

—"না মলয়। সংযমের দাম খুবই বেশি। আমার জীবন বরাবরই ছিল অতি-সংযমী, জানোই তো। কিন্তু প্রাণশক্তি যার এত বেশি তার জীবনে অতিসংযম নিছক···কী বলব···অমৃতই নয়—বিষের স্বাদও এনে দেয় যে।"

মলয় চুপ ক'রে থাকে···সত্যিই একটা নতুন দিক যেন ফুটে ওঠে প্রফেসরের স্বভাবের।

—"কিন্তু কী যে বকছি—খেয়েছ তুমি ?"

—"হ্যাঁ ধন্যবাদ, ব্যস্ত হবেন না। বলুন না যা বলছিলেন।"

প্রফেসর শান্তকণ্ঠে বললেন: "কী বলব মলয়? কতটুকুই বা বলা যায় বলো? তবে তোমাকে ব'লে মনের ভার একটু লাঘব হচ্ছে কি না—"

—"অত সাফাইয়ের দরকার কী বলুন তো? আপনি কি জানেন না আমি—আপনার কাছে…" একটু থেমে: "কত স্নেহ কত যত্ন যে পেয়েছি…"

—"না না মলয়, আমার কাছে যত্নের বিন্দুবিসর্গও পাওনি—শুনেছ শুধুই কথা। সত্যি যদি কিছু পেয়ে থাকো তো সে হেলেনার কাছে, নোরার কাছে।"

—"কথা মানে বুঝি শূন্যবাদ ?" মলয় হেসে ওঠে।

—"তা-ই মলয়, তা-ই। যখন সত্যিকার কোনো বিপ্লব হঠাৎ জীবনে ঘটে তখনই এটা আমরা বুঝতে পারি।"

—"বিপ্লব ?"

—"বিপ্লব ছাড়া কী বলব? হঠাৎ যেন আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমরা—দার্শনিকরা—বড় বেশি কথার ভক্ত হ'য়ে উঠি আইডিয়ার অজুহাতে।"

—"কী বলতে চাইছেন ঠিক ?"

—"কী জানো? বোঝানোও শক্ত, কারণ এসব অনুভূতির বীজ আমার মনে ছিল বহুদিন বটে · তবু তারা অঙ্কুরিত হয়েছে সবে এই কয়দিনে। তাই তাদের স্বরূপটি ঠিক যে কী দেখানো কঠিন।"

—"তবু ?"

—"আমার মনে হচ্ছিল এ-ক'দিন," প্রফেসর বলেন থেমে থেমে, চিন্তাবিষ্ট সুরে, "যে, য়ুরোপে আমরা আইডিয়াকে যত বড় মনে করি সে আসলে তত বড় নয়। মনে হচ্ছিল: সত্যকে মন দিয়ে ছোঁওয়া ও অন্তর দিয়ে পাওয়া এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ আছে। আমরা মুখে বলি আমরা আইডিয়ার রসেই রসিয়ে রেখেছি আমাদের চেতনাকে। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। আইডিয়া আমাদের মনের সদরেই আসর জমায়—অন্দর-মহলে তাকে আনা দায়। কারণ—"

—"কারণ?"

—"কারণ···কী ক'রে বলি কথাটা···কারণ···হয়ত আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরের মাটি বাইরের মনের জমির মতন নয়...অর্থাৎ এ-মাটিতে ফসল ফলে আইডিয়ার চাষে নয়—চাই আরও গভীর কোনো কর্ষণ···আরো অন্তরঙ্গ কোনো আলো।···অর্থাৎ—মানে···কথা খুঁজে পাই না যে মলয় ···কী ক'রে বলব যা বলতে চাই?"

মলয় অবাক হ'য়ে তাকায় ওঁর মুখের পানে। এ-সুর কখনো শোনে নি ও তাঁর কণ্ঠে, বলল হেসে: "আপনি কথা খুঁজে পান না?" আপনি-র 'পরে ইচ্ছা ক'রেই খুব জোর দিল।

বৃদ্ধ গম্ভীর সুরে বলেন: "না—কেন না বরাবর কথার বেসাতিই ক'রে এসেছি আমরা অথচ ভেবেছি এই-ই তো জ্ঞানের চূড়ান্ত। তাই ভুলে থেকেছি, থাকতে পেরেছি, যে, মনপ্রাণের রাজ্যে কথা সর্বেসর্বা হ'লেও এমন রাজ্য আছে যে তার বশ্যতা মানতেই পারে না।"

কী বলবে মলয়?

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "পারে না···কারণ · কারণ·· চেতনার নানা স্তর আছে···প্রতি স্তর সাড় দেয় আলাদা আলাদা স্পন্দনে। তাই তো

যখন একটা স্তর ছেড়ে আর একটা স্তরে উঠতে চাই—পারি না। কারণ নিচের স্তরে যে ধরণের সাড়া মেলে, উপরের স্তরে সে-ধরণের সাড়া মিলতে পারে না। তাই না আসে শূন্যতা অবিশ্বাস পরাভবের গ্লানি।"

—"কিন্তু উপরের স্তরের সাড়া যদি সত্য হয় তবে নিম্ন-চেতনায় সে সক্রিয় হ'তে পারবে না কেন?"

—"সাড়া সত্য হলে হবে কি—চেতনার তো বদল হয় নি? হাওয়া জলেও আছে ডাঙায়ও আছে। মাছ জলের হাওয়ায় বাঁচে ডাঙার হাওয়ায় মরে। কেন? কারণ ডাঙার হাওয়ায় সাড়া দিতে শেখেনি তার দেহযন্ত্র। ঠিক্ তেম্‌নি মানুষের বেলায়ও। অন্তত এ ক'দিন আমার তাই মনে হয়েছে···কেবলই।"

মলয় মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল: "কিন্তু হঠাৎ এ-ধরণের কথা কেন মনে হচ্ছে আপনার?"

—"হঠাৎ কিছুই হয়না মলয়—"বৃদ্ধ হাসেন সেই বিষণ্ণ হাসি—"ভূমিকম্পের আগের মুহূর্তেও প্রাসাদ দাঁড়িয়ে থাকার স্পর্ধা করে—কিন্তু তার তলায় কাঁপন মুখিয়ে থাকে তাকে ধূলিসাৎ করতে গোপনে···অতি সঙ্গোপনে···ঠিক তেম্‌নি হয় আমাদের প্রতি অন্তর্বিপ্লবের ক্ষেত্রেও। এক একটা ধারণা নিয়ে আমরা চলি গর্বভরে···একরকম সুখেই বৈ কি ·· কিন্তু অন্তরের অতলে কেবলই জ'মে ওঠে বিদ্রোহ, তাপ, অশান্তি। তবু আমরা কান পাতি না···অতলে ডুবতে চেষ্টা করি না·· তাই শেষটায় গুহালীন সত্যকে আত্মপ্রকাশ করতে হয় ভূমিকম্পের মধ্যে দিয়ে।··· যদি···"ব'লে একটু থেমে বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, "যদি শিখতাম চাইতে জানতে খুঁজতে তবে হয়ত এত বাজত না মায়াকে মায়া ব'লে চিনতে!"

—"মায়া?"

—"হ্যাঁ মলয়। আমি…শুনবে ?"

—"বলুন না প্রফেসর। জানেনই তো আমি কত চাই শুনতে জানতে শিখতে। তাছাড়া আপনার মতন প্রবীণ গভীর মনের নিবিড় অভিজ্ঞতা শোনা তো শুধু শিক্ষা নয়—দীক্ষাও যে।"

—"মলয়!"—প্রফেসরের কণ্ঠে ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ কোমলতা—"জানো, তোমাকে সত্যিই ভালোবেসেছিলাম এই জন্যেই—আর—প্রথম থেকেই। জীবনে সন্ধানী লোকের দেখা বড় বেশি মেলে না। মানে, যারা জানার জন্যে দাম দিতে রাজি—যারা শ্বাসরোধের ভয় তুচ্ছ ক'রেও চায় ডুব দিতে। এ-সন্ধিৎসা আমারও ছিল, কিন্তু আমি তাকে হারিয়েছি য়ুরোপের ঐকান্তিক বুদ্ধিচর্চার মোহে।"

—"মোহ!"

—"মোহ বৈ কি! য়ুরোপের দর্শন তো আলো নয়—সে যে আলেয়া। জীবন থেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন এই আইডিয়ার অন্তরীক্ষে সে প্রতিষ্ঠা করতে চায় আপনার উড়ো কথার ছায়ামন্দির। তাই তো তোমাদের সাধনার আভাষ পেয়েও সে-পথে আমি যেতে চাই নি, জীবন দিয়ে সত্যদীক্ষার দক্ষিণা দিতে না চেয়ে ছুটেছি কথার কাচকে উপলব্ধির কাঞ্চন ব'লে পুঁজি করতে—আর বুদ্ধির ভোজবাজি দিয়ে এ নয়কে হয় করতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তাই তো আলো-উন্মুখ বাতায়ন গেছে বুজে—সত্য জ্ঞান নামবে কোন্ পথে বলো? আবাহন বিনা অবতরণ হয় কখনো?"

"এসব," বৃদ্ধ ব'লে চললেন, "আমার এ দুদিনের আবিষ্কার নয় মলয়!—নানা পুণ্য মুহূর্তে মাহেন্দ্রলগ্নে পেয়েছি আভাষ এসব ভাবের, এসব অনুভবের অগ্রদোত্যে অন্তরও নানা ভাবেই সাড়া দিতে চেয়েছে…কিন্তু

বুদ্ধির অহমিকার যে অক্ষমতা তারও আছে একটা মায়াশক্তি। আলো দিতে পারে না সে, কিন্তু আলোর পথকে রুদ্ধ করতে পারে বৈ কি।" ব'লে ওর দিকে চেয়ে বললেন, "একথা কেন বলছি শুনবে?"

মলয় সাগ্রহে বলে : "শুনব না?"

বৃদ্ধ খানিক চুপ ক'রে রইলেন। মলয়ও। একদিনে যে কারুর এতটা বদল হ'তে পারে এ সে ভাবতেও পারত না।

৩

প্রফেসর মুখ তুলে হঠাৎ মলয়ের দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত ক'রে বললেন : তুমি শুনে থাকবে হেলেনার মাকে আমি কত ভালোবাসতাম—"

—"শুনেছি।"

—"কিন্তু"—ব'লে ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে—"হয়ত হেলেনা তোমাকে যা বলেছে পূরো সত্য নয়।"

মলয় শুধু তাকিয়ে রইল ওঁর মুখের পানে।

প্রফেসর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন : "এক কথায় বোঝানো কঠিন ব'লেই বিপন্ন বোধ করি মলয় এসব কথা বলতে।"

মলয় সঙ্কোচ বোধ করে : "তবে না-ই বা বললেন—"

—"না—এমন কিছু গোপন কথা নয়। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, হেলেনা ভাবে আমি তার মাকে খুব ভালোবাসতাম। আমি ভাবি—বাস্‌তাম কি?"

—"সে কি!"

—"তাকে আমি যদি ভালোবেসে থাকি তবে তাকে জানতে চাইনি কেন, বুঝতে চাই নি কেন তেমন ক'রে? নিজের মনের মতন ক'রে গ'ড়ে নিতে চেয়েছিলাম কেন বরাবর?...হয়ত...সেই জন্যেই তাকে পাই নি—অত চেয়েও।"

মলয় উত্তর দেবার কথা খুঁজে পায় না।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "গেটে বলতেন কাউকে যদি জানতে চাও তুমি তার কাছে যাও, তাকে কাছে আসতে বোলো না। গভীর কথা। কারণ যাকে নিতে চাই: তাকে তার স্বরূপেই চিনতে হবে, নৈলে নিজের মন-গড়া রঙের ঘেরাটোপে ঘিরে তাকে অষ্টপ্রহর প্রদক্ষিণ করলেও সে থেকে যাবে সেই সব তারার মতন অচেনা যাদের আলো আজও পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি।

"আমি এল্‌মার প্রাণশক্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলাম সত্য, কিন্তু চেয়েছিলাম—সে-প্রাণশক্তির বিকাশ হোক আমারই অনুমোদিত পথে। চেয়েছিলাম সে হোক আমার শিষ্যা, নিক আমার বুদ্ধির কাছেই সত্যদীক্ষা। ভাবো—যে সত্যকে চেনে না সে হ'তে চায় সত্যের দিশারি! তোমাদের উপনিষদে কালও পড়ছিলাম—অন্ধ যেমন অন্ধকে পথ দেখায়।"

প্রফেসর ব'লে চললেন:

"য়ুরোপে আমরা—দার্শনিকরা—এম্‌নিই অন্ধ। কথার বাণিজ্য করি—পাই প্রশংসার রাজকর—অম্‌নি ভাবি আমরাই তো বিশ্বপতি—বুদ্ধিগড়া তাসের প্রাসাদে রাজত্ব করতে চায় অচল অটল মানী মানুষ।

"তাই হয়ত এলমার সঙ্গে বাধত আমার নিত্য সংঘাত। তাকে আমি এলমা ভাবে তো চাই নি: চেয়েছিলাম এরিক-শিষ্যা ভাবে। মানুষ যেখানে সত্যি ভালোবাসে সেখানে সে প্রেমাস্পদের সত্তাকে নিজের মনের মতন ক'রে গ'ড়ে নিতে চায় না: চায়—তার আত্মবিকাশ হোক তারই নিজের পথে। যখন দম্পতির মধ্যে পরস্পরের ব্যক্তিস্বরূপের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা সজাগ থাকে কেবল তখনই পার্থক্যের

মধ্যে দিয়ে প্রকৃত মিলনের স্বাদ মেলে। কেবল তখনই আমরা পরস্পরের স্বরূপটিকে জানতে পারি—তা থেকে লাভ করতে শিখি। আর এ-ই হ'ল প্রেম।

"এ আমি আভাষে জানতাম। জানতাম যে শ্রদ্ধাই প্রেমের ভিত্তি। কিন্তু ঐ যে বললাম—এসবই জানতাম কথার পথে—উপলব্ধির অঙ্গীকারে নয়। তাই এ-সত্যের স্বীকারে আমার তত্ত্ব লাভ হয় নি, হয়েছিল বড় জোর তথ্য-পরিচয়।

"অস্কার হওয়ার পরেও ভাঙেনি আমার ভুল। তাই অস্কারকেও আমি অব্যাহতি দেই নি। নিজের বৈদগ্ধ্যের অহমিকায়, জ্ঞানের দর্পে, বুদ্ধির আত্মপ্রসাদে চেয়েছিলাম সে-ও চলুক আমারি উপলব্ধির জের টেনে, আমারি বুদ্ধি দিয়ে গড়া সৌধের স্তম্ভ হ'য়ে আমার কীর্তি করুক ঘোষণা। কিন্তু সে ছিল অনেকটা এল্‌মার সগোত্র : কাজে কাজেই গৃহে পাতা হ'ল দুই রণশিবির—যেখানে চলতে লাগল··· নিরন্তর ঘাত প্রতিঘাত।"

প্রফেসর বলতে লাগলেন : "বিধাতার করুণায় হঠাৎ প্রেম দিল দেখা। ভাবনাচিন্তার পথে নয়—এম্‌নিই নির্ভাবনার আবির্ভাবে। হেলেনা নিল তাঁর আশীর্বাদের রূপ। দুর্বহ জীবন হ'ল সুসহ। নিরানন্দেও আনল আনন্দের বার্তা। বন্ধ্যা হৃদয়ে জাগল পল্লব ফুল ফল রস।

"কিন্তু তবু ওকেও আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দিই নি। জোর করা সত্ত্বেও এ-পারিবারিক যুদ্ধে ও যে আমার দিকে এ-চিন্তায় সে যে কী সুখ! কেবলই মনে হ'ত—ও আমার দিকে তো আমার কোনো শিক্ষাদীক্ষায় নয়—-রয়েছে স্বেচ্ছায়। স্নেহের ভাবেই না ও আমাকে করেছে আত্মদান —সর্বান্তঃকরণে। কোথাও ফাঁক ছিল না ওর শিশুমনের নির্মল

ভালোবাসার শিশিরস্নাত অর্ঘে। ও এসেছিল আমার চোখের আলো, শ্রুতির সঙ্গীত, বুকের হাওয়া হ'য়ে। কিন্তু তবু এ-থেকেও জাগল দাবি। আমি ভাবলাম—ও আমার। জীবন্ত মানুষকে মানুষ কত সহজে মনে করে তৈজসের সামিল!

"কিন্তু তবু মোটের উপর ওকে আমি ওর স্বভাবের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করি নি। বলেছি বিধাতার করুণায় ওকে আমি ভালোবাসতে পেরেছিলাম। তাই সব জড়িয়ে চেয়েছিলাম ওরই মঙ্গল। কখনো ওকে বারণ করিনি কারুর সঙ্গে মিশতে, না লোকনিন্দার ভয়ে, না সামাজিক দাবিদাওয়ার খাতিরে। আমার স্নেহই আমাকে চিনতে শিখিয়েছিল তার সহজ প্রবাহের পথ।

"এ থেকে একটা সত্যের আভাষ পাই যে উপলব্ধির দীক্ষা ও কথার শিক্ষা এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ আশমান জমীন্। ওর স্নেহ আমার কাছে ছিল অন্তরের সত্য—উপলব্ধ—তেম্‌নি সহজে-পাওয়া যেমন সহজে গাছ পায় সূর্যকে, নীলাম্বু—নীলাম্বরকে। এর তুলনায় বুদ্ধির নানা প্ররোচনাকে বলা যেতে পারে 'শিক্ষা'। তারা বোঝাত—এই এই পথে চালাও এল্‌মাকে, অস্কারকে। তাই আলো ভ্রমে বরণ করেছিলাম মরীচিকাকে, সত্য ভ্রমে—অহমিকার প্ররোচনাকে।"

মলয় বলল: "কিন্তু এ সন্দেহ কি আপনার তখন হয় নি একেবারেই?"

বৃদ্ধ চিন্তিত স্বরে বললেন: "একেবারেই হয় নি বলতে পারি না। সময়ে সময়ে আভাষ পেতাম ভুল হচ্ছে। কিন্তু সে সব সময়ে আলোর বাণীর জন্যে কান না পেতে নির্দেশ চাইতাম নিপুণ যুক্তিতর্কের: বুঝেও যেন বুঝতে চাইতাম না যে, কোনো বাসনা যখন প্রবল হয় তখন বুদ্ধি

না ডাকতেই হাজিরি দেয়—তাকে হাজারো যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে, প্রশংসনীয় প্রতিপন্ন করতে।"

—"তার পর ?"

—"তার পর এল—যা আসবার—ভূমিকম্প। তখন বুঝলাম বটে—কিন্তু বড় বেশি বিলম্বে।" একটু থেমে ম্লান কণ্ঠে বলতে লাগলেন : "অবশ্য দোষটা একা আমারই ছিল না। এল্‌মাও ঠিক এই ভুলই করেছিল—আমাকে সে-ও চাইত তারি মনের মতন রঙে ঢঙে। তাই নিরন্তরই চলত একটা শ্রীহীন হানাহানি—তাতে চমক থাকলেও তৃপ্তি থাকত না।"

"সইতেন কী ক'রে ?"

—"প্রাণ ভালোবাসে যে এসব ওঠাপড়া হাহুতাশ নটভঙ্গিমা। দুঃখ তো তার কাছে নিছক বিষ নয়। দুঃখে সে দুঃখ পায় না বলি না—কিন্তু দুঃখের মধ্যে যে গতির প্রেরণা আছে তাতে ক্ষতিপূরণের চেয়ে সে ঢের বেশি পায়, পায় রস। তাই নানা ছদ্মবেশে আসে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ। আর ফলে যে-শান্তির জন্যে আমাদের অন্তর চির-বৈরাগী তারই হয় দ্বীপান্তর।"

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন. "এসব আমি বুঝতাম তবু মানতাম না। বুদ্ধি এসে যোগাত যুক্তি—প্রাণ পেত খোরাক—চিত্ত পেত রস।—চিত্তেরও একধরণের রস আছে না ?—কাজেই অন্তরের গভীর তৃষ্ণা না মিটলেও চলতাম কাঁটাপথে চমকের আনন্দে। অতৃপ্তি এলে দার্শনিকতা যোগাত ভালো ভালো বুলির সান্ত্বনা। তাই তো বলছিলাম কথার মোহ বড় সর্বনেশে, কিন্তু যাক। শেষটুকু বলি সংক্ষেপে।"

বৃদ্ধ একটু থেমে বলতে লাগলেন : "এ-সত্য আমাকে অশান্ত ক'রে

তুলল প্রথম যখন অস্কার পালিয়ে গেল য়ুমার সঙ্গে। কিন্তু তখন আর শুধরে নেবার সময় ছিল না। তার যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলমা এ যন্ত্রণার জগৎ থেকে নিল চিরবিদায়।

"তখন চেতনা হ'ল প্রথম। বুঝলাম ভুল একা ওদেরি হয় নি, হয়েছিল আমারো। সম্ভবত আমারই দায়িত্ব বেশি কারণ আমারই শক্তি ছিল বেশি—পৌরুষের দরুণও বটে, সমাজের আনুকূল্যের দরুণও বটে। কিন্তু এজগত এম্‌নিই,.মলয়, যে শক্তির দায়িত্ব-জ্ঞান সবচেয়ে কম থাকে শক্তিমানেরই।"

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "তার পর সুখ দুঃখের জোয়ার ভাঁটায় জীবন ব'য়ে চলে। না, নদীর উপমা ঠিক হ'ল না: মানুষ মাকড়সার মতন। এখানে তার জাল ছিঁড়লে ওখানে জাল বোনে···সেখানে ছিঁড়লে আর একজায়গায়। আমি নতুন জাল বুনলাম নতুন সংসার পেতে হেলেনা ও নোরাকে নিয়ে। সে এক নতুন সৃষ্টি · গড়া হ'ল কোনো এক রকমে। বহু দুঃখের পরে হয়ত বিধাতার করুণার স্বাদ পেলাম অতর্কিতে, একটু শান্তি মিলল—ওদের স্নেহচ্ছায়ে।

"তবু অস্কারটাকে ভুলতে পারতাম না। কি জানি যেন মনে হ'ত আমার দোষেই ও অধঃপাতে গেল, দেশত্যাগী হ'ল। ওদের যদি আমি ছাড়া দিতাম—বাঁধতে না চেয়ে—তবে হয়ত ওরই হকালটা এমন ক'রে ব্যর্থ হ'ত না।

"অনুতাপ এল। তখন আরো পরিষ্কার দেখতে পেলাম যে ঠেকে-শেখার ফলে যে-দুঃখ যে-যন্ত্রণা সে-ও তথাকথিত দার্শনিক বুলির চেয়ে বড়। মানে, অনুতাপ পরিতাপের মধ্যে জ্বালা আছে, যন্ত্রণা আছে, উদ্‌ভ্রান্তি আছে, তবু সে বড় বড় বুলির মতন ফাঁকা নয়—তাই সে

আঁধারের বুকেই জ্বালায় আলো—আলোর ছদ্মবেশে আলেয়া আনে না। অনুতাপ পরিতাপ যে জীবনের রক্ত দিয়ে পাওয়া—তাই মানুষ শুদ্ধ হয় এত বেশি ওদের আগুনে।

"তার পরের নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের অধ্যায় টপ্‌কে যাই। সে সব জটিলও বটে—আবছাও বটে।

"শেষ অধ্যায় এল অস্কারকে ফিরে পাওয়া। মরণের দ্বারে···তবু ফিরে তো পেলাম।

"তখন বুঝলাম কত অসার আমাদের এই কথার মোহ মায়াজাল। কোথায় রইল সংযম, কোথায় বা প্রতিজ্ঞা, কোথায় বা পণ যে ওকে আর ক্ষমা করব না। প্রাণের তাড়নায় ক্ষিপ্তের ম'ত ছুটে এলাম এখানে। এসে দেখলাম ওর ম্লান মুখ। সেই আগুন থেকে শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে পুড়ে গেছে ওর একধারের গাল ও কান। দেখতেও দুঃখ হয়।"

বৃদ্ধের গলা ধ'রে আসে :

"আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কী কান্নাই ও কাঁদল মলয়। বুঝলাম সেই সময়ে—ও আমার কত আপনার। বৃথাই জপ ক'রে এসেছি দার্শনিক বুলির সান্ত্বনা। কতদিন আমার কাছে ওর ক্ষণিক স্পর্শ বহন ক'রে এনে দিয়েছে নিবিড় আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তি : দর্শনের সমুদ্রও এ-আনন্দের একটি ঢেউয়ের কাছে দাঁড়াতে পারে না। ওকে ক্ষমা করলাম শুধু না, ওর ক্ষমাও পেলাম।"

বৃদ্ধের চোখে জল এল···গলা কেঁপে উঠল :

"কিন্তু তবু দেহ তো সয় না এতটা উদ্বেলতা···এতটা উচ্ছ্বাস আবেগের আঁচ—বিশেষ ক'রে সেই আবেগ যাকে দাবিয়ে রেখে এসেছি বহুদিন ধ'রে—উঃ ফের মাথাটা ঘুরছে—"

মলয় ত্রস্ত হ'য়ে ওঁকে ধ'রে সন্তর্পণে শোয়ালো সোফাটিতে। কী করবে ও? ভারি ভয় হ'ল, বলল: "ক্ষমা করবেন প্রফেসর—"

প্রফেসর মৃদুস্বরে বললেন: "না না তোমার কোনো অন্যায় হয় নি—তোমাকে ব'লে ভালোই হয়েছে বরং। এ এক্ষুনি কেটে যাবে।—কে ও? দেখ তো।"

—"আমি বাবা, কেমন আছেন?"

একটি প্রিয়দর্শন যুবক ঢুকল ঘরে।

—"অস্কার?" বৃদ্ধ বললেন ক্ষীণকণ্ঠে, "এ-ই মলয়। বেশ আছি। তুই কেমন?"

—"অনেক ভালো—তুমি শুয়ে যে?"

—"মাথাটা ঘুরছে একটু, ও কিছু নয়—মলয়, ঐ আইসব্যাগটা—"

বলতে বলতে একটা চকিত চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ঢ'লে পড়লেন।

—"ধরো ধরো।"

মলয় ও অস্কার একত্রে এসে তাঁকে ধরাধরি ক'রে শোয়ালো বিছানায়। অস্কার আইসব্যাগটা দিতে থাকে···মলয় হাওয়া করে···

* * * * *

ডাক্তার এসে বললেন: "সন্ন্যাস তো বটেই তবে এখনো সাংঘাতিক হয় নি।"

অস্কার পাংশুমুখে শুধোলো: "বাঁচবেন তো?"

—"মনে তো হয়—তবে খুব সাবধান থাকতে হবে। আবেগ উত্তেজনা বিষবৎ—ইত্যাদি।

* * * * *

ঘরের মধ্যে ঘড়িটা শুধু করে টিক টিক টিক।

৪

প্রফেসরের জ্ঞান ফিরে এল···কিন্তু বড় দুর্বল। মাথার ছোট্ট একটা রক্তকোষ ছিঁড়ে গিয়েছিল তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলেন। কিন্তু ডাক্তার বলল যে খুব সাবধানে না থাকলে এর পরের বার মৃত্যু অবধারিত। বিশেষ ক'রে দরকার শান্তি ও শুশ্রূষা। আর সব রকম হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বাস বিষবৎ বর্জনীয়।

এই সূত্রে অস্কারের সঙ্গে মলয়ের ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে গেল প্রায় যেন অজান্তে। ওর ভারি ভালো লাগত ভাবতে যে অস্কার ওর ভাইয়েরই মতন, ওরা দুজন পরামর্শ করছে যেন একটা পারিবারিক সমস্যা। সংসার ও কোনদিন করে নি—দেশে পদ্মপাতার শিশিরের মতনই ও সংসারে থেকেও থাকত নির্লিপ্ত। ভেসে ভেসেই···আজ এখানে, কাল সেখানে, পরশু আর এক জায়গায়। পড়াশুনো ভালোবাসত ও সত্যিই, কিন্তু গ্রন্থকীট ও ছিল না স্বভাবে। তাছাড়া বই ছিল ওর অঢেল : আজ এটা কাল সেটা—কোনো নিয়ম মেনে পড়া ছিল ওর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। উদ্বৃত্ত সময়টা কাটত গান শোনায়, খেলা দেখায়, হৈ হৈ-এ মেলামেশায়, তর্ক-আলোচনায়। এক কথায় জীবনে ওর নোঙর ছিল না কোথাও। ওকে ভালোবাসত অনেকেই, ওরও প্রীতি স্নেহ ছিল বহুমুখী, কিন্তু বাইরের এসব ফেনিলতার তলে অন্তঃশীলা ধারায় বইত একটা সদাসজাগ সন্ধিৎসা—সংসার সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে। এই সন্ধান ব্রতের রূপ নেয় নি, কোনো তপস্যাও ওর পক্ষে সম্ভব হয় নি এযাবৎ—কোনো দিকেই না। তবু তেলে জলে যেমন মিশ খায় না ও-ও তেমনি মিশ খায়

নি ওর অধিকাংশ নিঃসন্ধানী বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। এই সন্ধানের তীব্র উদ্‌ঘাটন ওকে কেমন যেন খানিকটা মাটিছাড়া ক'রে রেখেছিল। ফলে জীবনমাটির তলে ওর প্রাণের মূল গিয়েছিল সংসার থেকে আলগা হ'য়ে। ও কি জানত ও কী চায়? না, ক'জনই বা জানে? তবু যা পেয়ে সবাই খুসি তা যে ওর ঈপ্সিত ছিল না এ-সত্য ওর কাছে ছিল অবিসংবাদিত। তাই সংসারের গাঢ়বন্ধ ওকে আকৃষ্ট করে নি কোনোদিন। কামনা বাসনা ছিল বৈ কি, কিন্তু সে-সব যে ওকে পথের পাথেয় দেবে না এ-ধরণের একটা সংশয়—না, তার চেয়েও বেশি—নৈশ্চিত্য—ওর মনের অতলে শিকড় গেঁথেছিল। একটা শিকড় যে-মাটিতে ঠাঁই পেয়েছে সেখানে অন্য শিকড় সহজে প্রশ্রয় পায় না: ওরও মনের মাটি তাই বুঝি সংসারী দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল ছিল না। যদি বা কোনো আসক্তির চারাগাছ অঙ্কুরিত হ'ত যথাযথ লালনের অভাবে পল্লবিত হ'তে না হ'তে যেত শুকিয়ে। নিম্নমুখিতার বোল ধরত—কিন্তু ফুল ফোটবার আগেই একটা হিম উদাসীনতা এসে বাদ সাধত।

এ-হেন মলয় হঠাৎ একটা নতুন রস পেয়ে গেল যেন অস্কারের সাহচর্যে। বৃদ্ধ অত্যন্ত দুর্বল: কী করা যায় তাঁকে নিয়ে? হেলেনাদের এখানে আসতে বলবে—না, ওরাই যাবে?…ট্রেণে যাবে, না জাহাজে? কালমারে, না ষ্টকহল্‌মে, না উইসবির মতন কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে? ডাক্তারের বন্দোবস্ত করা যাবে কী ক'রে—ইত্যাদি একান্ত ঘরোয়া কথা হ'ত ওদের। প্রফেসর ব্যস্ত হ'য়ে উঠতেন সময়ে সময়ে ওদের উৎকণ্ঠা দেখে, কিন্তু তাঁকে ওরা বেশি আমল দিত না, হাসি গল্পে রাখত ভুলিয়ে।

হেলেনাকে চিঠি লিখত কালমারের ঠিকানায় আজ যাচ্ছি কাল যাচ্ছি ক'রে। কখনো বা টেলিফোনেই কথা হ'ত। বলত প্রফেসর ভালোই আছেন, অস্কারও, কেবল নানা অভাবনীয় বাধার দরুণ দেরি হচ্ছে—দু একদিনের মধ্যেই রওনা হবে। হেলেনা ও নোরা উদ্বিগ্ন হ'য়ে আসতে চাইলে বাধা দিতে হ'ত। বলতে হ'ত—ডাক্তার বলেছেন এসময়টা প্রফেসরের খুব নিরালায় থাকা দরকার···ওরা হঠাৎ যেন চ'লে না আসে ···তাহ'লে হয়ত প্রফেসর হঠাৎ বিচলিত হ'তে পারেন—ইত্যাদি। হেলেনাকে লিখত ওরা যে, প্রফেসরের দুর্বলতা একটু কাটলেই দুএক-দিনের মধ্যেই রওনা হবে···কিন্তু প্রফেসরের অবসন্ন ভাব কেটেও কাটে না। হেলেনার কাছ থেকে মলয় তার পেত রোজই···উত্তরও দিত। টেলিফোনও করত মাঝে মাঝে। ওরা বলত তাকে যে কোনো ভয় নেই—ওরা কালমার রওনা হ'ল ব'লে। হেলেনা দেরি দেখে সময় সময় এয়ারোপ্লেনে উড়ে আসার ভয় দেখালে মলয় টেলিফোনে বলত যে প্রফেসর বড় উচ্ছ্বাসী মতন অবস্থায় আছেন এখন—ও এলে হয়ত টাল সামলাতে পারবেন না। হেলেনা কী করে ?—নিরস্ত হ'তেই হ'ত।

বাস্তবিক প্রফেসরের কেমন যেন আবল্য এসেছিল। অমন সংযমী মানুষ—খুইয়ে বসেছিলেন যেন সবরকম আত্মকর্তৃত্ব। কথায় কথায় চোখে জল উপ্‌ছে পড়ে : বিশেষ অস্কারকে দেখলেই। কখনো অস্কারের মাথায় গালে হাত বুলোন। বলেন : "আহা, মুখটা এত পুড়ে গেল কী ক'রে রে ?" কখনো : "ভাগ্যিস চোখটা যায় নি !" কখনো বা ওর মার প্রসঙ্গ তোলেন ওদের সতর্কতা সত্ত্বেও। এইটেই ছিল সবচেয়ে বিপদের। "এল্‌মা" নাম করলেই বৃদ্ধের যেন প্রায় শিশুর মতন

ভাব হ'ত। মলয় ভয় পেত…অস্কারও। কিন্তু বাঁধ ভাঙলে অশ্রুর প্লাবন মানা মানবে কেন?

কোথায় কী একটা বড়রকম নড়চড় হ'য়ে গেছে!… আহা!

সত্যিই প্রফেসর কিরকম বদ্‌লে যে গিয়েছিলেন ওই সন্ন্যাসের পর থেকে!…দর্শনের প্রসঙ্গ আর উঠতই না: গম্ভীর কথা গুছিয়ে বলা তো আর সম্ভব ছিল না। গাম্ভীর্য তো দূরের কথা, সময়ে সময়ে অস্কারের তুচ্ছ রসিকতায় এত বেশি হাসতেন যে ওরা ভয় পেয়ে যেত। হাসতে হাসতে মুখ উঠত লাল হ'য়ে। অস্কার নানা ছলে প্রসঙ্গ বদ্‌লে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করত আর হাসির কথা বলবে না। কিন্তু স্বভাবতই সে ছিল রসিক, তাই মুখ ফসকে প্রায়ই হাসির কথা ব'লে ফেলত। আর যাবে কোথা? প্রফেসরের সে কী হাসি! ভাগ্যক্রমে মলয় ছিল… মলয় জোর ক'রে আপত্তি করলে তবে থামতেন, অস্কারের আপত্তি কানেই তুলতেন না। মলয় বুঝত যে সে বাইরের লোক ব'লেই এটা সম্ভব হ'ত। তার ভাগ্যে স্নেহের বর্ষণ যথেষ্ট লাভ হ'লেও অস্কারের সঙ্গে তার তফাৎ তো ছিলই। তাছাড়া প্রফেসরের ব্যবহারে তাঁর আগেকার সতর্কতার ধ্বংসশেষও লক্ষিত হ'ত না। মলয় সময়ে সময়ে ভাবত মনের কোনো বড় যন্ত্র বিকল হ'য়ে গেল না কি? অস্কার এবিষয়ে কিছু বলত না বটে মুখ ফুটে, কিন্তু সে-ও যে এই আশঙ্কাই করছে সেটা তার ভাবে ফুটে উঠত প্রায়ই।

এইজন্যেই ওরা আরও ইতস্তত করত কালমারে যেতে। সংযমী পিতার এরূপান্তর দেখে হেলেনা কী দারুণ শক্-ই যে পাবে—!—আর তা দেখে যদি প্রফেসরের আগেকার চেতনা একটুও ফিরে আসে তবে তিনিও মনে কী আঘাতটাই পাবেন! এখন তবু এই বাঁচোয়া যে তিনি

সচেতনই ছিলেন না তিনি কী ছিলেন দুদিন আগে। মানুষের বেদনা দুঃসহ হ'য়ে ওঠে তো শুধু স্মৃতির অতি-সচেতনতায়। তাই মলয় ভাবত মাঝে মাঝে—চির বিস্মৃতির নামই কি নির্বাণ? শুধু মনে প্রশ্ন জাগে : ভুলতে কি মানুষ পারে? যে আঁধারে বাতি একবারও জ্বলেছে তার বুকের বাতি-নেভানো কি সম্ভব ?

কাল্‌মার দুর্গ থেকে বনানীর দৃশ্য

বাদল

উৎসর্গ

শ্রীমান হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোমল সুরটি যতই বাজে—ততই মোরা কাছে আসি ঃ
আপনারে যতই ভুলি—পরকে ততই ভালোবাসি।

নববর্ষ, ১৯৩৮

১

মলয়ের সময়ে সময়ে এত মন কেমন করে হেলেনার জন্যে—!···দিনের পর দিন ছোটে কালের কক্ষায়···ওরাও সেখানে অপেক্ষা করছে, এরাও এখানে দিন গুণছে। কবে যে প্রফেসর একটু সাম্‌লে উঠবেন!—অস্কারেরও মন খুব উতলা হেলেনাকে দেখবার জন্যে। কিন্তু কী যে ঘ'টে গেল···প্রফেসর সেরেও সারেন না। আবার কালমারে ফিরবার কথা উঠলেই এমন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন যে সাম্‌লানো ভার। ডাক্তারও বলে এরকম অবস্থায় কালমারে গেলে হবে হিতে বিপরীত।

হেলেনা এ-বিলম্বে সময়ে সময়ে অত্যন্ত অধীর হ'য়ে ওঠে·· উৎকণ্ঠিত হ'য়ে চিঠি লেখে···তার করে···টেলিফোন করে নোরাকে নিয়ে আসতে চেয়ে। ওদেরও এত ইচ্ছে করে···হেলেনা এলে সুবিধেও হয়···কিন্তু পাছে প্রফেসর উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন এই ভয়ে ওদের কেবলই বারণ করতে হয়।

এখানে থাকতে যে খুব খারাপ লাগে তা নয়। খুব খারাপ লাগবারও তো কিছু নেই। শুধু, এখানকার জীবনেরও কেমন যেন মানে হয় না। এ কি একটা জীবন? মলয়ের মনে হয়: কুজ্ঝটিকার মতন ওর চেতনাটা যেন কোন্ নিচু জলাভূমিতে রয়েছে প'ড়ে। কারণ প্রফেসরকেও দেখতে শুনতে তো হয় না···তিনি ঠিক অসুস্থও নন, শয্যাগতও নন। অথচ চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে হয় তাঁর নিরানন্দ সান্নিধ্যে। উপরন্তু সদা-উদ্বেগের দরুণ সদা-সাবধানতার দরুণ এমন একটা অস্বস্তি·· ক্লান্তি জ'মে ওঠে ধীরে ধীরে—!···

২

এমন অবস্থায়ও মানুষে পড়ে! ওরা সময়ে সময়ে ভাবে রওনা হওয়াই ভালো—সময়ে সময়ে ভাবে হেলেনাকে আসতে বলাই শ্রেয়। মলয় বলে প্রথমটা, অস্কার শেষেরটা। তাই আরও মুস্কিল···মনস্থির করা হয় না কারুরই।

এম্‌নি দ্বিধার মধ্যে আরও তিন চার দিন যায় কেটে।···

মলয়ের মন আরও কেমন যেন উদাস ম'ত হ'য়ে যায়।···উপসালায় একটা বাঁধুনি ছিল জীবনের। একলা পড়াশুনো, প্রফেসরের সঙ্গে ভালো ভালো আলাপ-আলোচনা, হেলেনার সঙ্গে ভাব-বিনিময়, বেড়ানো—নোরার সেবা স্নেহ যত্ন স্নিগ্ধ হাসি···সব জড়িয়ে জীবনটা যেন একটা দিশা না হোক বাঁধুনি, ছন্দ খুঁজে পেয়েছিল।

হঠাৎ অস্কারের টেলিগ্রাম—অম্‌নি যেন চোখের পলক না ফেলতে সব ওলটপালট! অবশ্য এর একটা দিক ছিল পরম আনন্দের—এ-দুর্বিপাকেই ও হেলেনাকে পেল এত আপন ক'রে। কিন্তু পাবার সঙ্গে সঙ্গেই এই-যে ছাড়াছাড়ি এর সান্ত্বনা কোথায়? এমন যোগাযোগে প'ড়ে ওদের অন্তরঙ্গতা গ'ড়ে ওঠার মুখে এই যে ব্যবধান···এ কি আকস্মিক? না, এর ফলেও ফের অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটাবে—আনবে ফের ওলটপালট? ভাবতে ব্যথা বাজে: হেলেনার মন কি বদলে যেতে পারে না? কে বলতে পারে? য়ুমার কথা মনে পড়ে।··তার বেলাই বা কে ভেবেছিল···

কোথা থেকে কী যে ঘটে—! একটা নৈমিত্তিক ঘটনা অথচ সবই যেন সে ঘুলিয়ে দেয়!…

সেদিন ওরা প্রায় মনস্থির ক'রে ফেলেছিল যে, আর না এবার কালমারে ফেরাই পন্থা। কিন্তু প্রফেসরকে বলতেই তিনি আনন্দে এত অধীর হ'য়ে ওঠেন যে মাথা ফের ঘুরে উঠল। ভাগ্য এই যে, মূর্ছা ঘটে নি…নইলে কী যে হ'ত!…

এর জন্যে র'ওনা হওয়া আবার কয়েকদিন পিছিয়ে দিতে হ'ল বৈ কি! …কী যে মুস্কিল!…

৩

"চলো মলয়," বলে অস্কার, "ফ্রান্স থেকে এসেছে একটা দল কাউণ্ট মণ্টেক্রুস্ট করবে অভিনয়।"

ইদানীং ওরা রাতে প্রফেসরকে ঘুম পাড়িয়ে মাঝে মাঝে নিশাবিহারে বেরুত। এই সূত্রে অস্কারকে ও একটু চিনবার মুখে এসেছিল যদিও অস্কার নিজে বড় বেশি ধরা-ছোঁওয়া দিত না—বলত ওর মা-র কথা, বাবার কথা, বিশেষ ক'রে ছোট্ট হেলেনার কথা। এ থেকে মলয়ের একটা লাভ হ'য়েছিল বটে: হেলেনাকে আরও শ্রদ্ধা করতে শেখা। অস্কার হেলেনার নানা গুণের বর্ণনায় উঠত প্রায়ই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে···কত যে গল্প বলত ওদের ঝগড়াঝাঁটির আর তাতে ফুটে উঠত হেলেনার উদারতা স্নেহশীলতা কত কী· কিন্তু মনে হ'ত: অস্কার এসব বলছে যেন খানিকটা নিজেকে গোপন করতেই; কেন না ওর নিজের কথা উঠলেই অস্কার কূর্মের ম'ত নিজেকে নিত গুটিয়ে···ধীরে ধীরে আফোঁটা আলাপ যেত ঝ'রে। পরিচয় জমে উঠতে গিয়েই ফিকে হ'য়ে আসত। এতে মলয়কে বাজত। কিন্তু তবু দোষ দেবেই বা ওকে কী ব'লে? সে নিজের কোনো কথাও তো অস্কারকে বলে নি। অবশ্য বলে নি বললে ঠিক হবে না···বলতে পারে নি কোনোমতেই। অস্কারকে ওর ভালো লাগত, কিন্তু কি জানি কেন আত্মীয় মনে হ'ত না—যেমন মনে হ'ত প্রফেসরকে, নোরাকে, হেলেনাকে। মনে হ'ত যেন ও একটা আলাদা জগতের বাসিন্দা।

একথা ভাবতে ওর কষ্ট হ'ত। নিজের অহমিকাকে করত তিরস্কার

···কিন্তু বৃথা, ওর মনের ভর্ৎসনায় প্রাণ কর্ণপাতও করত না। কিছুতেই ও মনে করতে পারত না যে অস্কার ওর বন্ধু হ'তে পারে। তবু অস্কারের সাহচর্য ওর ভালো লাগত। একটা অনুকম্পাও ছিল ওর প্রতি·· সেই সঙ্গে একটা সমীহের ভাবও···যে-লোক জ্বলন্ত ঘরে এক অপরিচিত শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে মরণকেও তুচ্ছ করতে পারে তার প্রতি সম্ভ্রম না জেগে পারে?—ওর আধ-পোড়া মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথাও বোধ করত—কিন্তু তবু—একটা 'কিন্তু' থাকতই। ঘষাকাচের শার্শি খুব ঝকঝকে হ'লেও যেমন তাদের শার্শিত্ব ঘোচে না, আলো উঁকি দেয় অথচ বোঝা যায় একটা কী আড়াল রয়েছে অনেকটা তেম্‌নি!···একটা সূক্ষ্ম যবনিকা · খুব সূক্ষ্ম—তবু সে যবনিকাই বটে। মলয়ের মনে হ'ত অস্কারও এ ব্যবধান অনুভব করে।

আজ তাই যেতে ইচ্ছে না হ'লেও ও গেল থিয়েটারে।

৪

মলয় লক্ষ্য করেছিল অস্কার বড় একটা একলা বেরুতে চাইত না। রাস্তায় যখন বেরুত হয় ওকে নিয়ে, নয় হোটেলের কোনো বন্ধুকে নিয়ে না হয় প্রফেসরকে নিয়ে। একলা বেরুবার কথা উঠলেই নানা অছিলায় যেত এড়িয়ে। ওর প্রথমে একটা সন্দেহ হয়েছিল হয়ত নিউইয়র্কের পুলিশ ওর পিছু নিয়েছে বা সন্ধান চায় বা অম্‌নি একটা কিছু। কিন্তু যেখানে খুনজখম হয় নি সেখানে পুলিশের এত উদ্বেগ তো হয় না এদেশে। জগতে পুলিশের উৎপাত সব চেয়ে কম বোধ হয় এই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়। তবে!...নানা জল্পনাকল্পনা করত বৈ কি...কিন্তু যেখানে ব্যাপারটার কিছুই জানা নেই সেখানে জল্পনারাই বা খোরাক পাবে কী ক'রে?

হঠাৎ ঘটল একটা ঘটনা মতন—অথচ কিছুই ঘটে নি ঠিক: পথে ওরা বেরুতেই পাশ দিয়ে হন হন ক'রে কে চ'লে গেল। অস্কারও কেমন যেন চম্‌কে তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে।

থিয়েটারটা দূরে নয় তবু অস্কার হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ডাকল।

—"সে কী হে?"

—"হোক গে—কতই আর ভাড়া—হাঁটতে ইচ্ছে করছে না আজ।"

মলয় কিছু বলল না, কিন্তু আড়চোখে লক্ষ্য করল অস্কার এদিক-ওদিক চাইছে। তারপর হঠাৎ শোফারকে বলল: "চলো।"

*　　*　　*　　*　　*

মলয়ের মনটাও কেমন যেন অস্বস্তিতে ভ'রে ওঠে।...

*　　*　　*　　*　　*

এত বিশ্রী লাগে!...একেই বলে মেলোড্রামা। মনে পড়ল একবার হেলেনার সঙ্গে ষ্টকহল্‌মে বিখ্যাত “La Dame aux Camelias”তে গ্রেটা গার্বোর অভিনয় দেখতে গিয়েও এম্‌নি খারাপ লেগেছিল। অথচ এ মেলোড্রামাটিক আর্ট একসময়ে আর্টের চরম ছিল—সেদিনও। সেদিনও সারা বার্ণার্ড, এলিওনোরা দুজে আরও কত বড় বড় অভিনেত্রী এ-সব নাটকে অভিনয় ক'রে বড় বড় রসিককে সমজদারকে কাঁদিয়েছেন। কিন্তু তবু ইবসেনের পর থেকে এ-শ্রেণীর নাটককে হাতে না হোক ভাতে মারা হয়েছে বৈ কি।

কিম্বা ওরা বদ্‌লে গেছে? কিন্তু বদ্‌লালো কবে? কেমন ক'রে? এই বিশ বছরেই রুচির এত বদল? তবু মানুষ রুচি রুচি ক'রে এত বড়াই করে! গেটের মতন মনীষীও রিচার্ডসনের তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস ‘পামেলা’ প'ড়ে গদ্‌গদ হ'য়ে উঠলেন! শেলি বাইরনের বাজে ডন জুয়ান প'ড়ে বললেন বাইরনের মতন কবি কোটিতে গোটিক হয়! ভলটেয়ারের অসহ্য নাটককেও এইমাত্র দেড়শো বছর আগে ডাকসাইটে ক্রিটিকরাও বলতেন শেক্ষপীয়রের নাটকের সমকক্ষ—সারা কন্টিনেণ্টে—একবাক্যে!

অস্কারের কিন্তু ভালো-লাগল। এক একটা অঙ্কের শেষে হাততালি দিয়ে দিয়ে অস্থির!

মলয় বুঝল ও ভুল ভাবে নি—অস্কারের সঙ্গে ওর বা হেলেনার তফাৎ মূলগত। কিন্তু নিরুপায়—ব'সে রইল ওর জন্যে! নইলে উঠে আসত নিশ্চয়ই।

হঠাৎ ওর চোখ পড়ল সাম্‌নের বাঁ দিকে একটা বক্সে। একটি সুরূপা মেয়ে খুঁটিয়ে দেখছে অস্কারকে অপেরা-গ্লাস দিয়ে।

"ঐ মেয়েটিকে কি তুমি চেনো অস্কার ?" মলয় বলে ওকে জনান্তিকে।

অস্কার তাকালো। মুখ ওর এত রক্তহীন দেখায়!—কিন্তু সহজ কণ্ঠে "না তো" ব'লেই আবার মন দিল থিয়েটারে।

কিন্তু মলয় লক্ষ্য করল : ওর মন নিরুদ্দেশ! কোনোমতে অঙ্কটার শেষ অবধি রইল। তার পর বলল : "বাজে—কি বলো মলয়? চলো যাই।"

বেরিয়েই ফের ট্যাক্সি নিল।

* * * * *

কিন্তু গেট পেরিয়ে ওরা হোটেলে ঢুকতে যাবার মুখে অস্কার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। মলয়ও তাকাল। মনে হ'ল গেটের ও-পাশে একটা বার্চ গাছের গুঁড়ির পাশ থেকে কে যেন স'রে গেল। তার পরেই মোটরের শব্দ শোনা গেল।

৮

প্রবৃত্তিতে মলয় কোনোদিনও নয় কৌতূহলী। এমন কি বাইরের জিনিষ ওর সচরাচর বড় একটা নজরেও পড়ত না। ছেলেবেলা থেকে ও স্বভাবতই একটু অন্তর্মুখী, যদিও ওর মধ্যে আত্মবিরোধ ছিল এইখানে যে, সেই সঙ্গে ও খুবই পারত মেলামেশা করতে: ওর প্রাণশক্তি যেন শোধ তুলতে চেয়েই ওকে ঠেলে দিত বহির্মুখী নানা স্রোত আবর্তের মধ্যে। ও মজত, কিন্তু মুস্কিল এই যে ম'জে থাকতে পারত না। একটা অংশ ওর চাইত এই সব চমক-স্রোতে গা ভাসিয়ে উধাও হ'তে, আর একটা অংশ শুধাত: ততঃ কিম্? য়ুরোপে এসে ওর প্রাণশক্তি প্রথমটায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল খুবই বেশি এ-কথার উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে গোড়ার দিকে ও নানা স্রোতে সাঁতারও কেটেছিল—শুধু নোংরামি ছাড়া প্রতি প্রাণশক্তিই ওকে টানত। কিন্তু যতই দিন যায় ততই এ-সব আমোদ-আহ্লাদের স্থায়িত্ব যায় ক'মে। যখন ও প্রথম এসেছিল ও জপ করত: "কৌতূহল হ'ল বৈজ্ঞানিক মনের গোড়াকার কথা।" কিন্তু করলে হবে কি, ক্রমশ বহির্মুখী কৌতূহলে ওর আনন্দ ম্লান হ'য়ে আসতে লাগল, কেবলই মনে হ'ত: এ-কৌতূহল ওর মজ্জা থেকে ত্বকে এসে ঠেকেছে যেন—বাইরের নানা ঘটনাচক্রের মতিগতির খবর রাখা ওর কাছে ক্রমেই কেমন যেন অর্থহীন হ'য়েই উঠছে। ওর উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তিটুকু ধীরে ধীরে বাইরের সমারোহ থেকে ভিতরের নিথরতার নীড়ে খুঁজছিল··· কী যে-খুঁজছিল ও ঠাহর করতে পারল না, তবে এটুকু ও ক্রমেই উপলব্ধি

করছিল যে বাইরের এই যে রং ঢং ঘটা-পটা এর মিছিলে ওর মনপ্রাণ বেশিদিন উধাও হ'তে পারবে না। ভিতরের দিকে ও গাঢ় প্রত্যক্ষ কিছুই পায় নি ··মাঝে মাঝে কেবল নানান সুন্দর সুন্দর ছবি দেখত··· ধ্যানের চেষ্টা করলে বড় একটা কিছু দেখতে পেত না · ছবিগুলো ফুটে উঠত হঠাৎ। সে-সব ছবি আভাষ দিত যে-জগতের সে-জগতকেই যেন ওর অন্তর দিতে চাইত মালা। তাই বাইরের মনপ্রাণ দেহ ইন্দ্রিয়ের জগৎ ওর কাছে ক্রমেই কেমন যেন রসরিক্ত হ'য়ে পড়ছিল।

কিন্তু আজ থিয়েটার থেকে ফিরে এসে ওর এই নিভন্ত কৌতূহল যেন জ্ব'লে উঠেছে চতুর্গুণ প্রভায়। প্রভার চেয়ে তাপই হয়ত বেশি। তাই ও কেমন যেন অশান্তি বোধ করে। একটা শ্রীহীন নেশা···অথচ মনপ্রাণ মহোল্লাসেই সাড়া দেয়। ও টের পায় গত দু-সপ্তাহের ঝিমিয়ে-পড়া মনপ্রাণ শোধ তুলতে চাচ্ছেই বটে। বুভুক্ষু হঠাৎ খোরাক পেয়েছে··· তাতে পুষ্টি হবে কি না সে প্রশ্ন আর এখন করে কে ? স্বাদ থাকলেই হ'ল। কেবলই ঘুরে ফিরে মনে জাগে সেই অপেরাগ্রাসময়ীর কথা। কে রহস্যময়ী !

* * * * *

পাশেই অস্কারের ঘর। ওর মনে হয় অস্কার পায়চারি করছে। প্রায় এগারটা রাত। ও কি ? অস্কার ট্রাঙ্ক খুলছে না ?—ধুপ ধাপ জিনিষ-পত্রের শব্দ। ওর কৌতূহল আরও তীব্র হ'য়ে ওঠে। হঠাৎ শুনল অস্কারের ঘরের দোর খুলছে। ও পা টিপে সন্তর্পণে নিজের ঘরের দোর খুলে উঁকি মারে। অস্কার বেরিয়ে সামনের করিডোরের জানলার একটা পাখি খুলে দেখতে থাকে রাস্তার দিকে। কৌতূহল ওর চরম সীমায় পৌঁছয় এবার।

ঘরে এসেই ও পায়জামা ছেড়ে সুট পরে। বুকের মধ্যে কী যে এক অস্বস্তিকর উত্তেজনা ওঠে জেগে!—চুপ ক'রে কান পেতে থাকে। অকস্মাৎ একটু বাদে অস্কারের ঘরে চাপা আওয়াজ: নারীকণ্ঠস্বর!! ওদের দুটো দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ছোট দোর ছিল। তার কী-হোলে চোখ দিল।

সেই মেয়েটিই বটে! তার মুখ চোখে আগুন জ্ব'লে উঠেছে। অস্কারের মুখ ছাইয়ের ম'ত শাদা। কী-হোলে কান দিল ও এবার।

মেয়েটি কী বলছে ও বুঝতে পারে না। তবে কোথায় যেতে বলছে ও অস্কার আপত্তি করছে মিনতি করছে এটুকু বোঝা কঠিন নয়।

মেয়েটি খুব চাপা সুরেই কথা কইছে, অস্কার থেমে থেমে উত্তর দেয়। হঠাৎ মেয়েটি পকেট থেকে একটি খাম বের করে। অস্কার প'ড়ে একটু যেন আশ্বস্ত হয়।

মেয়েটির কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবার: "আসতেই হবে তোমাকে—নইলে—"

পরের কথাগুলো মলয় ধরতে পারে নি। তবে একটু বাদে অস্কার তার ছোট সুটকেসটা নিয়ে তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেল।

মলয় আর তিষ্ঠোতে পারে না কোনোমতেই। বেরোয়। ওরা একটা ট্যাক্সি নেয়। সাম্‌নেই—ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড। ও আর একটা ট্যাক্সিতে উঠে বলে: ঐ ট্যাক্সির পেছনে চলো। বুকের মধ্যে রক্ত তখন ওর উঠেছে উদ্দাম হ'য়ে।

* * * * *

চলেছে দুটো গাড়ি।...দস্তুরম'ত রোমাঞ্চ বৈ কি।...কে ভেবেছিল!

৬

ওর কেবলই মনে হ'তে থাকে একটা কথা : এই যে সব চমকপ্রদ কাণ্ড ঘটে এদেশে এরা এদেশের জীবনের সঙ্গে যেন খাপ খায়। প্রাচ্য দেশে এসব হয়ত আছে···কিন্তু এ-শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নয়। ঐ যে সুবেশা রূপসী···দেখলেই বোঝা যায় ও কোনো বড় পরিবারের মেয়ে। এ-ধরণের কাণ্ডকারখানা আমাদের দেশে ঘটতে পারে কিন্তু হয় বিপ্লববাদীদের মধ্যে, না হয় গুণ্ডাদের রসাতলে। কিন্তু এদেশে এ-ধরণের ঘটনাও কই অভাবনীয় মনে হয় না তো!—সহজেই মানিয়ে যায় যেন—না? ওর মনে পড়ে ম্যাকার্থির কথা···একবার বুলগেরিয়ায় কি এক মেয়ের পাল্লায় প'ড়ে এই বিংশ শতাব্দীতেও তাকে হয়েছিল ডুয়েল লড়তে। ভাগ্যক্রমে ম্যাকার্থির প্রতিপক্ষ সামান্য আহত হয়েছিল মাত্র, কিন্তু সেটা অবান্তর, আসল কথাটা এই যে, এ-দেশের সভ্যতায় এসব জিনিষ ততটা উদ্ভট নয় যতটা ধরা যাক বাংলার কোনো শহরে। হঠাৎ ও বুঝতে পারে : তাই এদেশে কাউণ্ট অব মণ্টেক্রিস্টর বা দাম্ ও কামেলিয়ার আবেদন একটা বেশ বড় সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব জীবন্তই রয়েছে। উঃ, কী ভিড়ই হয়েছিল আজকের থিয়েটারে! মনে পড়ে দ্বীপান্তরে বন্দীর সেই জেলের দৃশ্য···সেই পালানোর দৃশ্য···

কী সাড়াই না দিল এই সব শান্ত নাগরিক! আনাতোল ফ্রাঁস মিথ্যা বলেন নি যে, প্রতি মানুষের মনের অতলে লুকিয়ে থাকে এক দুর্দান্ত বর্বর—দানবীয় রক্তলীলায়ই যার উল্লাস, আর তারই জন্যে সংবাদ-পত্রের এ অসম্ভব সমারোহ ও আদর।

রক্তলীলা! কথাটা শ্রুতিকটু। কিন্তু প্রচণ্ড দানবীয় ঘটনায় যে চমক লাগে তাতে আনন্দ না পায় কে! ক'জন? নিজেদেরকে অতি সভ্য যারা ভাবে তারাও কি পায় না এখনো—এ আইনশৃঙ্খলার যুগেও? না যদি পেত তবে বিদগ্ধচূড়ামণিরাও প্রত্যহ সকালে সব আগে খুন-জখমের টেলিগ্রাম পড়েন কেন চায়ের সঙ্গে?

মানুষের দৈনন্দিন জীবন হ'য়ে পড়েছে এত একঘেঁয়ে! অথচ প্রাণ চায় ওঠাপড়া। দুঃসাহসের বীজ প্রতি প্রাণেই উপ্ত...কিন্তু তার সুযোগ কই? তাই না থেকে থেকে হয় বিস্ফোরণ। সবাই জানে যুদ্ধ-বিগ্রহের অরুন্তুদ যন্ত্রণার ছবিই টানে বহু প্রাণকে যারা বৈচিত্র্যহীন ঘটনা-হীন জীবনে শ্রান্ত ক্লান্ত মুমূর্ষু। ওর নিজের কথাই দেখ না: এ রাতে এখানে ও গুপ্তচরের মতন অস্কারের পিছু নিত কি যদি না এখানকার নীরস জীবনযাত্রায় ও তিক্তবিরক্ত হ'য়ে উঠত? অবশ্য এ কথা ঠিক যে এদেশের আকাশে বাতাসে এ-ধরণের রোমান্সের অনুকূল উত্তেজনা ছিল—কিন্তু তবু ও কি নিজে বিশ্বাস করত যে ও কখনো এ-ধরণের নভেলি উন্মাদনায় মেতে উঠবে এ ভাবে?···আশ্চর্য, এই সব ভাবতে ভাবতে ওর বুকের মধ্যে উতলা রক্ত শান্ত হ'য়ে আসে একটু·· আসে তখন এক ধরণের অনুতাপ। মনে হয়—নাঃ, ফেরাই ভালো।

এ কী করছে? অস্কার কী করছে না করছে—ওর কী? সে টেনে চলেছে তারই কর্মফলের জের, ও কেন জড়াতে চায় নিজেকে? নাঃ—শোফারকে ফিরতে বলাই ভালো: কিন্তু একটু ভয়ও আসে যে। তাই ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে রইল: বেরিয়েছিই যখন যাব শেষ পর্যন্ত—যা থাকে কপালে। ভয়কে ও শুধু যে অবজ্ঞা করত তাই নয় একটু ভয়ও করত। পাছে ভয় ওর আত্মসম্মান হরণ করে।—কিন্তু আবার ও

বোঝায় নিজেকে, এখানে ফিরলে ভীরুতা হবে কী ক'রে ? বাস্তবিকই তো ও অনধিকার-চর্চা করছে। ঠিক গুপ্তচরবৃত্তি না হোক, একধরণের সস্তা নাটুকে উত্তেজনার খোরাক চাইছে না কি ? এ-প্রবৃত্তি আর যাকেই মানাক দার্শনিকের সাজে না—যদিও শিল্পীর পক্ষে এ-ধরণের মনোবৃত্তি অমানান না হ'তেও পারে। কিন্তু নিজেকে নিছক শিল্পী ভাবতেও যে আবার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। হঠাৎ মন স্থির ক'রে ফেলল : ফিরবে। শোফারকে বলে আর কি।

ঠিক এই মুহূর্তে লক্ষ্য করল ওরা ষ্টেশনের খুব কাছে। সত্যিই কি তবে মেয়েটি অস্কারকে নিয়ে চলেছে কোথাও ? এ তো হ'তে পারে না।

অস্কারকে নিয়ে ও ট্রেনে চ'ড়ে উধাও হবে ? প্রফেসরের কী হবে ? হেলেনাই বা বলবে কী ? নাঃ—ও মনকে শাসিয়ে বলে : বাধা তোমাকে দিতেই হবে। সারথিকে বলল : "আরও জোরে হাঁকাও"—ওদের ঠিক পিছনেই রোখো।"

ওরা নামতেই মলয়ের সঙ্গে মুখোমুখি :

অস্কার চিৎকার ক'রে ওঠে।

মেয়েটি অস্কারকে বলে : "কে ও ?" অস্কারের তখন বাক্‌রোধ হয়েছে।—ভয়ের দরুণ ও-ধরণের আবল্য যে কারুর হ'তে পারে ইতিপূর্বে মলয় দেখে নি কখনো এত কাছ থেকে।

অগত্যা ও এগিয়ে এল। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে মেয়েটিকে বলল : "আমি ওর বন্ধু। তুমি থিয়েটার থেকে ওর পিছু নিয়েছ আমার চোখ এড়ায় নি। ওর ঘরে ঢুকে দুর্বল রুগ্ন মানুষকে ভয় দেখিয়েছ ছবি-টবি কি সব দেখিয়ে তাও জানি। কিন্তু এসব গুণ্ডামি চলবে না—এ দেশে আইন ব'লে একটা জিনিষ আছে।"

মেয়েটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল : "তোমার কী অধিকার—"

মলয় বলল : "চুপ করো—চেঁচিয়ো না—যদি অস্কারের বিরুদ্ধে তোমার কিছু অভিযোগ থাকে, আদালত খোলাই আছে। এভাবে ভয় দেখিয়ে ওকে কোথাও নিয়ে যেতে দেব না আমি।"

মেয়েটির তীক্ষ্ণ কণ্ঠ এবার নরম শোনাল একটু : "কী করবে শুনি ?"

—"ডাকব পুলিশ।"

মেয়েটি অস্কারের কানে কানে কি যেন বলল। অস্কার কোনো উত্তর দিল না। মেয়েটি ফিরল, সেই ট্যাক্সিতেই চ'ড়ে বলল : "হাঁকাও।"

৭

"মলয় ?" অস্কারের মুখ ফ্যাকাশে দেখায় এত—! ওর পা টলে।

মলয় তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে ধ'রে ধীরে ধীরে ওয়েটীং রুমে নিয়ে এসে বসায়।

কেউ নেই সেখানে।

অস্কার ভেঙে পড়ে: শিশুর ম'ত কাঁদে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে—ত্নহাতে মুখ ঢেকে।

—"অস্কার! অস্কার!" মলয় কোমল কণ্ঠে ডাকে, "কী হয়েছে ভাই ?"

অস্কার ওর কোলের উপর মুখ রেখে কাঁদে···পুরুষ মানুষকে এরকম কান্না কাঁদতে মলয় কখনো দেখে নি। কান্নার তোড়ে দেহ ওঠে কেঁপে কেঁপে···

"শোনো অস্কার। কাঁদে না! ছি! ওঠো। তোমার শরীরও তো এখনো সবল হয় নি। ও কি ভাই। ভয় কি ?—কী হয়েছে ?—শান্ত হও তো।"

* * * *

অস্কার ছেলেমানুষের মতন চেঁচিয়ে ওঠে: "আমি—আমি যাব না মলয়—ম'রে গেলেও যাব না।"

—"কোথায় ?"

—"ও চায় আমাকে দেশছাড়া করতে—ওর মতন মেয়ের সঙ্গে থাকতে হবে আমাকে!"

—"সে কি ?"

অস্কার মুখ নিচু ক'রে থাকে খানিক। পরে বলে, "তোমায় বলব মলয়। যদিও বাবাকে ব'লে ঠকেছি।"

—"সে কি ?"

—"শুনে তিনি যে-ঘা খেয়েছেন, আজ প্রায় পাগলের মতন অবস্থা তাঁর—কেন মনে করো ?"

—"আমি তো ভাবতাম তোমাকে ফিরে পেয়ে হঠাৎ তাঁর—"

—"সেজন্যে না মলয়। ছেলেকে ফিরে পেলে কি সংযমী সুস্থ বয়স্ক বাপ পাগল হয় ? উনি বিষম ঘা খেয়েছেন আমার কাহিনী শুনে।"

মলয় চুপ ক'রে রইল।

অস্কার বলল : "বলব তোমায় কিন্তু এখানে না।"

—"বেশ কথা। চলো হোটেলে ফিরি।"

অস্কার ভয় পেয়ে বলে : ও যদি আসে ফের ?"

মলয় ধম্‌কে ওঠে এবার : "আসে ফের মানে ? এ কি মগের মুল্লুক না কি ? চলো, তোমার ঘরে আজ রাতে আমি শোবো—দেখি ওরা কী করতে পারে ?"

—"শোবে মলয়, শোবে ?" অস্কার আশ্বস্ত হ'য়ে ত্রস্ত শিশুর মতন ওর বাহুমূল ধরে চেপে।

অনুকম্পায় ভ'রে যায় মলয়ের মন : আহা !

বলে : "শোবো না তো কী ? কী করতে পারে ও শুনি যে সরাসর ওর একটা কথায় এলে বেরিয়ে ?"

অস্কার পাংশুমুখে বলে : "তুমি কী ক'রে জানলে ?"

মলয় অকপটে সবই খুলে বলল : "আমার এ-চরবৃত্তি ক্ষমা কোরো অস্কার, কিন্তু সত্যি আমার উদ্দেশ্য ভালো বৈ খারাপ ছিল না।"

অস্কার ওকথার উত্তর না দিয়ে বলল : "মলয় !" ব'লেই দুহাতে মুখ ঢাকে ফের।

—"কী অস্কার, ছী ভয় কোরো না—অমন করছ কেন ?"

অস্কার উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলে : "কী করতে পারে ও ? আমি যাব না। যাব না।"

মলয় তাকে টেনে বসায় ফের : "যাবে না তো বটেই। কেবল শান্ত হও দেখি। অমন কোরো না। এটা ষ্টেশন।"

—"ও। চলো চলো—যাই। হোটেলেই।"

৮

হোটেলে ফিরে মলয় অস্কারের জন্যে একটু ব্রাণ্ডি আনতে বলে। পায়-জামার উপর হেলেনার দেওয়া একটা কিমোনো চড়িয়ে গেল অস্কারের ঘরে। সেখানে ঘরের সোফায় দুটো বালিশ চাপিয়ে ওকে হেলান দিয়ে বসিয়ে ওর পাশেই বসে: "এখানেই আমি শোব অস্কার, কোনো ভয় নেই।"

অস্কার উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে: "তুমি থাকলে ভয় পাবো না মলয়—একটুও না। কিন্তু—তোমার যদি কোনো—মানে," দোরের দিকে চেয়ে: "বিপদ হয়?"

মলয় উঠে দোরে চাবি দিয়ে এসে বসল: "এবার হ'ল তো? ও তো আর দোর ভেঙে ডাকাতি করবে না।—নেও খাও দেখি এই ব্রাণ্ডি-টুকু। আর ভয় কোরো না অত। ছি। পুরুষ মানুষ না তুমি। জেনো: ভয়কে যে ভয় পায় না তাকে ভয়ই করে ভয়।"

* * * *

অস্কার ঘরের বেসিনের সাম্‌নে হেঁট হ'য়ে হুড় হুড় ক'রে মাথায় ঢালে জল। ব্রাণ্ডির ফল ফলে ক্রমশ।

বলে: "মলয়, তুমি আজ না থাকলে—"

—"আহা—কেন ওসব বলো বলো তো? তুমি কি হেলেনার ভাই নও?"

—"তা বটে।" ওর মুখে প্রথম সুস্থ রক্তিমা দেখা দেয়। "আহা সুখী কোরো তাকে মলয়, যদি আমার সঙ্গে তার দেখা না-ই হয়।"

—"কী যে ছেলেমানুষিতে পেয়েছে তোমাকে! নেও দেখি আর একটু ব্রাণ্ডি।"

* * * *

ঢং ঢং ঢং ঢং

ঢং ঢং ঢং ঢং

ঢং ঢং ঢং

—"এগারটা।"

—"একটা দিন শেষ হ'তে চলল মলয়। আর এক ঘণ্টার অপেক্ষা।"

মলয় হাসে শুধু। ওর মনে সত্যিই স্নেহ জাগে এ ভয়কাতুরে বয়স্ক শিশুর 'পরে। ঘরের চাপা সবুজ আলোয় ওর মুখও দেখায় বড় কোমল, ব্যথায় ভরা। চোখে জল। দেখলেই ব্যথিয়ে ওঠে হৃদয়। মলয়ের মনে একটা রক্ষাকর্তারও ভাব উদয় হয়।

—"বোসো ভাই অস্কার, আরো কাছ ঘেঁষে আমার, ভয় কি?"

অস্কারের পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় সস্নেহে: এ নবলব্ধ আশ্রিতটির বেদনা নিরাশা, শিশুর ম'ত পরমুখাপেক্ষিতা, কান্না সবই ওকে কাছে টেনে এনেছে যেন। তার ওপর ও হেলেনার ভাই।

—"মলয়!"

মলয় শুধু ওর দিকে চেয়ে হাসে—নরম হাসি।

—"আর ভয় পাব না। আমি এবার মানুষের ম'ত বাঁচব ভাই।"

মলয় স্নিগ্ধ হাসে: "এই তো মরদের ম'ত কথা। ভয় কোরো না তো—দেখবে ভয় যাবে পালিয়ে।"

—"না করব না।" ওর কথার ভিতরকার সে অবসাদ কেটে গেছে। "কিন্তু আজ রাতে এঘর ছেড়ে তুমি যাবে না বলো।" ব'লেই কি রকম যেন শিউরে উঠে ও মলয়ের দু হাত ধরে চেপে।

—"না ভাই, যাব না। তুমি নিশ্চিন্ত হবে কবে?"

—"হব এবার," হঠাৎ মলয়ের কাঁধে মাথা রাখে: "তুমি না থাকলে ভাই—কে জানে হয়ত ও আমাকে দেশছাড়া করত আজ।"

—"কে ও?"

—"বলব। কেবল—যদি বাবাকে না বলতাম—"

কী বলবে ভেবে না পেয়ে মলয় বলে—এম্‌নিই: "নোরা কিন্তু বলে, সত্য কখনোই গোপন করা ঠিক না—ফল যা-ই হোক।"

—"নোরা?" অস্কার চম্‌কে ওঠে যেন।

—"হ্যাঁ।"

—"তুমি জানো মলয়?—সত্যি বোলো কিন্তু।"

—"নোরার বিষয়ে?"

—"হ্যাঁ।"

—"জানি।"

—"আমার বাবা-মা-র বিষয়ে?"

—"তা-ও।"

অস্কার একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "ভালোই হয়েছে মলয়, এখন তোমাকে সব বলা আমার পক্ষে সহজও হবে।"

—"কিন্তু বলতে যদি বাধে, কাজ কি অস্কার?"

—"না মলয়, বাধবে কেন বলো? আমার একটিও বন্ধু নেই।

হেলেনা তোমাকে ভালোবাসে, বাবা তোমাকে স্নেহ করেন। তুমি আমার বন্ধু হবে ভাই ?"

করুণায় মলয়ের মনটা ভিজে ওঠে। ওর দুই কাঁধের 'পরে দুই হাত রেখে বলে : "বন্ধু তো আমি তোমার সেইদিন থেকেই অস্কার, যেদিন থেকে হেলেনার সঙ্গে আমার হয় পরিচয়।"

অস্কার ওর কপালে হঠাৎ চুম্বন করে : "তোমাকে বলব আজ সব—কিচ্ছু বাদ দেব না—কেবল—"

—"কী ?"

—"সব শুনলে আমাকে ছেড়ে যাবে না বলো ?" ওর চোখে জল ওঠে চিকিয়ে।

—"পাগল ! তোমাদের পরিবারটাই পাগ্‌লা। এত উচ্ছ্বাসী—প্রত্যেকে !" মলয় ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে কাছে টেনে আনে।···

চোখের জল মুছে একটু লজ্জিত হ'য়ে অস্কার বলে : "ক্ষমা কোরো ভাই। তবে—মনটা আমার—মানে—বিকল হ'য়ে গেছে ঘা খেয়ে খেয়ে। তার ওপর মৃত্যু শিয়রে—"

—"কী যে সব—"

—"সত্যি মলয়, শুনলে বুঝবে। আর তখন বুঝতে পারবে কেন এত কথায় কথায় চোখে জল এসে পড়ে আমার।···এ জগৎ এত সুন্দর অথচ এ জগতে আর কোনো আশাই নেই, চাইবার নেই কিছু..."

—"কী বকছ ফের অস্কার ? এই তরুণ বয়সেই সব ফুরিয়ে গেছে তোমার ! পাগলামি রেখে মনে একটু জোর করো দেখি। নেও এই ব্রাণ্ডিটুকু।"

করকা

উৎসর্গ

লীলা দেশাই

আলোক হাসি সুষমা পরিচয়ে

আসিলে কাছে শুভ্র স্নেহভরে ঃ

তারি সরল সখিতা বিনিময়ে

এ-উপহার সঁপিনু কম করে ।

নববর্ষ, ১৯৩৮

৯

—"তুমি তো শুনেইছ ট্রাজিডির কথা ?" অস্কার শুধায়।

মলয় চুপ ক'রে থাকে।

—"আমার কোনো সাফাই-ই নেই। হয়ত সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করছি আজও।—কেবল—" একটু থেমে: "একটা কথা হয়ত শোনো নি—যদিও বললে বিশ্বাস করবে কি না জানি না—"

—"বলো অস্কার, বিশ্বাস করতে আমার প্রকৃতি ভিতরের দিকে বাধা পায় না।"

অস্কার একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "নোরাকে আমি বিয়ে করব ঠিকই করেছিলাম।"

—"করেছিলে!"—মলয় একটু চমকে ওঠে।

—"হ্যাঁ। আমার জীবন গড়িয়েছিল বটে ঢালুমুখে পাতালেরি টানে—তবু আকাশ যে আমার মনের জানলা দিয়ে কখনো উঁকি দিত না একথা হয়ত···" ব'লে ও ম্লানমুখে থেমে যায়।

মলয় ওর কাঁধে হাত রেখে ওর চোখের পানে স্থিরনেত্রে চেয়ে বলে: "আমি তোমায় অবিশ্বাস করব না অস্কার, তুমি নির্ভযে বলো।"

অস্কারের চোখ ছল ছল ক'রে ওঠে: "ধন্যবাদ মলয়। কেবল··· কেবল···,আমাকে যদি বাবা একটু বিশ্বাস করতেন—!—কিন্তু না—দোষের যত দায়িত্ব তার পনের আনাই যখন নিজের তখন বাকি এক আনাও তাঁর কাঁধে কেন চাপাই?—বিশেষ যখন—" চোখে ওর জল

আসে ফের: "ওঁর আজ এ-অবস্থা আমারই জন্যে। তবু—না শোনো।"

—"কাজ কি ভাই, যদি কষ্ট হয় এত, থাক্ না আজ ?"

—"না ভাই বলি। বললে একটু লাঘবও হবে বুকের পাষাণ-ভার।"

* * * *

আর একটু ব্রাণ্ডি নিঃশেষ ক'রে অস্কার বলতে লাগল: "সত্যিই আমি ঠিক করেছিলাম নোরাকে বিবাহ করব—একথা নোরা নিজেও অস্বীকার করবে না হয়ত। কিন্তু যেই বাবা বললেন ওকে বিয়ে করতেই হবে অমনি মন আমার দাঁড়াল বেঁকে। মার পার্বত্য বন্য রক্ত আমার শিরায়—যদিও মলয়" ব'লে ম্লান হাসে ফের: "আমার আজকের এই আবল্যের দৃশ্য কল্পনা করাও কঠিন—কী ছিলাম আমি।"

ও বলতে লাগল: "ছিলাম আমি দুর্দান্ত—মা-র মতনই। তার ওপর তাঁর প্রশ্রয় পেতাম অজস্র। কাজেই সংযম যে জীবনে দরকার ভুলেই বসেছিলাম। শিক্ষাও যা হয়েছিল জানোই তো।

"কেবল অজস্র স্বাস্থ্য ও রূপ ছিল আমার সম্পদ। আমার আজকের চেহারা দেখে বুঝবারও উপায় নেই কী কান্তি ছিল আমার একদিন। কিন্তু মনে আছে সে-সময়ে আমার মনে হ'ত যে যে কোনো মেয়ের হৃদয় আমি জয় করতে পারি—তার হাজার অনিচ্ছা থাকুক না কেন।

"মূর্খ আমি। কতটুকুই বা জানতাম নারী-হৃদয়ের ? বিঘৎ প্রমাণ অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত করতাম আকাশপ্রমাণ। তবু গুমরের সীমা ছিল না। ইচ্ছা ছিল বড় হবার, কিন্তু সে-ও ঐ অহঙ্কার থেকে। রূপের অহঙ্কার; স্বাস্থ্যের অহঙ্কার, বলিষ্ঠতার অহঙ্কার। এখনো যে এ-দেহ

আছে তারও কারণ সেই উত্তরাধিকার। কী সম্পদই আমি পেয়েছিলাম মলয়!"

মলয় ওর পিঠে হাত রেখে সস্নেহে বলে: "আমি বলি কি, আজ এসব প্রসঙ্গ থাক্—হয়ত শরীর খারাপ হবে—"

—"না না মলয়, আজ আমাকে বলতে দাও—হয়ত ব'লে একটা নতুন জোর পাব—কে বলতে পারে?"

মলয় আর কিছু বলল না।

অস্কার বলতে লাগল:

"এ-হেন আমি নিজে থেকে নোরাকে বিবাহ করতে রাজি হয়েছিলাম —আমাদের পরিচারিকাকে। তা থেকে অন্ততঃ এটুকু বুঝবে যে আমি অন্তত সে সময়ে পিশাচ ছিলাম না।

"কিন্তু সব বদলে গেল প্রথমত বাবার ঐ জোর-করার দরুণ, তার ওপর মা-র অপমানে। আমার গা-র মধ্যে কী যে করতে থাকত—! মা-ও আমার দোষ সম্বন্ধে যেমন অন্ধ ছিলেন, আমিও ছিলাম তাঁর দোষ সম্বন্ধে ঠিক্ তেম্‌নি অন্ধ। তাঁকে আমি ভালোবাসতাম আমার দেহ-মনের প্রতি অণু দিয়ে।

"কিন্তু রাগ হ'লে আমার জ্ঞান থাকত না। আমার মনের মধ্যে আলোর প্রতি কণিকা হ'ত আঁধারের চক্র। প্রতি রক্তকণায় ফুঁশত সাপের ফণা। আমি পণ করলাম নোরাকে কিছুতেই বিবাহ করব না। প্রাণ গেলেও না।

"হাতে টাকা ছিল না, বাবার সিন্ধুক ভেঙে টাকা নিয়ে পালালাম প্রায় পঁচিশ হাজার ক্রোন।"

—"য়ুমার সঙ্গে তো?"

—"হাঁ, কিন্তু য়ুমার মোহে তখন আমি পড়ি নি।"

—"তবে ?"

—"সে-ই পড়েছিল আমার মোহে। তাই তো রূপগর্বে আরও ধরাকে সরা দেখলাম। য়ুমাকে সে সময়ে না চাইত কে? নর্তকীর অগ্রগণ্যা!"

—"তার পর ?"

—"অবশ্য তাকে আমার ভালো লেগেছিল, না লেগে পারে?—কিন্তু তার জন্যে আমি গৃহত্যাগ করি নি—করেছিলাম রোখ ক'রে—বাবার ওপর শোধ তুলতে।"

অস্কার বলতে লাগল: "য়ুমা আমার চেয়ে পাঁচ ছয় বছরের বড় ছিল—আমার প্রতি মোহও তার ছিল একটু অদ্ভুত ধরণের। আমাকে সে সত্যই প্রথমে স্নেহ করত দিদিরই মতন। কিন্তু তার পরে যৌবনের চুম্বনে যা হয়—দেহের দিকে চললাম।

"ঘুরলাম দুজনে নানা দেশে: ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মনি, পোলাণ্ড, রুষিয়া, কাবুল হ'য়ে ভারত, তিব্বত হ'য়ে চীন, শেষ জাপান হ'য়ে নিউইয়র্কে পৌছলাম।

"সেখানে প্রথম আবিষ্কার করলাম যে য়ুমা আমাকে ভালোবাসে নি—ও শুধু চোখের মোহ।

"এতদিন আমি সুখেই ছিলাম একরকম। মা-র মৃত্যুর খবরে শোক পেয়েছিলাম সত্য—কিন্তু প্রাণশক্তির যাদুতে যৌবন এসব সহজেই দেয় ভুলিয়ে। বরং হেলেনার জন্যে আমার বেশি মন কেমন করত। যাক্।

"কিন্তু আমেরিকায় পৌছে আমার জীবনের অভিশপ্ত অধ্যায় হ'ল সুরু। শোনো।

"য়ুমা বলল আমার মুখের উপর যে আমাকে সে আর কাছে রাখতে চায় না। সে-আঘাতের পরে যন্ত্রণার অধ্যায়টা বাদ দিয়ে যাই। তারপর—কী ক'রে বোঝাব—যেন সেই বেদনার তীব্র আলোয় আবিষ্কার করলাম যে ও বিনা আমার জীবনে সবই অন্ধকার।

"একথা বললে হয়ত গল্পের মতন শোনাবে: কিন্তু তবু এ সত্য যে, ওর পানে আমার হৃদয় চলল—যখন ওর হৃদয় আমার প্রতি হ'ল বিমুখ। ঠিক বিমুখ হয়ত নয়—উদাসীন বলাই ভালো।

"সে-যন্ত্রণার কথা বর্ণনা অসম্ভব। সে-চেষ্টাও করব না। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম ওকে আমি চাই, নইলে জীবন আমার হ'য়ে দাঁড়াবে এক অভিশাপের বোঝা।

"তখন প্রথম বাজল আমার অহমিকায়: যাকে আমি এমন ক'রে চাই সে আমাকে চায় না আর!—পৌরুষের লাঞ্ছনা, রূপগর্বের শাস্তি··· যাক সে সব সংক্ষেপেই বলি: সেখানেই আমি ফের মদ ধরলাম।

"য়ুমার কিন্তু তখনো একটা মমতা ছিল আমার 'পরে। তাই সে বোঝাত অনেক ক'রে। কিন্তু বৃথা: কারণ আমি চাইতাম তাকে যে-ভাবে সে-ভাবে সে আর ধরা দিতে রাজি হ'ল না কোনো মতেই, আর তাইতেই আমি হ'লাম ক্ষিপ্ত-প্রায়। কিসে তার মন পাব এই হ'ল আমার সাধনা।

"য়ুমা ভালোবাসত নির্ভীক পুরুষকে। আমি ঠিক করলাম বীর হ'তেই হবে আমাকে।

"কিন্তু বীরত্বের উপাদানে যার সত্তা গঠিত নয় সে বড় জোর বীরের আচরণ নকল করতে পারে মলয়," ওর মুখে আত্মনিগ্রহের ভাব ফুটে ওঠে ব্যঙ্গহাসির সুরে, "কিন্তু বীর হ'তে সে তো পারে না। অগত্যা

বীরত্বের নানা অভিনয় হ'ল সুরু। শেষটা এক গুপ্তদলে নাম লেখালাম। শুধু তাদের নাম তোমার কাছে গোপন রাখছি ক্ষমা কোরো।"

—"না না—ক্ষমার কী আছে এতে ? তার পর।"

"তারা চাইত তাদের দেশের স্বাধীনতা। আমি তাদের মধ্যে ঢুকলাম একটি মেয়ের সহায়তায়। তার নাম রুমা। তাকেই তুমি আজ দেখলে।"

—"ওই—?"

—"হ্যাঁ। ওর কথা এবার একটু বলি সংক্ষেপে।

"তার বংশ মিশেল : বাপ সুইড, মা রুষ। ছেলেবেলা থেকে তাই সে রোমাণ্টিক, প্রাণশক্তিতে মাতোয়ারা, সুন্দরী তো বটেই স্বচক্ষেই দেখেছ। বাবা অনেক টাকা রেখে মারা যান। কিন্তু ওর অস্থির প্রাণশক্তি ওকে জোটায় এই সব বিপদের পথে। বিপদ ওকে টানত। ও বলত আমাকে যে ছেলেবেলা থেকেই ও ঝুঁকত বেশি সেই সব পুরুষদের পানে সভ্য সমাজ যাদের ডরায় ! চাইত ও সেই সব নাটুকেপনা—যাতে ভদ্রসমাজের হয় আতঙ্ক। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হ'ত ওর মধ্যে উন্মত্ততার বীজ আছে লুকিয়ে। ওর চাহনিতে বিদ্যুৎ, স্পর্শে বিদ্যুৎ, হাসিতে বিদ্যুৎ। এত শক্তি বোধ হয় ওর স্নায়ু ধারণ করতে পারত না। অন্তত আমার এম্‌নিই মনে হ'ত। নৈলে এমনধারা সব উদ্ভট ঝোঁক ওদের হবে কেন ?"

—"এরকম মেয়ে কি অনেক আছে না কি ?"

—"নেই ? রুষদেশে কত ছিল জারের সময়ে। অন্য দেশেও আছে—তবে কম। কিন্তু আমি এদের দেখতাম একটা টাইপ হিসেবে ? এরা হ'ল সেই জাতীয় মেয়ে বাস্তবের একঘেঁয়ে জীবন যাদের ভালো লাগে

না। চায় এরা নিত্য নূতন চোখধাঁধানো চমক: নীলাম্বরের শান্তি ছেড়ে বজ্রের হুহুঙ্কার। এদের সভায় এরকম মেয়ে আরও কয়েকটি দেখেছিলাম। প্রাণশক্তি এদের এত বেশি যে এরা উপচে পড়ে—মাতাল হ'য়ে ওঠে—চায় ছুটতে। ছুটে যাবে কোথায় তা এরা অনেক সময়েই জানে না—বোধহয় এদের কাছে লক্ষ্যের প্রশ্নটাই অবান্তর। এরা চায় কেবল গতির নেশা, মাদকতা, উত্তেজনা। পথ যদি এদের ডাকে তো এরা ছুটতে রাজি—বিনা পাথেয়, বিনা পথের দিশা।

"এ-শ্রেণীর মেয়ে বা ছেলে—বুঝতেই পারছ সমাজে অনেকটা অস্পৃশ্য মতনই। এরা প্রকাশ হবে কী ক'রে বলো? দুষ্ট ক্ষতর মতন এরা গা-ঢাকা দিয়ে থাকে সমাজের অন্ধকূপে। সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অত্যাচার উৎপীড়ন এদের এই ব্যর্থতার দিকে রওনা ক'রে দেয় এই কথাই তুমি শুনতে পাবে। শুনতে পাবে এরা আদর্শবাদিনী, স্বপ্নদর্শিনী, অনুভব এদের তীব্র, কল্পনা উদ্দীপ্ত—তাই এরা সমাজের রাষ্ট্রের উৎপীড়ন স'য়ে থাকতে পারে না, জীবন দিয়েও চায় প্রতিকার।

"কিন্তু আমার মনে হয় এজন্যে যে এরা এসব পথে আসে তা নয়। এদের মধ্যে প্রাণশক্তির বিস্ফার এত বেশি যে এরা নিজেদেরকে ধ'রে রাখতে পারে না—তাই ছোটে এই সব বিপথে—কেন না এই সব অলক্ষ্য উচ্ছৃঙ্খল পাতালপুরীতেই এদের প্রাণবহ্নি জ্বলবার অপর্যাপ্ত সুযোগ পায়, সমিধ্ পায়। মুক্ত রাজপথে খোলা সমাজে এরা নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়ে—সেখানে যে বহু জনশক্তির শৃঙ্খলাকাঙ্ক্ষার জোর বেশি। কিন্তু এসব রেখে বলি কাহিনীটাই।"

—"না না অস্কার বলো—খুব ভালো লাগছে—"

—"কী বলব ভাই। এদের কীর্তিকলাপ সব বলতে গেলে রাতের পর

রাত যাবে কেটে। তা ছাড়া বললাম না সে-সবের অধিকাংশই নাটুকেপনা ?—অন্তত আমি যাদের মধ্যে ঢুকেছিলাম তাদের ক্ষেত্রে তো বটেই।"

—"ভালো লোক কি এদের মধ্যে নেই বলতে চাও তুমি ?"

—"তা নয়। তবে কি জানো ?—তাদের প্রভাব প্রায়ই প্রকট হয় না তারা সহজেই মৎলববাজ কূট প্রবীণদের হাতের খেলার পুতুল হ'য়ে পড়ে ব'লে। সংসারে শুধু যে খারাপ হওয়ারই বিড়ম্বনা তা নয়—ভালো হ'লে ভুগতে হয় কিছু কম নয়। যাক্ শোনো।"

অস্কার একটু থেমে সুরু করে ফের : "রুমা কিন্তু ছিল বিপ্লবী হিসেবে খাঁটি। মানে, ও চাইত সত্যিই অত্যাচারের প্রতিকার। অন্তত ওর মধ্যে যে-আগুন জ্ব'লেছিল তার মূল শিখাটি ছিল যে আত্মোৎসর্গের এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"কিন্তু হ'লে হবে কি, এদের মধ্যে নিরন্তর মিথ্যা ভয় গুপ্তহত্যা এসবের আবহাওয়ায় চরিত্রের নিচের দিকটাই পায় বেশি প্রশ্রয়। এমন মহৎ হৃদয় আছে যারা এসব আবিলতার মধ্যেও অনাবিল স্বপ্নকে ধ'রে রাখতে পারে, কিন্তু তারাই ফন্দিবাজদের ফেরে প'ড়ে হারায় একূল ওকূল দুকূল।

"রুমা খুব ঘা খেয়েছিল এদের দলে এসে। আমার কাছে কতদিন যে কাঁদত। আমার হ'ত করুণা। ও প্রথম দেখায়ই আমাকে ভালোবেসেছিল। সর্বগ্রাসী সে ভালোবাসা। বোধহয় ও চেয়েছিল আবার উপরের আলোয় উঠতে আমাকে অবলম্বন ক'রে। বুকে ওর জাগত একটা হাহাকার।

"কিন্তু এম্‌নিই জীবনের পরিহাস মলয়, যে ওকে আমি ভালোবাসতে গিয়েও পারলাম না। যুমা বাদ সাধল।"

—"একটা কথা : য়ুমার ঈর্ষা এসেছিল কিনা জানতে ইচ্ছে হয়।"

—"আগে হ'লে আসত হয়ত। কিন্তু এখন সে আমার কবল থেকে যে মুক্তিই চাইছিল—ঈর্ষা আসবে কেন? আরো একটা কথা : ওর প্রকৃতিতে ছিল জাপানি সংযম। কাজেই আমার এত উচ্ছ্বাস, কান্নাকাটি, মিনতির বাড়াবাড়ি ঠিক যেন বরদাস্ত করতে পারত না। তা ছাড়া আমার রূপমোহ ওর কেটে গিয়েছিলও বটে, ওর নৃত্য-জীবনে আমি ক্রমেই ওর বাধা হ'য়ে উঠছিলামও বটে।

"কিন্তু আমাব প্রতি ও যতই উদাসীন হ'য়ে আসতে লাগল ওর জন্যে আমি ততই উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে লাগলাম। কী ক'রে ওর মন পাব, ওর প্রশংসা পাব, ওকে ফিরে পাব ক্রমে এই-ই হ'য়ে উঠল যেন আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

"বলেছি এই উদ্দেশ্যেই আমি রুমাদের দলে নাম লিখিয়েছিলাম—অবশ্য রুমাকে ব'লে না। য়ুমাকে সে চিনতও না প্রথমটায়, যদিও য়ুমার নাম শুনেছিল—জানতও যে য়ুমার সঙ্গে তাদের দলের পরিচয় আছে। য়ুমা তাদের মাঝে মাঝে টাকাও দিত কি না।

"যাক সে সব কথা। আসল কথাটা বলি এবার।

"বলেছি রুমা চেয়েছিল আমাকে ধ'রে উপরে উঠতে, কিন্তু ওর কথা শুনে আমার মনে হ'ল রুমাদের দলে ঢুকলে য়ুমা অন্তত এটা বুঝবে যে আমি কাপুরুষ নই। তাই রুমাই হ'ল আমার অধঃপতনের একটা কারণ। না, কারণ বললে ওর প্রতি অবিচার হবে—বলা যাক উপলক্ষ্য।"

—"তারপর?" মলয় শুধায় সাগ্রহে।

"তারপর সে বড় যন্ত্রণার ইতিহাস মলয়," অস্কারের সুর আসে ম্লান হ'য়ে, "দেখলাম আমি যে, বেশির ভাগ মানুষই স্বার্থপর কুটচক্রী, খুব

কম মানুষই খাঁটি উদার, মহৎ। কিন্তু দুঃখ এই যে, এ-দুচারজনের প্রকৃতির মহত্ত্ব ও ঔদার্য আত্মবিকাশেব বেশি অবকাশ পায় না, পেতে পারে না—যদিও রোমান্স যারা রচে তারা দল পুরু করতে ব'লে বেড়ায় যে এরাই হ'ল জীবনযাত্রীদের মধ্যে তীর্থযাত্রী—যারা প্রাণ তুচ্ছ করে মহানের ডাকে।"

—"কিন্তু এরা প্রাণ যে সত্যই তুচ্ছ করে এ তো মিথ্যা কথা নয।"

—"মানি। কিন্তু এ-তুচ্ছ করাটাকে বাইরে থেকে, দূর থেকে যেমন দেখায় আসলে এ ঠিক তেমন নয, অর্থাৎ কাছ থেকে, ভিতর থেকে দেখ্‌লে।"

—"কিন্তু অস্কার—কিছু মনে কোরো না, আমার এসব ব্যাপারের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই তাই আমি জানতে চাইছি মাত্র—তোমার কি মনে হয় না যে অনেক সময়ে কাছ থেকে দেখায বিচারের ভুল বেশি হয—দূরের দেখার এমন একটা উদার ভঙ্গি আছে সুমিতি আছে যেটা কাছের দেখায় নেই ? কারণ সেখানে পরিপ্রেক্ষণিকা হারিয়ে আমরা ছোটকে দেখি বড় ক'রে—বড়কে দেখি ছোট ক'রে—মানো না তুমি ?"

—"মানি—কিন্তু—কী ক'রে তোমাকে পরিষ্কার ক'রে বলি—আচ্ছা, একটা দৃষ্টান্ত শোনো।"

মলয় উৎসুকনেত্রে চেয়ে থাকে।

"একবার আমাদের মধ্যে," অস্কার বলে, "একটা লটারি মতন হয়। একজনকে গুপ্তহত্যা করতে হবে। টিকিটটা টানল একটি কিশোর পোল ছেলে—বয়স তার হবে আঠার উনিশ।

"উঃ, তার সে-চেহারা আমি ভুলব না। ভয়ে তার মুখচোখ চাখড়ির মতন শাদা হ'য়ে গেল। যখন আমরা উঠে দাঁড়ালাম রুমা আমি সে ও

আর একটি মেয়ে—সে ছিল আবার তারই প্রণয়িনী—তখন তার পা থরথর ক'রে কাঁপছে। মেয়েটি তাকে বলল : 'ধিক্ বোরোদিন্—ভয়?' বোরোদিন্ লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠল। কিন্তু এদিকে প্রণয়িনীর কাছে মান রাখার উচ্চাশা, অন্যদিকে গুপ্তহত্যার প্রতি তার আন্তরিক বিমুখতা ধরা পড়লে কী হবে ভাবনা, প্রাণের প্রতি মমতা—আরো কত কি।

"এ নিয়ে একটা গল্প লেখা যায়। বোরোদিন এ-দলে এসেছিল নিজের কোনো স্বপ্নের জন্যে নয়—ঐ মেয়েটিরই প্ররোচনায়—মোহে প'ড়ে। তাকে আমরা ডাকতাম সুলতানা ব'লে। সুলতানা আবার এ-দলে ঢোকে আর একটি প্রণয়ীর জন্যে। সে অনেক কথা। কিন্তু প্রণয়ের সে সব মৌচাক-কাহিনীর কথা বাদ দিয়ে ঘটনাটাই বলি।

"হত্যা করতে হবে একজন বিশ্বাসঘাতককে। সে অর্থলোভে চর হ'য়েছিল শেষটায়—সে-ও আবার সুলতানারই জন্যে। অর্থাৎ সুলতানা তাকে প্রত্যাখ্যান না করলে সে দলে থাকত। এর নাম দেওয়া যাক—জুডাস্।

"যাই হোক জুডাসকে হত্যা করবার ভার যখন পড়ল বেরোদিনের 'পরে তখন আমাদের মনে যে কী স্বস্তির ভাবোদয় হ'ল সে বলবার নয়। এইখানেই দেখ যে-কাজকে তোমরা এত সাহসিক মহৎ প্রভৃতি বলো ভিতরে ভিতরে সে-কাজ কেউই করতে চায় না। অনেক সময়েই একাজ করতে হয় বাধ্য হ'য়ে—লটারিতে নাম ওঠে ব'লে। না করলে তার নিজেরও প্রাণ নিয়ে টানাটানি যে! আদর্শের নাম নিয়ে ডিসিপ্লিন ও ভয় এসে বসে জায়গা জুড়ে। অথচ বাইরে থেকে যখন দেখা যায় মনে হয়—উঃ কত বড় আদর্শবাদী এরা—কী বেপরোয়া—কী সাংঘাতিক এদের মনের জোর! ইত্যাদি।"

"সেদিন রাতে, অস্কার বলতে লাগল, "আমাকে বোরোদিনের বাড়ি যেতে হ'ল এই কাজের জন্তেই। ওকে খুব ভালো একটা পিস্তল দিলাম। দিতেই ও তুহাতে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়ল, বলল—একাজ ও পারবে না—কিছুতে না।

"এমন সময়ে স্থলতানার প্রবেশ। চোখে তার আগুন জ্বলছে। জুডাস স্থলতানাকে একবার স্থবিধা পেয়ে অপমান করে জোর ক'রে তার গায়ে হাত দিয়ে। সে অতি নোংরা কাহিনী—কল্পনা ক'রে নিয়ো— আমি বর্ণনা করতে পারব না।

"এজন্ত স্থলতানা পরে শোধ নেয়—জুডাসের একটা চোখ ভিট্রিয়লে নষ্ট ক'রে দেয়। কিন্তু তাতেও ওর জিঘাংসা শান্ত হয় নি। মেয়েরা যখন সংযম হারায় তখন এ-সব হানাহানির রসাতলে যে তারা কী রকম দানবী মূর্তি ধরে সে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। যাক বলি যা বলছিলাম।—কি বলছিলাম যেন ?"

—"স্থলতানা ঢুকল ঘরে।"

—"হ্যাঁ। বোরোদিনকে কাঁদতে দেখে সে উঠল ক্ষেপে। বলল : "দাও পিস্তল আমাকে, আমিই একাজ করব—তোমার মতন'—ব'লে সে ওর মা-র নামে কুশ্রী কথা আধা উচ্চারণ ক'রে আমাকে দেখেই থেমে গেল !"

—"তারপর ?"

—"বোরোদিনের ফ্যাকাশে মুখ রাগে উঠল টকটকে লাল হ'য়ে। সে বলল : 'স্থলতানা, আমি এ কাজের ভার নিয়েছি—পিছোবো না আর, কিন্তু আমার মা-র নামে এ-অপমানের পরে আমি আর ফিরব না। নরহত্যা ক'রে বেঁচে থাকতে আমি চাই না।'

"পরদিন কাগজে পড়লাম জুডাসের শোবার ঘরে তাকে গুলি ক'রে বোরোদিন পোটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।"

মলয়ের বাক্‌স্ফূর্তি হয় না।

অস্কার ম্লান সুরে বলতে লাগল: "তাই তো বলছিলাম ভাই যে, এসব ব্যাপার বাইরে থেকে দেখলে মনে যে-রঙ লাগে ভিতর থেকে দেখলে তেমন লাগে না। ইংরাজিতে একটা কথা বলে—রুমা প্রায়ই বলত—Distance lends enchantment to the view."

মলয় বলল: "কিন্তু সব ঘটনাই তো এ-ধরণের নয়। আইরিশদের মধ্যে—"

—"মানি। নির্ভীক ঘাতক ব'লেও একটা জাত আছে। তবে তাদের বেলায় আবার হয় কি জানো—অন্তত অনেক সময়েই? তারা ভার নিয়ে কাজটা করে—যেমন কশাই করে পশুহত্যা। আদর্শ স্বপ্ন এসব ক্রমে হ'য়ে ওঠে একেবারে অবান্তর না হোক, গৌণ—কয়েকটা হত্যা বিষপ্রয়োগ গুলি প্রভৃতির পরে। এ এমন একটা আবহাওয়া মলয়, যেখানে আর যাই বাঁচুক না কেন, স্বপ্ন বাঁচে না। কারণ মানুষের বড় প্রবৃত্তিগুলিকে দাবিয়ে ছোট প্রবৃত্তিকে বড়র মর্যাদা দিতে না দিতে স্বপ্নের উৎসই যায় শুকিয়ে—যেহেতু এ-উৎসের মূল প্রেরণা জোগায় ঐ বড় প্রবৃত্তিরাই। তাই এত বেশি দেখা যায় যে দেশোদ্ধারের নামে ডাকাতি ক'রে সে-টাকায় দেশসেবক প্রণয়িণীর নামে গড়িয়ে দিলেন গহনা। এই জুডাসই সমিতির টাকা নিয়ে অন্য দেশের এক ব্যাঙ্কে এক বন্ধুর নামে রেখেছিল। এসবকে কী বলবে? অথচ আমি জানি প্রথম দিকে জুডাস লোক খারাপ ছিল না—সমিতিকে তার বহুদুঃখসঞ্চিত অর্থ দিয়েছিল নাম লিখিয়েই।"

মলয় উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

অস্কারের মুখে কেমন এক ধরণের হাসি ওঠে ফুটে : "এ আমার সত্যিই কথার কথা নয় ভাই যে, কোনো একটা ঝোঁকে বা চাপে মরা বড় কথা নয়—যদিও এসব কাজেও নির্ভীক প্রাণদান যে একেবারেই নেই তা বলি না—কিন্তু একথা বলি যে এর চেয়ে ঢের বড় কথা হ'ল বাঁচা—একটা বড় আদর্শের জন্যে সংসারের লক্ষ আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে জীবনকে তিল তিল ক'রে গ'ড়ে তোলা—সংযমের তপস্যায়, কর্মের তপস্যায়, আত্মশুদ্ধির তপস্যায়।

"এসব আমার নিজের কথাও নয়—রুমাই বলত আমাকে কত সময়ে কাঁদতে কাঁদতে। স্বপ্ন ওর চুরমার হ'য়ে গিয়েছিল বহুদিন। তাই ও চেয়েছিল আমি পাতাল থেকে ওকে মাটির উপর তুলি। কিন্তু এম্‌নিই হয় মলয়—"

বিষণ্ণ হেসে বলে অস্কার—"আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বে আঁধারই হয় জয়ী সাড়ে পনের আনা ক্ষেত্রে। প্রথমে আমি চেয়েছিলাম ওকে ওঠাতে কিন্তু ওর সংস্পর্শে এসে আমিই পড়লাম, ও উঠল না।

"সে অনেক কথা। সব ব্যাখ্যানও কঠিন। কিন্তু সংক্ষেপে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই :

"যুমাকে যে আমি ভালোবাসি রুমা টের পেল ক্রমে ক্রমে। পেতেই ওর মূর্তি গেল একেবারে বদ্‌লে। ও হ'য়ে উঠল ক্ষিপ্ত-প্রায়। আমাকে আগে যদি বা চেয়েছিল ওর তারক হিসেবে এখন চাইল আমি হই ওর পরিচারক—নফর। জ্ব'লে উঠল কী যে অসহ্য জ্বালায়—! ওর উদ্দাম প্রাণশক্তির হবি জোগাল এ শিখার তুর্দম দীপ্তি। ডাকল ও আমাকে ওর দেহের দিকে।

"বলেছি ওকে আমি ভালোবাসি নি। কিন্তু ওর মতন মেয়ে যখন ডাকে এভাবে—এমন পুরুষ বোধহয় জগতে নেই যে রসাতলে নামতে না চায়। ওর রূপ ওর যৌবন ওর হাবভাব ওর চাহনি ওর প্রাণশক্তির বিদ্যুৎ—সে এক অবর্ণনীয় রোমান্স—দুর্নিবার ঘূর্ণী।

"পড়লাম আমি এ-ফাঁদে। ওকে ভালোবাসি না অথচ ওকে ছাড়তেও পারি না। এদিকে য়ুমাকে ভালোবাসি তাকে পাই না—এ-ক্ষোভে আরও ঝুঁকি এই সব দেহের উন্মাদনার সান্ত্বনায়। ফের মদ ধরলাম এই সব অশান্তি উত্তেজনার মাঝে।

"পরে যা হয়—সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। শুধু রুমা নয়—আরও নানা স্বৈরিণী মোহিনীরা এলেন। আমার রূপে, যৌবনে, প্রাণশক্তিতে তারাও থাকতে পারত না—ছুটে আসত পতঙ্গের মতন। তাদেরও অনেকে পুড়ে মরেছে—শুধু আমিই পুড়ি নি।

"শ্রীহীন বিস্বাদ গ্লানিকর জীবন মলয়। অথচ আমি সত্যিই এসব চাই নি। আমার এক কামনা ছিল য়ুমাকে ফিরে পাবার। এই কামনাই আমার সমস্ত জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। নইলে—কে জানে—হয়ত রুমাকে তুলতে পারতাম টেনে—আমাদের দুজনের জীবন হয়ত সার্থকতার দিকে মোড় নিত। তখনো সময় ছিল—কিন্তু ফিরতে পারলাম কই?

"রুমা কাঁদত যে কত আমার মদ খাওয়া দেখে, অসংযম দেখে। ও তো চায় নি আমার এ-অধোগতি: চেয়েছিল আমাকে। কিন্তু আমার প্রতি আসক্তিই আবার হ'ল ওর কাল, যেমন য়ুমার প্রতি আসক্তি হ'ল আমার কাল।" ব'লে অস্কার একটু চুপ করল, পরে বলতে লাগল: "কেন যে এমন হয় মলয় বুঝি না। মানুষ যাকে চায়

তাকে পায় না, যাকে পায় তাকে চায় না। যদি য়ুমা আমাকে চাইত আমার হ'ত মুক্তি, কিম্বা যদি রুমা আমাকে না চাইত তাহ'লেও হয়ত ওদের দলে ঢুকতাম না—আর তাহ'লে হয়ত এত নিচে নামতাম না। যাক—কী হবে এসব যদি-র সান্ত্বনায় এখন ?"

"সব চেয়ে হতাশা এল," অস্কার বলল, "যখন দেখলাম এদের দলে ঢুকেও য়ুমার মন পেলাম না ; য়ুমা ভাবল : এ আমার এক নটভঙ্গি। আমি যে কাপুরুষ, আমি যে পুরুষ হ'য়ে কাঁদি, দীর্ঘশ্বাস ফেলি ও কোনোমতেই সইতে পারত না। শেষটায় তিক্তবিরক্ত হ'যে নিউইয়র্ক থেকে চ'লে এল য়ুরোপে।

"আমি আত্মহত্যা করব পণ করলাম। একবার বিষও খেয়েছিলাম। রুমাই আমাকে বাঁচায়। কী সেবাটা যে করেছিল আমার মৃত্যুশিয়রে ! আহা !

"কিন্তু য়ুমাকে হারাতে রুমা আমার চোখে হ'য়ে উঠল বিষ। একদিনে নয়—তিলে তিলে। সে বড় যন্ত্রণা মলয় ! ওরই জন্যে আমি য়ুমাকে পেলাম না—এই হ'ল আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বেচারি ! ওর অপরাধ কী বলো ? কিন্তু এসব আসক্তিতে মানুষের কি সহজ বুদ্ধি থাকে ভাই ? প্রতি পদে সে ভুল বোঝে জীবনকে, ভুল সিদ্ধান্ত করে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে, ভুল পথে খোঁজে পরিত্রাণ—শেষটায় যা হবার : হয় ধ্বংসপথের যাত্রী। আমার দেহ পড়ল ভেঙে : কুৎসিত রোগ, প্রায় উন্মাদ অবস্থা।

"এমন সময় ঘটল একটা ঘটনা : আমাদের দলে এল একটি রুষ ছেলে। সে রুমার পানে ঝুঁকল। রুমা এক চাল চালল এবার—যদি আমাকে পাওয়া যায়। আমার জন্যে সে বেচারিও হ'য়ে উঠেছিল

মরীয়া। কারণ ও দেখছিল স্পষ্টই যে তার ওপর আমার বিতৃষ্ণা ক্রমেই তীব্র হ'য়ে উঠছিল।

"ও মৎলব করল ক্রাসট্‌কিনের সঙ্গে ভাব করবে। বুঝতেই পারছ কেন।

"ক্রাসট্‌কিন রুমার রূপের আগুনে হ'ল পতঙ্গের ইন্ধন : প্রাণ দেবে তবু ওকে ছাড়বে না। রুমা ওকে খেলাতে থাকে।

"আমার ঈর্ষা উঠল জেগে। আমি ওকে ফিরে চাইলাম। মনে ভ্রম হ'ল বুঝি ওকে ভালোবাসি। ওর আনন্দ ধরে না। আরও উদ্দীপ্ত হ'য়ে—নানান্ মৎলব ক'রে ওকে ডাকল নিজের শয়নকক্ষে। সহজ প্ল্যান —আমার চোখে যাতে এটা পড়ে। পড়লও, কারণ আমি তো আর এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতাম না : দিলাম ফাঁদে পা। দেখলাম ক্রাসটকিনকে ওর ঘরে ঢুকেই—রুমার বিছানায়।

"সে-বেচারা জানত না কিছুই : থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল। রুমার টেবিলের ওপর ছিল একটা মস্ত কাগজ-কাটার ছুরি : আমি ক্ষিপ্তের মতন বসিয়ে দিলাম।"

মলয়ের গার মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে···এক আলাদা জগৎ এ!···অথচ মনে হয় কেন যে অচেনা নয় সম্পূর্ণ?···

—"তার পর?"

—"ভাগ্যক্রমে আমার ছোরা বসাবার আগেই রুমা চিৎকার ক'রে উঠে আমার হাত চেপে ধরে। আঘাতটা ক্রাসটকিনের বুকে না প'ড়ে পড়ল কাঁধে। ও বেঁচে গেল—যদিও হাঁসপাতালে তুমাস থাকার পর— যদিও একথা আমি জানতে পারলাম আজ—রুমার মুখে।"

—"এর আগে—"

—"কারণ ছোরা বসিয়েই যে আমি এয়ারোপ্লেনে উধাও হই লণ্ডনে। ওদের খবর পাবই বা কী ক'রে ? ওরা চেপে গিয়েছিল দলেরই জন্যে।"

—"তাহ'লে তুমি এতদিন নিজেকে নরহন্তা জেনে এসেছ ?"

—"অবিকল। আর সে যে কী কষ্ট—কিন্তু সে যাক্।"

"অবশ্য," অস্কার বলে থেমে থেমে, "রুমাকে ব'লে পালাই নি। বলব কেনই বা ? এমন ভয়ও ছিল—যদি সে ধরিয়ে দেয় মৃত বল্লভের প্রতি দরদবশে।"

—"তার পর ?"

—"লণ্ডন থেকে এলাম নরওয়ে। জীবনে তখন গভীর অবসাদ। শরীরও অসুস্থ—মন জর্জর—আশা নেই প্রাণে—আলো নেই চোখে। সুবিধা হ'ল একটা ঘর পুড়ছিল। শুনলাম একটা ছোট শিশুর হাসি ওপরের তলা থেকে। কী আনন্দ তার—যখন নিচে তার মা চিৎকার করছে বাঁচাও ওকে—বাঁচাও ওকে।

"নক্ষত্রবেগে ঢুকলাম। শিশুকে জানলা থেকে ফেলে দিলাম – নিচের লোকেরা কম্বল ধরল, তার ওপর পড়ল। বেঁচে গেল—কিন্তু আমি নামতে গিয়ে বেটক্করে প'ড়ে গেলাম। দুর্বল শরীর, নইলে হয়ত পড়তাম না—এভাবে পুড়েও যেতাম না।"

—"তার পর ?"

—"ভাগ্যক্রমে একটা লটারিতে কিছু টাকা পেয়েছিলাম নিউইয়র্কে। তাই নিরন্নদের হাঁসপাতালে যেতে হ'ল না। রইলাম এক ভালো আরোগ্যালয়ে। সেরে উঠলাম। কিন্তু শরীর মন গেছে ভেঙে। বেঁচে উঠে আফ্‌শোষ হ'ল—আমাকে আবার জীবন ধার দিয়ে নিয়তির এ কী মহাজনী বুদ্ধি ? কী দারুণ সুদ চাইবেন তিনি কে জানে ?"

মলয় ওর হাতের 'পরে হাত বুলোতে থাকে : "অধীর হোয়ো না ভাই।"

—"স্নায়ু দুর্বল, দেহ ভাঙা, মন চৌচির, তবু আমার কাছে সংযম আশা করবে মলয়? ধিক্কার দেবে কি শিশুর মতন কেঁদে ভাসালে, ডরিয়ে উঠলে?"

—"না ভাই—শুধু ক্ষমা চাইব তোমাকে বিচার করেছি ব'লে।"

—"না না ক্ষমা চাইবার এতে কী আছে বলো? পুরুষ মানুষকে কাপুরুষ দেখলে কার না খারাপ লাগে? তবু..." বলতে বলতে ওর চোখে জল ভ'রে আসে ফের—"এ-রকম আমি ছিলাম না ভাই...হয়ত... কে জানে...যুমা আমাকে ভালোবাসলে, এমন কি রুমাকেও আমি ভালোবাসতে পারলে হয়ত এ-দশা আমার হ'ত না।"

মলয় চুপ ক'রে রইল খানিক, পরে বলল : "তার পর?"

—"তার পর আর কি? সবই তো জানো। আমি এখানে এসে মাস ছয়েক বাদে ফের অসুখে পড়লাম। ফের আসতে হ'ল আরোগ্যালয়ে। তখন ঠিক করলাম বাড়িতে জানাব। বাবাকে লিখলাম। বাবা এলেন। কিন্তু দুঃখ এই যে না বুঝে তখন দু দুটো মস্ত ভুল ক'রে বসলাম?"

—"ভুল? মানে?"

—"প্রথম,—সব বললাম—এমন কি ক্রাসটকিনকে খুন ক'রেছি এ কথাও।"

—"খুন যে করো নি রুমা কি তার কোনো প্রমাণ দিলে?"

—"হ্যাঁ—দেখাল ক্রাসটকিনের একটা চিঠি সপ্তাহখানেক আগে লেখা। সে এখন লণ্ডনে।"

—"তাই বুঝি তুমি ওর সঙ্গে বেরিয়ে এলে ?"

—হ্যাঁ। মনে হ'ল আমার কী হবে আর এখানে থেকে ? হেলেনাকে দেখার ইচ্ছে আছে সত্য, কিন্তু ভাবলাম—তাতেও যদি কুফল ফলে ?"

অস্কারের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে আসে। জোর করে বলতে লাগল : "আমি এসেছি জীবনে একটা জীবন্ত অভিশাপ হ'য়ে যে ভাই। যাকেই ভালোবাসি তারই জীবনে আনি ঝড়তুফান সর্বনাশ। ভাবলাম যদি সম্ভব হয় রুমাকেই করব সুখী, অন্তত চেষ্টা করব। বিশেষ ক'রে যখন পুলিশের ভয় আর নেই—হয়ত ভদ্রজীবন যাপন অসম্ভব না হ'তেও পারে।"

—"তবু—"

—"কী ?"

—"না। শুধু ভাবছিলাম—রুমার জন্যে কষ্ট হয় যদিও—ওদের জীবনের বেড়াজালে ফের—"

—"কী করব বলো ? অন্য কোথাও কি আমার ঠাঁই আছে ? আমি যে বীজ বুনেছি তার ফলের দুর্ভোগ কি একা রুমারই ভুগতে হবে ? সেটাও তো উচিত হয় না।"

মলয় একটু ভেবে বলল : "না যাও তুমি অস্কার—কালই—কালমারে।"

—"কিন্তু, বাবা ?"

—"তাঁকে আমি দেখব। একটু ভালো হ'লেই নিয়ে যাব সেখানে। হয়ত তোমাকে রোজ এত কাছে দেখছেন ব'লেই তিনি সেরে উঠতে পারছেন না তোমাকে নরহন্তা জেনে। তুমি তাঁর ব্যথার জায়গায়ই ঘা দিচ্ছ হয়ত অজান্তে।"

—"একথা আমারও মনে হয়েছে। তাই তো আমি রুমার সঙ্গে যাচ্ছিলাম চ'লে।"

—"কিন্তু তাতে তো সুফল ফলবে না ভাই! বিশেষ যখন ওকে ভালোবাসো না—তখন ওর সঙ্গে শুধু দেহের সম্বন্ধে তৃপ্তি তো পাবে না—আসবে গ্লানিই শেষটায়।"

—"আমারও সেই ভয় হয়। কিন্তু অন্য কী পথ আছে বলো? হয়ত হেলেনাও এসব শুনলে শক্ পাবে।"

—"হেলেনাকে বোলো না এসব কথা।"

—"গোপন করব?"

—"হ্যাঁ অস্কার। আমার মনে হয় যে সবাই সব সত্য সইতে পারে না। দেখছ তো—তোমার বাবাই যখন পারলেন না—কে জানে?"

—"কিন্তু রুমা যদি প্রতিশোধ নিতে ব'লে দেয় ওকে? যদি চিঠি লেখে?"

মলয় চিন্তিত সুরে বলল: "অতটা ও করবে ব'লে মনে হয় না। কারণ তাতে ও পাবে কী বলো? ও সত্যিই তো তোমাকে কোনো সাজা দিতে চায় না—ও চায় শুধু তোমাকে ফিরে পেতে। কেবল তাহ'লেই হয়ত ও সুখী হ'তে পারে। কিন্তু…"

—"থামলে যে—"

—"আমার এসব কথা বলার তো কোনো অধিকার নেই ভাই—"

অস্কার বিষণ্ণ হেসে বলল: "এত কথার পরেও এই ভদ্রতা?"

মলয় লজ্জিত সুরে বলে: "ভদ্রতা নয় ভাই, তবে এসব বিষয়ে কিছু বলতে একটু সঙ্কোচ হয় না কি?"

—"তা হোক, তুমি বলো। কিন্তু—কী বলছিলে?"

—"বলছিলাম তোমার ওর কাছে ফিরে-যাওয়া মানেই তো আর ওর তোমাকে ফিরে-পাওয়া নয়।"

অস্কার চুপ ক'রে ভাবে, পরে বলে : "কিন্তু ও কি বুঝবে একথা ?"

মলয়ও ভাবল একটু, পরে বলল : "যদি বলো তো আমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

অস্কার ওর হাত চেপে ধ'রে সাগ্রহে বলল : "বলবে মলয় ? তোমার কথায় হয়ত ও বুঝবে। আহা, ওকেও তো আমি আর দুঃখ দিতে চাই না ভাই।"

—"ও কোথায় আছে ?"

—"ভিক্টোরিয়া হোটেলে। ও ষ্টকহল্‌ম ঘুরে আমার ঠিকানা জোগাড় ক'রে এসেছে।"

—"কবে ?"

—"আজই সকালে। আমাকে একলা পাওয়ার সুযোগ খুঁজছিল দুপুর থেকে। বিকেলে এসেছিল একবার—তোমাকে দেখে ফিরে যায়। তারপর সন্ধ্যাবেলা আমাদের পিছু নেয়। তারপর সবই তো তুমি জানো।"

অনেকক্ষণ ওরা চুপ ক'রে রইল···হঠাৎ দোরে খুব মৃদু টোকা।

অস্কার শঙ্কিত কণ্ঠে চুপি চুপি বলে : "নিশ্চয়ই।"

—"হ'লে ভয়ের কী আছে অস্কার ?" ব'লেই মলয় উঠে গিয়ে দোর খুলল। সাম্‌নেই রুমা !

২

রুমা মলয়কে দেখেই থম্‌কে গেল। তার পরেই জর্মনভাষায় সহজ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল : "আমি অস্কারের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"আসুন না ভিতরে,"—মলয় উত্তর দিল ঐ ভাষায়।

রুমা সন্দিগ্ধ নেত্রে ওর পানে তাকিয়ে সন্তর্পণে ঢুকল।

মলয় হাসল : "ভয় পাবার কিচ্ছু নেই ফ্রয়লাইন, নির্ভয়ে বসুন।"

অস্কার কথা কইল : রুমা, মলয়ের সঙ্গে হেলেনার বিবাহ ঠিক। ওকে তুমি বন্ধু ভাবতে পারো। অন্তত ওর থেকে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না এ নিশ্চয়।"

রুমা বলল : "ওকে কি—"

—"হ্যাঁ সব বলেছি।"

—"স—ব ?"

—"হ্যাঁ—কিন্তু—"

—"আমার সম্বন্ধেও !"

মলয় বলল : "কেন ভাবছেন ! বিশ্বাস করবেন আমায় কোনো স্বার্থ ই নেই আপনার শত্রুতা করবার। তাছাড়া"—ব'লে থেমে একটু ইতস্তত ক'রে বলল : "আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি ভুল ভেবেছিলাম ব'লে।"

রুমা একবার অস্কারের দিকে চকিত কটাক্ষ ক'রে মলয়ের পানে তাকিয়ে বলল : "ভুল ভেবেছিলেন ?"

—"হ্যাঁ। বিশ্বাস করবেন অস্কারের কাছে সব শুনে আপনার প্রতি কোনো বিরূপ ভাব তো নেই-ই বরং আপনার প্রতি শ্রদ্ধা বোধ করছি বললেও হয়ত অত্যুক্তি হবে না—যদিও একথা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না।"

—"বিশ্বাস করব না? কেন?"

—"কারণ সন্দেহের অবিশ্বাসের কেন্দ্রেই না কি আপনাদের ডেরা ডাণ্ডা। এজন্যে দোষ দিচ্ছি ভাববেন না—"

—"কিন্তু না দেওয়ার কারণ কী জানতে পারি?" বলে রুমা বাধা দিয়ে।

মলয় ঈষৎ কুণ্ঠিত সুরে বলে: "কারণ—কিছু মনে করবেন না—ও আবহাওয়ায় যে মানুষের দৃষ্টিবিভ্রমের সম্ভাবনাই বেশি একথা কল্পনা করা কঠিন নয়।"

—"এ কল্পনার ভিত্তি কী যদি জিজ্ঞাসা করি?"

—"যদি বলি—আলোর চেয়ে দাহ নিয়েই আপনারা ঘরকন্না করেন?"

রুমা পরুষ কণ্ঠে বলে: "তাহ'লে আমিও যদি পাল্টা জেরা করি: 'কী জানেন আপনি আমাদের ঘর বা কন্না সম্বন্ধে?' "

—"কেন রাগ করছেন—বলুন।" মলয় স্নিগ্ধ হাসে।

"উত্তর দিন্ আগে।"

—"আগে বসুন," ব'লে মলয় আরো হাসে।

রুমার কণ্ঠস্বরের প্রদাহ ঈষৎ ক'মে আসে, সোফায় ব'সেও বলে: "আচ্ছা বলুন এবার।"

মলয় পাশে একটা চেয়ারে ব'সে খুব মৃদুস্বরে বলল: "আপনাদের

দল ছাড়াও জগতে বিপ্লবীদের দল আছে যে ফ্রয়লাইন—হয়ত আণ্ডামানের নাম শুনে থাকবেন।"

—"শুনেছি—কিন্তু সে কথা তুলছেন কেন?"

—"এইজন্যে যে, সে-দ্বীপ-ফের্তা কারুর কারুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, এমন কি বন্ধুত্বও। তাছাড়া বার্লিনে ও প্যারিসে ভারতীয় বিপ্লবীদের আড্ডা আছে শুনেছেন কি না জানি না।"

—"আপনি জানেন তাঁদেরও?"

—"অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল একদিন।"

—"একদিন?"

—"তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা আমি ছেড়ে দিয়েছি।"

"ভয়ে?" রুমা শুধায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

—"প্রাণের ভয় ছাড়া অন্য ভয়ও আছে ফ্রয়লাইন।"

—"কিসের?"

—"অধঃপতনের। দলাদলি তাঁদের মধ্যে যত এমন পাণ্ডাপুরুতদের মধ্যেও না।"

রুমার কণ্ঠস্বর ফের তীব্র হ'য়ে ওঠে: "দলাদলি কথাটা শুনতে এক হ'লেও তার ছন্দ যে সর্বত্র এক না হ'তেও পারে একথা আপনার কখনো মনে হয়েছে কি না জানতে পারি কি?"

মলয় নরম সুরে বলল: "আপনার কাছে অকুণ্ঠে ক্ষমা চাইছি ফ্রয়লাইন—যদি একথায় আপনার মনে আঘাত লেগে থাকে। তবে আমাকে ভুল বুঝবেন না এই মিনতি রইল। একথা আমি বলতে চাইনি যে, বিপ্লবীদের মধ্যে মহাপ্রাণ মানুষ আমি কখনো দেখিনি। দরাজ প্রাণ সর্বত্রই মেলে এবং সর্বত্রই তারা মনকে অভিভূত করে—না—শুনুন

আমার কথা শেষ হয়নি—এ-ও আমি জানি যে একটা বড় আদর্শ নিয়ে যারা তেল নুন লকড়ির দোকানদারি তুচ্ছ করে তাদের মধ্যে যে দলাদলি, সে-দলাদলির সঙ্গে সুবিধাবাজ মৎলববাজদের সুবিধার দলাদলির একটা মূলগত ভেদ আছেই। বড়কে যাঁরা সত্যি ভালোবাসেন ক্ষুদ্রতার দৃশ্যে তাঁরা প্রায়ই যে অসহিষ্ণু এমন কি অনমনীয় হ'য়ে ওঠেন এ সত্যও আমার অজানা নেই জানবেন। কিন্তু যদি বলি যে, এরকম স্বপনী যেমন অন্যত্রও সংখ্যায় কম—আপনাদের মধ্যেও তেম্‌নি তাহ'লে ভরসা করি আপনার সহানুভূতি না পেলেও মার্জনা পাব।"

রুমার চড়া সুর একটু নেমে আসে : "এ-ভরসার হেতু কি জানতে পারি ?"

—"সেটা আপনি মনে মনে জানেনই জানেন।"

—"জানি না কি ?" রুমার ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্রূপের ঝিলিক খেলে যায়।

—"ভুক্তভোগী যদি না জানবে, তবে জানবে কে বলুন ?"

—"আমি ভুক্তভোগী ব'লে আমাকে ঐ কমসংখ্যক মহাপ্রাণদের দলে ফেলছেন—এ পদ্ধতি অনবদ্য। এতে নিশ্চয়ই আমার মন ভিজে ওঠা উচিত ছিল—কিন্তু উঠ্‌ল না যে তার কারণ—আমি আপনার এ তারিফের যোগ্য নই।"

—"নন ?"

—"না। আমি যে ঐ বেশিরই দলে—দলাদলি আমি ভালোবাসি—রোঁলার au-dessus de la mêlée—যুধ্যমানদের উর্ধ্বে—আমার অচল সিংহাসন না। যারা হাসে কাঁদে রুখে ওঠে ভালোবাসে আবার হানাহানিও করে—তাদের মধ্যেই আমাকে থাকতে দিন, লক্ষ্মীটি !"

মলয় ফের স্নিগ্ধ হাসে : "ফ্রয়লাইন, আপনি আমাকে যে ক্ষমা

করতে পারছেন না তার কারণ আপনি ভুল ভেবে ভারি খুসি আছেন।”

—“কী বললেন? খুসি?”

—“অবিকল। নৈলে আমাকে রোঁলার মতন জগতের চরম ও পরম বিচারক ঠাওরাতেন না। আমি একজন অতি সামান্য মানুষ। আপনাদের মধ্যে যে নির্ভীকতার দৃষ্টান্ত সময়ে সময়ে বাইরে থেকে দেখেছি তা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এ আমি সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে পেছপাও নই জানবেন। কেননা মুখে যতই বলি না কেন—প্রাণ বিপন্ন করার কাজে যারা এগিয়েছে তারা তাদের বাইরেকার তুচ্ছতা দৈন্যতার চেয়ে যে অনেক সময়েই বড় এ-কথা আমি সসম্ভ্রমে স্বীকার করি জানবেন।”

স্নিগ্ধতা ও সংক্রামক: রুমার মুখের কঠিন রেখাগুলি ধীরে ধীরে কোমল হ'য়ে আসে। সুর আরো একটু নামিয়ে নিয়ে “কিন্তু”—ব'লেই ও হেসে ফেলে হঠাৎ—“কী বলব বলুন এর উত্তরে—কিছুই যে আমার বলবার নেই।”

—“জানি, কিন্তু আমার কিছু বলবার—না, অনুরোধ করবার আছে যে।”

—“অনুরোধ?”

—“হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে একটু বিশ্বাস না করলে কী ক'রে বলি?”

ঘরের মধ্যে রুমার রূপালি হাসির বান ডেকে যায়: কী মিষ্ট যে!

“কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করি কী ব'লে বলুন তো? আপনি সুপুরুষ ব'লে—না মঞ্জুবাক্ ব'লে?”

—"আপনারই কথার প্রতিধ্বনি ক'রে আমিও বলতে পারতাম ফ্রয়লাইন, যে এ-দুটোর একটা তারিফেরও আমি যোগ্য নই—যদি না জানতাম বললে মিথ্যাকথনের দায়ে পড়ব।"

রুমার হাসির বাঁধ ভেঙে গেছে, একটু বাদে হাসি জোর ক'রেই থামিয়ে বলে: "আপনি দেখছি শুধু সত্যবাদীই ন'ন—নম্রদেরও শিরোমণি।"

মলয়ও হাসে: "শক্তিশেলটা লক্ষ্যভেদ করেছে মানছি—কেবল নম্র-শিরোমণিরা প্রায়ই মিথ্যাবাদী একথা মনে রাখলে হয়ত অহঙ্কারীদের একটু করুণার চোখে দেখতে পারবেন।"

ওর কথার সুর প্রায় সহজ হ'য়ে এসেছে। হাসিমুখে বলে: "শুধু করুণা কেন, হয়ত একটু দরদের চোখেও দেখতে পারব, কারো নিজের গুমরকে আমি শুধু করুণার চোখে দেখেই পূরো তৃপ্তি পাই না।"

—"আপনার কথা যা শুনেছি তাতে তো মনে হয় না আপনার গুমর খুব বেশি।"

—"বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় আছে ব'লেও যদি কারুর কারুর গুমর হয় তবে কল্পনা ক'রে দেখুন: যারা খাস বিপ্লবী তাদের কিরকম পায়া-ভারি হবার কথা।"

—"এই তো অবিপ্লবীকেও অনুকম্পার চোখে দেখে তার সঙ্গে বিশ্বাস ক'রে হেসে কথা বলতে পারছেন।" মলয় হাসে।

রুমাও সে হাসিতে যোগ দেয়: "যদি বলি, বাধছিল আপনি অবিপ্লবী ব'লে নয়—আমাদের দলে একজন ভারতীয়কে জানতাম ব'লেই ?"

মলয় ব্যঙ্গের সুর ধরে এবার: "তাহ'লে আমিও যদি বলি—"

—"কী ?"

—"যা বলা উচিত, কেবল দুঃখ এই সেটা ভেবে পাচ্ছি নে।"

রুমার কলহাস্যে এবার ঘরটি ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে। কী সুন্দর ওর কণ্ঠস্বর, হাসির ভঙ্গি! ওর খানিক আগের গম্ভীর পাষাণ-কঠিন রেখাহীন মুখে যেন লাবণ্যের কোমলতার লহর উঠেছে। মলয় মুগ্ধ নেত্রে এ লাবণ্যময়ীর পানে খানিক তাকিয়ে থেকে বলে: "জানেন, আপনাকে দেখে আমার কাকে মনে পড়ছে?"

—"কাকে?"

—"আমার একটি প্রিয় বাঙালি বান্ধবীকে। সেও ছিল আপনার ম'তই বিপ্লবিনী—তবে অন্য প্যাটার্নের।"

—"যথা?"

—"কম্যুনিষ্ট।"

রুমা গম্ভীর হ'য়ে বলে: "সেও খুব হাসত বুঝি?"

—"শুধু হাসত না, হাসির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলত যাকে কথায়ও ফোটানো যায় না।"

রুমা শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে: "ও বাবা—না জানি সে কী বস্তু! হয়ত আধ্যাত্মিকই হবে বা।"

—"অতটা সাংঘাতিক নয়," মলয় অভয় দেয়,—"সব চারপেয়েই হাতি নয়।"

রুমা খুসি হ'য়ে বলে: "অস্কার, তোমার এ বন্ধুটির কথা তুমি বলো নি তো আমাকে।"

অস্কার এতক্ষণ খুব কৌতুক বোধ করছিল, বলল হেসে: "আমি কি জানতাম তোমার সঙ্গে ওর বনবে?"

—"ওকে বুঝি বুঝিয়েছ—আমি শেক্ষপীয়রের সেই দজ্জাল ক্যাঁথারিন?"

মলয় হঠাৎ সুর বদলায় : "না ফ্রয়লাইন—"

—"নিরুপাধি রুমা বললেই বা—এ যুগে আমরা সবাই সাথী—কমরেড।"

—"আপনারাও—?"

—"হ্যাঁ—অস্কার বলেনি ?"

—"না। ওর বোধ হয় ভয় ছিল যদি আমি ফাঁশ ক'রে দিই।"

রুমা প্রীতকণ্ঠে বলে : "ধন্যবাদ অস্কার যে আমাদের ধাম ব'লে দিলেও নাম ব'লে দাওনি।" ব'লে মলয়ের পানে ফিরে বলল : "যদিও আমাদের নাম যতটা দু-র দিকে ততটা দুর্বৃত্ত আমরা নই হের্—"

—"উপাধির হের-ফের রেখে সাদা মলয়ই বললে না হয়—যদিও কমরেড না।

—"কমরেডে এত আপত্তির কারণ কী জানতে পারি ?"

—"কারণ কিছুই নেই। কি জানি কেন ও শব্দটি আমার কানে সুধাবর্ষণ করেনা।"

—"শব্দটির—"

—"শুধু ধ্বনির কথাই বলছি, ওর অর্থটি অনবদ্য। অর্থাৎ আমাকে কমরেড না ব'লেও বন্ধু বললে ঠকবেনা।"

অস্কার হঠাৎ বলে : "এ কথায় আমি পুরো সায় দিচ্ছি রুমা !"

রুমা হাসে : "মানব-চরিত্রের সম্বন্ধে তোমার যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি—!" ব'লেই মলয়ের দিকে ফিরে বলল : "অপরাধ নিওনা হের্—থুড়ি—কী নাম বললে যেন ?"

অস্কার জোগালো : "মলয়।"

—"হ্যাঁ মলয়। বলছিলাম কি অপরাধ নিওনা যদি তোমাকে সহজ

সরলভাবে বিশ্বাস করতে না পেরে থাকি প্রথমটায়। আর পারো তো বিশ্বাস কোরো যে, একসময়ে এটা পারতাম অতি সহজেই—কিন্তু বার বার ঠেকে ও ঠ'কে সে-সরল বিশ্বাসের ভিৎ গেছে জখম হ'য়ে।" ব'লে থেমে অস্কারের পানে একবার তাকিয়ে কটাক্ষ ক'রে বলল: "কিন্তু এমন লোকও সংসারে আছে মলয়, যারা বার বার ঠকে, তবু বিশ্বাস করে মানুষকে।"

মলয় সহাস্যে বলল: "অতটা সিনিক না-ই বা হ'লে। শোনো, আমাদের দেশে শাস্ত্রে কী বলে জানো? বলে: মানুষের-স্বভাব জলের মতন—তাই ঢালুপথে সে বইবেই, হাজার নিগ্রহ ক'রেও তাকে উপর দিকে বইতে শেখানো যায়না।"

—"যদি না পিছনে ঝর্ণা বা ফোয়ারা থাকে অবশ্য।"

—"কিন্তু সেটা তো থাকেনা অন্তত সাড়ে পনর আনা লোকের ক্ষেত্রে।"

—"তুমি কি আমাদের চেয়ে কিছু কম সিনিক মনে করো বন্ধু?"

অস্কার টুকল: "রুমা, বলছ কী? ও বেচারা এবার একেবারে মনমরা হ'য়ে পড়বে যে।"

রুমা ওর দিকে তাকিয়ে বলল: "কেন?"

মলয় বলল: "ওর কথা শোনো কেন? ও আমাকে রোজ আদর্শ-বাদী স্বপনী দেবদূত কত রকম নাম দিয়ে যে ডাকে রসিয়ে রসিয়ে—"

রুমা বলল: "ও—তাই? কিন্তু—" ব'লেই থেমে গেল।

মলয় বলল: "কী?"

—"কিছু না, শুধু জিভের ডগায় এসেছিল একটা প্রশ্ন যে, দেবদূতের মুখেও যদি মানবচরিত্র নিয়ে এমন অবিশ্বাসের সুর ফোটে তাহ'লে মর্ত্যবাসীদের ভৌতিক কুসংস্কার ঝাড়াবে কে?"

মলয় বলল : "এতখানি ভৎ´সনায় যদি কুফল ফলে তাহ'লে কিন্তু আমায় দোষ দিওনা রুমা !"

—"মানে ?"

—"মানে, এবার দেবদৌত্য করব চুটিয়ে—ভালো ভালো অ-সিনিক কথার ফুলঝুরি তারাবাজি ছুটল ব'লে—আমার অগ্নিময়ী রসনা থেকে।"

রুমা হেসে হাততালি দেয় : "জানো ? রুষ ভাষায়ও আমার একটা নাম আছে তার নাম অগ্নিভূষিতা।"

—"এ-অভয় প্রত্যাহার করবেনা কথা দিচ্ছ ?"

—"অত ঘটা ক'রে আটঘাট বাঁধতে হবেনা বন্ধু, মেয়েরা যখন দেয় চিরদিনের জন্যেই দেয়।"

—"অর্থাৎ আমরা পুরুষেরা দেইনা এই তো ?"

রুমার হাসিমুখ হঠাৎ মেঘলা হ'য়ে ওঠে : "তোমরা কি দাও ? তোমরা তো শুধু চাও।"

—"সবাই ?" বলে মলয় থম্‌কে।

—"অন্তত যাদের দেখেছি তারা তো বটেই—"বলতে বলতে ওর চোখে কী এক ব্যথার আভা ফুটে ওঠে যে—! একটু চুপ ক'রে বলে "আর দেখেছিও তো খুব কম নয় বন্ধু !"

ঘরের মধ্যে সবাই চুপ হ'য়ে গেল···এ আর এক ছন্দ···সম্পূর্ণ আলাদা।···

ঢং ঢং ঢং ঢং

ঢং ঢং ঢং ঢং

ঢং ঢং ঢং ঢং

* * * *

শেষ ধ্বনির রেশ কাঁপতে থাকে...মলয়ের কানে বাজে কেমন যেন একটা আবছা বিষাদের সুর আজ।

মনে পড়ে খানিক আগে অস্কারের কথা : "আর একটা দিন শেষ হ'তে চলল···মাত্র একটি ঘণ্টা অপেক্ষা!"

সে প্রহর উত্তীর্ণ হয়েছে। মনে হয় ওর এক একটা প্রহর জীবনে আসে অনির্বচনীয় ছন্দে। কতদিনই যায়..কত প্রহর··প্রহরের পর প্রহর—কোনো চিহ্ন না রেখে, ফসল না ফলিয়ে। কিন্তু এক একটা প্রহর আসে যারা আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখে যায় যেন তাদের অনেক দিনের সঞ্চিত সম্পদ—আদরের ধন!.এক একটা রাতের যন্ত্রণায় বেদনার আনন্দে আমাদের বুকের বাগানে অনেক আফোটা কলিই ওঠে ফুটে।

আজকের প্রহর কাটল না কি এই ধরণেরই সার্থক ছন্দে?···

৩

অস্কার হঠাৎ "উঃ" ব'লে বালিশে উপুড় হ'য়ে পড়ে কোমরে হাত দিয়ে।

রুমা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ওর কাছে গিয়ে বসে ওর বিছানার কিনারায়: "কী অস্কার? সেই ব্যথাটা বুঝি?"

—"হ্যাঁ।"

—"এখনো কি?"

অস্কার মৃদু সুরে বলে: "না, মদ খাওয়া ছেড়েছি সত্যিই। ডাক্তারে বলেছে খেলে বাঁচবনা—কিন্তু—উঃ—মাগো!"

মলয় ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বলে: "একটা ডাক্তার ডেকে আনব কি?"

অস্কার হাত নেড়ে বারণ করে: "এত রাত্রে কাজ নেই।"

রুমা ওর কোমরের দু ধারটা ড'লে দেয়। একটু পরে বলে: "জামাটা তোলো—"

অস্কার একটু উঁচু হয়...মলয় ওর জামাটা তুলে ধরে। রুমা ওর বুকে পিঠে খুব মালিশ করে...দ্রুত ঘর্ষণ।

মলয় বলে: "একটু—মালিশটালিশ কিছু দিলে হয় না?"

রুমা সাগ্রহে বলে: "আছে?"

অস্কার বলল: "ঐ ব্যাগটাতে আছে একটা মালিশ—সেটা—" ব'লেই আবার উপুড় হ'য়ে প'ড়ে গোঙাতে থাকে। মলয় তৎক্ষণাৎ ব্যাগ থেকে মালিশটা এনে দেয়।

রুমা সেটা নিয়ে কোমরের এক দিকে ডলে, মলয় ডলে অন্যদিকে।

নিঃঝুম রাত···আকাশে ঘোর লেগেছে, অথচ অন্ধকার ছেয়ে আসেনি। গ্রীষ্মকালে এদেশে আলোর চাপা রেশ থাকে মধ্য রাত্রেও।

* * * * *

আধঘণ্টা বাদে···ক্লান্ত অস্কার ঘুমিয়েছে অকাতরে।···

মলয় ও রুমা নিঃশব্দে বাইরে আসে। মলয় সন্তর্পণে দুয়ার ভেজিয়ে দেয়। করিডোরে ওদের চোখোচোখি।

—"রুমা!"

—"কী?"

—"আমাকে ক্ষমা কোরো।"

রুমা ম্লান হাসে, অদূরে সিঁড়ির উপরকার নীলাভ আলোয় সে-হাসি দেখায় যেন হাসির অভিনয়: "ক্ষমা? কিসের?"

—"তুমি যা নও তোমাকে তা-ই ভেবেছিলাম ব'লে।"

ওর হাসি আরও করুণ দেখায়: "যদি বলি আমি তা-ই?"

—"তুমি তা নও—"

—"মানুষকে এত সহজে বিশ্বাস করলে ঠকতে হয় বন্ধু!"

—"বিশ্বাস ক'রে ঠকা বরং ভালো, কেননা সেখানে যে ঠকল তার নাম মানুষ। এ-ঠকায় সান্ত্বনা আছে। কিন্তু অবিশ্বাস ক'রে যে ঠকে সে যে অমানুষ রুমা? তখন বিশ্বস্তকে অবিশ্বাস করার দায় কার?"

ও উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে যায়।

মলয় বলে: "কিছু কথা ছিল তোমার সঙ্গে।"

—"বড় বেশি রাত হ'য়ে গেছে?"

মলয় হাসে: "আমি প্রায়ই রাতভোর পড়ি বিশেষ তোমাদের

দেশের রাত—ঐ দেখ এরই মধ্যে ফের ভোরের আলো ফুটছে পূবদিকে।"

"আমার আপত্তি নেই।"

—"তবে এসো—বসা যাক।"

—"কোথায়—?"

মলয় একটু ইতস্তত ক'রে বলে: "এখন তো সাল্ঁ বন্ধ—লাইব্রেরি-ঘরে যাবে ?"

—"সেখানে লোক নেই ?"

—"দেখে আসব ?"

—"তোমার ঘরে বসলে কি হয় ?"

মলয় একটু ভেবেই জোর ক'রে বলে: "তাই এসো। সব দিক দিয়েই হবে ভালো।"

অস্কারের সেবার সূত্রে ওদের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধান যেন গেছে একেবারে স'রে! কী থেকে যে কী হয়··

রুমাকে শয়নকক্ষের শোফাতে বসিয়ে বলে: "একটু বোসো, একটু কফি আনতে ব'লেই আস্‌ছি, হেলেনাকে ঐ সঙ্গে একটু টেলিফোন ক'রে।"

—"হেলেনাকে ? রাতদুপুরে!—ও হো মনে পড়েছে," ও হাসে এমন মধুর বিষণ্ণ হাসি!—"তাই অস্কারের এত উচ্ছ্বাস তোমার সম্বন্ধে, না ?"

—"যদি বলি কুটুম্বিতার সায় বিনাও কারুর কারুর আমাকে ভালো লেগেছে—তাহ'লে হয়ত আরো হাসবে ?"

—"না," রুমা মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে পড়ে, "আমার নিজের মন দিয়ে একথা জানি।"

মলয়ের বুকের রক্তে আনন্দের একটা ঢেউ যায় ব'য়ে। রুমার মুখে কিসের ছায়া এ! শুধু কোমল ব্যথা? না—তা তো নয়। হৃদয়ের আভা লেগেছে। মনে হয় বড় চেনা…বড় কাছে।…

রুমা অপ্রতিভ বোধ করে ওর আনমনা চাউনিতে। বলে: "কী টেলিফোন করবে হেলেনাকে? বলবে আমায়?"

—"অস্কারের অসুখের কথা।"

—"আমার কথাও?"

—"যদি বারণ করো—বলবনা।"

রুমা একটু ভাবে, পরে বলে: "না, বারণ করবইবা কোন্ অধিকারে বলো?"

—"অধিকার কখন যে কে কোন্ পথ দিয়ে পায় কেউ কি জানে রুমা?"

রুমার ঠোঁট দুটি থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে… হঠাৎ ও মলয়ের একটা হাত চেপে ধ'রে বলে: "তাহ'লে একটা অনুরোধ যদি করি—" ব'লেই হাত ছেড়ে দেয়…

মলয় কী বলবে ভেবে পায় না…

* * * * *

—"ও কি রুমা?"

—"কিছু না," দুই বিন্দু অশ্রু চকিতে মুছে ও স্থির প্রেক্ষণে তাকায় মলয়ের পানে।

—"নিশ্চয় কিছু। বলবে না আমাকে?"

—"শুনতে চাও?"

—"অধিকার তো নেই—"

—"ফের ?"

—"শোধবোধ," মলয় হাসতে চেষ্টা করে—কিন্তু হাসি যেন মানায়না এ আবহে।

"অস্কারকে আমি নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কোথায় জানো ?"

—"কোথায় !"

—"ওয়ার্স'য় আমার পৈতৃক বাড়িতে। সেখানে—"

—"থামলে যে—"

—"নিয়ে যেতে চাইবার একটা—কি বলব—কারণ ছিল। নিশ্চয় সে কথা ও তোমাকে বলেনি।"

—"কী।" মলয়ের কৌতূহল জেগে ওঠে

—"ডোডো।"

—"ডোডো !"

—"আমাদের সন্তান—নিতান্তই শিশু। সে তো কোনো অপরাধ করে নি।"

* * * * *

মলয়ই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ওর, একটি হাত নিজের দু হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে : "আমাকে ক্ষমা কোরো রুমা !"

—"ক্ষমা ? কিসের জন্যে !"

—"অস্কারের যাওয়ায় আমি বাধা দিয়েছিলাম ব'লে।"

—"কে জানে ?" রুমার কণ্ঠে ফুটে ওঠে ম্লান প্রদোষের অশ্রুল সুর, "হয়ত ঠিকই করেছ।"

—"না, করি নি।"

—"কে বলবে বলো? পুরুষ না চায় নারীকে, না চায় গৃহকে, না শিশুকে। আমরা তবু তো বুঝি না। পাখীকে চাই সুখী করতে আমাদের সোনার খাঁচার আদরযত্নে।"

*　　*　　*　　*　　*

নীরবতার পাখা কখন যে নেমে এসেছে অজান্তে···

রুমার চমক ভাঙে: "কই টেলিফোন করতে গেলে না!"

—"থাক্ এখন।"

—"না যাও—ক'রে এসো। রোসো, আচ্ছা হেলেনা ওকে খুব দেখতে চায়?"

মলয় চুপ ক'রে থাকে। এত অনুতাপ হয়—!

রুমা অস্থির অস্থির করে···অসংলগ্ন ভাবেই বলে: "ওয়াস'য় হয়ত ও একটু জুড়োত—কি মনে হয় তোমার?"

মলয় মুখ নিচু ক'রে থাকে শুধু।

—"জানি। আমারো তাই মনে হয়।"

—"কী?" মলয় তাকায় ওর পানে।

—"যে, ও পাবে না শান্তি সেখানে মলয়। পাবে? তোমার কী মনে হয়? পুরুষে চায় শান্তি?"

মলয় কথা খুঁজে পায় না।

রুমা উঠে পায়চারি করে উত্তেজিত ভাবে। হঠাৎ নিজের বুকে হাত দেয়...মলয় লক্ষ্য করে বুক কাঁপছে ওর।

হঠাৎ দাঁড়িয়েই ও দুহাতে মুখ ঢাকে।

—"ও কি রুমা? শোনো—"

মলয় গিয়ে ওর মাথায় হাত দেয়।

জলভরা চোখে ও তাকায় মলয়ের পানে। বলে হঠাৎ: "আচ্ছা, যাও তুমি টেলিফোন ক'রে এসো।—রোসো, একটু কাগজ দিয়ে যাবে আমাকে ? কলম আমার সঙ্গেই আছে।"

—"এত রাতে ?"

—"একটা জরুরি চিঠি, ভোরের আগেই পোষ্ট করতে হবে। তাই এখনই লিখে রাখি—পরে হয়ত সময় হবে না !"

—"সময় হবে না মানে ?"

—"কেউ কি জানে ?"

—"কি বলছ রুমা !"

—"কিচ্ছু না," ও হেসে ওঠে এম্‌নিই—অসংলগ্ন ভাবে, "যাও তুমি টেলিফোন ক'রে এসো না ভাই। দাঁড়াও, তোমার টেলিফোন ক'রে ফিরতে কতক্ষণ দেরি হবে ?"

—"এই—কুড়ি পঁচিশ মিনিট বড় জোর। দূর হ'লে একটু অপেক্ষা করতে হয় কি না।

—"বেশ।"

৪

হেলেনার সঙ্গে পনের মিনিটে বড় কম কথা হ'ল না। টেলিফোনের ঐ তো সুবিধে। এতদূরে এতক্ষণ কথা বলা—খরচ অবশ্য একটু বেশি পড়ে। কিন্তু কী করে? আজ ও বলল প্রথম খোলাখুলি প্রফেসর কেন এত শক্ পেয়েছেন। আর গোপন করা চলে না—উপায় কি? আরও যা যা বলবার ছিল বলল সবই, সংক্ষেপে। শেষে অস্কারের ও রুমার কথাও। হেলেনা শুনে বলল: "আহা!"

—"আহা তো—কিন্তু কী করি বলো তো?"

এত ভালো লাগে ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে।

—"কী করবে?...এক কাজ কবো...ওকেও নিয়ে এলে কেমন হয়?"

—"কালমারে?"

—"ক্ষতি কি?" আহা ওকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে!"

মলয় কুণ্ঠিত ভাবে বলে: "তোমার বাবা—"

হেলেনার কণ্ঠে বিষাদ ফুটে ওঠে টেলিফোনেও: "তাঁব কি এসব বুঝবার অবস্থা আছে মলয়—যা এইমাত্র শুনলাম—"

—"সব ঠিক হয়ে যাবে হেলেনা, ভেবো না।"

—"কে জানে মলয়? যাহোক—ওকে তো এনো। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওকে একটু শান্তি দিতে—যদি পারি।"

—"আমরা পারি তো কাল সকালের জাহাজেই রওনা হব।"

—"বেশ।"

৮

ভ্যালেটের হাতে কফি ও বিস্কুটের ট্রে, পিছনে মলয়। ঘরে ঢুকেই ও থম্‌কে দাঁড়ায়। কেউ কোথাও নেই। ও ফিরে ভ্যালেটকে বলল : "একটি ভদ্রমহিলা—?"

সে বলল : "তিনি তো একটু আগে চ'লে গেলেন—একটা ট্যাক্সিতে।"

—"ট্যাক্সিতে ?"

—"হ্যাঁ—কালো চুল—গায়ে কাশ্মীরী শাল তো ?"

—"হ্যাঁ তিনিই। আচ্ছা যাও তুমি।"

—"কফি ?"

—"আর দরকার নেই।"

বিষাদ ছেয়ে আসে।···আহা, কোথায় গেল বেচারি! মনের মধ্যে কী একটা আবছা আশঙ্কাও জাগে···সঙ্গে অস্বস্তিও।···'সময় হয়ত হবে না পরে' কথাটা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে কেবলই···

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে : ওর টেব্‌ল ল্যাম্পটার নিচে একটা লেফাপা।

ওরই নাম !

কম্পিত হস্তে খুলল :

সুন্দর গোল গোল আখর :

প্রিয় মলয়,

আমি চললাম। ভেবে দেখলাম, আমি ওকে সুখী করতে পারব না। চেষ্টা ক'রেছিলাম পারি নি। মেয়েরা যা চায় তা পায় না···এর চেয়েও

বড় ট্রাজিডি : তারা যতটা দিতে চায় পারে না দিতে—যাকে দেবে সে-ই যে মুখ ফেরায়। আমাদের বুকে এই বেদনাই সবচেয়ে বাজে। তাই ভাবলাম—যা চাইলেও মেলে না—দিতে গেলেও দেওয়া যায় না—তার জন্যে কেনই বা এত আকুলিবিকুলি—কাড়াকাড়ি? তাছাড়া অস্কার আমাকে তো ভালোবাসে না। ভালোবাসে ও শুধু য়ুমাকে। এখনো তার কথাই ভাবে সদা-সর্বদা। ভেবেছিলাম—এক সময়ে স্বপ্ন দেখতাম—ওকে আমি ছিনিয়ে নিতে পারব তার উদাসীন নিঠুর কবল থেকে।—পারলাম না…চেষ্টার ত্রুটি করি নি…কিন্তু সব দিয়েও পাই নি যা চেয়েছিলাম। জানি না পেলেও রাখতে পারতাম কি না। অঞ্জলির জলকে মানুষ যতই মুঠো ক'রে ধরে ততই হারায় না কি?…

বিদায়। আর অস্কারের পথে আমার অশুভ ছায়া পড়বে না নিশ্চিন্ত থেকো। তোমার সঙ্গে, বন্ধু, দুদণ্ডের আলাপ। দুটো কথার আলোয় আঁধার পথে হঠাৎ চোখোচোখি। তবু তোমাকে পর মনে হয় নি একবারও—কি জানি কেন? এ আমার জীবনে একটা লাভ। জানি না, এরকম মানুষ তোমাদের দেশেই হয়ত আছে—যে নিতে জানে দিতেও পারে। আমরা জানি শুধু কাড়াকাড়ি করতে, হানাহানি করতে। অথচ আমাদের অভাব বলতে যা তা তো নেই। তবু কোন্ নির্ভরসার আলেয়ার পিছনে যে ছোটাছুটি করি!…কিন্তু আর করব না। আমি বুঝতে পেরেছি এ কত বিড়ম্বনা। বড় বেশি দেরিতে হয়ত—তবু স্বপ্ন কখনো না ভাঙার চেয়ে দেরিতেও ভাঙা ভালো। তাছাড়া—কি ক'রে বোঝাব তোমাকে মলয়, আলো যদি না-ই মেলে তবে ছায়ার কবলে চিরযন্ত্রণাও ভালো কিন্তু যা পাওয়ার নয় তার জন্যে

মিথ্যে কান্নার কলঙ্ক যেন আর না সই···সব সয়, সয় না শুধু আত্ম-অনুকম্পা !

রুমা

পুঃ। সেদিন অঙ্কারকে প্রায় টেনে নিয়ে এসেছিলাম···তুমি বাধা না দিলে হয়ত তাকে নিয়ে যেতাম তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে—ফের দুঃখই দিতাম হয়ত—যদিও সুখই দিতে চেয়ে। কে জানে?—হয়ত হ'তাম তার অকালমৃত্যুর কারণ।···ভগবান হয়ত তাই তোমাকে তাঁর রক্ষাদূত ক'রে পাঠিয়েছিলেন। তাই তোমাকে আমি নমস্কার করি মলয়, আর প্রার্থনা করি—ওকে যেন তুমি সুখী করতে পারো।

৬

বাকি রাতটা মলয়ের ঘুম হ'ল না। কেবলই বুকের ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে ওঠে কিসের যে তীব্র একটা বেদনা! কে ও ক্ষণিকের অতিথি! কতটুকুই বা জানা ওদের!···যেন জীবনের অজানা মরুপ্রান্তরে বৃষ্টিধারার সঙ্গে সাথী বৃষ্টিধারার বিদ্যুৎপরিচয়। তার পরই দুটো ধারা মরুবুকে লীন—যুগান্তরেও আর হবে না তো দেখা। তবু যেটুকু সময় ঝরেছিল দুটি আত্মীয় ধারা আকাশ থেকে···অন্তরীক্ষ পথে যেটুকু সখিত্ব সেটুকুতে যে-মনজানাজানি তার বুকে কেমন ক'রে উপছে পড়ে সমস্ত মেঘের দাক্ষিণ্যের লাবণ্যলীলা! বিরহের ব্যাপ্তিতে কেমন ক'রে বেজে ওঠে মিলনের আকাশবাণী!···

মনে পড়ে ওর মুখের ম্লান হাসি, মনে পড়ে ওর চোখের স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ, মনে পড়ে ওর রূপের অক্লান্ত ঐশ্বর্য···কিন্তু সব ছাপিয়ে মনে পড়ে ওর ব্যর্থতার বেদনা—হাহাকারের শূন্যোচ্ছ্বাস। মনে পড়ে ওর দীর্ঘশ্বাসে সেই অনুক্ত তিরস্কার: 'তোমরা তো শুধু চাও মলয়! বিছানা থেকে উঠে বার বার পড়ে ওর চিঠিটা: "মেয়েদের সব চেয়ে বড় বেদনা—তারা যতটা দিতে চায় ততটা পারে না দিতে···যাকে দেবে সেই যে মুখ ফেরায়।"

বুকের মধ্যে ওর কেমন ক'রে ওঠে!···কে জানে ও কী ক'রে বসল অঙ্কারকে আগ্‌লে! ওকে সুখী করবে কে? মলয়?···ব্যথিয়ে ওঠে সমস্ত অন্তরটা।—হায় রে, যে এত দিতে চেয়েছিল সেও যখন গেল ফিরে···সুখ দিতে চেয়েও দিল শুধুই দুঃখ—তখন···

শেষ রাতে ওর যন্ত্রনা বেড়ে ওঠে আরো···একটা দুঃসহ অনুতাপও : কী করল···কেন বাধা দিল ! ভালো করতে যায় মানুষ কোন্ আলোদিশার ইঙ্গিতে—যখন অমৃত তার হাতে প্রতি পদেই হয় বিষ ? কে জানে রুমা কী ক'রে বসবে তৃষ্ণার জল হারিয়ে···ফের শোয়, কিন্তু বিছানায় নয়··· সোফায় হেলান দিয়ে। ঘরের সবুজ ঝাড়টার দিকে চেয়ে থাকে এম্‌নিই। হঠাৎ···সেই চেতনা-বদল। দেখে : সবুজ ঝাড়টা যেন হ'য়েছে একটা সবুজ তারার গাছ। দুলছে। একবার নামে একবার ওঠে। হঠাৎ ঘরের কার্পেটটা হ'ল যেন একটা ছোট্ট বাগান···তার মাটি থেকে উঠছে অজস্র সুন্দর ঝর্ণা···চার ধারে তাদের মরকত মণির ফুলঝুরি ! এমন সময়ে উপরের সেই সবুজ তারকা-তরু থেকে নামে ছোট ছোট সবুজ রশ্মিফল মতন। তাদের যেন ডাক আছে একটা। স্পষ্ট ধ্বনি···নিমন্ত্রণ। ফুলকি গুলি সাড়া দেয়।···কিন্তু যতই ধায় উপর দিকে ততই তারাগুলো যায় স'রে। ফুলকিগুলি যেন বুঝতে পারে তা'রা ঐ তারকা-তরুরই বৃন্তচ্যুত ফল··· চায়ও ওকে তাদের কৃতজ্ঞতার অর্ঘ দিতে, উর্ধ্বোৎসারী ঝর্ণা হ'য়ে। কিন্তু পারে কই ! হঠাৎ ওঠে একটা দম্‌কা ঝড় নিচের ঝর্ণার ফুলকিগুলি থেকে···অম্‌নি তারকাতরু যায় মিলিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফুলকিগুলি তাদের বায়বীয় তরলতা হারিয়ে রূপ ধরে ছায়া-কঙ্কালের। ঝড়ে তার বুকের প্রতি পঞ্জরে ওঠে মর্মরধ্বনি···মধুর সুন্দর অথচ নিষ্ঠুর ভীষণ !···

মিলিয়ে যায় এ-ধ্বনিও।

চোখ মেলে।

ঢং ঢং।

ঢং ঢং।

শেষ ঘণ্টার রেশের সঙ্গে রুমার একটা কথা যেন বেজে বেজে উঠতে থাকে: "হয়ত সময় হবে না পরে···"

* * * * *

আর থাকতে পারে না। সময় হবে না কেন বলল? একটা আতঙ্ক জেগে ওঠে! দূর্—মন থেকে নিষ্কাশিত করে দেয়। অস্কার কী হোটেলের নাম করেছিল যেন? মনে পড়েছে—ভিক্টোরিয়া! রুমা নিশ্চয় এখন ঘুমুচ্ছে। হয়ত ভোরেই রওনা দেবে ওয়ার্স'য়। তাড়াতাড়ি হাতে মুখে জলের ছিটে দিয়েই ট্যাক্সি নেয় দ্রুতপদে। হেলেনা বলেছে ওকে নিয়ে আসতে। নিয়ে যাবেই ও। কে জানে হয়ত সেখানেই হবে এ সমস্যার সমাধান!···কেবল তবু ঐ কথাটা গানের অস্থায়ীর মতন মনে কিসের বেদনা জাগাতে চায়—"হয়ত সময় হবে না পরে?"···

* * * * *

—"ভিক্টোরিয়া হোটেল—খুব হাঁকিয়ে।"

কিন্তু রুমার পুরো নাম কি? জানে না তো? না জানল···বর্ণনা ক'রে জেনে নেবে।

৭

—"আপনারই নাম কি—মলয় ?" ফরাসী ভাষায় শুধালেন পুষ্টকায় একটি লোক—হোটেলের কর্তাই হবেন।

মলয় অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল।

কর্তা বললেন : "কাল রাতে মাদাম বলেছিলেন আপনি এলে দিতে। বলেছিলেন হয়ত আপনি খুব ভোরেই আসবেন।"

—"তিনি কোথায় গেছেন ?"

—"কোথাও যান নি তো—আছেন তাঁরই ঘরে।"

—"তাঁরই ঘরে! তবে চিঠি কেন?" ব'লেই মলয় ভুল বোঝে, "দিন তো।"

—"এই যে।"

কম্পিত হস্তে মলয় খুলল খাম থেকে সুগন্ধি রঙিন একটি কাগজ। সুন্দর গোল গোল হরফে লেখা : "মলয়, আমি চললাম, আর দেখা হ'ল না। বোলো পুলিশকে আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। বিদায়। কেবল অস্কারকে বোলো ডোডোকে যেন দেখে···আমি যা-ই হই সে তো কোনো দোষ করে নি। ইতি—

তোমার পথের পরিচিতা।

মলয় বলল : "শীগ্‌গির চলুন তাঁর ঘরে। এক্ষণি।"

—"সে কি!"

—"চলুন আগে—তিনি বোধহয় আর নেই।"

*　　*　　*　　*　　*

দোর খুলতে হ'ল চাড় দিয়ে—আগল ভেঙে।

*　　*　　*　　*　　*

মাটিতে প'ড়ে তন্বী দেহলতা। পাশে বিষের শিশি আর একটা কাগজ, লেখা : "আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।"

ঠোঁট নীল···চোখের কোণে কালি।

তবু মুখের কোনো বিকৃতি নেই। ভ্রমরকৃষ্ণ পক্ষ্ম···যুগ্ম ভ্রূ সরু ধনুর ম'ত···ছবিখানি···ওষ্ঠ-উপান্তে হাসির আভা···দেখছে কোন্ স্বপ্ন? কিম্বা শান্তি পেয়েছে পথহারা···তাই কি অমন হাসি?···

হাওয়া

উৎসর্গ

শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ
ও শ্রীমতী রাণী দেবী

অনেকদিনের নিবিড় পরিচয়ে
অনেক কথার হ'ল মালাবদল
অনেক স্বপ্ন আশার বিনিময়ে
গ্রন্থি অনেক হ'য়ে গেছে সরল

এপ্রিল, ১৯৩৮

১

হোটেলের কর্তৃপক্ষ ওর নামধাম নিতে চাইলেন, না দিয়ে উপায় কি ?

*　　*　　*　　*　　*

—"অস্কার !—অস্কার !" মলয় ঘা দেয় ওর দুয়ারে। নিশ্চুপ। ঘুমচ্ছে এখনো ? কিন্তু সময় নেই যে—ওকে আগে থাকতে ধীরে সুস্থে জানানো দরকার, পুলিশের মুখে হঠাৎ শুনলে ভেঙে পড়তে পারে, কে জানে ? যে-উচ্ছ্বাসী পরিবার !…

"অস্কার ! ও অস্কার !"

—"কে ?"

—"আমি, মলয়। দোর খোলো।"

—"এত ভোরে ?…পাঁচটাও বাজেনি যে।"

—"কথা আছে, খোলো।"

*　　*　　*　　*　　*

অস্কার একেবারে চুপ।

মলয় আরও ভয় পেয়ে গেল। এর চেয়ে বরং কান্নাকাটিও ভালো যে !

*　　*　　*　　*　　*

তবু ওর মুখে কথা নেই। চেয়ারে ব'সে—গুম্। একদৃষ্টে নিচের দিকে চেয়ে !

"অস্কার !"

নিশ্চুপ।

"ও অস্কার !" ঠেলা দেয়।

"অ্যাঁ ? কে ? মলয় ? ও—না ভয় নেই। কিছু হয় নি আমার।"

* * * * *

"দেখি, চিঠিটা।"

মলয় একটু ইতস্তত ক'রে দিল।

* * * * *

নামল এবার ··গুমটের পরে আসার !

"অস্কার ! ছী ভাই শোনো !—তুমি ওরকম করলে এখন যে—ভাবো তোমার বাবার কথা। তাঁকে সামলাবে কে ? এ খবর পাওয়া থেকে তাঁকে ঠেকাবে কে ?"

একটু একটু ক'রে ও শান্ত হয়।

উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

—"মলয় !"

—"এই খবরেই বাবা সব চেয়ে শক পেয়েছিলেন।"

—"কোন্ ? ডোডোর খবরে ?"

—"হ্যাঁ। তিনি আর সব একরকম ক'রে স'য়েছিলেন। ভুল ক'রে তোমার আসার আগের দিন সন্ধ্যায় বলি আমি তাঁকে ডোডোর কথা। তাতেই তাঁর মনটা যায় অমন বিকল হ'য়ে।"

—"কী বললেন ?"

—"বললেন : তাকে নিয়ে আসতে।"

—"তার পর ?"

—"তার পরই মাথা ঘুরে উঠল। সারারাত ঘুমতে পাবেন নি।"

—"হুঁ।"

* * * * *

—"মলয় !"

—"কী ?"

—"আমি আজই ওয়ারস রওনা হ'ব।"

—"সে কি ? এই শরীরে ?"

—"ওর অন্তিম অনুরোধ : তাছাড়া সত্যিই তো এখন ডোডোকে আমি ফেলতে পারি না। বাধা দিয়ো না তুমি।"

মলয় একটু ভাবল : "কিন্তু সে হবে কী ক'রে ? এখন তো পুলিশ আসবেই।"

অস্কার ভীতস্বরে বলল : "তাই তো, একথা তো ভাবি নি। আমি পালাই মলয়।"

—"অমন কাজটি কোরো না অস্কার। এসময়ে পালানোর চেয়ে বোকামি কিছুই হ'তে পারে না।" একটু থেমে : "তাছাড়া তোমার বাবা পুলিশের জেরায় পড়বেনই তাহ'লে। তার ফল হবে কী বুঝতেই পারছ। তিনি বিবশই হয়েছেন—বোধশক্তি তো হারান নি একেবারে। —তবে যদি এখনি যেতে হয়—আগে পুলিশের সঙ্গে দেখা ক'রে সব জানিয়ে তবে রওনা হোয়ো।"

—"কিন্তু—যদি যেতে না দেয় ?"

—"আটকাবে কেমন ক'রে ? ও তো আত্মহত্যা করেছে—তার জন্যে তোমাকে তো কেউ দায়িক করতে পারবে না।"

"তা বটে," অস্কার দুহাতে চোখ ঢাকে।

*   *   *   *   *

—"হেলেনাকে টেলিফোন ক'রে দিই আসতে, কি বলো অস্কার ?"

অস্কার একটু পরে বলে : "সেই ভালো—হয়ত ও এলে ভালোই হবে।"

কে জানে ? হয়ত ও এলে এত বড় দুর্ঘটনাটাও ঘটত না · কে বলতে পারে! মানুষ চলে যে কী অন্ধের ম'ত · তবু নিত্য ছবি আঁকে ভবিষ্যতের ···গড়ে আকাশ কুসুম।

—"কী ? কথা কইছ না যে ?"

মলয় বলে : "কী বলব ভাই ? কাল—" ওর বুকের মধ্যে টনটন ক'রে ওঠে : "তোমাকে বাধা দিয়েছিলাম চ'লে যেতে ··ভালো ভেবেই তো। অথচ কী ফল ফলল একবার ভাবো দেখি!"

—"আমারো ভাই তাই—" কথাটা শেষ হয় না, অশ্রুর তোড়ে কোথায় যে যায় ভেসে···

হেলেনাকে টেলিফোন ক'রে সব বলে। হেলেনা বলল : সে অবিলম্বেই রওনা হচ্ছে কাল দুপুরে পৌঁছবে।

*   *   *   *   *

—"হেলেনার সঙ্গে দেখা ক'রে ওয়ারস গেলে কি রকম হয় ?"

—"না মলয়। তার কাছে মুখ দেখাব এখন কেমন ক'রে ?··· তাছাড়া ডোডোর জন্যে অস্থির করছে। মাত্র এক বছরের শিশু—আর কেউ তো ওর—"

কথাটা ও শেষ করতে পারল না।

—"ছি অস্কার—অত কাঁদে না ভাই!"

২

বহু কষ্টে মলয় পুলিশকে বোঝাল যে মাতৃহারা শিশুসন্তানকে আনতে অস্কারের যেতেই হবে ওয়ার্স'য়—অবিলম্বে। মলয় নিজে হ'ল জামিন।

প্রফেসরকে বোঝাল : অস্কারের শরীর এখানে সারছে না—তাই। হেলেনা আসছে এয়ারোপ্লেনে বিকেলেই। অস্কার রওনা হ'ল দুপুরেই।

প্রফেসরের ডাক্তার পুলিশকে বললেন তাঁকে যেন এ-ইতিহাস ঘুণাক্ষরেও জানতে দেওয়া না হয়। ডাক্তার বললেন এখানে প্রফেসরকে আর থাকতে দেওয়া নয় · কোন্ পথে যে পৌছয় কানাঘুঁষো! মলয় স্থির করল কালই সন্ধ্যার জাহাজে প্রফেসরকে নিয়ে কালমারে রওনা হওয়া ভালো। সোজা একটা সার্ভিস ছিল জাহাজের—ক্রিসটিয়ানিয়া ফিয়োর্ড থেকে কালমার যায় দুদিনে।

অস্কার দুপুরের এয়ারোপ্লেনে পারিস রওনা হ'ল। হেলেনা এসে পৌছল বিকেলে নোরার সঙ্গে। আশ্চর্য প্রফেসর হেলেনাকে দেখবামাত্র অনেকখানি ভালো বোধ করলেন। মলয় এত আশ্বস্ত বোধ করে—! ·· উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি হয়নি।

নোরা বলল : "এই তো সুযোগ মলয়, কাল কেন? আজই রাত্রে রওনা দেওয়া। আর দেরি নয়।"

হেলেনাও ভেবেচিন্তে রাজি হ'ল।

প্রফেসরকে বলতেই প্রফেসর ভারি খুসি :

"ডাকো ডাকো—অস্কারকে।"

মলয় প্রমাদ গনে।

হেলেনা ভরসা দেয়। প্রফেসরের গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে : "বাবা !"

—"কী মা ?"

—"অস্কারকে তার একটু বিশেষ কাজে আজই যেতে হ'ল··· ওয়ারসতে। তিনচার দিনের মধ্যেই ফিরবে। তুমি ঘুমচ্ছিলে ব'লে তোমায় ও ব'লে যেতে পায় নি।"

—"ও ! কোথায় ?·· হ্যাঁ হ্যাঁ। ওয়ারস···ওয়ারস...সে তো পোলাণ্ডে, না ? আর কাজ ? হ্যাঁ কাজই তো। পুরুষ মানুষ ··কাজই তো করবে। তাই তো, সে বেশ হয়েছে।"

হেলেনার চোখে জল আসে : অতিকষ্টে অশ্রুগোপন ক'রে বলে : "হ্যাঁ বাবা, কাজ না ক'রে কখনো পুরুষ মানুষের চলে, জানোই তো। তাছাড়া আমাদের মনে হ'ল কালমারে সবাইয়েরই দেখা হবে একসঙ্গে, সেই ভালো না ?"

প্রফেসর খুসি হ'যে বললেন : "আমিও তো মলযকে অস্কারকে রোজ ঐ কথাই বলি মা। কিন্তু ওরা কথা শোনেনা—কেবলই আমাকে বাধে আট্‌কে।"

নোয়া বলল : "বাবা—আটকায় নি ওরা তো।"

প্রফেসর বিহ্বলের ম'ত চেয়ে বললেন : "তবে ?—ও, মনে পড়েছে —আমার মূর্ছা হয়েছিল—সন্ন্যাস, না ?"

হেলেনা সাদর কণ্ঠে বলল :

"না না বাবা। একটু মাথা ঘোরা···দুম্—ও কার না হয়। আমারও ঘুরছিল এয়ারোপ্লেনে।"

প্রফেসর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ওর চুলের 'পরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন : "এখন কেমন মা ? তবে এখন থাক্ না কালমারে যাওয়া।"

—"না বাবা এ কিছুই না—তা ছাড়া সুন্দর জাহাজে চড়ব জানো? কী হাওয়া সেখানে! স—ব যাবে সেরে। কি রকম যে ভালো বোধ করবে···যাবে বাবা? আজই?"

প্রফেসরের ম্লান চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে: "হ্যাঁ হ্যাঁ—আমিও ওদের রোজ বলি—কিন্তু ভালো কথা, অস্কার কই?"

নোরা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে: "সে এল ব'লে বাবা। হয়ত কালমারে গিয়েই দেখবে সে সেখানে। এখন সে ওয়ারসয়ে কি না।"

প্রফেসর কি যেন স্মরণ করতে চেষ্টা ক'রে বললেন: "কিন্তু ওয়ারস যে অনেকদূর মা নোরা?—নয় মলয়?"

—"এয়ারোপ্লেন যে—" বলে মলয়, "দূর কি আর দূর আছে প্রফেসর?"

—"তা বটে, তা বটে, তা সেই বেশ, চলো যাই সবাই মিলে। তা ছাড়া এ হোটেলটা আমার একটুও ভালো লাগে না। ওরা তবু আমায় আটকে রাখবে—কত যে বলি···"

—"না না বাবা আর কেউ তোমাকে আটকাবে না—" বলে হেলেনা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে।

নোরা ওঁর মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলোয়।

৩

জাহাজে।

সামনে ক্রিসটিয়ানিয়ার পিয়ার! কত লোক রুমাল নাড়ছে এখনো।…এখানে ওখানে জলে ছোট ছোট নৌকা…অদূরে শৈলমালা। সন্ধ্যার সূর্যালোকে ক্রিসটিয়ানিয়া ফিয়োর্ডের ইন্দ্রনীল রং দেখায় কী শান্ত…মধুর…স্বপ্নময় যে!

* * * *

প্রফেসরকে ঘুম পাড়িয়ে আসবে ব'লে হেলেনা নিচে গেল তাঁকে ধ'রে নিয়ে।…

নোরার মাথা ধ'রেছিল…সে-ও গেল শুতে।

* * * *

মলয় ডেক-চেয়ারে এলিয়ে—একা। ভাবে।… কত কী যে!… ওর চেতনার পটে চিন্তার আঁকাবাঁকা কত রেখাই যে ঢেউ খেলে যায়!…

স্নিগ্ধ বাতাস বইছে!…

সামনের পাহাড়টার কোলে ঘন পাইনের বার্চের ফাঁকে ফাঁকে লালরঙা বাড়িগুলো কী শান্ত দেখায় যে!…কী উদাস!…

সন্ধ্যা আটটা। অপরাহ্ণের সূর্য লুকিয়ে—মেঘের আড়ালে! তাই বুঝি ফিয়োর্ডের জল এমন বিরহম্লান!

এমন হবে কে ভেবেছিল? যাকে চাইছিল কাছে সে পাশেই রয়েছে, তবু কী যে, একটা চাপা বিষাদে মনটা ওর ভারি হ'য়ে রয়েছে! কী যে

একটা অনুতাপের ভাব !···হেলেনার মুখ ম্লান···নোরার মুখ ম্লান···প্রফেসরের মুখ মেঘাচ্ছন্ন···থেকে থেকে তাঁর মুখে আলো জ্ব'লে ওঠে···কিন্তু সে ও যেন আলোর পরিহাস···পরক্ষণেই চোখে কী যে এক ছায়া নামে·· নোরা হেলেনা কত চেষ্টা করে তবু চোখের জল সামলাতে পারে কই ? শিশুর মতন আগ্‌লে আগ্‌লে চলতে হয় ওঁকে—কারুর না কারুর সতর্ক থাকতেই হয়।

ভাগ্যে হেলেনা ছিল। নোরাও কম সহায় নয়। যেন ওদের গৃহস্থালীর আবহাওয়া ঘিরে রয়েছে ওদেরকে। আক্ষেপ হয়—কেন ওদের আগে আসতে দেয় নি ? ডাক্তারের কথা না শুনে ওর উচিত ছিল নোরা ও হেলেনার সাহায্য নেওয়া। কে জানে ওদের কাছছাড়া থেকেই হয়ত তাঁর এ নিঃসহায় অবস্থা জের টেনে চ'লে চ'লে এখন এভাবে স্থায়ী হবার উপক্রম !···

কিন্তু কী করুণ দৃশ্য এই !···এর তুলনায় মৃত্যু তো আনন্দসভা। যার জন্যে মানুষ মানুষ—সেই চৈতন্যের চিন্ময় মুকুট যদি তার বিস্মৃতির ধূলায় লুটোয়—

তবে এক ভরসা—প্রফেসরের এ-বিকল বিবশ অবস্থা ঠিক পাগলের অবস্থা নয়। অনেকটা জরাতুর আবল্য যেন ! ভাবতে তিনি যে একদম পারেন না তা নয়···তবে একটা চিন্তার সঙ্গে আর একটা চিন্তার যোগবিয়োগ কষবার ক্ষমতা আর নেই। সময়ে সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে দুচারটে কথা বলেন ঠিক সুস্থ সবল মানুষের ম'তই। হাসিতেও কখনো কখনো আগেকার সেই শান্ত পৌরুষের সংযত আভা ওঠে ফুটে। কিন্তু হায় রে, কতটুকু সময়ের জন্যে ! কেন এমন হয় ?—মলয় ভাবে।

মাথার মধ্যে ওর কত যে বিষণ্ণ চিন্তা ওই পাহাড়ের ছায়ার-ঘেরা

টোপ-পরা গাছগুলোর পাতার ম'ত মর্মরিত হ'য়ে ওঠে !···হেলেনার কথা ···নোয়ার···অস্কারের···সবচেয়ে বেশি ওর ক্ষণিকের সখীর।

ক্ষণিকের সখী···ক্ষণিকের সখী···

ভুলতে পারে না কথাটা। পকেটেই ছিল ওর দুটো চিঠি। আর একবার পড়ে। কতবার যে পড়েছে···তবু পড়ে ফের। কেন পড়ে ?··· বিষাদে মন ছেয়ে আসে···বেদনায় বুকের মধ্যে কি রকম যেন করতে থাকে ···অনুতাপ···আক্ষেপ···হাতে-পেয়ে-হারানোর ব্যথা···তবু···এসব চিন্তার মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে থাকে মাদকতা !···যেন মনে হয় এসবের আবহে আছে একটা পুণ্য গন্ধ জড়িয়ে !···

তবু বেদনা বেদনাই। মনে পড়ে রুমার ম্লান মুখ···মনে পড়ে তার অল্প ক্ষণিক সেবা···কী আগ্রহে কী গভীর স্নেহে সে অস্কারকে করেছিল সেবা !···আনত মুখে তার ফুটে উঠেছিল কী মাতৃত্বের ক্ষণজ্যোতি—!··· এমন ঐকান্তিক শুভার্থিনীর কাছ থেকে অস্কারকে ও ছিনিয়ে নিল কী ব'লে ! কতদূর থেকে এসেছিল রূপসী বেদনাময়ী !···অর্থ, যৌবন, প্রাণ, হৃদয়, আশার ঝিকিমিকি, সুখের ঢেউ কী না ছিল তার বুকে···তবু কিসের পিছনে ছুটেহারালো সব ?—কত কী-ই তো ওপেতে পারত শুধু চাইলেই··· কিন্তু দেশোদ্ধারের স্বপ্নে ছুটেছিল কোন্ সার্থকতা খুঁজতে ? তারপর এ-স্বপ্নও বিসর্জন দিল অন্য কোন্ এক স্বপ্নে ? কী মোহের ফেরে ?

মোহ !···মোহ !···মোহই তো। মানুষের অভিধানে মোহ ছাড়া এর কী নাম আছে ? জ্ঞানী নীতিবাদী সংযমী সমাজের স্তম্ভ সবাই একমত যে, এরই নাম মোহ। কিন্তু—মনে পড়ে ওর হেলেনারই একটা কথা— এসব নামে জীবনের কতটুকু রহস্য স্বচ্ছ হ'য়ে আসে···কতটুকু অজানা আঁধার আলো হ'য়ে ওঠে উপলব্ধির ছায়াঙ্কিত কূলে ? সংসারে ব্যাখ্যার

অভাব নেই সত্য—কিন্তু ঠিক্ কী যে বলা হয়—যখন জ্ঞানী ভাষ্যকার বুঝিয়ে দেন—এ হ'ল দেহের মোহ, ও হ'ল প্রাণের মোহ, সে হ'ল রূপের মোহ—কেউ কি জানে? অস্কার কেন রুমাকে ভালোবাসতে না পেরেও ওর জন্যে ক্রাসটকিনকে ছুরি মারল? রুমা কেন অস্কারের উদ্দাম ভালোবাসায় উঠল অতিষ্ঠ হ'য়ে? সবার উপরে—কেবলই ওর মনে হয় রুমার কথা আজ—সবার উপরে রুমা কেন অস্কারকে ছাড়া আর কাউকেই চাইল না? রূপের মোহ? কিন্তু নিউইয়র্কে যাই হোক—ক্রিসটিয়ানিয়ায় অস্কারের রূপের ছিল তো শুধু ধ্বংসশেষ, ছাইভরা চিতা। যৌবন লুপ্ত। তার উপর কুৎসিত ব্যাধি···হয়ত দুরারোগ্য। গুণের টান? কিন্তু ভীরু, আমোদসম্বল, অলস, গড়পড়তা অস্কারের মধ্যে কী গুণ রুমার মন টানল? প্রতিষ্ঠা, ভবিষ্যৎ, প্রাণশক্তি—কী আছে ওর আজ? তবু সব জেনেও···কোন্ সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছিল ও এখানে ছুটে? এমন কি নিজের শিশুটিকেও ওয়ারসতে রেখে? মোহ এ-ও? কিন্তু কিসের! কী ছিল অস্কারের যা ওর ম'ত যৌবনপুষ্পিতা সুন্দরীকে সুখের কক্ষাছাড়া করল? আর—প্রহেলিকার সেরা প্রহেলিকা—অস্কার ভয় পেল ওর কাছে ফিরে যেতে! অথচ ওর মৃত্যুর পরে কী বেদনাই না পেল ও!—কেন? কেনই বা ছুটল ওয়ারসতে? জীবনের আলোয় যাকে করল পদদলিত মরণের ছায়ায় সে কেমন ক'রে উঠল ফুটে? এর পরে অস্কার আর কি সুখী হবে কোনোদিনও? যদি হয় তবে সেটাও কি হবে না দুঃখের? এমন একটা বহুবাঞ্ছিত অর্ঘ পায়ে মাড়িয়েও যদি কেউ দেবতার আশীর্বাদ পায় তবে পূজার সার্থকতা কোন্‌খানে? হৃদয়ের পবিত্র নৈবেদ্যের লাঞ্ছনায় কোন্ পরমতমের তর্পণ হয় এ-জগতে? কেউ কি জানে?···

অথচ অস্কারেরই বা দোষ কোথায় ? য়ুমার তৃষ্ণা ওর অন্য সব প্রাপ্তিকেই যে বিস্বাদ ক'রে দিল এ দোষ কি যুবকের উদ্দাম যৌবনের ? —তবে ? দোষ কার ? য়ুমার ? তারই বা কেন ? অস্কারকে সে যে ভালোবাসতে পারল না তার জন্যে তাকে দায়িক করবে কোন্ দণ্ডবিধির বিধানে ? ওদিকে অস্কারও তো ঠিক তেম্‌নিই রুমাকে ভলোবাসতে পারল না। তবে ?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই ও চম্‌কে ওঠে !···

—"কে ! হেলেনা ?"

—"হ্যাঁ মলয়।"

—"বোসো।"

এদিকটায় কেউ নেই এখন।

৪

অনেকক্ষণ ওরা শুধু চেয়ে থাকে বাইরের সমুদ্রের দিকে। মলয় আর হেলেনা।

"—তোমার বাবা ঘুমলেন ?"

—"হ্যাঁ।"

*　　　*　　　*　　　*

—"নোরা ?"

—"কাঁদছিল।"

—"কাঁদছিল ?"

—"হ্যাঁ।"

*　　　*　　　*　　　*

—"এখনও কাঁদছে না কি ?"

—"না, ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এই মাত্র।"

—"কাঁদছিল কেন জানো ?" মলয় শুধায় একটু পরে।

হেলেনা একথার উত্তর না দিয়ে শুধু বলে : "দেখি সে চিঠিটা আর একবার।"

*　　　*　　　*　　　*

পড়া শেষ হ'ল।

চোখের কোণে ওর দুবিন্দু জল চিক চিক করছে। মলয় ওর হাতের 'পরে হাত রাখে।

* * * *

—"মলয় !"

—"বলো ।"

—"কী ভাবছিলে ?"

—"তুমিও যা ভাবছিলে ।"

—"আমি কী ভাবছিলাম জানো তুমি ?"

—"কল্পনা করা কি এতই শক্ত ?"

—"বলো তো দেখি ।"

—"ডোডোর ।"

—"ধরেছ," বলে হেলেনা নিচে দিকে চেয়ে ।

—"কিন্তু কী ভাবছিলে তার সম্বন্ধে তা পারি না আন্দাজ করতে ।"

হেলেনা ওর পানে খানিক তাকিয়ে আনমনা ভাবে, পরে বলে : "মনে হচ্ছিল নোরা কেন এত কাঁদল ডোডোর জন্যে ! ভাবতে পারো ?"

—"ডোডোর জন্যে ? কাঁদছিল ? কখন ?"

—"সারাটা দিন । আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলল এইমাত্র : "হেলেনা লক্ষ্মীটি, অস্কারকে তুমি রাজি করাও ডোডোকে আমি করব মানুষ ।"

মলয় অনেকক্ষণ কী যে ভাবল নিজেই জানে না, পরে বলল : অস্কারের সম্বন্ধে কিছু বলল ?"

—"তুমি কাউকে বলবে না বলো ?"

—"হেলেনা, তোমাদের—মেয়েদের—এই একটা জিনিষ আমার এত মিষ্টি লাগে !"

—"কী ?"

—"পরের গোপন কথা—তা সে যতই গোপন হোক না কেন—তোমরা সব্বাইকে পরিবেষণ ক'রে দাও এত স্বচ্ছন্দে—শুধু ঐ সর্বকলুষ-হারিণী 'কাউকে বোলো না কিন্তু'-র তাগার জোরে।"

—"তা বটে, তোমাকে বলার মানে যে সব্বাইকে বলা তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম"—হেলেনার এত রাগ হয়—!...

মলয় ওর হাতটা টেনে নেয়।

—"যা—ও, তোমাকে আর কোনোদিন যদি কোন কথা বলি।" মলয়ের হাত ছুঁড়ে ফেলে দেয় ও।

মলয় হেসে ফেলে: "তোমাদের বিশ্বাসঘাতিনী রূপটাই বেশি মিষ্টি, না নিরপরাধকে শাস্তি দেওয়ার রূপটাই বেশি মিষ্টি কত সময়ে ভাবি যে—" নিজের চেয়ারটা ওর আরো কাছে সরিয়ে নেয়।

হেলেনা মৃদু হাসল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে রাগের আঁচ সমানই: "ওগো ঠাকুর, মেয়েরা যদি সত্যি শাস্তি দিতে পারত প্রাণ ধ'রে—তবে তোমরাই হ'তে সীতা তারা হ'ত রামচন্দ্র। কিন্তু অপরাধ যারা মনে ক'রে রাখে না তাদের বনে যাবার সাজা হবে না তো হবে কার?"

—"তোমরা যে এত ক্ষমাশীলা তার প্রমাণ?"

—"নোরারই নেও না।"

—"যথা?"

—"ফন্দি হচ্ছে? বললাম আর কি। এই মুখে দিলাম চাবি। তোমাদের দেশে যাব যখন তখন বলবে সবাই মলয় এ কোন্ বোবা মেয়েকে ঘরণী করল গো—চিতায় জ্যান্ত চড়াবে জানি—কিন্তু তবু দেখো এ-ঠোঁট জুটি দিয়ে আর একটি শব্দ যদি বেরিয়েছে।"

ওরা খুব হাসে এবার।

* * * * *

—"কই ?"

—"কী কই ?"

—"বললে না নোরা কী বলল ?"

—"ভোগ করো এবার পাপের শাস্তি। পাপের সময় মনে থাকে না ?"

মলয় অনুতপ্ত সুরে বলে: "আনাতোলের পাদ্রী ফাদার বলতেন মনে রেখো যে, পাপ করতে হবে বৈ কি—অনুতাপের চেয়ে সোজা শড়ক কোথায় স্বর্গের ?" ব'লে হেসেই গম্ভীর হ'য়ে: "না না বলো সত্যি।"

—"কক্ষনো—"

মলয় ওর দুটি হাতই খপ ক'রে টেনে নিয়ে চুম্বন করল: "এবার ?"

—"এত চণ্ডও জানো!" হেলেনা হেসে ফেলে: "তোমাদের 'পরে মেয়েরা যে চ'টেও চটতে পারে না তাতে প্রমাণ হয় কী বলো তো ?"

—"যে, পুরুষরা রাগ দ্বেষ জয় করেছে—যেহেতু এক হাতে তালি দেওয়া অদ্ভুতকর্মিনীদেরও অসাধ্য।"

—"না গো সাধু পুরুষ, না। এতে প্রমাণ হয় শুধু এই যে পুরুষরা স—ণ্ড্। রাগ হয় মানুষের ডেসডিমোনার উপরেই—ফল্স্টাফের উপরে না।"

—"হার মানছি গো অক্রোধিনি, মানছি। এবার বলো—কে ?"

ষ্টুয়ার্ড বলল: "এখানে এবার একটু নাচ হবে—যদি দয়া ক'রে—"

ওরা চেয়ার দুটো সরিয়ে নিয়ে গেল অন্য এক কোণে।…দূরকে থেকে ব্যাণ্ডের স্বর ভেসে আসে…

* * * * *

—"তোমাদের এই নাচ-গান অফুরন্ত হররা আমি যখন প্রথম দেখি তখন আমার কী মনে হয়েছিল জানো হেলেনা ?"

—"কী ?"

—"যে তোমাদেব জীবনের রঙ্গমঞ্চে বুঝি শুধুই দেয়ালি ! সীনগুলোর পিছনে যে কী অন্ধকার তা কল্পনাও করতে পারি নি।"

হেলেনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে : "বিদেশীরা এম্‌নিই ভোলে আমাদের সাজসজ্জা দেখে মলয়। ক'জন জানে বলো কত পুঞ্জ বেদনায় তবে মেঘের বুকে বিদ্যুৎ ঝল্‌কে ওঠে।"

মলয় কী বলতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

—"এই মাত্র নোরার কথা শুনে আমার আরও বেশি ক'রে মনে হচ্ছিল একথা।"

মলয় এবারও কোনো কথা বলল না।

হেলেনা বলতে লাগল : "নোরা—বলো তো কী বলছিল ?"

—"কী ?"

—"অস্কারকে এখনো ও ভুলতে পারে নি।"

—"মানে ? এখনো ভালোবাসে ?"

—"হঁ্যা মলয়। অথচ আমি ওর মনের এত কাছে থেকেও একথা টের পাই নি।"

মলয় একটু চুপ ক'রে রইল : "ওর হাসি, ঘরকন্না, প্রফুল্ল সহজ কথাবার্তা দেখে সত্যিই আমারো মনে হয় নি—"

—"তাই তো বলছিলাম মলয়, মানুষ কল্পনায় সত্যের কতটুকু আভাষ পায় বলো দেখি ?"

একটু থেমে হেলেনা বলে যেন আপন মনেই : "একবার বিসুবিয়স দেখতে গিয়েছিলাম ছেলেবেলায়। রাতে কত রকম ফুল যে কাটে সে …কী চমৎকার আগুনের ঢেউ! তখন কি একবারও প্রশ্ন জেগেছিল তার বুকের তলে কতখানি দাহের মন্থনে উপরে এ দীপ্তির ঝর্ণা ঝিকমিকিয়ে ওঠে ?"

—"কত সত্যি কথা হেলেনা," বলে মলয় মৃদুকণ্ঠে, "যখন রুমার সঙ্গে অস্কারকে ষ্টেশনে দেখি তখন রুমার বেদনার কতটুকু কল্পনা করেছিলাম বলো ?" ব'লে একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল : "যদিও এখন মনে হয়, যদি ওর ব্যথার ইতিহাস এতটুকুও জানতে পারতাম !"

হেলেনা ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল : "পারলে কী হ'ত মলয় ? এই তো নোরার কতদিনের পুঞ্জ বেদনার ইতিহাস আজ জানতে পারলাম। জানতে পারলাম : অস্কারকে ও ভোলে নি—ওর মরা শিশুটিকে এখনো স্বপ্নে দেখে—বাইরে যখন হাসে তখনও মনে ওর থমকে রয়েছে গাঢ় নিরাশা, জীবনে ওর কোনো লক্ষ্য নেই, বেঁচে আছে ও—জীবনের পথকে চেনে জানে ব'লে না : জীবন ছাড়া আর সব পথ আরো অচেনা অজানা ব'লে।—সবই তো ও বলল—আমরা জানলাম—তবু কতটুকু প্রতিকার করতে পারলাম বলো তো ? মানুষ বড় জোর জানতে পারে ব্যর্থতা কাকে বলে—কিন্তু সার্থকতার পথ ? কেউ কি জানে ?" ওর চোখ ওঠে ছলছলিয়ে।

মলয় চুপ ক'রে থাকে। কী বলবে ? ওর নিজের মনের তারও যে আজ এই সুরেই বাঁধা। অথচ এত ইচ্ছা করে হেলেনার বেদনা মুছে নিতে—!…ওর দুটো হাত নিজের গালে কপালে চেপে ধ'রে চুপ ক'রে চেয়ে থাকে সাম্‌নের দিকে।

সেখানে চলেছে নৃত্য···ফ্যান্সি ড্রেস বল। কে এক কাউণ্ট বিবাহ ক'রে চলেছেন মধুচন্দ্রযাপনে—কালমারে। নববধূটি জাপানি। মলয় দেখেছিল।

হঠাৎ হেলেনার চোখ পড়ল : "মলয়!"

—"কী?"

—"ঐ মেয়েটি ··ও তো—জাপানি না?"

—"হ্যাঁ, ষ্টুয়ার্ড বলছিল—ওরা যাচ্ছে আমাদের কালমারেই মধুচন্দ্র যাপন করতে।"

—"কালমারে?"—হেলেনা হঠাৎ অস্ফুটস্বরে ব'লে উঠল: "কী আশ্চর্য!"

মলয় ওর মুখের পানে তাকায় উৎসুকনেত্রে।

—"আশ্চর্য না?"

মলয় হাসল : "এমার্সন বলেছেন মনে পড়ল হেলেনা to the poet all is marvellous."

—"ঠাট্টা রাখো। দেখ তো ওর পানে চেয়ে। ওর চিবুকের পানে।"

মলয় চম্‌কে ওঠে : সত্যিই তো! এ-তরুণীর চিবুকের বাঁদিকে একটি স্পষ্ট বৃহৎ তিল। ও-ও বিস্ময়ের অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে ব'লে উঠল : "তাই তো?"

হেলেনা হঠাৎ বলল : "সে-ই নয় তো?"

—"কে?"

—"য়ুমা?"

মলয় হাসল একটু : "দূর্‌।"

—"ঠিক্ জানো ? আমি তাকে দু তিনবার মাত্র দেখেছিলাম তাই ঠিক মনে নেই কেবল তার চিবুকের প্রকাণ্ড তিলটার কথা মনে আছে। কী সুন্দর মানাত তাকে !"

—"সে কথা সত্যি। মুখের তার একটা মস্ত শোভাই ছিল ঐ তিলটি। সে বেশ জানতও সেটা।"

—"আচ্ছা মলয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?"

মলয়ের বুকের রক্তে দোলা লাগে, তবে এর মুখোমুখি ওকে যে হ'তেই হবে আজ না হোক কাল সে ও জানত। তাই বলল জোর ক'রেই : "করো হেলেনা—অসঙ্কোচে।"

—"য়ুমা তোমাকে—য়ুমাকে তুমি ভালো—" হেলেনা কোনোমতেই প্রশ্নটাকে ভব্যভাবে দাঁড় করাতে পারে না।

—"শুনবে তার কথা ?"

কৌতূহলে হেলেনার মুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠল। বলল : "শুনব। কিন্তু এখানে নয়—চলো তোমার কেবিনে।—দাঁড়াও সেখানে একটু কফি আনতে ব'লে দিয়ে যাই। তুমি যাও—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।"

মর্মর

উৎসর্গ

অশ্রুকণা !

ক্ষণিক পথে তোমার সাথে যে-পরিচয় হয়েছিল
তারি মাঝে বিনিময়ের শুভ্র লহর বয়েছিল ।
আজকে আমি সেই কথাটিই আমার ছোট উপহারে
মনে ক'রে—তোমায় মনে করিয়ে দিলাম এ-ঝঙ্কারে ।

এপ্রিল, ১৯৩৮

১

মলয় উঠে দাঁড়ায়। কেবিনের ওদিকে একটা ছোট গবাক্ষ। একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে বাইরের দৃশ্যটা দেখায় ঠিক্ যেন পটে আঁকা একখানি ছবি!

মলয়ের মনে সেই চেনা বিস্ময় ওঠে জেগে। সুন্দর প্রকৃতি দেখলে মনে হয় কেন ছবির কথা—যার বুকে ফলে শুধু প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি? আসলে, আর্ট শিল্প তো এম্নি ক'রেই আমাদের ভালোবাসতে শেখায় প্রকৃতিকে। প্রেমের কবিতা প'ড়ে প্রেমকে মনে পড়ে, প্রেমের অনুভবের মুহূর্তে মনে পড়ে প্রেমের কবিতা!···দুয়ে মিলে তবে বৃত্ত হয় পূর্ণ, নয়?

এম্নি ক'রেই জীবনের ভঙ্গি যায় বদ্‌লে, নয়?—ভাবে মলয়। মানুষ যা গড়ে সে আবার ফিরে গড়ে তাকেই। নিষ্প্রাণ বস্তুকেও এম্নি ক'রে সে প্রাণ দেয় বৈ কি একভাবে, কেন না দেখা যাচ্ছে নাকি যে এ-নিষ্প্রাণ বস্তু প্রাণকেও করছে প্রভাবিত? আগুনের বিধর্মীও ঠিক্ যেমন ক'রে তাপের গুণে পায় আগুনের ধর্ম। জীবন বিচিত্র! চেতনা জড়ের অণুতে নামায় তার সিন্ধুদ্যুতি, অথচ জড় আবার চেতনাকে করে জড়ধর্মী।··

হঠাৎ চোখে পড়ে জলের বুকে একটানা একটি সোনার ঝিকিমিকি। কে বলবে এ-ঝিকিমিকি অচেতন? তা যদি হ'ত তবে পারত কি সে তার চেতন মনে এমন শিহরণের ঝিকিমিকি বুনতে?···ঐ ঐ—ও দিকে পীতাভ মেঘের আভা বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে কয়েকটি নীলহরিৎ দ্বীপের বুক থেকে। একটি থেকে উর্ধ্বায়িত হয়ে উঠেছে দুটি ছায়াম্লান খাড়া

পাহাড়। সোনালি কাঁপনের চাঞ্চল্যের পাশে শৈলযুগলের গাঢ়বন্ধে ফলে এ কী অপরূপ মিলন সুষমা !…

হঠাৎ চম্‌কে ওঠে। হেলেনার দুটি হাত হয়ত ওর কণ্ঠে লতিয়ে যায় পিছন থেকে। "বোসো মলয় এই ডাইভানে।" হেলেনা ওকে দ্রুত টেনে আনে।—"আহা হা করো কি ? প'ড়ে যাব না ?"

*　　*　　*　　*

হেলেনা উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দেয়। বাইরেকার সোনালি আভার চাপা আভায় ঘরটা হ'য়ে ওঠে পীতাভ…এমন স্বপ্নময় হ'য়ে ওঠে এ না-প্রভাত-না-রাত্রি।

"দাঁড়াও আরাম ক'রে বসি" ব'লেই ও নিজের বেণী দেয় এলিয়ে। ইচ্ছা ক'রেই : এলো চুলে ওকে বড় সুন্দর দেখায় যে। মেয়েরা জানে এসব।

মলয় চেয়ে চেয়ে দেখে : মুখে ওর পড়েছে সবুজ আভা। আল্‌গা কাটা ব্লাউসের ফাঁক দিয়ে ওর তুষারশুভ্র বক্ষের উপরিভাগও সবুজ রঙের বিচ্ছুরণে কী সুন্দর দেখায় যে ! চোখের কোলে ওর কালো দাগ এ আলোয় মিলিয়ে গেছে। দীর্ঘপক্ষ্ম…ডাগর চোখের স্বপ্ন-ছোঁওয়া দৃষ্টি…তন্বী দেহলতা…আকটি-বিলম্বিত বিস্রস্ত চুলের গুচ্ছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন একটা ছন্দ উঠেছে জেগে—স্বপ্নের ছন্দ। কয়েকটি চূর্ণালক ওর কপালে…কয়েকটি গালে। ও সরায় না কিন্তু। মলয় জানে—হেলেনা জানে ওর মুখের মায়া কোথায় ! জাদুকরী যদি তার জাদুর তত্ত্ব না জানবে তবে জানবে কে ?

—"অমন ক'রে চেয়ে থাকে না—" ও বলে রোষস্ফুরিত প্রীতকণ্ঠে।

মলয় হাসে : "থাকে। আর কেন থাকে—তা-ও জানো।"

—"না তো।"

—"মিথ্যুক। রং রেখারা নিজেদের সাজিয়ে ছবিখানি সাজিয়ে ব'সে থাকে কেন তারা জানে না?"

হেলেনা হাসল : "মিথ্যা কথা বলাও যে ছবিখানির একটি অঙ্গ গল্পিবর!" ব'লেই মলয়ের কাঁধে মাথা রাখে।

মলয় ওকে চুম্বন করে।

ডাইভানে ও হেলান দিয়ে শোয়। মলয় বসে ওর কোলের কাছে ঘেঁষে—এ ভঙ্গিই ওর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ মনে হয় বরাবর।

—"এবার বলো মলয়। গল্প বলতে হয় তো এম্‌নি ছবির ম'ত পরিবেশেই, নয় কি?" ব'লে ওর হাত দুটিতে নিজের মুখ ডুবিয়ে রাখে খানিকক্ষণ?

মলয়ও ওর ঢেউ-খেলানো চুলের 'পরে চুম্বন করে ফের।

—"এরই নাম বুঝি সাড়া?" হেলেনা হাসে।

"সত্যই তাই," মলয় বলে স্নিগ্ধকণ্ঠে।

ওদের মনে কেমন যেন স্বপ্নের আবেশ জাগে! বাইরে একটা ছোট নৌকা থেকে করতালির রেশ ভেসে আসে···তারপরই হাওয়াই গিটারের প্রাণকাড়া মিড়। একটি মেয়ের কনট্রালটো কণ্ঠস্বরে গান। গানটি মলয়ের পরিচিত : শোপ্যাঁর (Chopin) একটি বিখ্যাত গান। হেলেনা উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে শুনতে গুন গুন ক'রে যোগ দিল :

In mir klingt ein Lied···
Ein kleines Lied···
In dem ein Traum von stiller Liebe blüht

Fur dich allein !
Eine heisse ungestillte Sehensucht shrieb die Melodie.
In mir klingt ein Lied···
Ein kleines Lied···
In dem ein Wunsch von tausend Stunden glüht
Bei dir zu sein !
Lu sollst mit mir im Himmel leben
Träumend über Sterne schweben...
Ewig scheint die Sonne fur uns Zwei···
Sehn dich herbei···
Und mit dir mein Glück.
Hörst du die Musik···
Zärtliche Musik ?···

গান শেষ হ'লে ওরা দুজনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বইল। সুরটির রেশ যেন ওদের প্রাণের আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায়···থেমেও থামতে চায় না···

* * * *

—"জানো হেলেনা, এ গানটি আমিও গুন গুন ক'রে গেয়ে থাকি।"

"যা—ও, তোমার সঙ্গে আর যদি কখনো কথা কই।" অভিমান ওর কণ্ঠে নিবিড় হ'য়ে ওঠে।

—"অপরাধ ?"

—"আমাকে শোনাও নি।"

—"আমি বুঝি গাইতে পারি ?"

—"আহা—আমিই যেন পারি।"

—"তোমরা হ'লে সুইড—কণ্ঠসঙ্গীতে তোমরা আবালবৃদ্ধবনিতা আজন্ম বুলবুল।"

—"ফের ?"

মলয় হাসে : "সত্যি হেলেনা—তোমাদের মধ্যে এত বেশি লোকের কণ্ঠ স্বভাব-সুরেলা।"

—"তোমারও তো কণ্ঠে সুর বেশ খেলে।"

—"তাকে কি আর সুর বলে সখী ?"

—"তা হোক—গাইতেই হবে তোমাকেও।"

মলয় বিপন্ন হ'য়ে বলল : "আমি তো জর্মনে এটি গাই না গাই বাংলায়—আমার তর্জমাটি—তা-ও অতি গোপনে।"

হেলেনা হাততালি দিয়ে ব'লে ওঠে : "সে তো আরো ভালো : গাও—শুনব বাংলায় কেমন লাগে।"

মলয় অগত্যা গুন গুন ক'রে ধরে—কিন্তু ধ'রেই থেমে বলে : "কিন্তু একটি কথা।"

হেলেনা বলে : "অবহিত হ'য়ে আছি প্রভু।"

—"শোপ্যাঁর সুরটি অল্পস্বল্প বদলেছি—সামান্যই, তবু দু'এক জায়গায় বাংলা তানও লাগিয়েছি—তাতে রাগ করতে পারবে না।"

—"রাগ করব কেন ? বা রে। বদল তো ভালোই, সৃষ্টি তো আর অনুকরণে হয় না।"

মলয় ভরসার সুরে বলে : "তবে শোনো—গোঁ যখন ধরবে তোমরা নিষ্কৃতি তো আর নেই আমাদের—"

—"আহা রে—কিন্তু না আর একটিও কথা নয়, গাও।"

মলয় খুবই মৃদু সুরে গুণ গুণ ক'রে গায় :

অন্তরে মোর গুঞ্জরে কী গান···

একটি ছোট গান···

তোমার মৌন প্রেমের স্বপন হয় সেথা উচ্ছল—
শুধু তোমার আশে।
মোর অশান্ত পিয়াস রচে রাগমালা তার (ঝঙ্কার-বিতান)।
অন্তরে মোর গুঞ্জরে কী গান···
একটি ছোট গান···
লক্ষ নিশার একটি তৃষা হয় সেথা উজ্জ্বল
রইতে তোমার পাশে।
ভাসব দোঁহে দূর গগনে
তারায় তারায় সুর-স্বপনে···
মোদের তরেই জ্বলবে চিররবি···
ধ্যান কোরো এই ছবি···
এনো সুধার দান।
শুনতে কি পাও গান—
ঐ অধরা গান! ··

হেলেনা মুগ্ধনেত্রে ওর দিকে চেয়ে বলে: "মলয়, তুমি গান শেখো না কেন?"

—"এ বয়সে কি আর হয়?"

—"খুব হয়। তুমি জানো আমাদের দেশে স্বরসাধনের কী আশ্চর্য সব পদ্ধতি বেরিয়েছে। আমার একটি বন্ধু আছেন ষ্টকহলমে—তোমায় তাঁর কাছে শিখতে হবে—এত সুন্দর গলা তোমার—"

মলয় বিপন্ন হ'য়ে বলে: "গানের কথা যেতে দাও না—"

—"কিছুতেই না। আগে কথা দাও—তোমাদের গলায় এমন সব সূক্ষ্ম কারুকাজ আছে ভাবো তো—এ গলাকে শিক্ষা দিলে কী কাণ্ড হবে!"

—"উঃ !—শালিয়াপিন, বাতিস্তিনি কানা—থুড়ি বোবা।"

—"ঠাট্টা রাখো—" ব'লে হেলেনা ওর বুকে ছোট্ট একটা ঠেলা দেয়।

—"রাখছি—কিন্তু রেখে করতে হবে কী শুনি ?"

হেলেনা বলে : "ঐ দেখ, আমরা দুজনেই গেছি ভুলে—কী জন্যে তোমার কেবিন থ্য লুক্সে এ-রবিকরোজ্জ্বল রাত দুপুরে আমাদের অধিষ্ঠান।"

—"যাব না ? গান শুনলে মানুষ কী না ভুলতে পারে ?—বলত য়ুমা।"

ব'লেই ওর কেমন যেন কুণ্ঠা জাগে! হেলেনারও প্রফুল্ল মুখে কী যে একটা ছায়া এসে পড়ে··ঠিক ছায়াও নয় তবে ভাবান্তর বৈ কি। "একটু বোসো মলয়" ব'লেই ও উঠে পড়ে। মলয় কেমন যেন শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে : "কী ?"

—"কফিটা আনতে ওরা দেরি করছে কেন দেখে আসি।"

*   *   *   *   *

হেলেনার কেন এমন ভাবান্তর হ'ল ?—একটা মাত্র কথায় !

সত্যি, একটা কথায় সময়ে সময়ে মানুষের মনের কেমন যে ছন্দ বদলে যায় !···সম্পূর্ণ ! যেখানে ছিল আলো—পড়ে ছায়া, যেখানে ছিল ছায়া জেগে ওঠে সোনা। একটা সুরে···একটা ছোট্ট মিড়ে···কত কথাই মনে পড়ে যে !—যা-সব মনে পড়বার কথা নয় !

আশ্চর্য···আজ ঠিক্ এই সময়েই পাশের নৌকা থেকে ভেসে এলো ঐ গানটা—যেটা ছিল য়ুমার এত প্রিয় গান !···

সমস্ত আকাশে বাতাসে যেন তার রূপের কণ্ঠের নৃত্যভঙ্গির ছোঁওয়া লাগে। তাকে কি ও তবে ভালোবেসেছিল সত্যিই ? এক সময়ে মনে হ'ত ···মাঝে মাঝে আবার মন বলত—দুর্। আবার সময়ে সময়ে কী যে

অভিমান ফুলে ফুলে উঠত তার বিরুদ্ধে! কোথাকার জাপানি নটী সে ···ক'দিনেরই বা আলাপ···কতটুকুই বা ওদের মিল···তবু তাকে ভুলতে পারে কই? মনের কোন্ গহন পটে যে তার ছায়াছবি এখনো থেকে থেকে ফুটে ওঠে···যে-ছবি কতদিন আগে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছে সে-ছবিতে রঙ ফলিয়ে তোলে কে! রেখার ঢেউই বা নামে কোন রঙের গোমুখী থেকে ?···ভাবে ও।

* * * *

হেলেনা ঢোকে। পিছনে ট্রে হাতে পরিচারিকা। কফি...কেক... স্কোন···

২

হেলেনা ওর হাতে দিল এক পেয়ালা।

মলয় চুমুক দিয়ে বলল : "ওর সঙ্গে দেখা আমার হয় তেম্‌নি হঠাৎ যেমন তোমার সঙ্গে। তবে অত রোম্যান্টিক ভাবে না।—কারণ কোপেন-হেগেন বড় গন্ধময় রাজধানী।"

—"কোপেন—"

—"হ্যাঁ। ওখানে আমি গিয়েছিলাম হাম্বুর্গ থেকে। ভাবলাম দেখে যাই ডেনমার্কের তোরওয়াল্‌দ্‌সেনের জাদুঘরটা অন্তত। এত কাছে এসে এহেন ভাস্কর্য দেখে না গেলে বিদগ্ধ সমাজে দগ্ধানল দেখাব কেমন ক'রে?"

—"সত্যি মলয়," হেলেনা হাসে, "আধুনিক বিদগ্ধ সমাজে ছাড়পত্র পাওয়ার এই যে নিদারুণ কর্তব্য গ'ড়ে উঠেছে—এই দেশ দেখা—এই চিত্রশালাগুলির অফুরন্ত ছবির মরুভূমিতে ক্লান্ত নেত্রে শুক্‌ন মুখে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—উঃ—ভাগ্যে আমি সামাজিক মেয়ে হওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম—!"

—"বেঁচে গেছ সত্যিই। আর এ না পেরে কত সময় যে আমি নষ্ট করেছি ফ্লোরেন্সের, রোমের, আমস্টার্ডামের, নেপ্‌ল্‌সের এই ছবির শাহারায় উটের মতন বিচরণ ক'রে—উঃ—লাখ কথার এক কথা বলেছ—মনে আছে, ছেলেবেলায় ডাম্বেল করতাম। শরীর-সাধন। সকালবেলা উঠে ডাম্বেল মুঠো ক'রে ধ'রেই মনে হ'ত সব আগে ভাঙি নিজের মাথা—এ স্বাস্থ্য-কাঙালপনার গ্লানির হোক গঙ্গাযাত্রা। ঠিক তেম্‌নি হ'ত

য়ুরোপে—এই সব মন্থমেণ্ট, জাত্বঘর, গির্জা প্রভৃতি দেখে দেখে। আরও যন্ত্রণা এই যে পরের চোখে বড় হ'তে গিয়ে নিজের চোখে হ'তাম ছোট এসবের ফলে।"

—"এতটা ?" হাসে হেলেনা।

—"নয় ? ভণ্ডামি করতে হ'ত না ? বন্ধু, বিশেষ ক'রে বান্ধবীদের, কাছে সব দেখেছি ব'লে পেখম তুলে বেড়াতে না পারলে মান থাকে ? বলতে হ'ত উঃ 'নোৎর্ দাম' কী কাণ্ড রে বাবা! কলোনের গির্জে যে না দেখল কেনই বা তার বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা ? রোমের ভাটিকান যে না দেখেছে তার তো পরকাল ঝর্ঝরে। এক তাজমহল দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যখন খুব এক খারাপ কবিতা লিখলাম তখন মনে হ'ল কবিতা যতই খারাপ হোক না কেন জীবনে একটিবার অন্তত সত্যকথা বললাম। যদি স্বর্গের পারিজাত-প্রদর্শনীতে কখনো ছাড়পত্র পাই তবে এই একটি সত্য-ভাষণের জন্মেই পাব।"

—"আচ্ছা," হেলেনা বলে হেসে, "এবার স্বর্গবাসের মেয়াদ বাড়িয়ে নেও আরো কয়েকটা সত্য কথা ব'লে।"

—"তথাস্তু, শোনো।

"কোপেনহেগেনের তোরওয়াল্দসেন বিস্ফারিত চোখে কী যে দেখছিলাম সহস্রাক্ষই জানেন—তবে মনে আছে দেখতে দেখতে যখন ভাবছি আফিং না পোটাশিয়াম সায়নাইডে শিল্পভোগের দুর্ভোগ খতম করব তখন মিলল ক্ষতিপূরণ : আর্ট ছেড়ে পেলাম মানুষের দেখা—একটি জাপানি মেয়ে।

"কিন্তু তার উৎসাহ দেখে বুঝলাম এ বরবর্ণিনী একেবারেই মলয়-কুমারের জাত নয়—ভাস্কর্য বোঝে। এত তন্ময় হ'য়ে সে দেখছিল যে

অতি মসৃণ কাঠের মেঝেতে হঠাৎ পিছলে প'ড়ে যায় আর কি—ঠিক আমার কাছেই।

"বলা বাহুল্য ত্রাতা মলয় বেরিয়ে এল আত্মঘাতী মলয়েরই মধ্যে থেকে। বীর দর্পে আহা আহা করতে করতে ধ'রে ফেললাম।

"সে আমার দিকে তাকিয়ে জর্মন ভাষায় ধন্যবাদ জানালো।

"হৃষ্ট চিত্তে আমিও যথারীতি প্রত্যুত্তর দিলাম।

"এর পর ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরও ঠেকাতে পাবে না বিদেশে একাকিনী উৎসাহিনী তরুণীর সঙ্গে একাকী শিল্পবিরক্ত তরুণের আলাপ।"

মলয় বলতে লাগল: "ওর নাম শুনে মনটা আরও খুসি হ'য়ে উঠল। নর্তকী য়ুমা-র নাম নানা সহরের কাগজেই পড়েছিলাম—কে না পড়েছে? কিন্তু পাকেচক্রে দু একদিনের আগুপিছুতে ভ্রাম্যমান মলয়ের সঙ্গে ধাবমান য়ুমার চারিচক্ষুর মিলন হ'য়ে ওঠে নি। যেখানেই যাই শুনি ও দুদিন আগেই নেচে মাতিয়ে গেছে ক্ষেপিয়ে গেছে···কত শত তরুণের বুকের গুলবাগানে চিতা জ্বালিয়ে।

"সেদিনই ওর নাচ ছিল কোপনহেগেনের বিখ্যাত অর্তেদ্স্ পার্কে খোলা রঙ্গমঞ্চে। ও নিমন্ত্রণ করল টিকিট দিয়ে। আমি টিকিটের দাম দিতে চাইতেই ও বলল: 'সে কি হয়? আপনি না ধরলে প'ড়ে যে শ্রীচরণ ভেঙে যেত—এ-উপকারের পরও দাম?'

"এমন মিষ্টি জর্মন কথাই শুনেছি হেলেনা। তার ওপর ও-ভাষায় রসিকতা! মনটা ভারি খুসি হ'য়ে উঠল!

"গেলাম সাগ্রহে।

"ন্যাচ যে অমন হয় জানতাম না এর আগে। দেহের প্রতি রেখায় যেন সুষমা ঝরছিল···প্রতি চরণে ছন্দের সে কী লালিত্য!

"পরের পর দিনই ওর হাম্বুর্গে নাচ। চুক্তি। কাজেই ক্লান্তি সত্ত্বেও সেদিন রাতেই ওকে রওনা হ'তে হ'ল।

"ওখানকার থিয়েটারের ম্যানেজার ওর সম্মানে সান্ধ্যডিনার দিলেন তাঁর বাগানবাড়িতে। ওর কল্যাণে আমারও নিমন্ত্রণ। বসলাম ওরই পাশে। ও ই বসালো আমাকে—গৃহকর্তার অনুমতির অপেক্ষা না রেখে। এসব ব্যাপারে ও এটিকেট-ফেটিকেটের ধারও ধারত না।

"নানা কথাই হ'ল অবশ্য টেবিলে। তারপর ও বলল এবার যাবে ও জর্মনিতে একটু ছুটি নিতে। গত তিনমাস অনবরত নেচেছে। আমি বললাম হেসে: 'তোমরা ছুটি চাইলেও পাবে কি য়ুমা?' ও নাম ধ'রে ডাকতেই বলেছিল। বলেছি, এসব বিষয়ে ও ছিল একেবারেই বেপরোয়া। আমার মধ্যেও এ-ভাব খানিকটা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে ও-ই। যাক। ও বলল: 'পাব—একটু বিশ্রাম পেতেই হবে এবার।' আমি বললাম: 'বিশ্রাম লোকে দেবে না যে—যে সহরেই যাও না কেন—' ও বলল: 'উধাও হব যে এবার—বড় সহরের দিকে আর ভিড়ব নাকি? হাম্বুর্গের নাচ শেষ হ'য়ে গেলেই দিনের পর দিন শুধু নৌকো ক'রে বেড়াব জর্মনির রাইনল্যাণ্ডে।' ওকে অভিনন্দন ক'রে বললাম: 'খুব ভালো কথা, বিশেষ ক'রে জর্মনির রাইনল্যাণ্ড ভূস্বর্গের একটা মস্ত রাজধানী ব'লেও বটে!' ও বলল: 'তুমি গেছ ওখানে?' আমি হেসে বললাম: 'জর্মনির রাইনল্যাণ্ড আমার নখদর্পণে, দশমাস ছিলাম সেখানে।' ও এম্‌নিই আচম্‌কা ব'লে বসল: 'চলো না কেন তাহ'লে আমার সঙ্গে?' আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: 'মানে?' ও বলল: 'মানে—হবে আমার দিশারী—Führer—আর কি?' আমি ওর বেপরোয়া ধরণধারণ লক্ষ্য করা সত্ত্বেও একটু অবাক না হ'য়ে পারলাম না: একবার ভাবলাম—ঠাট্টা

করছে বুঝি! একটু কিন্তু ক'রে হেসে কথার মোড় দিলাম ফিরিয়ে, বললাম: 'মুখের নিমন্ত্রণে বিশ্বাস করে কে? তবে যদি জর্মনি পৌঁছে তার করো তবেই বুঝব নিঃসহায়ার দিশারী দরকার।' ও মিষ্ট হেসে বলল: 'জানো তো আমরা জাপানি—একে কৃপণ, তাতে সিনিক। খুঁজে দিশা না মিললে বলি খরচ ক'রে তৃষা মেটে না তাই খরচের নেই গরজ। তবে অভাব যে মেটায় তার জন্যে টাকা দিয়ে রাস্তা মুড়ে দিতে বাধে না।' আমি ব্যঙ্গের সুরে বললাম: 'আমরা কিন্তু আবার বৈরাগীর জাত, দিশা না পেলে দিশার দুশ্চিন্তা রেখে আগে দিশারীর সন্ধানেই বেরিয়ে পড়ি—টাকার বেলায় দিলদরিয়া।' ওর হাসিমুখ গম্ভীর হ'য়ে গেল মুহূর্তে। এম্‌নিই হ'ত ওর: আলো ছায়া যেন ওর মনের পাতালে মেঘের মতন থাকত লুকিয়ে—একটি কথার দমকা হাওয়ায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত মুখে, কিন্তু আসতেও যেমন যেতেও তেম্‌নি। বলল: 'দিশারী কথাটার বীজ মনে বোনা রইল, যদি বোল ধরে তার গন্ধ হয়ত পাবে বন্ধু।' কি জানি কি এক অনামা প্রত্যাশায় মনটা কানায় কানায় উঠল ভ'রে, কিন্তু মুখে কিছু বললাম না।"

—"তারপর?"

—"দিন চার পাঁচ বাদে হাইডেলবার্গ থেকে এক তার।

"গেলাম সোজা। গিয়েই দেখা হ'ল কার সঙ্গে জানো?—ম্যাকের।

"আমি বললাম: 'কী আশ্চর্য যোগাযোগ বলো তো ম্যাক? কে জানত হাইডেলবার্গের গিরিবত্মে' দেখা হবে দুই কক্ষভ্রষ্ট ধূমকেতুর!'

"ও হাসল, কিন্তু চিন্তিত হাসি। বলল: 'কে জানে দেখা হ'ল কেন? হয়ত একটা মানে আছে।'

"একটু চম্‌কে গেলাম, কেন জানি না। এক একটা কথায় কী যেন একটা আবছায়া আশঙ্কার খাদের তার বেজে ওঠে না ?--যা হোক্ এ-কাঁপনকে দিলাম থামিয়ে—কুসংস্কার ব'লে। Premonition ? দুর্ দুর্।"

—"তারপর ?"

—"য়ুমাকে হাইডেলবার্গে আরও ভালো লেগে গেল। তার দেখামাত্র মনের কোথায় একটা সাড়া উঠল বেজে। মনও দুষ্টু—ঝোপ বুঝে কোপ মারল : মনে হ'ল তার চোখের তারায় যেন সে-কাঁপনের প্রতিচ্ছায়া।"

—"আর ম্যাকার্থির ?"

—"ওর মনে য়ুমার কোনো ছাপই পড়েনি বলল।"

—"য়ুমাকে ও জানত ?"

—"হাইডেলবার্গে য়ুমার নাচ দেখেছিল ও একটা সান্ধ্য পার্টিতে ওর এক বান্ধবী ফ্রাউ গুৎমানের কল্যাণে। ভালো লাগেনি ওর তেমন।"

—"ও বলল ?"

—"না ঠিক বলল না। তবে এসব ক্ষেত্রে কিছু না বলাই হ'য়ে ওঠে সব চেয়ে বেশি বলা। তাছাড়া য়ুমাকে নিয়ে একটু তর্ক মতনও হ'যে গেল কিনা তাইতেও মনে হ'ল।"

—"কী ধরণের তর্ক ?"

—"সবটুকু মনে নেই, তবে মনে আছে আমি বলেছিলাম য়ুমার মুখশ্রীর চুম্বকের কথা। তাতে ও বলল হেসে : 'সে শুধু মুখের মেয়েলিত্বের চুম্বক মলয়—শ্রী-র নয়।'

হেলেনা সহাস্যে বলল : "এতে তুমি নিশ্চয় ক্রুসেডারদের মতন রুখে উঠলে অবলার মান রাখতে ?"

মলয়ও হাসল : "একটু উঠলাম বৈ কি। ব্যঙ্গভরে বললাম : 'শ্রী কথাটায় যদি আপত্তি থাকে তবে লাবণ্য বললেও চলবে।'"

—"তাতে কী বলল ও ?"

—"মাঝে মাঝে ওর গোঁ চেপে যেত বলিনি ? হঠাৎ সেই মেজাজ এসে গেল, ও শ্লেষশাণিত কণ্ঠে বলল : 'ভক্তরা যে প্রসাধনকেই লাবণ্য ভেবে মজে এ সত্য মেয়েদের মধ্যে বেচারি ঈভ জানত না। জানলে তাকে আদমকে মজাবার জন্যে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে হ'ত না।'"

—"তারপর ?"

—"জানোই তো আমাদের মজ্জায় তর্কের বারুদ ঠাশা, আর শ্লেষের অন্তরটিপুনি হ'ল চকমকি। তাল ঠুকে বললাম : 'এ তোমার গায়ের জোরের কথা ম্যাক। কারণ তুমি ভুলে যাচ্ছ যে যেমন ভক্তের চোখও ভুল করে তেম্‌নি করে ক্রিটিকেরও চোখ।' ও বলল : 'মানে ?' আমি বললাম : 'যাকে তুমি বলো ভক্ত তাকে আমরা বলি দরদী। তার দরদ হ'ল আলো, তাই সে দেখায়—গুণ কোথায় লুকিয়ে থাকে। ক্রিটিকের নিরপেক্ষতা হ'ল অন্ধকার না হোক প্রদোষ : দেখায় যা তার চেয়ে বেশি ফেলে ঢেকে।'"

—"তারপর ?"

—"কেন জানি না মনে হ'ল ও একটু যেন আহত হয়েছে। মনে হ'ল দেখা হ'তে না হ'তে আমাব কথায় এতটা ঝাঁজ প্রকাশ ক'রে ফেলে ভুল করেছি। ভাবলাম ওর কাছে একটা কেতা-দুরস্ত গোছের মাফ চাই। কিন্তু ভুল ক'রে তাকে স্বীকার করার মধ্যেও একটা দেখানোপনার ভাব আছে না ?"

হেলেনা খুসি হ'যে বলল : "হাত দাও মলয় : আমি ভাবতাম একথা মনে হয় বুঝি এক আদরিণী হেলেনারই—যে চায়না তার ভুলকে স্বীকার করতে নিহিত অনিচ্ছাবশে।"

—"অনিচ্ছা নয় হেলেনা। অবশ্য ভুল কার না হয়? আর ভুল করলে তাকে স্বীকার করতেও আত্মাদরে বাজেই। কিন্তু পক্ষান্তরে, হিমালয়প্রমাণ ভুল স্বীকার করার মধ্যেও একধরণের অহমিকা নেই কি—একটা দেখানোপনা যে, ভো ভো অহঙ্কারীর দল, দেখ ভ্রান্তিব মাঝেও আমি কী অভ্রান্ত বিনয়ী ?"

হেলেনা চিন্তিত স্বরে বলে : "আছে বটে, কিন্তু অন্যদিকেও মুস্কিল এই যে ভুল ক'রে যখন স্বীকার করতে বাধে তখন এই ধরণের যুক্তির আড়ালেই আমরা লুকিয়ে বেঁচে যেতে চাই।"

—"তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে সুখ আছে হেলেনা।" মলয়ের মন খুসিতে ওঠে ভ'রে।

—"থাক্ থাক্ এখন বলো--তারপর কী হ'ল ?"

—"বাকি পথ আমরা চুপ ক'রে চলতে লাগলাম। মনে আছে সব ছাপিয়ে কেবল এই কথাই আমার মনে হচ্ছিল বারবার যে, আমাদের অপরিচয়ের ব্যাপ্তির তুলনায় পরিচয়ের পরিসর কত কম! নইলে এ-ধরণের একটা উড়ো কথায় এ-ধরণের মনকষাকষি হ'ত কি ? এ-ধরণের ভুলবোঝা ?"

—"কিন্তু তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ মলয়, যে, মানুষ অপরকে ভুল বোঝার মধ্যে দিয়ে শুধু যে অপরকেই চেনে তা নয়—নিজেরও অনেক ভুল শোধরায়।—কে ?"

৩

নোরা ঘরে ঢুকল। মুখ ওর এমন ফ্যাকাশে দেখায়—!

—"তুই ?"

—"হ্যাঁ দিদি। তুমি একবার ওপরে ডেক্-এ আসবে ?"

—"কেন রে ?"

—"বাবা কেমন যেন করছেন ?"

—"বাবা ?"

—"হ্যাঁ দিদি। কখন ডেক্-এ উঠেছেন কেউ জানে না। তাঁর হাসির শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তুমি একবার ডেক্-এ যাও দিদি এক্ষনি।"

* * * *

ওরা ডেক্-এ এসে দেখে কি মজলিশ চলছে তখনো। প্রফেসর খুব হাসছেন। তাঁর সামনে শ্যাম্পেনের গেলাস।

হেলেনা ডাকল : "বাবা !"

প্রফেসর বললেন : "আয় মা হেলি—শোন্ কাউণ্টেস কী চমৎকার যে গান করেন !"

* * * *

কাউণ্টেস গাইলেন। কণ্ঠস্বর সত্যিই সুন্দর। য়ুরোপে শিখেছেনও অনেক্। কিন্তু হ'লে হবে কি—মলয় হেলেনাকে বলল জনান্তিকে—এদেশের গানে রস পান নি যেন···

হেলেনাও ফিশফিশ ক'রে বলল : "আমাদের দেশের গানে রস হয়ত কিছু পেয়েছেন কিন্তু সে-রসে মজেন নি। অথচ বিদেশী আর্টে মজতে না পারলে তাতে কিছু সৃষ্টি করতে যাওয়া—" বাধা পড়ল সভাসদদের করতালিতে। প্রফেসরেরও কী করতালি। অগত্যা হেলেনা মলয়কেও যোগ দিতে হ'ল।

কাউণ্ট মলয়কে একটু শ্যাম্পেন পরিবেষণ ক'রে দিতে এলেন স্বহস্তে। মলয় বলল : "না ধন্যবাদ।"

কাউণ্টের এক লর্ড বন্ধু বললেন : "এমন গানের পরেও—"

মলয় হেসে বলল : "এমন গানের পরে ব'লেই তো অন্য কিছু সেবন ক'রে এর অপমান করতে চাইনে।"

কাউণ্টেস কাছেই ছিলেন, শুনতে পেলেন বৈ কি।

প্রফেসর মলয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন।

কাউণ্টেস বললেন : "ধন্যবাদ হের্ মলয়, আপনার কমপ্লিমেণ্টের জন্যে। তবে জাপানি মেয়ের মুখে গ্রীগের নরওয়েজিয়ান গান—ক্ষমা করতেই হবে নানা ক্রটির।" হেলেনার দিকে চেয়ে : "কি বলেন ফ্রয়লাইন, বিদেশিনী কেমন ক'রে আয়ত্ত করবে আপনাদের দেশের নাচগান বলুন ?"

প্রফেসর বললেন : "কেন ? আপনাদের দেশের একটি বিশ্ববিখ্যাত মেয়ে কোন্ নাচ না নাচতে পারত ? না মা হেলি, কী নাম যেন তার—সেই—জানেন কাউণ্টেস তাঁর চিবুকেও ঠিক আপনারই মতন একটি তিল ছিল—"

প্রফেসরের কথা অনেকটা সুসংলগ্ন হ'য়ে এসেছে দেখে হেলেনা একটু আশ্বস্ত হ'ল। তবু যাহোক স্মৃতিশক্তি ধীরে ধীরে আসছে ফিরে।

কাউণ্টেস বললেন: "আপনারা তাঁর নাচ দেখেছেন? য়ুমা যে আমার বিশেষ বন্ধু।"

হেলেনা সাগ্রহে বলল: "তাই না কি?"

এবার কাউণ্ট কথা কইলেন: "হ্যাঁ, কালই আমরা তাঁর চিঠি পেয়েছি ওয়ারস থেকে।"

হেলেনা অস্ফুট চিৎকার সংবরণ ক'রে নিয়ে বলল: "ওয়ারস?"

—"হ্যাঁ। ভিসটুলায় নৌবিহার (yachting) ক'রে বেড়াচ্ছে লিখেছে। পরশু বিখ্যাত হোটেল ডি ভিলে তার নাচ হবে—বিরাট ব্যাপার!"

প্রফেসর হঠাৎ বললেন: "য়ুমা?" কি যেন স্মরণ করতে চেষ্টা ক'রে: "মা হেলি, অস্কার ওয়ারস-তেই গিয়েছে, না?"

হেলেনা ত্রস্ত হ'যে বলল: "না তো বাবা!"

"না?—হ্যাঁ। আচ্ছা মলয়, অস্কারও য়ুমাকে চিনত—একদিন বলছিল না?"

মলয় সন্তর্পণে বলল: "তাকে চেনে তো কত লোকই · তবে অস্কারও সামান্যই চিনত। নাচতে দেখেছিল তাকে—এইমাত্র।"

প্রফেসর আরও একটু চেষ্টা করলেন স্মরণ করতে, তারপর বললেন: "হ্যাঁ হ্যাঁ। তা বটে। কিন্তু অস্কার আর য়ুমা—"

হেলেনা সশব্যস্তে বলল: "কাউণ্টেস, কিছু যদি মনে না করেন—"

—"না না সে কি কথা।"

—"আর একটি গান, শুবার্টের জানেন কি কোনো গান?"

কাউণ্টেস গাইলেন···এবার অনেকক্ষণ ধ'রে শুবার্টের বিখ্যাত Rauschen der Strom, Brausen der wald গানটি গাইলেন।

৪

মলয় কিন্তু গান আর শুনছিল না। তার মন যে কোথায়···

হেলেনা থেকে থেকে চায় ওর মুখের দিকে।···

মলয়ের মনে এমন সব উল্টোপাল্টা স্রোত ওঠে···য়ুমা! ওয়ারস-তে? ···অস্কার—

কী যে সব অসংবদ্ধ চিন্তা। বুকের মধ্যে এমন একটা অনির্ণেয় অস্বস্তিও···

হেলেনার দিকে যেন তাকাতেও পারে না।

* * * *

গান শেষ হ'তেই হেলেনা বলল: "বাবা, এবার শোবে চলো লক্ষ্মীটি! কাউন্টেস, ক্ষমা করবেন কী সুন্দর যে কণ্ঠ আপনার! কিন্তু বাবার শরীর একটু দুর্বল। ডাক্তার বলেছেন বিশ্রাম খুব বেশি দরকার। কিন্তু গান শুনলে উনি সব যান ভুলে। তাই আপনাদেরই জোর ক'রে ওঁকে বলতে হবে শুতে যেতে। কিছু মনে করবেন না কাউন্ট।"

কাউন্ট এক গাল হেসে বললেন: "সে কি কথা? ডাক্তারের কথা যখন—ক্ষমা করবেন ফ্রয়লাইন—আমরা জানতাম না। ভাবলাম—জানেন তো প্রফেসরের সঙ্গে আমি একসঙ্গে পড়েছিলাম—তাই ভাবলাম আমাদের মজলিশে ওঁকে চাইই চাই, নয় এরিক?"

হেলেনা মলয়কে ইশারা করতেই সে প্রফেসরকে ধরল: "আসুন, প্রফেসর।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ। তবে আমি সত্যিই আজ অনেক ভালো মলয়। আমার স্মৃতিশক্তি কি রকম যেন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল।"

মলয় বলল : "সামান্য, অসুস্থ হ'লে কার না হয় কাউণ্ট, কি বলেন ?"

—"তা তো বটেই", কাউণ্টেস ব'লে উঠলেন, "না না নিয়ে যান ওঁকে। না প্রফেসর, আজ আর না। ঘুমতেই হবে এখন আপনাকে।"

মলয় প্রফেসরকে হেলেনার জিম্মায় দিল।

—"এসো বাবা—" হেলেনা এক রকম জোর ক'রেই তাঁকে ধ'রে ধীরে ধীরে নিয়ে গেল।

"কাউণ্টেস বললেন : "ওঁর ছেলেই অস্কার না ?"

—"হ্যাঁ।" মলয় মুখ তুলতে পারে না।

—"ও হো তাই তো বটে। কাগজে—তাঁর ছবি—"

কাউণ্টেস ইশারা করলেন কিন্তু কাউণ্ট দেখতে পান নি, বললেন : "তিনি ওয়ারস-তে ?"

—"হ্যাঁ।"

—"কাগজে লিখেছে তিনি নাকি যুমার সঙ্গে ছিলেন নিউইয়র্কে—নাচ শিখতে বুঝি ?"

—"ঠিক—"

কাউণ্টেস ফের বাধা দিলেন : "না না। এম্‌নি। আমি জানি। আচ্ছা হের্—"

—"মলয়—সুর।"

—"আচ্ছা হের্ সুর। আমরাও যাচ্ছি কালমারে—দেখা হবেই—আপনিও হয় তো শ্রান্ত—"

—"ঠিক শ্রান্ত নই—ক্ষমা করবেন যুমার ঠিকানা কী বললেন ?"

—"ওয়ার্স-র বিখ্যাত হোটেল ডি ভিল্ আর কোথায় ?"

—"ধন্যবাদ। আচ্ছা কাউন্টেস, একটু শুতে হবে এবার, যদি ক্ষমা করেন—"

—"বিলক্ষণ—শুভরাত্রি হের্ সুর।"

—"শুভরাত্রি কাউন্টেস, শুভরাত্রি কাউন্ট।"

কাউন্ট বললেন : "শুভরাত্রি লীবার ফ্রয়ন্দ্! Schlaten Sie wohl" *

কাউন্টেস জুড়ে দিলেন : "Und träumen Sie süsz, Herr Sui" †

* টেনে ঘুমোন

† মধুর স্বপ্ন দেখেন যেন।

৫

মলয় সোজা প্রফেসরের কেবিনের দুয়ারে টোকা দিল।

হেলেনা তাঁর ডাইভানে পাশে ব'সে। প্রফেসর শুয়ে। মাথায় অডিকলোন।

মলয় ভয় পেয়ে গেল।

প্রফেসর স্নিগ্ধ সুরে বললেন: "ভয় নেই মলয়। আজ অনেক ভালো। একটু মাথাটা ঘুরে উঠল—বোধ হয় ঐ শ্যাম্পেন খেয়ে।"

হেলেন বলল: "বাবা, কেন গেলে তুমি ওপরে?"

মলয় হেলেনাকে চোখ টিপে বলল: "বেশ করেছেন প্রফেসর। তবে শ্যাম্পেন বড় খারাপ জিনিষ, আমাদেরই সয় না।"

—"সত্যি। আর কক্ষনো খাব না। হেলি মা—"

—"কী বাবা?"

—"আমার ঘরেই শো মা আজ, কেমন?" আমার—কি জানি কেন একটু ভয় ভয় করছে। ঐ ঘুমাই না, না রুমা—আমার যেন কি রকম সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে—"

—"মিথ্যে কেন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ বলো তো?"

—"মাথাটা একটু যেন ঘুরে উঠল ফের। একটু বরফ দিবি মা?"

মলয় তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আইসব্যাগ নিয়ে এল।

হেলেনা প্রফেসরের মাথায় আইসব্যাগ দিতে দিতে বলল: "আর দরকার নেই মলয়, শুতে যাও তুমি। অনেক ধন্যবাদ।"

প্রফেসর দুর্বলকণ্ঠে বললেন: "হ্যাঁ বহু ধন্য—মা হেলি—মনে পড়ছে —ডেক্-এ কে বলছিল রুমা নাকি আত্মহত্যা করেছে—?".

—"কে বলল বাবা ?"

—"করেছে মা, আমার অসুখ ব'লে তোরা লুকোচ্ছিস। আমার স্মৃতিশক্তি একটু একটু ক'রে ফিরে আসছে—অস্কার ওয়ার্স গেছে—কিন্তু সেখানে ঐ য়ুমাই না—"

প্রফেসর উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বসলেন।

মলয় এসে ধরল তাঁকে। হেলেনা তাঁকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল : "কী বকছ বাবা ?"

—"কেন ? এ কি সে-য়ুমা নয় ?"

—"দূর্—য়ুমা নাম যে জাপানিদের ঘরে ঘরে, জানো না ? সে য়ুমা এখন টোকিয়োতে যে।"

—"ও—তবু ভালো। তাহ'লে কোনো ভয় নেই মা ?"

—"না বাবা। অস্কার ফিরে এল ব'লে—"

প্রফেসর হঠাৎ বললেন : "না মা—কেন লুকোচ্ছিস—কাউণ্টেসের মতন তারও যে তিল আছে বললেন উনি—"

—"না বাবা—বাজে—"

—"না মা। অস্কার বিপদে পড়বে—তার কবলেই পড়বে—আমার মনে পড়ছে—" বলতে বলতে প্রফেসর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে "অস্কার—অস্কার! উঃ মা—" ব'লেই ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লেন। হেলেনা ও মলয় ধরাধরি ক'রে তাঁকে শুইয়ে দিল।

মলয় বলল : "মূর্ছা ফের।"

হেলেনা কেঁদে উঠল : "কী হবে মলয় ?"

মলয় বেরুল জাহাজের ডাক্তার ডাকতে।

সঙ্গে নোরাও এল ত্রস্তপদে,...চোখ তার জবাফুলের ম'ত লাল।

৬

ডাক্তার বলল : এ-মূর্ছা সন্ন্যাসের মূর্ছা নয়, এখনই হয়ত জ্ঞান হবে··· তবে ভবিষ্যতে খুবই সাবধানে থাকতে হবে নইলে—ইত্যাদি।

সন্ন্যাসের মূর্ছা নয় শুনে সবাই এত আশ্বস্ত বোধ করে!···

নোরা বলল সে-ই থাকবে সারারাত—হেলেনা ক্লান্ত—ঘুমুতেই হবে যাকে—সে তো একঘুম দিয়ে নিয়েছে কাজেই···

হেলেনা দরকার হ'লেই ওকে ডাকতে ব'লে মলয়কে শুভরাত্রি জানিয়ে গেল চ'লে নোরার কেবিনে একটু জিরুতে।

*　　　*　　　*　　　*

মলয় এসে ড্রেসিং গাউন প'রে হেলান দিয়ে শুয়ে একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

একখণ্ড মেঘের ছায়া ভেসে ভেসে বেড়ায় আলোভরা জলের বুকে।

কী রকম যে করে ওর বুকের ভিতরটায়·· য়ুমা ওয়ার্স'য়?·· তবে জাভা হ'য়ে ফিরেছে ফের য়ুরোপে?···জোর ক'রে ওর স্মৃতি তাড়িয়ে দেয় মন থেকে।···বড় পিছল। বিশেষ এখন। হেলেনার কথা মনে করতে চেষ্টা করে ক্রমাগত। মনে পড়ে হেলেনা "অনন্যপূর্বা"—বলেছিল নোরা একদিন। সত্যিই তো হেলেনা যেমন অ-সংসারী, তেম্‌নি খাঁটি। যেমন অসামাজিক, তেম্‌নি স্নেহময়ী। চিন্তাশীলা অথচ অহমিকার লেশ নেই। হাসি দিয়ে গড়া অথচ অশ্রুর ইন্দ্রধনু ওকে রাঙিয়েই আছে।

ছবিখানি!···মনে জাগে কেবলই ওর কথা। একটু আগে এখানেই

ও শুয়ে ছিল। খোলা চুল···গায়ে মোভ রঙের ব্লাউস · মুখে হাসি··· চোখে জল!

মনে পড়ে ওর চুম্বন। আবেশ জাগে!·· কাছে পেতে ইচ্ছে করে আরও।···ব্যথিয়ে ওঠে কোথায়। শঙ্কা হয়···পাবে না কি ওকে?··· মনে ওর রং ধরেছে ওর চুম্বনে!···এত মধুর চুম্বন · যুমার চুম্বন? ছিল বিদ্যুৎ···ছিল দাহ···কিন্তু আলো? তবু এমন ক'রে ওঠে কেন বুকের মধ্যে? না, তার কথা ভুলবে ও, ভুলবে—ভুলবে। সে অপ্সরী··· গৃহলক্ষ্মী হবার জন্যে তো নির্মিত নয়। হেলেনা মানবী · দেহের সৌন্দর্যে যুমার কাছেও দাঁড়াতে পারে না সত্য, কিন্তু মনের? যুমার দৈহিক দীপ্তিতে ক্ষণপ্রভার আঁচ—সইতে পারে ক'জন?··

না। হেলেনা···আজ হেলেনাই ওর অন্তরের অন্তঃপুরিকা। তারই নাম জপবে ও।

দোরে টোকা।···

"কে?"

"হেলেনা।"

* * * *

হেলেনা ওর বুকে মাথা রেখে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে।

কোমলতায় ওর শরীরের প্রতি অণু গ'লে যায়!···ওর অশ্রুনিষিক্ত মুখখানি তুলে ধ'রে বার বার চুম্বন করে।

একটি সোনালি রঙের কিমোনো প'রে ও এসেছে অকুণ্ঠে ওর কাছে···বেদনার গভীর তৃষ্ণায়, নিবিড় নির্ভরে। এ-বিশ্বাস এ-নির্ভরের মর্যাদা ও রাখবে না?

—"না তুমি ক্লান্ত হেলেনা, যদি এসেছই আমার কাছে—যতটা পারো জিরোও।" শোয়ায় ওকে নিজের বিছানায় জোর ক'রে। নিজে বসে খাটের কিনারায়।

হেলেনা ওর মাথাটা টেনে নেয় বুকের মধ্যে। বার বার চুম্বন করে ওর কপালে চোখে গালে ওষ্ঠাধরে : "বলো আমায় যাবে না ছেড়ে?"

মলয় ওকে বাহুবন্ধনে টেনে নেয় : "পাগল!"

দরজায় টোকা···

—"কে?" হেলেনা উঠে বসে।

—"আমি দিদি। বাবা একেবারে ভালো হ'য়ে গেছেন মনে হচ্ছে।"

৭

বেদেরা বলে সাপে যেখানে একবার কামড়ায় ঠিক সেখানে আবার কামড়ালে বিষের প্রতিষেধ হয়। প্রফেসরের দ্বিতীয় শক্-এ তাঁর মানস-চেতনা ফিরে এসেছিল। ওরা তিনজন গেল তাঁর ঘরে। কেউ আনন্দ রাখবার যেন আর জায়গা খুঁজে পায় না। ঠিক সেই আগেকার প্রফেসর। স্বর ক্ষীণ, দেহ, দুর্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবসন্ন—কিন্তু মন ফিরে এসেছে স্ববশে। চোখের দৃষ্টি ব্যথায় গাঢ়, কিন্তু আত্মস্থ. গভীর, উজ্জ্বল। কথা মৃদু কিন্তু শান্ত, সংযত, স্বচ্ছ।

ডাক্তার এলেন। দেখে অবাক। প্রফেসর হেলেনাকে পাশে বসিয়ে কটিহেষ্টন ক'রে বললেন: "মা!"

—"কী বাবা?"

—"তোদের বড় কষ্ট দিয়েছি মা, না?"

—"না বাবা।"

—"দিয়েছি বৈকি মা। একটা দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে যেন। জানিস কী স্বপ্ন দেখলাম খানিক আগে?"

—"কখন বাবা?"

—"মূর্ছা ভাঙবামাত্র। আধঘুমঘোরে। তাই তো তোদের ডেকে পাঠালাম।"

—"অত কথা কোয়ো না বাবা।"

—"আর কোনো ভয় নেই মা—হয়ত বেশিদিন আর বাঁচব না—কিন্তু মনের ঝড় কেটে গেছে···নেমেছে বিধাতার করুণা।"

সেই শান্ত ধীর স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষই বটে।

হেলেনা তাঁর কপালে চুমা দিয়ে বলল : "আমি জানতাম বাবা—নামবে। চিরদিন শুভ্রতার মাঝে রইলে—ভগবান কি—"

—"না মা। অনেক অপরাধই করেছি। মলয়কে বলেছি কিছু। কিন্তু সে যাক্। স্বপ্ন দেখলাম—"

—"আজ না বাবা—আজ তুমি ঘুমোও লক্ষ্মী আমার! কাল শুনব। ডাক্তারও ব'লে গেছেন একেবারে নিঃঝুম রাখতে তোমার চারধার।"

প্রফেসর স্নিগ্ধ হাসেন : "আচ্ছা মা আমার। কচি মা-টির কথা না শুনলে বুড়ো ছেলের গতি কী হবে বল্? যা মা শুতে যা। নোরা, মা লক্ষ্মী, তুমিও যাও শোও গে। কত কষ্ট যে তোমাদের দিলাম মা!"

নোরার চোখে জল উপছে পড়ল : "বাবা! পথের একটা মেয়ে—যাকে জীবন দিয়েছেন—"

হেলেনা উঠে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলল : "নোরা কী পাগলামি করছিস্ বল্ তো! যা—শুতে যা। না—কথাটি না।"

মলয় বলল : "দরকার হ'লে আমি থাকব এই সোফাটাতে শুয়ে প্রফেসরের কাছে।"

—"পাগল! আর কারুর দরকার নেই। কথা শুনে বুঝতে পারছ না বিধাতার করুণা পেয়েছি আমি?"

সত্যি প্রফেসরের স্বরে একটা নতুন স্পন্দন ওরা অনুভব করে। কে বলে ইন্দ্রজালের যুগ গত!

ওরা সবাই বিদায় নেয় হাসিমুখে।

উৎসের মুখে পাষাণ ছিল চেপে·· ভূমিকম্পে গেছে স'রে। কে বলবে ভূমিকম্প সব সময়েই আনে ধ্বংস?

৮

মলয় এসে শুয়ে পড়ল এবার বিছানায়। কিন্তু ঘুম হ'ল না। সামনের ছোট্ট একটি গবাক্ষ খোলা। রাত প্রায় দেড়টা! ভোরের রাত এদেশে। ওদিকে আকাশ থেকে গলানো সোনার চুম্বন ঝরছে ফিয়োর্ডের উন্মুখ অধরে। ওদিকে দুএকটি সাদা পাল তুলে চলেছে বিলাসিনী তরণী। আরোহীদের কলহাস্যের রেশ ভেসে আসে থেকে থেকে। মৃদু বেহালা ও ব্যাঞ্জোর রেশও মাঝে মাঝে মেশে নীরবতায়। মনে শান্তি ফিরে এসেছে। কিন্তু এত শান্তি যে, ঘুমিয়ে হারাতে ইচ্ছা করে না। মূর্ত স্বপ্নের ম'ত পাহাড়গুলো যেন ভৎর্সনা করে: "কী করো? ছি, আজও ঘুম? ও তো আছেই রোজ।" ও উঠে বসে—বিছানায়ই।

টক্ টক্।

—"হেলেনা? এসো।"

হেলেনা হাসিমুখে ঢুকে বলে: "কী ক'রে জানলে?"

মলয় বিছানায়ই বসায় ওকে: "জাদু জানি না কি?"

হেলেনা ছেলেমানুষের মতন ঝাঁপিয়ে দুহাতে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে: "জানো হয়ত। কেবল যাদু জানলেও সদ্যপরিচিতার জন্যে দুঃখ-সওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না—যদি বলি?"

মলয় ওকে আরো কাছে টেনে নেয়: "ফে—র?"

—"না মলয়, এখানে ধমক সইব না। তুমি না থাকলে—"

—"কিছুই আসত যেত না হেলেনা—কিছুই আসত যেত না। পৃথিবী

সূর্যের চারদিকে তেম্‌নিই ঘুরত···হাসি যার অদৃষ্টে সে হাসত··অশ্রু যার অদৃষ্টে সে কাঁদত।"

—"যার অদৃষ্টে পরের অশ্রু মোছাবার ভার সে মোছাত। না—শোনো মলয়—এমন রাতেও ঘুমবে? ধিক্।"

আশ্চর্য, এ-উচ্ছ্বাস আজ ওর মুখে! যে মলয়কে বলত "উচ্ছ্বাসী"! আরও আশ্চর্য ওরও হৃদয়ের তার এই উঁচু সুরেই বাঁধা। থাকে না কেন এ রঙিন ঘোর? তাই তো উচ্ছ্বাস মনে হয় এ-সব রাঙা মুহূর্তগুলি'কে। ও কোনো কথা বলে না—শুধু হেলেনার খোলা চুলের ঢেউয়ে মুখ ডুবিয়ে থাকে। হেলেনা ওর চিবুক ধ'রে মুখ তুলে ধ'রে: "উত্তর দিলে না?"

—"কিসের?"

—"আজ রাত্রেও ঘুমবে?"

—"আমি তো পাগল নই।"

—"এই তো বীরোচিত অঙ্গীকার। বলো—হাসো—আরো—আরো—আদর করো আমাকে। দুঃখের রাত কেটে গেছে। বিষাদের স্মৃতিও আর না, না, না। অতীতে বেঁচে করব না আর ভাবী কালকে অপমান।—যা—ও আমাকে বুকের মধ্যে ঠাঁই দিচ্ছ না। অমন আলগোছে বুঝি আদর করে আদরিণীকে?"

মলয় মুগ্ধ হয়···অবাকও একটু: এত উচ্ছ্বাস রাঙা মান-অভিমান যে শান্তমূর্তি সংযতা হেলেনার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে কে ভেবেছিল! ···কখন কোন্ সোণার চুম্বকে কোন্ মণিমাণিক যে সাড়া দেয় হৃদয়ের লৌহকারাগার থেকে!···ওকে নিল বাহুপাশে টেনে। ওর নিবিড় স্পর্শে আজ এত শান্তি।···

—"আজ মলয় ?"

—"কী ?"

—"আমরা ?"

—"অর্থাৎ ?"

—"যাও, তুমি বোঝো না কিছুই। আমি এলাম না ?"

মলয় হাসল : "চর্মচক্ষু তো তাই বলে।"

—"আর প্রেমের অভিধান ?"

—"বলে অভিসারিকা—"

—"এর বেশি ?"

—"মর্যাদা পায় না অন্তত।—মানে মন্ত্র না পড়লে।"

হেলেনা ওকে চাপড় মারে : "এমন বেরসিককেও যে-মেয়ের দিতে হ'ল মালা—তার কী যে হবে—"

—"জানেন ভগবানই।"

—"দেখ দেখ মলয় !"

—"কী ?"

—"চাঁদের আলো ফিয়োর্ডে পশ্চিমে—সূর্যের আলো পূবদিকে। আচ্ছা, এ-হেন স্বপ্নময় রাতে তুমি কী ক'রে ভাবতে পারলে যে আমি সারারাত তোমার কাছে থাকতে পাব না ?"

মলয় হাসল : "থাকো না—যদি সাহস পাও।"

হেলেনা দৃপ্তকণ্ঠে বলে : "হেলেনা কোনোদিন কাউকে ডরায় নি রেনো। আর যাকে স—ব দিতে চাই তার কাছে প্রথম মিলনের রাত কাটাতে ভয় ? যা—ও, তোমার সঙ্গে আর যদি একটি কথাও কয়েছি।"

মলয় ওর মাথা বুকে টেনে নেয়, গ্রীবায় গালে ওষ্ঠে চুম্বনে চুম্বনে ছেয়ে দেয়।

—"হয়েছে গো হয়েছে। একটু র'য়ে স'য়ে,—নইলে—" কথাটা শেষ করে না কিন্তু।

—"কি ?"

—"ফুরিয়ে যাবে যে। সাধু পুরুষ যে তোমরা ?"

—"আর তোমরা ?"

—"জ্ঞানবতী—শুধু প্রেমই আমাদের পুঁজি নয়—তাই আমাদের সম্পদ অক্ষয় শাশ্বত।"

—"কী ভরসা যে দিলে হেলেনা," মলয় হাসে, "যাহোক এ-মরজগতে তাহ'লে শাশ্বত কথাটা নেহাৎ পুঁথির বুলি নয়।"

হেলেনা টুকল সহাস্যে: "পুঁথির বুলি বলত কে—আমি জানি।"

—"কে ?"

—"তোমার য়ুমা গো, য়ুমা।"

"তোমার য়ুমা" কথাটা খচ্ ক'রে বাজে এত—!...

—"চুপ ক'রে রইলে যে—বলত না ?"

—"বলত হয়ত, কিন্তু ওভাবে নয়।"

—"কী ভাবে বলো তাহ'লে।"

—"আজ থাক্ না হেলেনা।"

হেলেনা বায়না ধরে: "না। এই-ই তো রাতের মতন রাত।"

মলয়ের মুখ গম্ভীর হ'য়ে আসে: "আচ্ছা কিন্তু—"

—"আর ভয় করি না গো ভয় করি না।"

মলয় হাসে কিন্তু একটু জোর ক'রে "আচ্ছা—শোনো তাহ'লে।"

—"কিন্তু সব বলতে হবে, নৈলে শুনব না।"

—"স—ব ?"

—"স—ব।"

—"তথাস্তু।"

৯

মলয় বলল : "যথা পর্যায়েই সুরু করি ?"

—"না তো কি ? আমি কি জীন যে—"

মলয় ওর মুখ চেপে ধরল : "অত কথা বলে না—দোসরকেও একটু কথা বলতে দিতে হয় ।"

ও মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে রাগ ক'রে বলল : "আ—হা—"

—"ব্যস ব্যস । নইলে সব ভুলিয়ে যাবে আমার সাবধান ।"

—"আচ্ছা বলো । কিন্তু মুখ চেপে ধরার প্রতিফল মুলতুবি রইল ।" ব'লে তর্জনী তুলে শাসায় ।

দুজনে হাসে ফের । কিন্তু এবার হাসির দীপ্তাকাশে যেন একটুকরো চূর্ণ মেঘের ছায়া !"

* * * *

মলয় বলল : "হাইডেলবার্গে যখন ম্যাকার্থির সঙ্গে আমার দেখা ঠিক তখন ম্যাকার্থির সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা হয়ে উঠেছিল বোধ হয় সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ।"

—"কেন ?"

—"বন্ধুত্বের সঙ্গে স্বার্থ মিলেছিল তাই ।"

—"ফের ঐ সিনি—"

—"সিনিক নয় হেলেনা সত্যি, আমরা বন্ধুত্বকে প্রায়ই কাজে লাগাই যে—"

—"একথার প্রতিবাদও মুলতুবি রইল, এখন বলতে দিলাম। বলো কী স্বার্থ ?"

—"ওর দৌলতে ম্যাকমিলানরা আমার একটা ছোট গল্পের বই নিয়েছিল, একটা ছোট্ট নাটিকাও নেব নেব করছিল। কারণ আমার বইয়ের—পাপমুখে আত্মশ্লাঘা ক্ষমনীয়—একটু সুখ্যাতি হয়েছিল দুচার-জনের কাছে—যদিও নি—র—পে—ক্ষ ক্রিটিকদের কাছে না—বলাই বাহুল্য।"

হেলেনা হাসল : "ক্রিটিকদের হাতে খুব মার খেয়েছ বুঝি ?"

—"উঃ ! বিশেষ দেশের বন্ধুদের হাতে। কী চ'টেই যে গেলেন তাঁরা আমার দুএকটা বই দুচারজন ভালো বলল ব'লে। যখন যীশুখৃষ্টের বক্তৃতা দুচারজন মেছুনি শুনেছিল তখন পন্টিয়াস পাইলেটও বোধ হয় তত চটেন নি। ভাগ্যে কলিযুগে ক্রিটিকদের ব্রহ্মতেজ নেই—নইলে আজ তোমার রক্তমাংসের মলয়কে পেতে বড় জোর ভস্মরূপে···তোমার Grecian urn-এ।"

হেলেনা খুব হাসল : "বন্ধুরা যাহোক একটা উপকার তোমার করেছিল।"

—"কী ?"

—"বুঝিয়েছিল যে, করুণাময় জগতে বন্ধু ছাড়াও দুচারজনকে সৃষ্টি করেছিলেন।"

—"বেশ বলেছ হেলেনা। কিন্তু ঠাট্টা না, সত্যিই সাহিত্যিক হাড়-গোড় আমার চুরমার ক'রে দিয়েছিল বন্ধুরাই—দুএকজন উদার শুভার্থী ছাড়া অবশ্য। যাক্। তাদের কল্যাণে আরও একটা সত্য উপলব্ধি করেছিলাম।"

—"কী ?"

—"পাস্কালের সেই কথাটা :

মোদের লাখো অভাব ক্ষুধা মিটায় যারা ভবে।

তারাই সখা : বন্ধুজনে তাইতো চাহে সবে। *

—"ভাগ্যে আমার বন্ধু নেই—" হেলেনার মুখে বেদরদী হাসি।

—"সত্যিই একটা ভাগ্যের কথা হেলেনা। বিশেষ যদি সাহিত্যিক হ'তে হয়।"

—"সিনিক দার্শনিকতা ঢের শুনেছি—এবার গল্পটাই না হয় বললে।"

—"আচ্ছা সিনিসিস্‌মে যদি তোমার আপত্তি থাকে তাহ'লে কথাটাকে না হয় এইভাবেই ঘুরিয়ে বলি যে, ও আমার ইংরেজি লেখার মস্ত সহায় ছিল ব'লেই ওকে আমি সমীহ করতাম। কেবল মুস্কিল হচ্ছে এই যে যে-ভাবেই ঘুরিয়ে বলি না কেন যেখানে প্রীতির সৌধতলে অলক্ষ্য স্বার্থের এতটুকুও প্রত্যাশার গহ্বর থাকে সেখানে ইমারৎটি একটু-না-একটু জখম হয়ই। আর এটা ত্বরিত বোঝা যায় বোধ করি কোনো মোহিনীর মাধ্যস্থ্যে।"

—"কিন্তু য়ুমা ম্যাকার্থির কাছে মোহিনী ছিল না বললে যে এইমাত্র ?"

—"আহা, মানুষের চোখে যে কখন কোন্ কিরণে কী রঙ্ ফলে আর মনের পক্ষপাতশাখে কোন্ সুরের হিল্লোলে কী ফুল ফোটে কেউ কি

* L'homme est plein de besoins : il n'aime que ceux qui peuvent les remplir,

জানে ?—তাছাড়া ম্যাকার্থির একটা ভারি বিচিত্র প্রবৃত্তি ছিল : প্রায়ই ও মনের কথাকে উলটে বলত ওর নিজের কানে সেটা কেমন শোনায় পরখ করতে।"

—"সত্যি নাকি ?"

—"হাঁ। বলিনি ও ছিল বিরুদ্ধ উপাদানের যেন একটা জীবন্ত জটলা ? তাই য়ুমাকে ওর ভালো লাগলেও তাকে জোর ক'রে খাটো করার চেষ্টা ওকে পেয়ে ব'সেছিল। বুঝছ কি এবার ? না এখনো ঝাপসা ঠেকছে ?"

—"না, এতক্ষণে বোধ হয় বুঝবার কিনারায় আসছি একটু—কেবল রোসো—একটা কথা : য়ুমাকে যে ওর ভালো লেগেছিল বললে এটা কি তুমি স্পষ্ট দেখতে পেলে, না আন্দাজ করলে ?"

—"ও স্পষ্ট বড় কিছু দেখতে দিতনা নিজের সম্বন্ধে—বলিনি ? তাই তো ও এত বেশি আঘাত করত নিজেকেই—য়ুমাকে লক্ষ্য ক'রে এমন সব বাঁকা কথা বলত যা ওর নিজের রুচির সঙ্গেই খাপ খেত না।"

—"কী ক'রে জানলে ?"

—"শোনো বলি।—ম্যাকও আমার মধ্যে যখন পারিসে ছাড়াছাড়ি হয় তখন আমাদের স্থির ছিল যে মাসখানেক বাদে আমরা একসঙ্গে পাড়ি দেব—পোলাণ্ড, বুলগেরিয়া ও রুমেনিয়া হ'য়ে তুর্কি। কিন্তু য়ুমা দিল স—ব ভেস্তে : আমরা ঠায় তিন তিনটে মাস হাইডেলবার্গেই জ'মে গেলাম। আমাকে ধ'রে রাখা খুব শক্ত কথা নয় মানি—কিন্তু খুব বেশি প্রভাব না থাকলে ম্যাককে তিন তিনটে মাস এক জায়গায় আটকে রাখল যে—"

—"ধন্য অঘটনঘটনপটিয়সী!"

—"না অতটা নয়। এ-অঘটন ঘটাতে যুমা যে পারল তার কারণ ছিল—কিন্তু সেটা যথাস্থানে। সেটা এখন ব'লে দিলে—"

"ঠিক বলেছ—যে পর্যায়ে তুমি সব জানতে পারলে সেই পর্যায়েই আমার কাছে বলো।"

—"সেইরকম ভাবেই তো বলছি। শোনো।"

১০

—"ম্যাক আমাকে বলত প্রায়ই যে আমাদের বুকে নানান্ তুচ্ছ ঘটনার স্মৃতি বারুদের মতন হ'য়ে জমে সেসব আমরা লজ্জায় প্রকাশ করতে পারিনে ব'লে। ম্যাকের কৈশোরে এরকম একটি ঘটনা ঘটে। একটি বর্মা-পরিচারিকা দেখে ও মুগ্ধ হয আরাকানে। একথা কাউকে বলেনি ও—কিন্তু বলতে না-পারার দরুণই আরো মোঙ্গোলিয়ান ঢঙের রঙ ও মুখচোখের প্রতি ওর কেমন একটা পক্ষপাত-মতন জন্মে গিয়েছিল। অথচ ওর এস্থেটিক রুচি এজন্যে করত বিদ্রোহ। ওর মন বলত মুখাবয়বের গ্রীশিয়ান ঢঙই সবার সেরা—অথচ ওর চোখে নারী মুখের মোঙ্গোলিয়ান আদলই ভালো লাগত।"

—"এ কথা তোমায় বলল কে? ও নিজে?"

—"না—যুমা। এ ধরণেব কথা আমার কাছে ও বলতে পারে কথনো? কিন্তু শোনো, কথাটা আমার শেষ হযনি। ওর এ-পক্ষপাতের 'পবে ওর একটুও হাত ছিলনা ব'লেই ও আরও রোথ্ ক'রে বল্‌ত মোঙ্গোলিয়ান মুখের ঢং হচ্ছে অর্থহীন ফ্যাকাশে—অপল্‌কা—আরও কত কী বিশেষণ।

"বলতে বলতে কেমন যেন একটা চাপা আবেগ ফুটে উঠত ওর চোখে। কিন্তু কোনদিন ও আমাকে বলেনি এর মূলে ছিল কোন্ মূলাধারিণী।"

ব'লে একটু থেমে বলল: "কিন্তু এ সময়ে আমাদের হাইডেলবর্গীয় পরিবেশটার কথা আগে সেরে নিই।

"বলেছি—আমরা যখন হাইডেলবার্গে গিয়েছিলাম তখন ছুটি। যুমার সঙ্গী তখন ছিল কেবল সেই জর্মন যুবক গুৎমান্। তার সঙ্গে মিশে ও জুৎ পাচ্ছিলনা—সে ছিল বড় বেশি গম্ভীর: ও চাইত একটু চঞ্চলতাও—যদিও সময়ে সময়ে শন্তিরসের স্বাদে মুখ বদ্‌লাতে ওর আপত্তি ছিলনা। কিন্তু বেশিদিনের জন্যে না। বাইরে দেখতে ও ছিল যেমন শান্ত—ভেতরে তেম্‌নি বুভুক্ষু—নিত্য নতুন চমকের জন্যে, গতির জন্যে, রঙের জন্যে।"

—"আর তোমরা বুঝি লুব্ধ কাকের মতন হাজারো জায়গা থেকে চঞ্চলতার জঞ্জাল আনতে ওর পাতে পরিবেষণ করতে?"

—"কে বলে হেলেনা তুমি প্রিয়ম্বদা? অবশ্য অনেক সময়ে সত্য কথা বলো মানি—কিন্তু এমন আচম্‌কা ঢঙে—"

—"যে, ঠিক্ যুমার উল্‌টো, এই না?"

—"সত্যিই তাই।"

—"ও কি ছিল নির্ভেজাল মঞ্জুভাষিনী?"

—"এবং অতিথিসৎকারিণী। কিন্তু এখানে, ব'লে রাখা দরকার, ওর ছিল দুটো রূপ। পাঁচজনের সভায় ও লোককে অনেক সময় শক্ করতে ভালোবাসত—কিন্তু দ্বৈত আলাপে ও এতই সহজে অপরকে ওর মিষ্ট আবরণে অভিভূত ক'রে তার মনের কথা টেনে বার করতে পারত যে সময়ে সময়ে মনে হ'ত ও জাদু জানত। কথায় গল্পে নৃত্যে হাসিতে ও শুধু মিষ্টতা নয়—নিজের সমগ্র প্রাণশক্তির সঞ্জীবনী শক্তি যেন মুহূর্তে ঢেলে দিত আমাদের চঞ্চুপুটে।"

—"তোমাদের? না, গৌরবে বহুবচন?"

—"না হেলেনা"—মলয় হাসে—"এ সময়ে এক বহু হননি সত্যিই।

কারণ এ-সময়ে ওর যে-রূপ আমার কাছে প্রকট হয়েছিল সে বল্লভার রূপ নয়, অনেকটা বাঙালি ঘরণীর।"

—"যথা ?"

—"ধরো, খাওয়াতে ও এত ভালোবাসত—!—নিত্যি নতুন সরঞ্জাম ওর ঘরে। আর কত রকম মনতোষিণী রং ঢং যে জানত—গাইশা নটীর শিক্ষাদীক্ষা যে ওর মজ্জায়—বুঝলেনা ?"

—"গাইশা কি?"

—"গাইশা-র নাম শোনোনি ? অবাক !"

—"ওহো, শুনেছি কী একটা ইংরিজি বইয়ে একবার পড়েছিলাম বটে Geisha girlদের কথা : গ্রীক হেটাএরাদের স্বজাতি, না ?"

—"ঐ নামগুলোতে কিন্তু আমার একটু আপত্তি আছে হেলেনা। বিশেষ ক'রে অভিধানের কল্যাণে। ইংরাজীতে hetaera মানে দেখ্‌বে গণিকা। কিন্তু গ্রীসের ইতিহাস ভালো ক'রে পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে hetaeraদের মধ্যে অসামান্য নারীর মোটেই অসদ্ভাব ছিলনা, নইলে কি তাদের কাছে বড় বড় প্রতিভাবান্ রসিক সুজন রসের প্রেরণা পেতে পারত ?"

—"এসব কথাও ওরই কাছ থেকে পাওয়া তো ?"

—"ধরেছ। কেবল সঙ্গে সঙ্গে এটাও ধরতে চেষ্টা কোরো যে এখন এসব কথা আর'ওর' নেই 'আমার' হ'য়ে গেছে আমি আমার অভিজ্ঞতার দ্রাবকে একথাগুলি আমার অস্থিমজ্জাগত ক'রে নিয়েছি ব'লে।"

—"ধন্য গাইশা দীক্ষাদেবী ! কিন্তু এ দেবীরা কী করেন বললে কই ? ভুলোনা—আজীবন আমি কী ধরণের দীক্ষা পেয়ে এসেছি : বাবার আমি শুধু কন্যা নই—শিষ্যাও।"

—"অর্থাৎ, আমি শিষ্য বুঝি ডন জুয়ানের ? বাঃ !"

হেলেনা ঘাড় বেঁকিয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী এক ক'রে বলল : "একটুও কি নয় মলয়—এ—ত্তো টুকুও ?"

মলয় হেসে বলল : "ম্যাকার্থির একটা গল্প মনে পড়ল। একদিন আমার একটু অসুখ করেছিল। ও হোমিওপ্যাথি জানত অল্পস্বল্প। ওষুধের বাক্সও ছিল। সেদিনও য়ুমার ওখান থেকে সবে ফিরেছে চা খেয়ে। আমি বিছানায় শুয়ে দেখে বলল : 'এ কী হে ?' আমি বললাম : 'সর্দি—দাওনা একটা ওষুধ ধন্বন্তরী !' ও বলল : 'বিলক্ষণ। তবে সিম্‌টম বলো। পয়লা নম্বর : কতদিন বাঁচতে চাও আর ?' আমি হাসলাম : 'এ-ও সিম্‌টম ?' ও শাসিয়ে বলল : 'রে মুমূর্ষু, যদি বাঁচতে চাস্ তবে বল্। কতদিন ?' আমি হেসে বললাম : 'আর পঞ্চাশ বছর।' ও বলল : 'বে—শ। দোসরা : 'মদ্য সেবন করিস তুই ?'

—"না।'

—"সিগারেট, আফিং, গাঁজা ?'

—"না।'

—'ললনার বিম্বাধর ?'

—"তা-ও না।'

—"তবে কেন আরও পঞ্চাশ বছর বাঁচতে চাওয়ার এ-বিড়ম্বনা রে মূর্খ ?"

হেলেনা খুব হাসল : "বেশ কথা বলত কিন্তু।"

—"আইরিশ যে ! তবু তো আমি একেবারেই সেরকম ক'রে রসিয়ে বলতে পারলাম না। সে অপরূপ ঢঙের নকল হয় না সত্যি। ওরকম হাসির ফোয়ারা সে রোজই তুলত।—কিন্তু য়ুমার কথায় ফিরে আসি। কী বলছিলাম যেন ?"

—"গাইশাদের কথা।"

—"হ্যাঁ, য়ুমার কাছে শুনেছিলাম : গাইশাদের বিদেশীরা যা ভাবে তারা ঠিক তা নয়। সব কথা মনে নেই তবে মোট কথাটা এই যে গাইশাদের মধ্যে—মানে—গণিকা থাকলেও, ওদের মধ্যেও নানান পদবী আছে। কেউ রক্ষিতা, কেউ গৃহকর্ত্রী, কেউ ফুলের কুঁড়ি, কেউ প্রজাপতি, কেউ গায়িকা, কেউ বা শুধুই নর্তকী—এম্‌নি। য়ুমার মা ছিলেন একজন শামুরাই জেনেরালের রক্ষিতা প্রায দশ বৎসর। পরে তিনি তাকে বিবাহ করেন—য়ুমার জন্মের কয়েকমাস আগে।"

—"সন্তানকে আইনসম্মত উত্তরাধিকারের স্বত্ব দিতে ?"

—"না ; য়ুমার বাবা-মা-র সেজন্যে বিশেষ মাথা-ব্যথা ছিল না। তবে বিবাহ করলে এখনো সংসারযাত্রার একটু সুবিধে হয় তো—তাই। গাইশাদের বিবাহপ্রথা জাপানে প্রচলিত, তাই য়ুমার বাবা ভাবলেন মন্দ কি ?"

—"হেটাএরা-রা কিন্তু শুনেছি বিবাহ করত না ? করত ?"

—"না। চীনের রক্ষিতারাও প্রায় করে না য়ুমা বলত। যদিও চীনা পরিবারে সন্তানেরা পিতার রক্ষিতাকে মার সঙ্গে সহবাস করতে দেখলেও অপমানে অধোবদন হয় না,—শুধু তাই নয় সেখানে রক্ষিতাও মারই সম্মান পায়—মার পাশে।"

—"এটা একটু আশ্চর্য বৈ কি।"

—"আমিও বলতাম তাই, কিন্তু উত্তরে য়ুমা বলত যে এসব আশ্চর্য ঠেকে শুধু তাদেরই—যাদের মধ্যে একনিষ্ঠতার আদর্শ বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে। নইলে কোনো পরিবারে যে নারী খানিকটা কর্তৃত্বের পদ পেয়েছে তাঁকে সে-পরিবারের শিশুরা মার সম্মান দেবে এইটেই তো স্বাভাবিক। বলত :

'নৈতিক বিবেকের পনের আনা হ'ল লোকাচার—যদিও পেট্রিয়ট পাত্রী-পল্টনরা তাঁদের প্রতি অপল্কা সংস্কারের চূড়ায়ই চান চিরন্তন মহিমার ধ্বজা উড়োতে। কিন্তু এ সব তর্ক থাকুক—যখন পণ করেছি এবার হব গল্পী।"

—"তথাস্তু। কেবল দোহাই তোমার! এ সাধু সঙ্কল্প বজায় রাখো এবার। অবান্তর টীকাটিপ্পনি কমাও।"

—"এরকম শাসালে কিন্তু বিদ্রোহ করব হেলেনা। আমি নিজে গল্পী হ'তে যাই সে এক—কিন্তু তাই ব'লে তুমি আমাকে খুঁৎখুঁতে আর্টিষ্ট বানাতে চাইলে গল্পের তল্পি বয় কোন্ রাসভ?"

—"বাবাঃ। আচ্ছা তাই সই, এবার বলো। দার্শনিক হও—কেবল একটু মাত্রাজ্ঞান থাকে যেন। দোহাই—এ আজ্ঞা নয়—মিনতি।"

—"আচ্ছা—এই রফাই কায়েম রইল মনে থাকে যেন।"

মলয় বলতে লাগল: "বিবাহ করার কিছু পরেই য়ুমার বাবা রুষ-জাপান যুদ্ধে প্রাণ দেন।"

হেলেনা অস্ফুটে বলল: "আহা—বেচারি য়ুমা!" য়ুমার সম্পর্কে ওর স্বর নরম শোনায় এই প্রথম।

মলয় ঈষৎ অন্যমনস্ক সুরে বলে: "সত্যি। পিতৃস্নেহের স্বাদ ও পেলনা কোনোদিন। এ-ক্ষতির জন্যে ওর মনে একটা ব্যথা বরাবরই জেগে থাকত। মনে আছে—কত সময়েই ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত বাপের দেশভক্তি নির্ভীকতা আভিজাত্যের কথা বলতে বলতে—যদিও তাঁকেও কল্পনায় বেশ একটু রাঙিয়ে তুলেছিল। ওর-মা'র-মুখে-শোনা পিতৃগৌরবকাহিনী বলতে বলতে ওর স্বর উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠত প্রায়ই।

বলত : এতে ও পিতৃবিয়োগের দরুণ সান্ত্বনা পেত অনেকখানি।” ব’লে মলয় একটু থেমে বলতে লাগল : “কিন্তু এর পর থেকেই সুরু হ’ল ওর জীবনের দুঃখের পর্ব : ওর মা ওকে গাইশা হবার জন্যে শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া সুরু করলেন।”

—“সে কি ! ওর নিজের মা !”

—“নৈলে আর বলছি কি ?”

—“নিজে ভদ্রজীবনের স্বাদ পাওয়ার পরেও চাইলেন মেয়ের জীবনের এই পরিণতি ?”

—“হেলেনা আমাদের দেশে একটা কথার চল আছে—পুনর্মূষিক। মূষিকের সংস্কার যার—তার দেহ সিংহের হ’লেও প্রাণ সর্বদাই চায় ফিরে ঐ মূষিকই হ’তে।”

—“কিন্তু য়ুমার মা এই গাইশার সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি অ—তদিনেও ?”

—“না। য়ুমা বলত প্রায়ই যে, ও-জীবনের স্বাদ যারা একবার পায় তাদের আর কোনোদিনই সংযত শুদ্ধ জীবনে মন বসেনা। তাই মা মেয়েকে চাইলেন তাকে ফের লীলা-কমলিনী ক’রে গড়তে : একাধারে গ্রীক স্বৈরিণী ও হিন্দু পরকীয়ার গন্ধ বিলোতে।”

“গ্রীক স্বৈরিণীকে চিনি, কিন্তু পরকীয়া কী বস্তু ?”

—“আমাদের বৈষ্ণব আদর্শে পরকীয়ার আদর্শ ছবি হিসেবে সত্যিই অপূর্ব। তাঁরা বলেন যে, লক্ষ্মীকে গৃহের লক্ষ্মী করলে দাসীও হ’তে হয় তাকে : নিষ্প্রয়োজনের আলোকলোক থেকে তাকে কিছু না কিছু নামিয়ে আনতেই হয় দৈনন্দিন প্রয়োজনের রাজ্যে। যাকে নিজের ব’লে জানি তার ওপর কিছু না কিছু দাবি আসেই আসে। তাই বৈষ্ণবরা

চেয়েছিলেন দয়িতার এমন এক রূপ কল্পনা করতে যে-রূপ অলোকসম্ভব, যেখানে আহার—প্রেম, বিহার—প্রেম, বেশ—প্রেম, ভূষা—প্রেম, আলো হাওয়া জল বায়ু সবই—প্রেমের আকাশ দিয়ে গড়া, যেখানে নেই বাস্তব চাওয়ার ধূলোবালি, দাবিদাওয়ার ঝড়ঝাপটা, কাড়াকাড়ির ধ্বনিধূম, স্থূল অধিকারের হাঁকডাক। সেখানে দয়িতা আসেন শুধু মুক্ত প্রেমের প্রতিমা হ'য়ে—আত্মদানের স্বকীয় মহিমায়। কিন্তু আমি পরকীয়া বলছি এ আধ্যাত্মিক পরিভাষায় নয়—"

—"তাহ'লে অভিসারিকাই বলো না কেন?"

—"মন্দ বলো নি। পরকীয়া কথাটা ভারতের বাইরে না বলাই ভালো। কেন না পরকীয়া-র আধ্যাত্মিক ভাবটুকু এদেশে ফুটিয়ে তুলতে গেলে ভুল বোঝার সম্ভাবনাই পনের আনা।"

—"রোসো—য়ুমার মা চেয়েছিলেন মেয়ের ঠিক কী পরিণতি? মানে, তাকে কোন্ ধরণের গাইশা করতে চেয়েছিলেন? এই অভিসারিকা? না, চেয়েছিলেন সে হোক কোনো বড়লোকের রক্ষিতা—তাঁর মতন?"

মলয় একটু ভেবে বলল: "য়ুমাকে এত খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করিনি তার মা-র সম্বাদ। তবে মনে হয় তিনি অতশত ভেবেচিন্তে মেয়েকে এপথের দীক্ষা দেন নি। তিনি ছিলেন অসংযমী তেজস্বিনী—এক কথায় স্বভাব-স্বৈরিণী। তাই চেয়েছিলেন এম্নিই মেয়েকে বেপরোয়া ক'রে গড়তে: লোকাচার ও ভয়ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে নিজের পথ ও নিজে বেছে নিক এই ভাব আর কি। য়ুমা একবার আমাকে বলেছিল মনে আছে যে, য়ুরোপের ইসাডোরা ও পাভলোভার স্বাধীন মুক্তগতি তাঁর মন টানত। নানাকারণে ঠিক এ-আদর্শে তিনি নিজের জীবন গ'ড়ে তুলতে পারেন নি, তেজ থাকা সত্ত্বেও নানা সূত্রে

পেতেন বৈ কি ভয় একটু আধটু। তাই মেয়ের জীবনের ভূমিকায় নিজের নির্ভীকতার আদর্শ ছবিখানির মতন ফুটে উঠুক এই যেন ছিল তাঁর রঙিন আশা।"

—"কথাগুলো ভালো লাগল, সত্যি। দেখছ—খালি তর্কই করি না, তারিফও করতে জানি ?"

—"বলেছি তো তোমার আশা আছে।"

স্ফুরিতাধরে হেলেনা "ধন্যবাদ" ব'লে অভিবাদন করল।

—"তোমার ধন্যবাদ-দেওয়ায় মনে পড়ল য়ুমার একটা কথা।"

—"কী"

—"যে, য়ুরোপীয়দের শীলতার দৃশ্য দেখলে ওর ভারি হাসি পায়।"

হেলেনা কুপিত সুরে বলে: "আহা—হা। জাপানিদের শীলতা এমন কী অপরূপ শুনি—"

মলয় বাধা দিয়ে বলে: "আর যা বলো আপত্তি করব না হেলেনা, কিন্তু ওদের শীলতা সম্বন্ধে এধরণের মন্তব্য করলে তোমার মন রাখতেও প্রিয়ম্বদ হ'তে পারব না।"

—"যেহেতু ?"

—"সে ব'লে বোঝাব কী ক'রে বলো দেখি ? ম্যাক ঠিকই বলত——জাপানিদের ভদ্রতার কাছে য়ুরোপীয়দের ভদ্রতা কেমন ?—না, যেমন বাঘের পাশে বনবিড়াল, য়ুমাও প্রায়ই হেসে বলত যে এদেশে এসে তার প্রথম বিশ্বাস হয় যে, দুঃশীল সভ্যতা ব'লেও একটা জিনিষ এজগতে থাকতে পারে সত্যিই। টীকাচ্ছলে বলত: এদেশের কাউন্টদেরও কিছুদিন জাপানি ভিখিরিদের কাছে শালীনতার শিক্ষানবিশি করতে যাওয়া উচিত।"

—"আহা—"

মলয় বাধা দিয়ে বলল: "এসম্পর্কে একটা সত্য ঘটনা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, শুনবে?"

—"শুনি।"

—"ফ্রান্সের একজন নামজাদা সাহিত্যিক আছেন মসিয়ে ভিলদ্রাক—"

—"জানি তাঁর নাটকও দুএকখানা পড়েছি।"

—"হ্যাঁ তিনিই। জর্জ দুহামেলের অন্তরঙ্গ। দুহামেলের বাড়িতে একদিন নিমন্ত্রণ ছিল আমার পারিসে। মসিয়ে ভিলদ্রাক ছিলেন সেখানে। সেখানে তিনি তাঁর ভারি মজার এক অভিজ্ঞতার গল্প করলেন জাপানি শীলতা সম্বন্ধে।"

হেলেনা সকৌতূহলে বলল: "কী?"

—"তাঁর একটি নাটক জাপানি ভাষায় অনুবাদ হয়। মসিয়ে ভিলদ্রাক আমন্ত্রিত হ'য়ে গেলেন টোকিয়োতে তাঁর নাটকের রিহার্সালে। একটা দৃশ্যে ছিল দুজন মারামারি করছে—একজন তুলেছে হাতের কাছে একটা চেয়ার আর একজন একটা তেপায়া টেবিল। 'বললে বিশ্বাস করবে না মলয়' তিনি বললেন আমাকে 'কিন্তু এর একবর্ণও বাড়ানো নয়। দেখি কি যুধ্যমান-যুগল রণরোলের আগেই পরস্পরকে অভিবাদন করা সুরু করল—এ মাথা নোয়ায় তো ও মাথা নুইয়ে দেয় উত্তর, ও মাথা নোয়ায় তো এ দেয় উত্তর—এম্‌নি চলল ঝাড়া তিন মিনিট। আমার তো দেখে শুনে হাসির তোড়ে শ্বাসরোধ হয় আর কি! বললাম এ কী কাণ্ড? ওরা খুব আশ্চর্য হ'য়ে বলল: বাঃ ঝগড়া-পর্বের আগে অভিবাদন-পর্ব না সারলে কেতা-দুরস্ত হবে কেন?'"

হেলেনা তো হেসে গড়িয়ে পড়ে : "যত সব গাঁজাখুরি—"

মলয় ওর দুহাত চেপে ধ'রে হাসতে হাসতে বলল : "হলফ ক'রে বলছি হেলেনা, এর একটি বর্ণ যদি মিথ্যা হয়। আমি স্থির করেছি যদি কখনো কোনো নভেলে এটা লিখি, সোজা দুহামেল ও ভিলড্রাকের নাম দিয়েই লিখব। তাছাড়া—" ব'লে হাসি থামিয়ে বলল : "য়ুমাকে একথা বলতে সে ও বলল এ সত্যি—রণতাণ্ডবের আগেও অভিবাদন না করলে ওদের দেশে সবাই শিউরে উঠবে এ অভাবনীয় অভদ্রতায়। বলল : ওদের দেশে সত্যিই ভিখিরিরাও ভিখিরিদের অভিবাদন করে যে কত ঢঙে সে একটা দেখবার জিনিষ। আর য়ুমাকে দেখেও একথা বিশ্বাস হ'ত বৈকি—উঃ কী নিদারুণ শালীনতা সে—যদিও মিষ্টতায় অপূর্ব—"

—"এতই মিষ্টি সত্যি, না এটা কবির কাব্যোচ্ছ্বাস ?"

—"না হেলেনা—বিশ্বাস কোরো—কারণ সে-উচ্ছ্বাসের ঘোর কেটে গেছে বহুদিন। রাগ কোরো না—সত্যি বলছি য়ুমাকে দেখবার আগে আমিও বুঝতে পারি নি যে জাপানি শীলতার মানে কি ? তার সঙ্গে তোমাদের শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় শীলতারো তফাৎ কতখানি জানো ?—কী বলব ?—যতখানি তফাৎ ম্যারাথন পথচারীর চলার সঙ্গে শিশুর হামাগুড়ির।"

হেলেনা রাগ করে : "যা—ও।"

মলয় নরম সুরে বলল : "না, এটা একটু অতিশয়োক্তি হয়ে গেছে, মানছি। তবে এটা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না যে, তোমাদের সুশীলতার পাশে ওদের সুশীলতা দেখলে মনে পড়ে হঠাৎ-ধনীদের কেতার পাশে বনেদি আদব কায়দা : একটা মুখস্থ বিদ্যা আর একটা প্রাতিভজ্ঞ সম্পদ।"

—"এ-ই বুঝি কম ক'রে বলা হ'ল ?"

—"কিন্তু কম ক'রে বলতে হবে এমন কথা তো ছিল না। বরং মনে রেখো—তুমি শপথ করিয়ে নিয়েছ গোড়াতেই যে 'সদা সত্য কথা বলিবে।' তবে যদি অনুমতি দাও আমি ঠিক মনরাখা কথাই বলব—বলব তোমাদের সুশীলতার সঙ্গে ওদের সুশীলতা ?—দুর্—এ তুলনা যে করে সে—"

—"না গো বন্ধু না—আমি তা চাই না। আচ্ছা বলো—আর আমি রাগ করব না।"

—"রাগ করতে সত্যিই পারতে না হেলেনা যদি য়ুমার সঙ্গে একটু কাছ থেকে মিশতে। ওর মাথা নোয়াবার ভঙ্গি, অভ্যর্থনা করবার কায়দা, ঠিক সময়ে ঠিক কমপ্লিমেণ্টটিতে লক্ষ্যবেধ করা, হাসির সুধাবর্ষণে পাষাণ-প্রাণেও রাতারাতি দূর্বা ফলানো,—সত্যি সময়ে সময়ে আমার মনে হ'ত এ-শ্রেণীর ভদ্রতা বুঝি এক জন্মে আয়ত্ত হয় না—জন্মজন্মান্তরের সুশীলতার আবাদে তবে এমন ফসল ফলে: ভদ্রতায় যে অপরিচিতকে অভিভূত ক'রে দেওয়া যায় এ দেখে মনে হ'ত—কি বলব ?"—

হেলেনা পাদপূরণ করে: "ভয়াল ?"

মলয় হেসে বলল: "যা বলেছ—lemot juste : ম্যাক বলত ওকেই : 'প্রিন্সেস, এ-সভ্যতাব সুশীলতার অথই জলে য়ুরোপী সুশীলরা তেম্নি খাবি খাবে—যেমন খায জলের মাছ ডাঙার হাওয়ায়।' "

—"প্রিন্সেস ?"

—"একে অর্থ ছিল ওর অজস্র তার ওপর বেশভূষা ছিল ওর অপরূপ। হাইডেলবার্গে অনেকেই তাই ওকে ডাকত প্রিন্সেস ব'লে।"

—"ম্যাক ওকেও ঠাট্টা করত বুঝি ?"

—"ম্যাক কাউকে ছাড়ত না : ওকে কখনো বলত 'die kleine Prinzessin der hochsten Fujisama' * কখনো বা—"

—"রোসো রোসো—ফুজিসামা কী বস্তু ? পেতে শোয়, না গায়ে দেয় ?"

—"ফু—জি—সা—মা জানো না ? অ্যাঁ ! জাপানের হিমালয়। ম্যাক হেসে বলত : ও যখন জাপানে প্রথম যায় তখন একজন প্রবীণ জাপানি ফুজিসামা দেখিয়ে ওকে বলেছিলেন : 'দেখুন জগতের সব-চেয়ে-উঁচু পর্বত।'"

হেলেনা হেসে কুটি কুটি : "ওমা ! সে কী ?"

মলয় হাসতে হাসতে বলল : "কী মানে ? দেশাত্মবোধ তো এরই নাম—জানো না ? দেশভক্ত জাপানি বলবে না ফুজিসামার পাশে হিমালয় হ'ল উইটিবি ?—Vaterland—এ-ও বুঝলে না ? Deutschland über alles !" †

হেলেনা কুপিত সুরে বলল : "আর যে-ই বলুক তোমরা আর ঠাট্টা কোরো না দেশভক্তদেরকে। বাংলাদেশ জগতের সবচেয়ে শ্যামল সুন্দর দেশ কী গান—সুজলা—ঙ্ সুফলা—ঙ্, না ? উঃ দারুণ গান। শুনে শুনে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেছে। শুনেছি—একটা ফ্ল্যাট্ দেশ—না আছে সমুদ্র, না বাগান, না ফিয়োর্ড, না কিছু, তবু হ'ল কিনা 'সকল দেশের রাণী !" তোমার মুখেই তো শুনে শুনে আমার মুখস্থ হ'য়ে গেছে। পেট্রিয়টিস্ম্‌কে আর যদি কখনো কটাক্ষ করো—" ও তর্জনী তুলে শাসায়।

* মস্ত ফুজিসামার ছোট্ট রাণী।

† স্বদেশ ! জর্মন দেশ সবার উপরে।

মলয় অভিবাদন ক'রে হেসে বল্ল : "একহাত নিয়েছ এবার হেলেনা, মানছি। কিন্তু জানো য়ুমা ভুলেও এরকম আঁতে ঘা দিয়ে শ্লেষ করতে পারত না। কারুর দেশাচার বা লোকাচার বা আত্মপ্রসাদকে ও তেম্‌নি সমীহ করত যেমন প্রণয়িনী করে প্রণয়ীর লক্ষ ত্রুটিকে।

—"ও তোমাদের মনে জাদুর বীজ বুনত বুঝি এই ধরণের গুণ গেয়ে ?"

—"এ তোমার রাগের কথা হেলেনা। কারণ সব শীলতাই তো একদিক্ দিয়ে তাই।"

"আচ্ছা আচ্ছা, ফিরিযে নিচ্ছি ওকথা, ব'লে চলো এবার। আর করব না আমিও এ ধরণের ঠাট্টা।"

মলয় মুহূর্তে সুর নামিয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বলে : "না না তা করবে না কেন ? আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে ওকে আমরা এত ঠাট্টা করতাম তো ?—কিন্তু ও কখনো ভুলেও এমন কোনো কটাক্ষ করত না যা আমাদের মনে লাগতে পারে। আমাদের দোষ-ত্রুটি ওর চোখে পড়ত না কি আর ? কিন্তু সে সবের কোনো উল্লেখই ও করত না।"

—"করবে কী দুঃখে শুনি ?"

—"ম্যাক ওকে সময়ে সময়ে ভারি কোণ্‌ঠেসা করত যে ! তোমরা হ'লে ত রটত হানাহানির ডামাডোল। কিন্তু আশ্চর্য, বার বার ওকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিঁধেও ওর সহাস্য সহিষ্ণুতার বর্ম এতটুকু পোড় খায় নি।"

—"বাক্যবাণে বিঁধত ওকে কি একা ম্যাক, না পৃষ্ঠপোষকও ছিল ?"

—"আমি বেশি ঘেঁষতাম না ওদিকে। তবে এক মুস্কিল ছিল এই যে, ম্যাকের খুনসুড়িমির ছোঁয়াচে সময়ে সময়ে অতর্কিতে মুখ ফস্‌কে অশোভন কথা বেরিয়ে যেত দুএকটা।"

—"কিন্তু হার মানাতে পারবে না তো ওকে ? দু-দুজন বীরপুরুষ বনাম একজন অবলা। ধিক্।"

—"এ-ধিক্কার মাথা পেতে নিচ্ছি সখী। কারণ সত্যিই ওর অটল স্নিগ্ধ প্রশান্তির পাশে আমাদের তীক্ষ্ণ মুখরতা কতবারই যে লজ্জায় মাথা হেঁট করেছে তার সংখ্যা নেই। ওর কাছে আমি একটা জিনিষ প্রথম শিখি : যে, আঘাতকে যে গায় মাখে না তাকে আঘাতও সমীহ ক'রে চলতে বাধ্য হয়।"

—"বেশ বলেছ কারো মিয়ো।"

—"বলেছি, কারণ এ আমার মুখের কথা নয়। আমাদের সংস্কৃতে দুটো গালভরা কথা আছে 'আপূর্যমান' ও 'অচলপ্রতিষ্ঠ'।"

—"মানেটা হ'ল কী ?"

—"য়ুমাকে লক্ষ্য ক'রে এর তর্জমা করলে দাঁড়ায়—শীলতায়-যে-ভরাট ও অচলতায়-যে-জমাট। বুঝলে ?"

—"অন্তত এঁচে নিতে পারছি, মা ভৈঃ। কেবল একটা কথা বলব ? —যদি অভয়ের প্রতিদান পাই অবশ্য।"

—"আমরা কৃতজ্ঞ জাত—দান পেলে সাড়া দিই।"

—"য়ুমার গুণকীর্তনের জোয়ার কি অক্ষুরন্ত ?"

—"না সখী," মলয় হাসে বরাভয় হাসি, "জীবনের ধর্মও নদীরই মতন, জোয়ারের পরে ভাঁটা আসবেই—অতএব উৎকর্ণ হও—যদিও জানি না বললেও হবে এবার।"

—"এবার মানে ?"

—"মানে, নারীনিন্দা মহাপাপ শুধু পুরুষেরই সামনে।"

—"যা-ও।"

—"ঐ দেখ সখী, সত্যকথনের দাবি করো, অথচ সত্য বললে নির্মেঘ মুখেও মুহূর্তে নামে বাদলছায়া।"

হেলেনা হেসে ফেলে: "কই? হাসির আলোয় চোখমুখ ঝলমলিয়ে উঠল তবু বলবে—"

—"না সখী না", মলয় ওর কণ্ঠালিঙ্গন করে হঠাৎ, "বলব শুধু এই কথাটি যে ছায়া না হ'লে আলোর সার্থকতা থাকত কোথায়? গল্প বলতে আমি না জানতে পারি কিন্তু শিল্পও কি জানি না? বোকা ব'লে কি বুদ্ধি নেই?"

হেলেনা প্রীতকণ্ঠে বলে: "তুমি কেবলই বলো মলয়, গল্প-বলা তোমার ধাতে নেই, কিন্তু আমি কি দেখি—থুড়ি শুনি—জানো তোমার গল্পের তলে?"

—"কি?"

—"একটা নিবিড় ভঙ্গি জীবনকে ছোঁবার।—এমন একটা সহজ ক্ষমতা আছে তোমার অপরের মনের অগম আলোছায়াকেও ফোটাবার যে মনে হয় সত্যি কথার ছবি আঁকতে তুমি সিদ্ধহস্ত—থুড়ি, বাক্‌সিদ্ধ। অপরের মনকে তুমি শুধু আঁকতে চাও না, চাও জানতে। তাই অপরের মন তোমাকে ধরা দিতে এত উৎসুক।"

খুসিতে মলযের মুখ ওঠে দীপ্ত হ'য়ে। বলে: "জানো হেলেনা একথা ম্যাক ও য়ুমা প্রায়ই আমাকে বলত। আমার বিদেশী বন্ধুরা আরো অনেকে মানেন একথা সকৃতজ্ঞে। কিন্তু কেন জানি না আমার স্বদেশী গল্পী বন্ধুরা আমার 'পরে দারুণ চটা।"

—"কিন্তু আমি জানি মলয়। কিছু মনে কোরো না, জীবনযাত্রার বহিরঙ্গে তোমাদের দেশ বরাবর আমাদের পঞ্চাশবছর আগেকার বুলি

জপ ক'রে চলে। তাইতো এ সেকেলে বুলি তোমরা এখনো আওড়াও যে, গল্পের বিবৃতিশিল্পই তার একমাত্র বিষয়বস্তু, জানো না যে অনেক জিজ্ঞাসু মনই গল্পে আজকাল ও-ধরণের মামুলি প্লটের ছেলেমানুষি চায় না—চায় অন্তরের আলোর ইতিহাস, গতির কাহিনী স্বপ্নের ঊর্ধ্বচারণ। তোমার মৌখিক গল্পে এসবই ফোটে সবচেয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে তাই তো তোমাকে এত ভালোবাসি। কিন্তু বলো এবার য়ুমার কাহিনী।—না রোসো, বাবাকে একবার দেখে আসি দৌড়ে।"

দিলীপকুমারের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

রঙের পরশ ২॥০ **দোলা** ১ম খণ্ড ২৲ ২য় খণ্ড ৩৲

বহুবল্লভ ও দুধারা (সচিত্র) ২॥০

আপদ (নাটক) **জলাতঙ্ক** (প্রহসন) একখণ্ডে ১॥০

অনামী (কবিতা) ৩৲

সূর্য্যমুখী (কবিতা) ২॥০

নব গীতিমঞ্জরী (স্বরলিপি সাহানা ও দিলীপ প্রণীত) পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, কবীর, মীরা, তুলসীদাস, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, হারীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার, নিশিকান্ত প্রভৃতির গানের—২॥০

গীতশ্রী

নিশিকান্ত, সাহানা ও দিলীপ প্রণীত উপরিউক্ত রচযিতাদের গান ছাড়া রাহানা, মমতা প্রভৃতির গানের ও স্বরলিপি দেওয়া হইল—১৫০ গানের—৩৲ (সচিত্র) গ্রামোফোনে দেওয়া অনেক গানই এ দুটি স্বরলিপি পুস্তকে দেওয়া হ'ল।

সঙ্গীত সম্বন্ধে এরকম বিস্তারিত আলোচনা বাংলা ভাষায় আর তো দেখিনি। তোমার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। ভারতী সঙ্গীতের সকল অঙ্গেই তোমার অধিকার আছে। —রবীন্দ্রনা

দ্বিজেন্দ্র-গীতি (স্বরলিপি) ১ম খণ্ড ১॥০, ২য় খণ্ড ১॥০

হাসির গানের স্বরলিপি— ২৲

সাঙ্গীতিকী (সচিত্র—বিশ্ববিদ্যালযে প্রকাশিত সঙ্গীতের ইতিহাস)২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা